হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

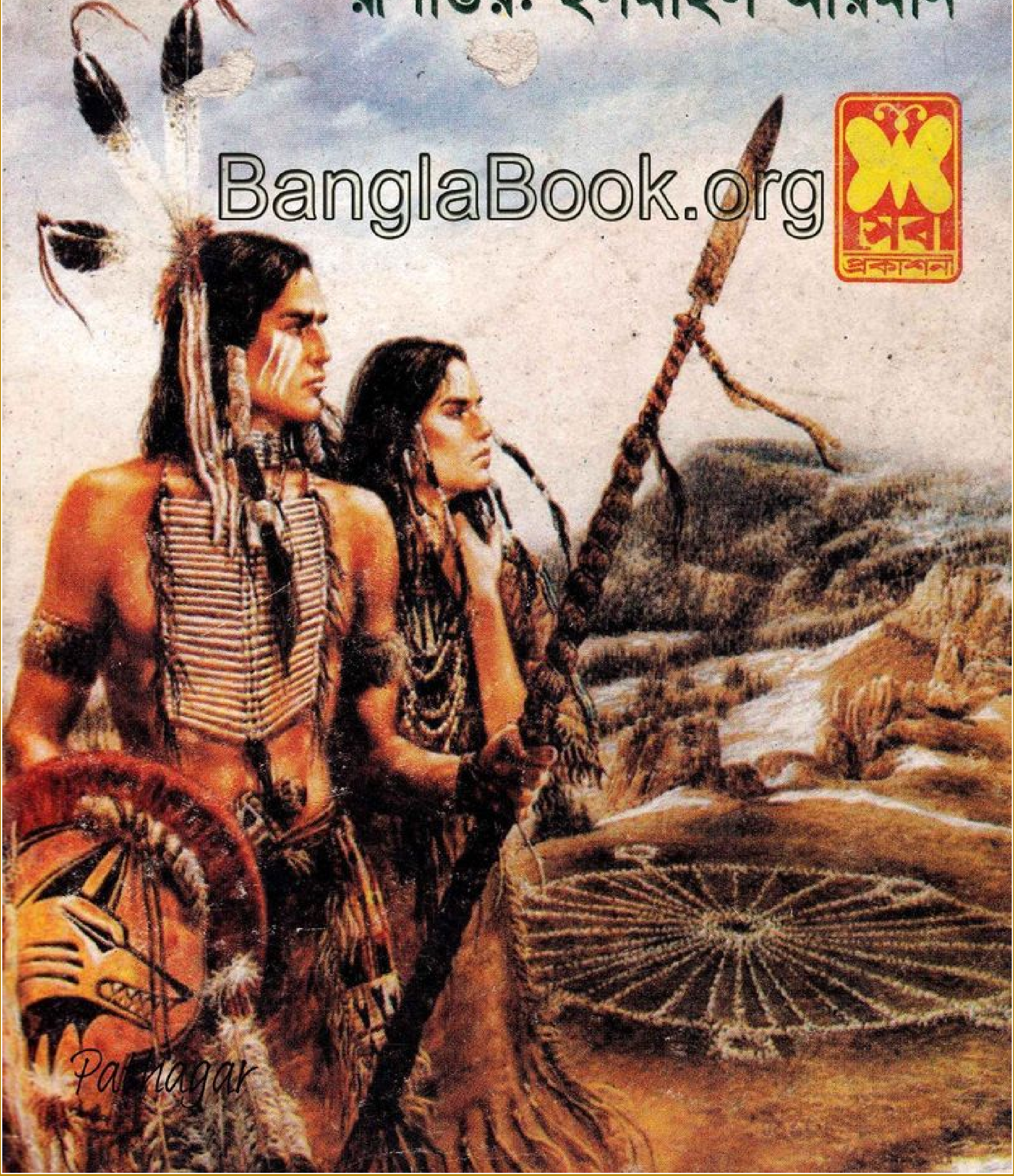

সেবা প্রকাশনী

BanglaBook.org

Pathagar

www.BanglaBook.org

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট

রূপান্তর: ইসমাইল আরমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

লেখক পরিচিতি

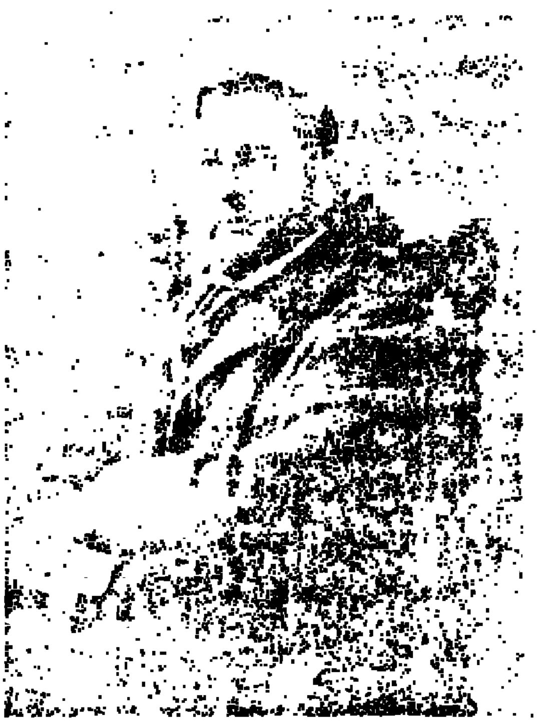

ইংল্যাণ্ডের নরফোকে জন্মগ্রহণ করেন সার হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ১৮৫৬ সালের ২২শে জুন তারিখে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাল কোনও স্কুল-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। মাত্র উনিশ বছর বয়সে নেটাল সরকারের চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। ছ'বছর ওখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে, আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া শুরু করেন, পাশাপাশি মনোনিবেশ করেন লেখালেখিতে। ফলে পৃথিবী পায় ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকদের একজনকে। একের পর এক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি উপহার দিতে থাকেন পাঠকদের জন্য। চাকরিসূত্রে আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন হ্যাগার্ড, সেসব অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বইগুলোর প্রধান উপজীব্য।

হ্যাগার্ডের বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে *কিং সলোমন'স্ মাইনস্*, *শী*, *রিটার্ন অভ শী*, *অ্যালান কোয়াটারমেইন*, এবং *দা পিপল অভ দা মিস্ট* অন্যতম। টগবগে উত্তেজনায় ভরা বইগুলো পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না। ভাইয়ের সঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাজি ধরেছিলেন হ্যাগার্ড—*ট্রেজার আইল্যাণ্ড*-এর চেয়ে রোমাঞ্চকর বই লেখার ক্ষমতা তাঁর আছে, এবং *কিং সলোমন'স্ মাইনস্* লিখে সত্যিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেটা। বইটি প্রকাশ পাবার পর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে *মণ্টেজুমা'স্ ডটার, মর্নিং স্টার, পার্ল মেইডেন, দ্য ব্রেথ্রেন, অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার*, ইত্যাদি।

নানা সময় নানা রকম পেশায় জড়িত ছিলেন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, রাজনীতির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ১৯১২ সালে *সার* উপাধি পান। ১৯২৫ সালের ১৪ মে পরলোকগমন করেন এই কালজয়ী সাহিত্যিক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এক

পিতার পাপ, সন্তানের বোঝা

জানুয়ারি মাস। বিকেলটা ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দিকে গড়াতে শুরু করেছে। বাতাস ঠাণ্ডা, স্থির... এমনই নিথর হয়ে আছে যে, পাতাশূন্য গাছগুলোর একটা সরু ডালও নড়ছে না। সবুজ মাঠের ঘাসের উপর জমে আছে আধ-গলা তুষারের একটা সাদা স্তর, দূরে... কালচে আকাশের পটভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একসারি দেবদারু গাছ। সবচেয়ে লম্বা গাছটার উপরে উঁকি দিচ্ছে একটা নিঃসঙ্গ তারা। গাছগুলোর পাশ দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে: আর ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে অল্পবয়েসী এক তরুণ—ইতস্তত করছে, বার বার তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক।

তরুণটির ডানে, একটু দূরে রয়েছে লোহার তৈরি আলিশান এক বিরাট ফটক—দু'পাশের পাথুরে স্তম্ভদুটোর মাথা কালো মার্বেলে ঢাকা: তাতে শোভা পাচ্ছে একটা পারিবারিক প্রতীকচিহ্ন। ফটকের ওপাশে একটা চওড়া শান-বাঁধানো পথ চলে গেছে ভিতরদিকে, দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো শানদার ওক গাছগুলো দেখলেই বোঝা যায়—চমৎকার আবহাওয়া, উদয়াস্ত পরিচর্যা এবং কয়েক শতাব্দীর চেষ্টা ছাড়া অমন গাছ পাওয়া সম্ভব নয়।

আধ-মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটার শেষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম একটা প্রাচীন বাড়ি। এলিজাবেথিয়ান নকশায় গড়া,

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

বহু বছর আগে অট্রাম পরিবারের কোনও এক পূর্বপুরুষ তৈরি করিয়েছিলেন এটা। মাঝে বেশ কয়েকবার মেরামত করা হয়েছে, কিছু অংশ পুনর্নির্মাণও করা হয়েছে; তারপরও বাড়িটার বেশিরভাগ অংশ ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত *টুডোর*-দের চেয়ে প্রাচীন... সেই রাজা জনের আমলের চিহ্ন বহন করছে। বাড়িটার নাম *অট্রাম হল*, আর গত ছয় শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম ওটা নিলামে বিক্রি হতে যাচ্ছে।

বলাই বাহুল্য, রাস্তার দুপাশের ওক গাছগুলোর মত এই প্রাচীন বাড়িটাও অদ্বিতীয়। স্রেফ ইট-কাঠের তৈরি আবাসস্থল নয় ওটা, কালের বিবর্তনে এই জড়-কাঠামোটারও এক ধরনের জীবন... এক ধরনের স্বকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে, বংশ-পরম্পরায় এই বাড়িতে জীবনযাপন করেছেন অত্যন্ত অভিজাত একদল মানুষ, তাদের ছোঁয়ায়... তাদের স্মৃতির কারণে অট্রাম হল-ও আভিজাত্য লাভ করেছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে-তরুণটি ইতস্তত করছে, তার দৃষ্টি বারে বারেই ঘুরে যাচ্ছে ওই বাড়িটার দিকে। এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে—এ-যন্ত্রণা হারাবার... এ-যন্ত্রণা খোয়াবার। এমনিতে সুপুরুষ সে; লম্বা-চওড়া, শরীরটা একহারা, চেহারাও মন্দ নয়। বয়স মাত্র তেইশ। কিন্তু মানসিক যন্ত্রণার কারণে এ-মুহূর্তে তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে, মলিন মুখশ্রীকে করে তুলেছে রুক্ষ। এই তরুণের নাম লিওনার্ড অট্রাম... এতক্ষণ যে-অভিজাত বাড়ি আর ওখানকার অভিজাত বাসিন্দাদের কথা বলা হলো, সেই পরিবারেরই এক সন্তান।

ফটক পেরিয়ে অনেকক্ষণ থেকেই ভিতরে যাবার কথা ভাবছে লিওনার্ড, কিন্তু মনস্থির করতে পারছে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সময়ের দিকে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল চাকার শব্দে। বাড়ির দিক থেকে একের পর এক ক্যারিজ আসতে শুরু করেছে গেটের দিকে, বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

যাবার জন্য।

'মনে হচ্ছে নিলাম শেষ হয়ে গেছে,' ভাবল ও। 'ভালই হয়েছে, অন্তত একটা আনুষ্ঠানিকতা তো শেষ হলো!'

চলে যাবার জন্য উল্টো ঘুরল লিওনার্ড, কিন্তু থমকে গেল একটা ব্যাপার মনে হতেই। খোলা রাস্তায় ওকে হাঁটতে দেখে চিনে ফেলবে সবাই, এ-মুহূর্তে কারও সামনে পড়তে ইচ্ছে করছে না। চট করে ফটকের স্তম্ভের পিছনে লুকিয়ে পড়ল ও। একটা ক্যারিজ এসে থামল গেটের কাছে, হারনেসে কী যেন সমস্যা হয়েছে। ওটা ঠিক করে নিতে কোচোয়ান নেমে পড়ল রাস্তায়। উঁকি দিতেই ক্যারিজের দুই আরোহীকে চিনতে পারল লিওনার্ড—প্রতিবেশী এক জমিদারের স্ত্রী-কন্যা... মেয়েটি একসময় বলনাচে ওর খুব পছন্দের সঙ্গী ছিল।

'জিনিসপত্র কী সস্তাতেই না যাচ্ছে রে, আইডা!' বলে উঠলেন জমিদার-পত্নী। 'মাত্র দশ পাউণ্ডে ওই সাইডবোর্ডটা কিনতে পারব, কোনোদিন আশা করেছিলাম? বাজারে অন্তত পাঁচ গুণ দাম হবে ওটার। আহ, বড়ই ভাল লাগছে। বোর্ডটার উপর বহুদিন থেকেই নজর ছিল আমার।'

আইডা নামের মেয়েটি অবশ্য উচ্ছ্বসিত হলো না। বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমার ওই সাইডবোর্ডের দাম দু'পেন্স হলেও আমার কিছু বলার নেই, মা। বেচারা অট্রামদের জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। লিওনার্ড আর টম তো একেবারে ফতুর হয়ে গেল। কী বিশ্রী ব্যাপার! বাড়িটাও কিনা কিনল এক ইহুদি! ওরা যখন লিওনার্ডের বন্দুকগুলো বিক্রি করছিল, তখন তো আমার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, দুঃখজনক তো বটেই,' স্বীকার করলেন জমিদার-পত্নী। 'তবে বাড়িটা একজন ইহুদি কেনায় ক্ষতি তো কিছু হয়নি। লোকটা বনেদি, প্রচুর টাকার মালিক। আর অট্রামদের কথা বলছিস? ওদের একটা না একটা গতি হয়েই

www.BanglaBook.org

যাবে। ...ভাল কথা, তুই ওদের নাম ধরে ডাকতে শুরু করলি কেন? নিয়মকানুন সব ভুলে গেছিস নাকি? সম্ভ্রান্ত মহিলারা কখনও পরপুরুষের নাম ধরে ডাকে না...'

'ওসব নিয়মকানুনের থোড়াই পরোয়া করি আমি,' বলল আইডা। 'টম আর লিওনার্ডকে খুবই পছন্দ আমার। ইশ্‌শ্, যদি ওদের কপালটা এমন না হতো... কেন ওই বিশ্রী নিলামটাতে আমাকে নিতে গেলে তুমি, মা? মনটা আমার খুব খারাপ হয়ে গেল...'

জবাবে আরও কিছু বললেন আইডার মা, তবে সেটা আর শুনতে পেল না লিওনার্ড। হারনেসটা ঠিক করে ফেলেছে কোচোয়ান, ক্যারিজে উঠে চাবুক চালাল। চাকায় ঘড় ঘড় শব্দ তুলে চলতে শুরু করল গাড়িটা।

'গেটের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আইডা হ্যাদারলি।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল ও, কাজ পড়ে আছে অনেক।

একশো গজ যেতেই আরেকটা গেট পড়ল—অট্রাম হলের তুলনায় এটার চাকচিক্য অনেক কম। ফটকটা পেরিয়ে লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল লিওনার্ড। একসময় রেকটরি ছিল ওটা, পরে বসবাসের জন্য ওটা রেভারেণ্ড জেমস বিচ-কে দান করে দিয়েছেন ওর বাবা—দুজনে কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

দুরুদুরু বুকে বেল বাজাল লিওনার্ড, না জানি কেমন অভ্যর্থনার মুখোমুখি হতে হয়। এতদিন বাড়িটাতে সবাই খুশিমনে স্বাগত জানিয়েছে ওকে, কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। এখন আর সার টমাস অট্রামের দ্বিতীয় পুত্রের মর্যাদা নেই ওর। স্রেফ একজন ভিখিরি ও দেউলিয়া হয়ে যাওয়া... আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া এক খামখেয়ালি কোটিপতির কপর্দকহীন সন্তান। ক্যারিডা থেকে ভেসে আসা ম্যাডাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হ্যাদারলির কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে ওর, বুঝতে পারছে—ওদের পরিবারের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন না ভদ্রমহিলা... ছিলেন না অন্য কেউ-ই। বন্ধুই যদি হতেন তাঁরা, তা হলে দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াতেন: সস্তায় অট্রাম হলের মহামূল্য মালামাল কিনতে উতলা হয়ে পড়তেন না। মনটা তিক্ততায় ভরে গেল ওর। *দুধের মাছি* প্রবচনটার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারছে।

এখন দেখার বিষয় একটাই—অভাব যখন দরজায় কড়া নাড়ে, তখন ভালবাসা সত্যিই জানালা দিয়ে পালায় কি না। রেভারেণ্ড জেমস বিচের একমাত্র মেয়ে জেনের কথা ভাবছে লিওনার্ড। পুরো এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে বলে খ্যাতি আছে ওর, একসঙ্গে বড় হয়েছে দুজনে। ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে ওরা, ছোটবেলা থেকেই একে অন্যাকে জীবনসাথী বলে ভেবেছে। ভালবাসাকে পূর্ণতা দিতে কিছুদিন আগে জেনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে লিওনার্ড, জেন সেটা গ্রহণও করেছে। কিন্তু কথা হলো, সেই সম্মতি এখনও অটুট আছে কি না... বিশেষ করে, লিওনার্ড যখন নিঃস্ব।

পারিবারিক দিক থেকে দুজনের সম্পর্কটা শুরু থেকেই টালমাটাল। মি. বিচকে বন্ধু ভাবতেন সার টমাস, কিন্তু কখনোই তাকে আত্মীয় বানাবার কথা মাথায় আনেননি। জেনকে লিওনার্ডের খেলার সাথী হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, পুত্রবধূ হিসেবে নয়। আর্থিক বিভেদ-ই ছিল এর পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ। মি. বিচের মত একজন মধ্যবিত্ত মানুষের কন্যাকে অট্রামদের বনেদি পরিবারে প্রবেশাধিকার দিতে ঘোর আপত্তি ছিল তাঁর। লিওনার্ড আর জেনের প্রণয়ের কথা শুনে ভীষণ খেপে গিয়েছিলেন তাই সার টমাস, তাঁর ক্ষোভের কারণে ওদের বাগদানের ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। লিওনার্ডের মা অনেক বছর আগে মারা গেছেন, কাজেই সার টমাসকে বোঝানোর কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত জেনের বাবার সঙ্গে কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে বিয়েটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় লিওনার্ড। লেখাপড়া করছিল ও, চাইলেও তখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না। ঠিক করেছিল, কলেজ থেকে পাশ করার পর বুঝিয়ে-শুনিয়ে বাবাকে রাজি করাবে ওদের বিয়ের জন্য। কিন্তু পরিকল্পনাটা সফল হবার আগেই সর্বনাশ নেমে এসেছে অট্রাম পরিবারের উপর।

দরজা খুলে যেতেই ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল লিওনার্ড। একজন ভৃত্য পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ওকে ড্রয়িং রুমে। বিচ পরিবারের সবাই ওখানে ফায়ারপ্লেস ঘিরে বসে আছে—মি. বিচ, তাঁর স্ত্রী, একমাত্র ছেলে আর্থার এবং জেন। প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে বুকে কাঁপন অনুভব করল লিওনার্ড, আজ ওকে অন্যান্য দিনের চাইতেও সুন্দর লাগছে।

মি. বিচ থলথলে শরীরের একজন বেঁটেখাটো মানুষ, ব্যক্তিত্ব বলতে তেমন কিছু নেই। আজ তাঁর চেহারায় অন্যরকম একটা আভা খেলা করছে। ফায়ারপ্লেসের সামনের সোফায় বসে রুপার একটা পানপাত্র ধরে রেখেছেন তিনি, হাবভাবে মনে হচ্ছে আজকের মদ্যপান ওটাতেই চলছে। কথাবার্তায় হালকা জড়তা দেখা দিয়েছে, হাসিমুখে পানপাত্রটার সৌন্দর্য আর গুণাগুণ বর্ণনা করছেন পরিবারের সদস্যদের কাছে। লিওনার্ড লক্ষ করল, জিনিসটা আসলে অট্রাম হলের।

ও ভিতরে ঢুকতেই মেজবানদের চেহারায় নানা রকম অভিব্যক্তি খেলা করে গেল। এ-সময়ে ওর আসার কথা নয় এ-বাড়িতে। মি. বিচ বিব্রত হয়ে গেলেন, তাঁর স্ত্রী হলেন বিস্মিত, আর্থার ভুরু কুঁচকে ফেলল। আর জেন... লিওনার্ডকে দেখেই ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল প্রেমিককে স্বাগত জানাতে।

'জেন!' চাবুকের মত সপাং করে উঠল মি. বিচের গলা।

মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল

www.BanglaBook.org

পিতার দিকে, তারপর অপরাধীর ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল দু'পা। ব্যাপারটা দেখে যা বোঝার বুঝে ফেলল লিওনার্ড।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মি. বিচ। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন লিওনার্ডের দিকে, আলিঙ্গন করলেন ওকে। 'কেমন আছ, বাছা? ভাল তো? আসলে এ-সময়ে তোমাকে এখানে আশা করিনি আমরা...'

'বুঝতেই পারছি,' তিক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'কিন্তু টম আর আমি ভেবেছিলাম, নিলামটা মাত্র তিনদিন চলবে!'

'হ্যাঁ, ওভাবেই বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। তবে পরে দেখা গেল, সময়টা মোটেই যথেষ্ট নয়। আসলে... অট্রাম হলের মত একটা বাড়ির জিনিসপত্রের সংখ্যা তো কম নয়! ঠিকমত গুছিয়ে-টুছিয়ে ওগুলো বিক্রি করতে সময় লাগে।'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন।'

'তবে সময় লাগলেও শুনে খুশি হবে যে, সবকিছু আমরা ভালভাবেই বিক্রি করতে পারছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা ঘটে না। যতই দামি, কিংবা দুষ্প্রাপ্য কালেকশন থাকুক না কেন, এ-ধরনের নিলামে কখনোই ভাল দাম ওঠে না। তোমাদের বাড়ির বেলায় সেটা ঘটেনি। এই পানপাত্রটার কথাই ধরো...' হাতের জিনিসটা দেখালেন মি. বিচ, 'স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিনেছি এটা আমি, অথচ দাম পড়েছে পুরো দশ শিলিং!'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপের গলায় বলল লিওনার্ড। 'আমার তো ধারণা ছিল, ওটার দাম পঞ্চাশ শিলিং!'

মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললেন মি. বিচ। কয়েক মুহূর্ত অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল, [illegible] তিনি ইশারায় অন্যদের বেরিয়ে যেতে বললেন। ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করল সবাই, সবশেষে জেন। পাশ কাটানোর সময় ওর চোখে টলমল করতে থাকা অশ্রু দেখতে পেল লিওনার্ড।

'জেন,' পিছন থেকে অর্থপূর্ণ স্বরে বললেন মি. বিচ।

www.BanglaBook.org

'জামা-কাপড় পাল্টে তৈরি হয়ে নে। ডিনারে মি. কোহেন আসবেন, মনে আছে তো? ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল জেন, সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজাটা।

ঘর খালি হয়ে যেতেই কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন মি. বিচ। লিওনার্ডের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাপারটা বড়ই দুঃখজনক... সে কী, তুমি বসছ না কেন?'

'কেউ বসতে বলেনি, তাই।' শীতল গলায় বলল লিওনার্ড।

'ছি, ছি, কী বাজে কথা। বসো, প্লিজ!'

একটা চেয়ার টেনে বসল লিওনার্ড। মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসে মি. বিচ বললেন, 'ভাল কথা, মি. কোহেনের ছেলে তো তোমার বন্ধু, তাই না?'

'পরিচয় আছে আমাদের, বন্ধুত্ব নেই,' লিওনার্ড জানাল।

'তাই? কিন্তু আমি তো শুনেছি, তোমরা একই কলেজের ছাত্র।'

'হ্যাঁ। তবে ওকে আমি পছন্দ করি না।'

'এ-ধরনের মনোভাব রাখা ঠিক না,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন মি. বিচ। 'এ-কথা বুঝি—যে-লোক তোমাদের সহায়-সম্পত্তি কিনে নিয়েছে, তাকে পছন্দ না করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটাও তো ভাবতে হবে, কোহেনদের পরিশোধ করা দামটা দিয়েই তোমাদের বাবার রেখে যাওয়া সমস্ত ঋণ শোধ হতে যাচ্ছে।'

কথাটা পছন্দ হলো না লিওনার্ডের। হ্যাঁ, ওর বাবা জীবনে অনেক ভুল করেছেন, আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়ে রেখে গেছেন দুই সন্তানকে... কিন্তু এটাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, তাঁর দয়াতেই জেমস বিচ আজ এ-অবস্থানে এসেছেন। অন্নদাতার সমালোচনা অন্তত তাঁর মুখে সাজে না।

লিওনার্ডের চোয়াল শক্ত হয়ে যেতে দেখে একটু সতর্ক হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠলেন মি. বিচ। তাড়াতাড়ি বললেন, 'বাদ দাও ওসব। এখন বলো, তোমাদের দু'ভাইয়ের জন্য আমি কী করতে পারি?'

'খুব বেশি কিছু নয়,' বলল লিওনার্ড। 'আমাদের পরিস্থিতি আপনি জানেন। বাড়িঘর, টাকা-পয়সা... সব হারিয়েছি, বংশের নামটাও কলঙ্কে ঢেকে গেছে। অথচ এর পিছনে আমাদের দু'ভাইয়ের কোনও দোষ ছিল না। সম্বল বলতে মাত্র দুশো পাউণ্ড আছে আমার কাছে, হাতখরচ থেকে জমিয়েছিলাম। লেখাপড়া শেষ হয়নি আমার, চালিয়ে যাবার মত টাকাও নেই... ফলে ভাল কোনও চাকরিও জোগাড় করতে পারছি না...'

'দুর্ভাগ্যজনক... খুবই দুর্ভাগ্যজনক,' জিভ দিয়ে চুকচুক করলেন মি. বিচ। 'এ-পরিস্থিতিতে আমার তো করবার মত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ঈশ্বরের উপর এখন আস্থা রাখতে হবে তোমাদেরকে, একসময় না একসময় ঠিকই তোমাদের ভাগ্য ফেরাবেন তিনি।'

'যদি তা-ই মনে করেন, তা হলে আমার আর জেনের বাগদানটাকে স্বীকৃতি দিন।'

ভুরু কুঁচকে গেল মি. বিচের। কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু লিওনার্ড বাধা দিয়ে বলল, 'আমার কথাটা শেষ করতে দিন। জানি, অনেক বড় একটা জিনিস চাইছি... কিন্তু সেটা একেবারে অকারণে নয়। জেনকে ভালবাসি আমি, সার। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট করব আমি, নিজের পায়ে দাঁড়াব। যেভাবে ওকে রাখা উচিত, ঠিক সেভাবেই ওকে রাখব আমি, সার। কোনোদিন কষ্ট পেতে দেব না।'

'এসব অর্থহীন কথাবার্তা শোনার কোনও প্রয়োজন দেখছি না আমি,' রাগী গলায় বললেন মি. বিচ। 'তোমার তো বুঝে ফেলা উচিত, জেনের সঙ্গে বিয়ে হবার সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে গেছে তোমার! বাগদান! কীসের বাগদান? হাঁটু গেড়ে একান্তে তুমি যে-প্রস্তাব দিয়েছিলে, সেটার কথা বলছ? ওটাকে স্রেফ দুর্বল

www.BanglaBook.org

অনুভূতির বাড়াবাড়ি প্রকাশ ভেবে ভুলে গেলেই তুমি ভাল করবে, লিওনার্ড। আমি অন্তত ওটাকে কোনও ধরনের গুরুত্ব দিতে রাজি নই।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন,' কোনোমতে রাগের লাগাম টেনে ধরে থমথমে গলায় বলল লিওনার্ড, 'ছ'মাস আগে ঠিক এখানেই ব্যাপারটা নিয়ে লম্বা একটা আলোচনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আপনি কথা দিয়েছিলেন, আমার লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে জেন।'

'পুরনো কথা টেনে লাভ নেই, লিওনার্ড,' বললেন মি. বিচ। 'তখনকার সঙ্গে এখনকার অনেক পার্থক্য। তখন অনেক কিছু ছিল তোমার, এখন কী আছে? স্রেফ বংশের নামটা, তা-ও তোমার ভাষায় কলঙ্কে ঢেকে গেছে... এ-অবস্থায় আমার মেয়েকে দাবি করো কীভাবে? নিজে তো ডুবেছ, জেনকেও সঙ্গে না ডোবালে কি চলছে না তোমার? আমি অন্তত তোমার কাছে এটা আশা করিনি।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল লিওনার্ডের। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন, সার। জেনকে আমি এখুনি বিয়ে করতে চাইছি না। শুধু বলছি আমাকে ক'টা দিন সময় দিতে। কিন্তু সেটাও দিতে চাইছেন না আপনি। আসল ব্যাপার বুঝতে বাকি নেই আমার, ওই ইহুদিটার উপর নজর পড়েছে আপনার, তাই না? জেনের রূপের জালে ফাঁসাতে চাইছেন ওকে। মেয়ের সুখ নিয়ে মোটেই ভাবছেন না, চাইছেন খালি কোহেনের টাকা-পয়সায় ভাগ বসাতে। জেনকে আমি চিনি, দুর্বল স্বভাবের মেয়ে ও, হয়তো আপনার কথামত চলতে বাধ্য হবে... ইহুদিটাকে বিয়েও করবে। কিন্তু শুনে রাখুন, তাতে উন্নতি হবে না আপনার। আমার পরিবারের কাছ থেকে সবকিছু পেয়েছেন আপনি, অথচ দুঃসময়ে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছেন... আমার জীবনের একমাত্র সুখটুকু কেড়ে নিচ্ছেন... এর ফল ভাল হবে

www.BanglaBook.org

না! ঠিক আছে, আমি আর জোর খাটাব না; তবে একদিন না একদিন ঠিকই টের পাবেন, কত বড় ভুল করলেন। সেদিন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না আপনার, স্যার। বিদায়!'

ঝড়ের বেগে ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেল লিওনার্ড। টকটকে লাল মুখ নিয়ে পিছনে বসে রইলেন মি. বিচ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দুই

শপথ নেয়া

লিওনার্ডের সঙ্গে কথা বলার জন্য হলঘরে অপেক্ষা করছিল জেনের ভাই আর্থার, কিন্তু ওর দিকে ফিরেও তাকাল না ক্রুদ্ধ ছেলেটা। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে, দড়াম করে টেনে দিল পাল্লা। বাইরে পা রাখতেই দেখল, তুষার পড়তে শুরু করেছে—আকাশ থেকে পেঁজা তুলোর মত নেমে আসছে বাতাসে ভর করে। তবে ধারাটা তেমন প্রবল নয়, আকাশের চাঁদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখনও।

হাঁটাপথ ধরে এগোতে থাকল লিওনার্ড, গেটের কাছাকাছি পৌঁছুতেই পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল। নিশ্চয়ই আর্থার, কথা বলতে চায়। কিন্তু মাথায় আগুন জ্বলছে লিওনার্ডের, এই পরিবারের আর কোনও পুরুষের মুখটাও দেখার ইচ্ছে নেই। কড়া কিছু শোনাবার জন্য উল্টো ঘুরতেই থমকে গেল। আর্থার না, হন্তদন্ত হয়ে ওর দিকে ছুটে আসছে জেন। চাঁদের আলোয় দেবীর

www.BanglaBook.org

মত লাগছে ওকে। ক্ষণিকের জন্য পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেল লিওনার্ড।

প্রেমিকের সামনে এসে থামল জেন। করুণ গলায় বলল, 'লিওনার্ড! আমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে তুমি চলে যাচ্ছ?'

বুকটা কেমন যেন করে উঠল লিওনার্ডের। কিন্তু ভাবাবেগটা শক্ত হাতে দমন করল ও। কঠিন গলায় বলল, 'পাতলা জামা পরে বাইরে বেরুনোটা উচিত হয়নি তোমার, জেন। ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'লাগুক ঠাণ্ডা!' বলল জেন। 'ঠাণ্ডায় জমে মরণ হোক আমার! তা হলে যদি এই বিপদ থেকে রক্ষা পাই! তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, লিওনার্ড। সামার-হাউসে চলো, ওখানে কেউ আমাদের খোঁজ করবে না।'

'ওটা তো একশো গজ দূরে,' বলল লিওনার্ড। 'পথটাও তুষারে ঢাকা। পা জমে যাবে তোমার।'

'জমুক! তাও যাবো আমি। চলো।'

ইতি-উতি করে রেকটরির দিকে তাকাল লিওনার্ড, বোঝার চেষ্টা করল, কেউ ওদেরকে দেখছে কি না। তারপর এক ঝটকায় জেনকে তুলে নিল পাঁজাকোলা করে। বাধা দিল না মেয়েটা, পরম নির্ভরতায় জড়িয়ে ধরল ওর গলা। একেবারেই হালকা-পাতলা ও, একশো গজ দূরত্ব বয়ে নিয়ে যেতে কোনও কষ্টই হলো না লিওনার্ডের। বরং পথটা চোখের পলকে ফুরিয়ে যাওয়ায় মন খারাপ হয়ে গেল। আরেকটু দূর হলে ক্ষতি কী ছিল?

সামার-হাউসে ঢুকে জেনকে মেঝেতে নামাল ও। ঠাণ্ডায় ইতোমধ্যে কাঁপতে শুরু করেছে মেয়েটা, তাড়াতাড়ি নিজের ওভারকোট খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিল। ঝুঁকে একটা চুমু খেল ওর ঠোঁটে। তারপর সামার-হাউসের সামনের ঘরে বসল ওরা মুখোমুখি।

কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল। জেন কিছু বলছে না দেখে লিওনার্ডই শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল। বলল, 'বিদায় না নিয়ে চলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাচ্ছিলাম কেন, জানো? তোমার বাবার কারণে! উনি বলে দিয়েছেন, তোমার সঙ্গে যেন আর যোগাযোগ না রাখি আমি।'

'কেন?' লিওনার্ডের হাত আঁকড়ে ধরল জেন।

'আন্দাজ করতে পারছ না?'

'হ্যাঁ... পারছি।' চোখ নামিয়ে ফেলল জেন।

'তাও পরিষ্কার করে দিই, যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে,' লিওনার্ড বলল। 'গরীব হয়ে গেছি বলে হবু বরের আসন থেকে আমাকে নামিয়ে দিয়েছেন মি. বিচ। সেই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসনটাতে এখন ওই কোহেন বসতে চলেছে।'

জেন কেঁপে উঠল। 'আমি জানি, লিওনার্ড। কিন্তু ওই লোকটাকে যে আমি একদমই পছন্দ করি না!'

'তা হলে ওকে বিয়ে না করলেই ভাল করবে।'

'ইহুদিটাকে বিয়ে করার আগে আমার যেন মরণ হয়, লিওনার্ড!'

লিওনার্ডের ঠোঁটে মলিন হাসি ফুটল। 'দুঃখের বিষয়, সুযোগ-সুবিধামত মরার উপায় নেই আমাদের, জেন। মানে... স্বাভাবিকভাবে।'

'প্লিজ, ওভাবে বোলো না,' জেনের গাল বেয়ে অশ্রু নামছে। 'আমি এখন কী করব... তুমি কোথায় যাবে... সেটা বলো।'

'আমি? আমার অবস্থা আরও খারাপ হবে। কিন্তু তোমারটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ তোমার-ই উপরে। শোনো, তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তা হলে আমিও তোমার পাশে থাকব। হ্যাঁ, ভাগ্য এখন আমার প্রতিকূলে; কিন্তু কপাল ফেরাতে পারব বলে বিশ্বাস আছে আমার। তোমাকে আমি ভালবাসি, তাই তোমাকে পাবার জন্য আমি সব ধরনের কষ্ট করতে রাজি আছি। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে কিছুটা সময় আমার লাগবে... অন্তত কয়েক বছর। সেটা এড়াবার উপায় নেই।'

'আমি পারলে অবশ্যই অপেক্ষা করব, লিওনার্ড,' বলল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেন 'কিন্তু তোমার কথা ভুলে যাবার জন্য বাড়ির সবাই... বিশেষ করে বাবা যে কীভাবে আমাকে চাপাচাপি করছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'দরকার হলে প্রতিবাদ করো,' রুক্ষ গলায় বলল লিওনার্ড। 'মুখ বুজে থাকলে আমাদের কোনও আশা নেই, জেন। যদি কিছু বলার সাহস না থাকে, তা হলে এখুনি বিদায় দাও আমাকে।'

কথাটা শুনে জেনের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি লিওনার্ড বলল, 'শোনো, আমার হিসেবে যদি ভুল না থাকে, তা হলে ছ'মাস পরেই তোমার বয়স একুশ হয়ে যাবে, তাই না? দেশের আইন অনুসারে কেউ তখন তোমাকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারবে না। তুমি কাউকে বিয়ে করতে চাইলে তাতেও বাধা দিতে পারবে না। কাজেই এই ছ'টা মাস-ই তোমাকে শক্ত থাকতে হবে, জেন। এরপর তুমি স্বাধীন হয়ে যাবে। জানি, সময়টা কম নয়; কিন্তু আমি তোমার পাশে আছি। আমার ঠিকানা জানা আছে তোমার, যোগাযোগ রেখো। কী ঘটে না ঘটে, জানিয়ো। দরকার হলে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাব আমি, বুঝেছ? কিন্তু... যদি তুমি চিঠি না দাও... যদি আমার সঙ্গে যোগাযোগ না করো... আমি ধরে নেব, আমাদের মধ্যকার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে।'

'এভাবে বলছ কেন?'

'কারণ আমি কোনও ধরনের লুকোছাপা করতে চাই না। অন্ধকারে রাখতে চাই না তোমাকে নিজের চাহিদা, নিজের বাসনা সম্পর্কে। পরে তুমি যাতে বলতে না পারো, আমি আগে থেকে কিছুই জানাইনি।'

'বড্ড নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ তুমি, লিওনার্ড!'

'নিষ্ঠুরতা নয় এটা, জেন, বাস্তবতা। স্বপ্নের জগতে ভেসে বেড়ানোর দিন শেষ হয়ে গেছে আমাদের, এখন বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে। যা-কিছু বলার, তা এখুনি পরিষ্কার করে

www.BanglaBook.org

বলে দিচ্ছি, কারণ আর কখনও হয়তো তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব না আমি।'

মুখ খুলতে গিয়ে বাধা পেল জেন। দূর থেকে ভেসে এল মি. বিচের চেঁচামেচি।

'জেন! তুই কি বাইরে? জেন!'

আতঙ্ক ফুটল জেনের চেহারায়। 'হায় খোদা! বাবা ডাকছে! আমি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি... নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে! সর্বনাশ... এখন কী জবাব দেব ওঁদের?'

'ফিরে গিয়ে সত্যি কথাটাই বলো,' পরামর্শ দিল লিওনার্ড। 'বলো যে, আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলে। কোনও অন্যায় তো করোনি।'

'মা-বাবার চোখে ওটাই বিরাট অন্যায়,' জেন বলল। 'ওঁরা আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখেন।' প্রেমিককে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল ও। 'ওহ্, আমি এখন কী করব, লিওনার্ড? তোমাকে ছাড়া আমি থাকব কী করে?'

জবাব না দিয়ে জেনকে পাল্টা আলিঙ্গন করল লিওনার্ড, ওর চোখেও পানি জমেছে। হাত বোলাল প্রেমিকার মাথায়, তাকে চুমু খেল, চেষ্টা করল সান্ত্বনা দিতে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে যাবার পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জেন। বলল, 'ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি।' জামার ভিতর থেকে ছোট্ট একটা প্যাকেট বের করে দিল ও। 'এটা দেখে আমাকে স্মরণ কোরো তুমি। কখনও ভুলে যেয়ো না।'

আবার জেনকে জড়িয়ে ধরল লিওনার্ড। অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিল ওরা পরস্পরের কাছ থেকে। সামার-হাউসের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল জেন। কেউই জানল না, এ-বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হতে চলেছে।

জেন চলে যেতেই প্যাকেটটা খুলল লিওনার্ড। ভিতর থেকে

www.BanglaBook.org

একটা প্রার্থনার বই বেরুল—মরক্কোতে বাঁধাই করা, জেনের নিজের, প্রথম পাতায় নাম লেখা আছে। ওটার সঙ্গে রয়েছে একগোছা সোনালি চুল, সিল্কের রিবন দিয়ে বাঁধা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হতভাগা তরুণটির বুক চিরে। জেন ওভারকোটটা রেখে গেছে, ওটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়াল ও, তারপর বেরিয়ে পড়ল নিজেও।

গ্রামের একটা পুরনো সরাইখানাতে আধঘণ্টা পর পৌঁছুল লিওনার্ড—ওটার বারের পিছনে একটা ছোট পারলার আছে, সেটাই এখন ওদের দু'ভাইয়ের অস্থায়ী আবাস। দেয়ালে ঝোলানো সস্তা জিনিসপত্র আর স্টাফ করা পশুপাখির মাথাগুলোকে অগ্রাহ্য করতে পারলে ঘরটা একেবারে মন্দ নয়; সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হচ্ছে এককোণের বড় ফায়ারপ্লেস—পুরনো আমলের ডিজাইন, রট-আয়রন দিয়ে তৈরি। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ঘরটাকেও চমৎকার উষ্ণতা জোগায়।

পারলারে পা দিয়ে লিওনার্ড দেখল, ওই ফায়ারপ্লেসের আগুনেই আলোকিত হয়ে আছে ঘর, বাতি জ্বালা হয়নি। আরামদায়ক একটা উষ্ণতা বিরাজ করছে ভিতরে, সেখানে একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসে আছে ওর ভাই—টম। কেতলের উপর হাত রেখে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। লিওনার্ডের চেয়ে দু'বছরের বড় ও; তবে জ্যেষ্ঠতা-টুকু শুধু বয়সের দিক থেকেই, বাকি সব ক্ষেত্রে ছোট ভাইয়ের চেয়ে পিছিয়ে আছে। লিওনার্ডের মত শক্তপোক্ত গড়ন নয় ওর দেহের, অনেকটাই ভঙ্গুর। দু'চোখ স্বপ্নালু, কল্পনাপ্রবণ। বাস্তবতার সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ নেই টমের, ও আসলে পড়ুয়া এবং চিন্তাবিদ টাইপের মানুষ। অত্যন্ত রুচিশীল, নানা ধরনের মূল্যবান পাথর আর রত্নের ব্যাপারে রীতিমত একজন বিশেষজ্ঞ।

'কে... লিওনার্ড?' পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল টম।

www.BanglaBook.org

'কোথায় গিয়েছিলে?'

'রেকটরিতে,' সংক্ষেপে জবাব দিল লিওনার্ড।

'কেন গিয়েছিলে?'

ধপ্ করে আরেকটা চেয়ারে বসে পড়ল লিওনার্ড। 'সত্যিই জানতে চাও?'

'অবশ্যই! জেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরো ঘটনা খুলে বলল লিওনার্ড। ওর কথা শেষ হলে টম বলল, 'এখন জেন কী করবে বলে তোমার ধারণা? ওর মত একটা মেয়ের জন্য পরিস্থিতির বিচারে সমস্যাটা একটু জটিল-ই বটে!'

'হ্যাঁ, জটিল,' বলল লিওনার্ড। 'তবে জীবনটা বীজগণিত নয়, টম। সব সমীকরণে সমতা আসে না। জেন কী করবে, সেটা সম্পূর্ণই ওর নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলব—বাকি সবার উদাহরণ অনুসরণ করবে ও... ত্যাগ করবে আমাকে।'

'মেয়েদের ব্যাপারে তোমার দেখছি বড়ই নিচু ধারণা, ভাই,' বলল টম। 'আমার নিজের জ্ঞান খুব ভাল বলব না, তবে এটুকু জানি—এ-ধরনের পরিস্থিতিতেই নারীত্বের শক্তি প্রকাশ পায়। ভালবাসার জন্য ওরা যে কতকিছু করতে পারে, তা জানা যায়।'

'আমার তা মনে হয় না,' লিওনার্ড মাথা নাড়ল। 'মেয়েরা ঢের বেশি প্রেম-ভালবাসার চাইতে নিজেদের আরাম-আয়েশের কথা অনেক বেশি ভাবে... অন্তত বেশিরভাগ মেয়ে! নারীত্বের শক্তি... ভালবাসার ত্যাগ... এসব হচ্ছে ফাঁপা কথা!'

ভাইয়ের মনোভাব লক্ষ করে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টম। 'তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। সময় আসুক, নিজেই টের পাবে, আমি ঠিক বলেছিলাম কি না!'

'বাদ দাও তো!' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে বলল লিওনার্ড। 'চলো খেতে বসি।'

www.BanglaBook.org

কথাবার্তার এই রুক্ষতা লিওনার্ডের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতিকূল পরিবেশ আর জীবনসংগ্রামের কঠিন লড়াই ওকে বদলে দিয়েছে। প্রাচুর্য আর আয়েশ দেখে যে-মানুষ অভ্যস্ত, তার জন্য দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করা মুশকিল বৈকি! অবশ্য তিক্ত ভঙ্গিতে কথা বললেও লিওনার্ড বাস্তবতাকে ভালই বুঝতে পারছে। জেনের জন্য কিছুটা মায়াও অনুভব করছে। ও যদি লিওনার্ডকে ত্যাগ করে, তা হলে হয়তো ক্ষমাও করে দেবে। সত্যিই তো, জেনে-শুনে কোন মেয়ে ওর মত একটা ছেলেকে বিয়ে করবে? কেন আগুনে ঝাঁপ দেবে? তা ছাড়া জেনের উপর পরিবারের চাপ-টাপ কথাও তো ভাবতে হবে ওকে। শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস আর ভালবাসা ছাড়া আর কী-ই বা আছে ওর? অট্রামদের হারানো সম্মান আর প্রাচুর্য ফিরিয়ে আনার জন্য এ-দুটো জিনিস কি যথেষ্ট? জবাবটা আন্দাজ করে আনমনে মাথা দোলাল লিওনার্ড।

সাদামাঠা খাবার দিয়ে ডিনার সারল দু'ভাই। টেবিল পরিষ্কার হয়ে গেলে পাইপ ধরাতে ধরাতে টম বলল, 'আজ রাতে কী করা যায়, লিওনার্ড?'

'কী আবার... ঘুম!' বলল লিওনার্ড।

'ইয়ে... শেষবারের মত আমাদের বাড়িটা দেখে এলে কেমন হয়?'

'তাতে শুধু কষ্টই বাড়বে, টম।'

মলিন হাসি ফুটল টমের কণ্ঠে। 'সামান্য কষ্টে কী-ই বা আর যাবে-আসবে? এমনিতে তো খুব একটা আনন্দে নেই আমরা।' ভাইয়ের কাঁধে হাত রাখল ও।

শ্রাগ করল লিওনার্ড। 'ঠিক আছে, চলো।'

সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। আধঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে গেল অট্রাম হলে। তুষারপাত থেমে গেছে ইতোমধ্যে, রাতটা ঝকঝকে পরিষ্কার, অসম্ভব সুন্দর। কাজের কাজ হয়েছে অবশ্য

www.BanglaBook.org

তুষারপাতে—সারাদিনের নিলাম-অনুষ্ঠানের ফলে বাড়ির সামনে যত জঞ্জাল জমা হয়েছিল, সব ঢাকা পড়ে গেছে শুভ্র চাদরে। চাঁদের আলোয় অট্রাম হল এখন দাঁড়িয়ে আছে পুরনো মহিমা আর গৌরব নিয়ে। নিঃশব্দে বাড়িটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখল দু'ভাই, মায়া নিয়ে তাকাল চিরচেনা প্রতিটা ইঁট-কাঠ আর গাছগাছালির দিকে। একটু পর বাড়ির গান-রুম এণ্ট্রান্সের কাছে পৌঁছুল দুজনে। হাতলে মোচড় দিতেই লিওনার্ড বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল—ওটা খোলা! নিলামশেষে দরজাটাতে তালা দিতে ভুলে গেছে নিলামকারী।

'চলো ভেতরে যাই,' বলল ও।

একে একে বাড়ির ভিতরের প্রতিটা কামরা দেখল দু'ভাই, শেষে পৌঁছুল হলঘরে। বিশাল একটা চেম্বার ওটা, ওক কাঠের পরত দেয়া, গির্জার প্রার্থনাকক্ষের আদলে তৈরি। বিশাল একটা জানালা আছে আলো আসার জন্য, সেটার প্রতিটা কাঁচে অট্রাম পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের উত্তরাধিকারীদের প্রতীক আঁকা—জিনিসটা ওদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ধারণ করে রেখেছে। ওটার শেষ দুটো কাঁচ অবশ্য ফাঁকা—ওখানে সার টমাস অট্রাম আর তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতীক বসবার কথা ছিল।

'ওটা আর কোনোদিন পূরণ হবে না, তাই না?' জানালাটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টম।

'হয়তো হবে,' বাঁকা সুরে বলল লিওনার্ড। 'কোহেন-রা চাইলে একটা প্রতীক বানিয়ে নিতে পারবে, যদি না-ও পারে, কিনবার মত টাকা তো আছে!'

'আমি চাই না ওরা ওদের প্রতীক দিয়ে আমাদের স্মৃতিকে কলুষিত করুক। তারচেয়ে জানালাটা বদলে ফেললেই বেশি খুশি হব।'

'বদলাবার মত রুচি ওদের থাকলে তো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল। তারপর বিড়বিড় করে টম ওদের পারিবারিক মূলমন্ত্রটা আওড়াল। '*ঘর, সম্মান এবং হৃদয়ের জন্য!*' তিক্ত চেহারা নিয়ে ভাইয়ের দিকে ফিরল ও। 'মনে হয় না, আমাদের পরিবারকে কখনও এই মূলমন্ত্রের কথা এভাবে ভাবতে হয়েছে। আমাদের হৃদয় এখন বিদীর্ণ, ঘর হয়ে গেছে হাতছাড়া, আর সম্মান... সেটাও তো ধুলোয় গড়াচ্ছে!' হঠাৎ অন্যরকম একটা প্রেরণা জাগল ওর ভিতরে। 'আচ্ছা, আমরা আবার একে সত্যি করি না কেন? হৃদয়, ঘর আর সম্মানের জন্য আমরা কি লড়াই করতে পারি না, লিওনার্ড?'

'চেষ্টা করতে পারি,' বলল লিওনার্ড। 'কিন্তু যা হারিয়েছি, তা ফিরে পাব কি না, সন্দেহ আছে।'

ভাইয়ের হাত চেপে ধরল টম। 'লিওনার্ড, তুমি আমার সঙ্গে একটা শপথ করবে? ব্যাপারটা একটু হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু এ-পরিস্থিতিতে এই হাস্যকর শপথটাও অনেক মূল্যবান।'

'কীসের শপথ?'

'আমাদের শপথ হবে, আমরা ইংল্যাণ্ড ছেড়ে দূরের কোনও দেশে যাব, ভাগ্য অন্বেষণ করব। আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি পুনরুদ্ধার করবার মত ধনসম্পদ যতদিন না অর্জন করতে পারছি, ততদিন কিছুতেই আর দেশে ফিরব না। আমরা লড়াই করব, লিওনার্ড... আমৃত্যু লড়াই!'

একটু ইতস্তত করল লিওনার্ড। তবে ভাইয়ের আগ্রহ দেখে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলো, 'ঠিক আছে, টম। যদি জেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, করবার মত আর কিছু না থাকে আমার... তা হলে অবশ্যই শপথ নেব।'

চঞ্চল দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল টম। পুরনো একটা বাইবেলের উপর দৃষ্টি পড়ল ওর। পুরনো ফার্নিচার, পোর্ট্রেট আর নানা ধরনের জিনিসপত্রের মাঝখানে পড়ে আছে ওটা; বাড়ির নতুন মালিক সব স্তূপ করে রেখেছে। বুক-সমান উঁচু

www.BanglaBook.org

একটা স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে শেকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থটা, জিনিসটা সমবেত প্রার্থনার সময় প্রার্থনাকারীদের সামনে রাখা হতো। ভাইকে টেনে ওটার কাছে নিয়ে গেল ও, দু'জনে একসঙ্গে হাত রাখল বইটার উপর।

'আমরা শপথ করছি,' গলা চড়িয়ে বলল টম, 'এই পবিত্র বাইবেল স্পর্শ করে, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে... যিনি আমাদেরকে এই বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করেছেন। কথা দিচ্ছি, যতদিন না বাড়িটাকে আবার আমরা আমাদের নিজেদের বলে দাবি করতে পারব, ততদিন আর এ-মুখো হব না। এই শপথ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব... আজীবন এবং আমৃত্যু! যতক্ষণ আমাদের একজনের শরীরেও শক্তি আছে, যতক্ষণ আমাদের দেহে শেষ রক্তবিন্দু অবশিষ্ট থাকছে, আমরা আমাদের শপথ থেকে টলব না। যদি এ-শপথের ব্যত্যয় হয়, তা যেন আমাদের মরণ নেমে আসে; ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!'

'ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন!' গলা মেলাল লিওনার্ড।

এভাবেই... সে-রাতে মহান সৃষ্টিকর্তা এবং পরিবারের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের বিদেহী আত্মার সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো দু'ভাই—মহান এক উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য; পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচারে করলে ওদের শপথকে হাস্যকর মনে হতে পারে বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে ওতে খুঁত নেই না কোনও। হ্যাঁ, যে-গুরুদায়িত্ব ওরা নিজেদের কাঁধে তুলল, তা বড়ই কঠিন; কিন্তু বিশ্বাসে যদি পাহাড় টলানো যায়, তা হলে নিজেদের হারানো গৌরব ফেরানো-ই বা অসম্ভব হবে কেন? দৃঢ়প্রত্যয় রয়েছে অট্রাম পরিবারের শেষ দুই বংশধরের মনে, তার জোরেই লক্ষ্যে পৌঁছুবে বলে ভাবছে ওরা। কঠিন সংগ্রাম করতে হবে বলে জানে দু'ভাই; কিন্তু কতটা কঠিন, তা জানে না।

যা হোক, কয়েকদিন পর লণ্ডনে চলে গেল ওরা। সেখানে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করবার পরও জেন-বিচের কোনও

www.BanglaBook.org

সংবাদ, বা চিঠি এল না। যোগাযোগ-ই করল না মেয়েটা। ফলে অট্রাম হলে নেয়া শপথটা লিওনার্ডের উপর পাথরের মত চেপে বসল। সেটা ভাল কি মন্দের জন্য, তা শুধু সময়ই বলতে পারে। টমের সঙ্গে ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হলো ওকে।

তিন মাসের মাথায় অট্রামদের দু'ভাই পৌঁছুল আফ্রিকা নামের এমন এক মহাদেশের উপকূলে, যেখানে কুয়াশা-মানবেরা বসবাস করে!

তিন

সাত বছর পর

'ক'টা বাজে, লিওনার্ড?'

'এগারোটা, টম।'

'এগারোটা? এখুনি? হুম, তা হলে আশা করি মরার আগে ভোরটা দেখতে পাব। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, জনস্টন আর অ্যাসকিউ... দু'জনই ভোরবেলাতে মারা গিয়েছিল!'

'দোহাই লাগে, টম, ওভাবে কথা বোলো না। সারাক্ষণ মরার কথা বললে সত্যিই তুমি মরবে!'

অসুস্থ মানুষটি হাসার চেষ্টা করল। ঘড়ঘড় করে একটা শব্দ বেরুল তাতে।

'ওভাবে বরং তুমিই কথা বোলো না, লিওনার্ড,' বলল টম। 'সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। আমি বুঝতে পারছি, আমার জীবন-প্রদীপ নিভে এসেছে। যতই চেষ্টা করো, ওটাকে আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্বালাতে পারবে না। জ্বরে শরীর পুড়ে গেলেও মাথাটা এখন ঠিকই কাজ করছে। আচ্ছা, আমি কি প্রলাপ বকছিলাম?'

'কিছুটা।'

'কী নিয়ে?'

'বাড়ির কথা বলছিলে তুমি।'

'বাড়ি! বাড়ি বলে তো কিছু নেই আমাদের, সব বিক্রি হয়ে গেছে! কতদিন আগের কথা, বলো তো?'

'সাত বছর।'

'হ্যাঁ, সা-আ-ত বছর। আমাদের শপথটার কথা মনে আছে তোমার, লিওনার্ড?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'শোনাও আমাকে।'

'আমরা আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করবার জন্য আমৃত্যু চেষ্টা করব। যথেষ্ট পরিমাণ ধনসম্পদ যতদিন না অর্জন করতে পারছি, ততদিন কিছুতেই আর দেশে ফিরব না...'

কথাটা বলতে বলতে মনটা তিক্ততায় ভরে গেল লিওনার্ডের। যে-আশাতে আফ্রিকাতে এসেছিল দু'ভাই, তা মোটেই সফল হয়নি। গত সাত বছরে কোনোমতে খাওয়া-পরা জোটানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ওরা। সহায়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন অন্তত দু'লাখ পাউণ্ড, তাঁর ছিটে-ফোঁটাও এখন পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারেনি।

'লিওনার্ড!'

'হ্যাঁ, টম। বলো।'

'আমি জানি তুমি কী ভাবছ। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে তুমিই আমাদের পরিবারের উপাধি... আর শপথটার একমাত্র ধারক হতে চলেছ। আমি আমার অংশটুকু পূরণ করেছি, মরণ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছি, সফল হতে পারিনি। এবার বাকি লড়াইটা তোমাকে একাই লড়তে হবে, ভাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাগ্য যেন আমার মত না হয়।'

'হবে না, টম।'

'আমার হাত ধরো, লিওনার্ড। কথা দাও, আমাদের স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেবে তুমি... যেভাবেই হোক!'

মৃত্যুপথযাত্রী ভাইয়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল লিওনার্ড, তার হাত ধরে প্রতিশ্রুতি দিল, 'আমি সফল হব, ভাই। আমাদের সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করব!'

'শুনে বড় ভাল লাগল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল টম। 'এখন যাও, আমাকে একটু ঘুমাতে দাও। না না, শেষ ঘুম না। অন্তত আরও একবার অবশ্যই জেগে উঠব।'

কথাটা শেষ করেই চোখ মুদল ও, যেন সংজ্ঞা হারাল। মেঝে থেকে উঠে পুরনো মদের বাক্স দিয়ে বানানো একটা টুলের উপর বসল লিওনার্ড। বাইরে ঝড় বইছে, তীব্র বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওদের জীর্ণ-শীর্ণ কুঁড়েঘরটা, ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলো দিয়ে মাতাল বায়ুও ঢুকে পড়ছে ভিতরে। লণ্ঠনের আগুনটা দাপাদাপি করছে... পায়তারা করছে নিভে যাবার; শুধু কাঁচের আবরণে ঢাকা থাকায় পারছে না। অসুস্থ মানুষটার কপালের উপর থেকে চুলের গোছা সরে গেছে, বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা মুখটা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। টুল ছেড়ে দরজার দিকে গেল লিওনার্ড, পাল্লা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। ওদের কুঁড়েঘরটা বিশাল এক পাহাড়ের একটা পাথুরে চাতালের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। নীচে প্রবল বাতাসে নড়ছে ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, যেন ঢেউ উঠেছে সাগরে। ওগুলোর ওপাশে মাথা তুলে আছে আরও কয়েকটা পাহাড়। আকাশের বুকে টিপের মত ফুটে থাকা চাঁদের সামনে থেকে মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে কালো মেঘ, ম্লান আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির রুদ্র চেহারা।

পাল্লাটা বন্ধ করে ভাইয়ের পাশে ফিরে এল ও। নিঃশব্দে জরিপ করল টমের চেহারা। সাতটি বছরের পরিশ্রম আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভাব-অনটন অট্রাম পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মুখের জৌলুস কেড়ে নিতে পারেনি, কিন্তু আজ ওতে মৃত্যুর ছাপ ফুটে রয়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা আয়না তুলে নিল লিওনার্ড, নিজের মুখটা দেখল। টমের ঠিক বিপরীত অবস্থা ওর। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ভরা মুখটায় রুক্ষতা ভর করেছে, চোখদুটো হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ আর সতর্ক, চামড়া হয়ে গেছে কয়েক পরত গাঢ়। মাথার চুল এলোমেলো, কায়িক পরিশ্রমে মোটা হয়েছে পেশি... বুনো একটা ভাব এসে গেছে চেহারা আর অবয়বে। পুরনো লিওনার্ড অট্রামের সঙ্গে এই লিওনার্ড অট্রামের কোনও মিলই নেই।

আয়নাটা নামিয়ে রেখে ভাইয়ের দিকে তাকাল ও, মনটা দুঃখে ভারাক্রান্ত। হ্যাঁ, মারা যাচ্ছে টম... ওর একমাত্র ভাই, পৃথিবীতে শেষ অবলম্বন... এবং তাকে সাহায্য করবার কোনও উপায়ই নেই। নিষ্ফল একটা ক্রোধ অনুভব করল ও—পিতার প্রতি, যিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে ওদেরকে এই অবস্থায় ঠেলে দিয়েছেন; প্রকৃতির প্রতি, ওদের ভাগ্য অন্বেষণে বিন্দুমাত্র সাহায্য না করায়, বছরের পর বছর খাটাখাটনির পরও একটা সোনার খনির সন্ধান না দেয়ায়; এমনকী অসুখটার প্রতি, যেটা ওর ভাইকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ওকে নয়!

হাঁটুর উপর কনুই রেখে দু'হাতে মুখ ঢাকল লিওনার্ড। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। ওর সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন বাইরে গর্জে চলল রুদ্র প্রকৃতি—ঝড়টা বাড়ল আর কমল। এক ঘণ্টা পেরুল, তারপর দু'ঘণ্টা... কিন্তু একচুল নড়ল না ও, চুপচাপ তাকিয়ে রইল অসুস্থ ভাইয়ের ঘুমন্ত মুখটার দিকে—ওতে কখনও রক্ত জমছে, কখনও বা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে; যেন বাইরের ঝড়ের সঙ্গে তাল-লয় ঠিক রাখতে চাইছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির হৃৎস্পন্দন, কারণ দুটোই শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হতে চলেছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ মেলল টম, তাকাল ছোট ভাইয়ের

www.BanglaBook.org

দিকে। নীরবে লিওনার্ডকে যাচাই করল চোখদুটো, যেন পড়ে নিল মনের গভীরটা। ভিতরে ভিতরে কেন যেন সংকুচিত হয়ে গেল লিওনার্ড, মৃত্যুকে এই প্রথম প্রত্যক্ষ করছে না ও, তারপরও আপন ভাইয়ের মৃত্যুর প্রহর ওকে আতঙ্কিত করে তুলছে। টম কি সেটাই দেখতে পাচ্ছে ওর মাঝে?

ভাইকে ডাকল লিওনার্ড, কিন্তু জবাব পেল না। দমকা হাওয়ায় পুরো ঘর কেঁপে উঠল হঠাৎ। ছাতের ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে ঢুকল ভিতরে, টমের গাল বেয়ে নামল পানির ধারা। বিড়বিড় করে ও পানি খেতে চাইল।

তাড়াতাড়ি একটা গ্লাসে করে পানি নিয়ে এল লিওনার্ড, টমের মাথাটা উঁচু করে আস্তে আস্তে খাওয়াতে শুরু করল। কয়েক চুমুক দেয়ার পর একটু ধাতস্থ হলো টম। দুর্বল হাতে গ্লাসটা সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'তুমি সফল হবে, লিওনার্ড।'

'কীসে সফল হব?'

'টাকা জোগাড় হবে তোমার, সবকিছু ফিরে পাবে। আমাদের অট্রাম বংশকে আবার নতুন করে শুরু করবে তুমি। তবে... এসব একা করতে পারবে না, একটা মেয়ে তোমাকে সাহায্য করবে।'

ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড। 'তুমি কি জেনের কথা বলছ?'

'কী জানি! ওর কোনও খবর জানো তুমি?'

'না,' লিওনার্ড মাথা নাড়ল। 'ওর সঙ্গে সে-রাতের পর আর যোগাযোগ হয়নি আমার, সেটা তো তোমার ভালই জানা আছে। বেঁচে আছে, না মরে গেছে... আমার জন্য অপেক্ষা করছে, নাকি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে... তার কিছুই জানা নেই আমার।'

'অ!'

'হঠাৎ ওর কথা বললে কেন?'

জ্বলজ্বলে দৃষ্টি নিয়ে লিওনার্ডের দিকে তাকাল টম। বলল, 'ওর কথা তো বলিনি, একটা মেয়ের কথা বলেছি। সেটা জেনও

www.BanglaBook.org

হতে পারে, আমি নিশ্চিত নই।'

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, ভাই,' একটু সোজা হলো টম। 'শোনো, মরার আগে মানুষ নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমিও তা-ই দেখেছি! ব্যাপারটা স্বপ্ন কি না জানি না, তবে আমি বলে দিচ্ছি, অট্রাম হল ফিরে পাবে তুমি... ওখানেই জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকবে। আমি দেখতে পেয়েছি! একটা কথা রাখবে? আমি মারা যাবার পর এখান থেকে চলে যেয়ো না। অন্তত কয়েকটা দিন অপেক্ষা কোরো। আমার স্থির বিশ্বাস, তাতে তোমার ভাগ্য ফিরবে!'

'কথা বোলো না, টম। তুমি প্রলাপ বকছ!'

'না, প্লিজ... আমার কথা শোনো! প্রলাপ নয়, সত্যি আমি দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যৎকে। পায়ে পড়ি, আমার কথাটা রাখো!'

'রাখব,' নরম গলায় বলল লিওনার্ড। 'তুমি শান্ত হও।'

নেতিয়ে পড়ল টম। ঠিক তখুনি বাতাসের এক হিংস্র ঝাপটায় কেঁপে উঠল পুরো ঘরটা। মেঝের লুকানো একটা গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা সাপ... অসুস্থ মানুষটির মাত্র এক হাত দূরে! তাড়াতাড়ি একটা শাবল নিয়ে ওটাকে তাড়া করল লিওনার্ড, সাপটা টমের গায়ের উপর দিয়ে সরসর করে হারিয়ে গেল ঘরের অন্ধকার কোণে। এতটুকু নড়ল না টম, বুঝতেই পারল না শরীরের উপর দিয়ে চলে যাওয়া একটি ভয়ঙ্কর প্রাণীর অস্তিত্ব।

ভাইয়ের শেষ সময়টা চিনতে অসুবিধে হলো না লিওনার্ডের। মুখে রক্তের শেষ আলোড়ন, তারপর চামড়ায় ফ্যাকাসে ভাব, দৃষ্টিতে শূন্যতা... সবই তার পরিষ্কার চিহ্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসও স্তিমিত হয়ে আসছে একই সঙ্গে। দিনের সমাপ্তিও ঠিক এভাবেই গতকাল দেখেছে লিওনার্ড—পশ্চিমাকাশে লাল আভা, তারপর ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল আঁধার আর নীরবতা। কিন্তু সেই নীরবতা অক্ষুণ্ণ থাকেনি, প্রবল ঝড় এসে জাগিয়ে দিয়েছে বিশ্ব-চরাচরকে।

www.BanglaBook.org

টমের বেলায়ও কি তেমন কিছু ঘটতে পারে না?

কড়াৎ!

লিওনার্ডকে এমন অবান্তর চিন্তার কারণে শাস্তি দিতেই যেন প্রবল আওয়াজে বিদ্যুৎ চমকাল। তারপরই ভয়াবহ আক্রোশ নিয়ে ছোট্ট কুঁড়েঘরটার উপর হামলা চালাল তীব্র বাতাস—ঝড়ের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে। কাঠামোর উপর নুয়ে পড়ল আকৃতিটা, কয়েক মুহূর্ত পর লিওনার্ডের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে থাবা দিয়ে গোটা ছাউনিটাকে তুলে নিয়ে গেল ভয়াল ঝঞ্ঝা। মাথার উপর এখন শুধু কালো মেঘ আর পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেতে থাকা বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জন। ভোরের আবছা আলোয় সে এক অদ্ভুত পরিবেশ!

কী একটা যেন উড়ে এসে আঘাত করল লিওনার্ডের মাথায়। বেশ জোরালো আঘাত, কপাল কেটে গিয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল। কিন্তু তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করল না ও, নিচু হয়ে জড়িয়ে ধরল ভাইকে—বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম। টমের কপালে চুমু খেল, কাটা ক্ষতের রক্ত লেগে গেল ওখানটায়।

চোখ মেলল টম, পুবাকাশের বিজয়-গরিমা দেখল। পাহাড়চূড়ার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে সূর্য উঠতে শুরু করেছে, চূড়াগুলোতে পরিয়ে দিচ্ছে আলোর মুকুট। কালো মেঘ অনেক চেষ্টা করল সে-আলোকে ঠেকিয়ে রাখতে, কিন্তু পারল না। স্বমহিমা নিয়ে সূর্য তাড়িয়ে দিল ওদের। প্রকৃতি উদ্বেল হয়ে উঠল, বন-বনানীর গাছগাছালি যেন ডালপালা নেড়ে স্বাগত জানাল নতুন দিনটাকে, ঝিলমিল করে উঠল জলাশয়ের পানি।

স্মিত একটা হাসি নিয়ে সূর্যের দিকে হাত বাড়াল টম, বিড়বিড় করে কী যেন বলল, তারপর নিথর হয়ে গেল লিওনার্ডের আলিঙ্গনের ভিতর। এই পৃথিবীর বুকে ওর সময় শেষ হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চার

শেষ পাহারা

ভাইয়ের মৃতদেহের পাশে নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল লিওনার্ড। ধীরে ধীরে পাহাড়সারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গনগনে সূর্য, সোনোলি রোদে স্নাত করে দিল ওকে। তাপ বাড়ছে আস্তে আস্তে।

ঝড় থেমে গেছে পুরোপুরি। আশপাশটা দেখে বোঝারই উপায় নেই, কী তাণ্ডব বয়ে গেছে রাতভর। পোকামাকড় ডাকাতে শুরু করেছে, পাথরের তলা থেকে বেরিয়ে ছোটাছুটি করছে গিরগিটি, বৃষ্টি-স্নাত পাহাড়ি ঢালের গায়ে একটা ফুলও ফুটল। কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ শোভা বিন্দুমাত্র ভাবান্তর সৃষ্টি করল না লিওনার্ডের মধ্যে, মুখটা শোকে পাথর হয়ে গেছে, নিশ্চল রইল। অনেকক্ষণ পর গায়ে একটা ছায়া পড়তে নড়ল ও, মাথা তুলে দেখল—নিঃসঙ্গ একটা শকুন চক্কর দিচ্ছে আকাশে: মৃত্যুর গন্ধ পেয়েছে ওটা।

ক্রোধ ভর করল লিওনার্ডের চেহারায়। কুঁড়েঘরের ধ্বংসস্তূপ ঘেঁটে একটা লোডেড রাইফেল বের করল ও, সেটা কাঁধে ঠেকিয়ে তাক করল শকুনটার দিকে, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। বজ্রপাতের মত একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে-প্রান্তরে, ঢালের গায়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল... বেড়ে গেল কয়েকগুণ। আকাশে কেঁপে উঠল শকুনটা, গোঁত্তা খেয়ে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল একটা খাদের ভিতরে।

'আমিও মারতে জানি!' ফোঁস ফোঁস করে বলল লিওনার্ড। 'মারো, কিংবা মরো—এই-ই তো জীবনের নিয়ম! তাই না?'

রাইফেলটা নামিয়ে লাশের কাছে ফিরে গেল ও। নিজের চেষ্টায় যতটুকু পারল, ভাইকে দাফনের জন্য তৈরি করল। চোখের পাতা নামিয়ে দিল, হা হয়ে থাকা মুখটাকে বন্ধ করে ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁধল, হাতদুটো বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে ভাঁজ করে রাখল বুকের উপর। কাজটা শেষ হতেই সচকিত হলো লিওনার্ড—তাই তো! নিগ্রো চাকরগুলো কোথায়? এতক্ষণে তো জেগে ওঠার কথা ওদের।

মুখের কাছে দু'হাত এনে হাঁক ছাড়ল ও, 'অটার... অটার!! কোথায় তোমরা?'

পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি তুলল ডাকটা, কিন্তু প্রত্যুত্তর এল না কোনও। উদ্বেগ অনুভব করল লিওনার্ড। ব্যাপারটা কী, দেখা দরকার। অটার নামের ভৃত্য-সর্দার এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়, জেগে উঠে এতক্ষণে হাজির হয়ে যাবার কথা ওর। লাশের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল, ফেলে যাবার সাহস পাচ্ছে না, আরও শত্রু উদয় হতে পারে যে-কোনও মুহূর্তে। কিন্তু না গেলেও নয়; তাই একটা কম্বল কুড়িয়ে নিয়ে মৃতদেহটা ঢাকল লিওনার্ড, তারপর দ্রুত পা চালাল ভৃত্যদের আবাসের দিকে।

পাহাড়ি চাতালটার পিছন দিকে, ঢালের গায়ে একটা গুহাতে থাকে ওদের চার ভৃত্য। কাছাকাছি পৌঁছুতেই মুখের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকা একটা দেহ দেখা গেল। ব্যাটারা সত্যিই দেখি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে! কাছে গিয়ে মানুষটাকে পা দিয়ে খোঁচাল ও, কিন্তু কোনও সাড়া পেল না। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে দেহটা পরীক্ষা করল, পরমুহূর্তে চমকে উঠল। চিট নাম ভৃত্যটির... সে মারা গেছে।

'অটার! অটার!!' চেঁচাল লিওনার্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি এখানে, *বাস!*' গুহার এক কোণ থেকে দুর্বল কণ্ঠ ভেসে এল। 'দুঃখিত, আমার হাত-পা বাঁধা, তাই নড়তে পারছি না। আপনাকে আমার বাঁধন খুলে দিতে হবে, *বাস!*'

তাড়াতাড়ি একটা ম্যাচের কাঠি জ্বেলে গুহার ভিতরে ঢুকল লিওনার্ড। ওখানে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে ওদের বিশ্বস্ত ভৃত্যটি পড়ে আছে মেঝেতে—মার খেয়েছে নিশ্চয়ই। অন্য দুই ভৃত্যের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তাড়াতাড়ি কোমর থেকে শিকারের ছুরিটা খুলে অটারকে মুক্ত করল ও, ধরাধরি করে নিয়ে এল গুহার বাইরে।

'ধন্যবাদ, বাস!' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ভৃত্যটি। সম্মান করে দুই প্রভুকে *বাস* বলে ডাকে সে। শব্দটা স্থানীয়, অর্থ জানে না লিওনার্ড। ধরে নিয়েছে, ভাল কিছুই হবে।

বেশ কয়েক বছর আগে অনাহারে মরতে বসা অবস্থায় ঢুপ জাতির এই যুবকটিকে উদ্ধার করে টম আর লিওনার্ড খাবার-দাবার আর ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তোলে, সেই থেকে ও ওদের সঙ্গেই আছে। ওর মাতৃভাষার নামটা উচ্চারণ করা প্রায় অসম্ভব ছিল দু'ভাইয়ের পক্ষে, তাই অটার বলে ডাকতে শুরু করে—সাঁতারে ভৃত্যটির অপরিসীম দক্ষতার কারণে। জলচর জীব অটার... মানে ভোঁদড়ের মতই দক্ষ সে।

রীতিমত কুৎসিত-ই বলা চলে অটারকে, তবে সেটা গা-গুলিয়ে তোলার মত নয়। বিকৃত চেহারা বলা যাবে না—চওড়া কপাল, থ্যাবড়া মোটা নাক, উঁচু মুখ, আর গায়ের ঘনঘোর কৃষ্ণ বর্ণ... সবই আফ্রিকার স্থানীয় জাতিক বৈশিষ্ট্য। অটারের একমাত্র বিকৃতিটা শারীরিক। মাত্র চার ফুট লম্বা ও, একজন বামন। তবে উচ্চতার ঘাটতিটা বিধাতা পুরো করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। গাঁট্টাগোট্টা এক পালোয়ান সে... দেখলেই ভয় জাগে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী হয়েছে এখানে? চিট মারা গেল কীভাবে?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল লিওনার্ড।

'হারামজাদা বিশ্বাসঘাতকগুলোর কথা কী আর বলব?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অটার। 'কাল রাতে শয়তানগুলো আপনাদের ফেলে পালাবার মতলব করেছিল। জানত, আমি রাজি হব না; তাই কিছু বলেনি আমাকে। রাতে আমি ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ওরা, তারপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বেঁধে ফেলেছে দড়ি দিয়ে। সমস্ত খাবারদাবার, মালপত্র... আর আমাকে ধার দেয়া বাস টমের বন্দুকটা পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছিল শুয়োরগুলো। হাসাহাসি করে বলছিল, আপনাদের সঙ্গে থেকে নাকি আমি বোকামি করছি, মাটি খুঁড়ে কোনোদিনই আমাদের পক্ষে হলদে লোহা পাওয়া সম্ভব হবে না। গালাগাল করছিল ওরা, শেষে আমার আর সহ্য হলো না, লাফিয়ে পড়লাম ওদের উপর...'

'লাফিয়ে পড়লে মানে?' বিস্মিত হয়ে বলল লিওনার্ড। 'তোমাকে না বেঁধে ফেলেছিল ওরা?'

'তা অবশ্য বেঁধেছিল,' নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলল অটার। 'তবে ওরা ভাবতেও পারেনি, হাতের চেয়ে আমার মাথাটা অনেক বেশি শক্ত! ষাঁড়ের মত চিটের তলপেটে এমন এক গুঁতো মারলাম যে, ও গুহার দেয়ালে ছিটকে পড়ল, মাথা ফেটে মারা গেল ওখানেই। বাকি দুজনকে অবশ্য কাবু করতে পারিনি, ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর, লাথি-ঘুসি দিয়ে শরীরটা থেঁতলে দিতে শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে মড়ার মত এলিয়ে পড়লাম, ওদের আঘাতে একটা টু শব্দও করলাম না। তাই দেখে ব্যাটারা ভাবল, আমি মারা গেছি। গোলমালের শব্দে আপনারা জেগে উঠেছেন কি না, সে-ভয় পাচ্ছিল দুজনে, তাই তাড়াহুড়ো করে হাতের কাছে যা পেয়েছে, তা-ই নিয়ে ভেগেছে। এমনকী চিটের হাত থেকে বাস টমের রাইফেলটা পর্যন্ত নিয়ে যায়নি!'

www.BanglaBook.org

'দারুণ দেখিয়েছ, অটার!' বলল লিওনার্ড। 'তোমার প্রশংসা না করে পারছি না।'

'বাস টম কোথায়?' খুশি খুশি গলায় বলল অটার। 'ওঁর মুখ থেকেও এই প্রশংসা শুনতে চাই আমি।'

'হাত আর মাথার মত হৃদয়টাও এখন শক্ত করো, অটার,' দুখি কণ্ঠে বলল লিওনার্ড। 'বাস টম আজ ভোরে মারা গেছেন। অসুখটা ওঁর জীবন কেড়ে নিয়েছে।'

মুখের ভাষা হারাল বামন ভৃত্য, নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল দু'ফোঁটা অশ্রু। করুণ গলায় বলল, 'মারা গেছেন? বাস টম মারা গেছেন? হায়, অমন ভালমানুষটা... ওঁকে আমি আমার পিতা, আমার গুরু মেনেছিলাম! কালও উনি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, আর আজ...'

'এসো,' বলল লিওনার্ড। 'ওকে বেশিক্ষণ একা ফেলে রাখা যাবে না।'

গুহা ছেড়ে দুজনে চলে গেল পাহাড়ি চাতালটার কিনারে। কুঁড়েঘরটা নেই দেখে অটার বলল, 'হ্যাঁ, এখন আমি নিশ্চিত—কাল রাতে অশুভ আত্মারা হামলা করেছিল আমাদের উপর। নইলে এমন দুর্ভাগ্য হতে যাবে কেন? চিন্তা করবেন না, প্রভু লিওনার্ড, আগামীতে শুভ আত্মারা সাহায্য করবেন আমাদের।'

হাঁটু গেড়ে টমের লাশের পাশে বসল ও। বিড়বিড় করে জুলু ভাষায় শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তারপর উঠে চলে গেল নিজের ক্ষত পরিচর্যা করতে, নাশতাও তৈরি করবে।

খাওয়াদাওয়া শেষে লাশটা গুহার ছায়ায় নিয়ে এল ওরা। চিটের মৃতদেহটা পাহাড়ের একটা খাদে ফেলে দিয়ে এল অটার। লিওনার্ড জানাল, সূর্য ডোবার পর টমকে কবর দেবে। ততক্ষণ শেষবারের মত পাহারা দেবে নিজের ভাইকে। নীরবে টমের পাশে বসে রইল ও, হাতে রাইফেল নিয়ে। বিশ্রাম নেবার

www.BanglaBook.org

জন্য অটারকে পাঠাল ঘুমাতে।

বারোটা নাগাদ জেগে উঠল বামন ভৃত্য। জানাল, ওদের খাবারের মাংস ফুরিয়ে গেছে। লিওনার্ড অনুমতি দিলে টমের রাইফেলটা দিয়ে একটা হরিণ শিকার করে আনতে পারে। রাজি হলো লিওনার্ড, তবে ওকে বলে দিল সূর্যাস্তের আগেই ফিরতে। কবর দেয়ার সময় সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

'কোথায় কবর খুঁড়বেন?' জানতে চাইল অটার।

'খোঁড়াই আছে,' লিওনার্ড জানাল। 'সোনার খোঁজে আমরা শেষ যে-গর্তটা খুঁড়েছিলাম, ওটাতেই কবর দেব ওকে।'

'ভালই বলেছেন, ওটা বেশ গভীর। বাস টম নিজেই তো খুঁড়েছিলেন ওটা। শেষ পর্যন্ত কী কাজে ব্যবহার হবে, সেটা জানলে নিশ্চয়ই অত গভীর করে খুঁড়তে পারতেন না।'

'যাও এখন,' বলল লিওনার্ড। 'সূর্য ডোবার অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ফিরে এসো। আর হ্যাঁ, পারলে কিছু পাহাড়ি লিলিফুল এনো। টম খুব পছন্দ করত।'

'ঠিক আছে,' বলল অটার। 'আপনি বিশ্রাম নিন। আজ মনে হচ্ছে খুব গরম পড়বে।'

চলে গেল ও।

বামন ভৃত্যটির কথাটাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো কিছুক্ষণ পরে। আগুন-ঢালা উত্তাপ নেমে এল চারপাশে। পূর্ব-আফ্রিকার গ্রীষ্ম চলছে এখন—রোগব্যাধি, ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাতের মৌসুম। প্রাণের পরোয়া আছে যার, সে এমন একটা সময়ে সোনার খোঁজে জীবন বিপন্ন না করে বরং নিরাপদ আশ্রয় খুঁজবে। সমস্যা হলো, ভাগ্যান্বেষী মানুষ প্রাণের পরোয়া করে না: ইচ্ছাকৃত, বা অনিচ্ছাকৃত... যেভাবেই হোক, আত্মঘাতী কাজ করে যায় সে। সেটারই মাশুল গুনেছে টম অট্রাম।

মোট চারজন বেরিয়েছিল ওরা দল বেঁধে—অট্রামদের দুই ভাই, সেইসঙ্গে অ্যাসকিউ আর জনস্টন নামে আরও দুই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্বেতাঙ্গ। স্থানীয় লোকজনের কাছে বিশেষ একটা জায়গার খবর পায় ওরা—পর্তুগিজ-অধিকৃত এলাকায়, জাম্বেজি নদীর একটা সরু শাখার কাছে নাকি মাটি খুঁড়লেই সোনা পাওয়া যায়। এক গ্রাম-সর্দারকে দুটো বন্দুক আর একটা দোঁ-আশলা কুকুর উপহার দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির অনুমতি নেয় ওরা, লোকটা কথা দেয়—উদ্ধার করা সোনা নিয়ে যেতে ওদেরকে বাধা দেবে না গ্রামবাসীরা। রোগ-ব্যাধির প্রকোপ রয়েছে এলাকাটায়, মৌসুমটাও খুব একটা অনুকূল ছিল না, তারপরও পিছিয়ে যায়নি ওরা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজে নেমে পড়তে উৎসুক হয়ে পড়েছিল, পাছে দুটো বন্দুক আর একটা কুকুরের চাইতে মূল্যবান উপহার দিয়ে অন্য কেউ সর্দারের মত পাল্টে ফেলে!

হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে বিশেষ জায়গাটাতে পৌঁছায় দলটা, সঙ্গে আনা কুলি আর ভৃত্যদের সাহায্য নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয়। শুরুতে বেশ আশাব্যাঞ্জক ফলাফল পায় ওরা—যেখানেই মাটি খুঁড়েছে, সেখানেই হলদে রঙ দেখতে পেয়েছে। কয়েক জায়গা থেকে অল্প-স্বল্প সোনাও তোলা গেছে, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রথম জ্বরে পড়ল অ্যাসকিউ, মারা গেল রোগে ভুগে। এরপর আক্রান্ত হলো জনস্টন, যমদূতের সঙ্গে মাসখানেক লড়াই করে সে-ও হার মানল।

ওই অবস্থাতে অভিযানটা বাতিল করতে চেয়েছিল লিওনার্ড, কিন্তু সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য... যেটার কারণেই হোক, হঠাৎ স্বর্ণকণায় বেশ সমৃদ্ধ একটা স্পট পেয়ে গেল ওরা। আশাবাদী হয়ে উঠেছিল টম, ভাইয়ের পরামর্শে মোটেই কান দেয়নি। পাহাড়ি চাতালটা খুঁজে বের করে ওখানেই ঘর তৈরি করেছিল, ভেবেছিল উঁচু জায়গায় থাকলে রোগজীবাণু ওদের নাগাল পাবে না। কপাল মন্দ ছিল বেচারার—এক বিকেলে শিকার করতে গিয়ে আছাড় খায়, আহত হয়, তারপর হারায় পথ। সারারাত অভিশপ্ত জঙ্গলের মাঝে পড়ে থাকতে হয় ওকে। সকালে

www.BanglaBook.org

লিওনার্ড যখন খুঁজে পায় ভাইকে, তখন জ্বর ধরে ফেলেছে। সেটা আজ থেকে তিন সপ্তাহ আগের কথা। এতদিন যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে, শেষে আজ ভোরে ইহজগতের মায়া ত্যাগ করেছে অট্রাম পরিবারের বড় ছেলে।

ভাইয়ের মৃতদেহ পাহারা দিতে দিতে সবকিছু মনে পড়ে গেল লিওনার্ডের। জীবনে আর কখনও এত নিঃসঙ্গ বোধ করেনি ও, অনুভব করেনি আশা বা ভালবাসার অভাব। নির্মম সত্যিটা হলো, টমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে আর কেউ রইল না ওর—না আত্মীয়, না বন্ধু; মানে, অটারকে যদি হিসেবে না ধরা হয় আর কী! ইংল্যাণ্ড ছেড়ে বহু বছর আগে চলে এসেছে ও—দূর-সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যারা ছিল, সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজের বন্ধুবান্ধবরাও নিশ্চয়ই ভুলে গেছে ওকে।

একজন অবশ্য আছে—জেন বিচ! তবে সাত বছর আগেকার সেই বিচ্ছেদের পর আর কোনও খবর নেই মেয়েটার। দু'বার চিঠি লিখেছে লিওনার্ড, কিন্তু জবাব পায়নি। এরপর আর চেষ্টা করেনি ও, ধরে নিয়েছে জেন আর যোগাযোগ রাখতে চায় না ওর সঙ্গে। কোহেনকে বিয়ে করে ও হয়তো সুখেই আছে, তারপরও প্রথম প্রেমের কথা ভুলতে পারে না লিওনার্ড। এই প্রবাসে, হাজারো কষ্টের মাঝেও জেনের অনিন্দ্যসুন্দর মুখটার কথা ভেবে স্বস্তি পায় ও। মানসপটে আজও ভাসে সেই পবিত্র, নিষ্পাপ চেহারা, তার স্মৃতি... যদিও জেনের দেয়া প্রার্থনার বই আর চুলের গোছা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই ওর কাছে। এতকিছুর পর একটা ব্যাপারই শুধু চরম সত্য—আজ লিওনার্ড একা, নিঃসঙ্গ... বুনো এক দেশে ঘুরে বেড়ানো এক ভাগ্যহীন যাযাবর!

আনমনে মাথা নাড়ল লিওনার্ড। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। হ্যাঁ, এই পাহাড়ি এলাকায় সোনা আছে বটে, কিন্তু পরিমাণে তা

www.BanglaBook.org

যৎসামান্য। সেটা বের করতেও বিরাট আয়োজন দরকার: ব্যবহার করতে হবে নানা রকম অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি—তা কোথায় পাবে ও? এমনকী ওর চাকররাও পালিয়ে গেছে বাস্তবতা টের পেয়ে, এখন এই অভিযান চালু রাখবার কোনও উপায় নেই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, নেটালেই ফিরে যেতে হবে ওকে; ওখানে গেলে অন্তত ঘোড়ার গাড়ি চালানোর একটা কাজ জোগাড় করে নেয়া যাবে। তাতে আর কিছু না হোক, নিজের পেট চালানো যাবে, চেষ্টাচরিত্র করলে হয়তো বিয়েশাদী করে একটা সংসারও শুরু করা সম্ভব।

পরমুহূর্তে নিজের প্রতিজ্ঞাটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। মৃত্যুপথযাত্রী ভাইকে কথা দিয়েছে ও—মরার আগ পর্যন্ত ওদের পৈত্রিক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাবে! ঠিক আছে, শপথটা পালন করবে লিওনার্ড। কী-ই বা আর হবে? মরণ ছাড়া আর তো কিছু নয়। এমনিতেও তো বলতে গেলে মরেই আছে ও। টমের ভবিষ্যদ্বাণীটার কথাও মনে পড়ল ওর—অতুল সম্পদ আসবে ওর হাতে... কথাটা আকর্ষণীয় বৈকি!

অবশ্য ওটাতে কোনও গুরুত্ব দেয়ার মানে হয় না। মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না কথাটা। টম অট্রাম তার সারাটা জীবন সংগ্রাম করে গেছে ধনী হবার চেষ্টায়, যাতে পরিবারের ভিটেমাটি উদ্ধার করতে পারে, ফিরে পেতে পারে মান-সম্মান... ওদের বাবা যা নিজ হাতে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। অবাক হবার কিছু নেই, যদি বেচারা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার জীবনের আকাঙ্ক্ষাটিকে পূর্ণ হবার স্বপ্ন দেখে থাকে। ছোট ভাইকে সেই স্বপ্নের বশবর্তী হয়ে অদ্ভুত একটা শপথ করানোতেও দোষের কিছু নেই। টমের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানে অপেক্ষা করতে রাজি আছে লিওনার্ড। দেখাই যাক না, কী হয়!

ছন্নছাড়া চিন্তার মাঝ দিয়ে গড়াতে থাকল ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাইয়ের মৃতদেহের পাশে চুপচাপ বসে রইল লিওনার্ড, ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থাকল প্রাণহীন মানুষটার দিকে—যে একসময় ছিল ওর খেলার সাথী, বন্ধু... একমাত্র আপনজন। মাঝে মাঝে উঠল ও, গুহার ভিতরে পায়চারি করল শরীরের জড়তা কাটাতে, তারপর আবার এসে বসল আগের জায়গায়। বেলা যতই গড়াল, গরম ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ল। দিগন্তের কাছে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকল একটা মেঘের কুণ্ডলী।

'আবার ঝড় আসবে,' বিড়বিড় করল লিওনার্ড। 'অটার তাড়াতাড়ি ফিরলে ভাল হতো, তাড়াতাড়ি দাফনের কাজটা শেষ করে ফেলতে পারতাম। নইলে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

তবে তাড়াতাড়ি ফিরল না বামন ভৃত্য। ফিরল তার নির্ধারিত সময়ে—সূর্যাস্তের ঠিক আধঘণ্টা আগে। চওড়া কাঁধের উপর ফেলে রেখেছে একটা হরিণের মৃতদেহ, এক হাতে একগোছা পাহাড়ি লিলিফুল; আকাশের পটভূমিতে বিচিত্র দেখাচ্ছে আকৃতিটাকে। সৌভাগ্যক্রমে তখনও ঝড়বাদল শুরু হয়নি।

কথা বলে সময় নষ্ট করল না লিওনার্ড। অটারকে নিয়ে কবর দিল ভাইকে। গভীর ওই গর্তটায়, যেটা টম নিজেই খুঁড়েছিল। শেষকৃত্যটায় সুরের ছোঁয়া দিতেই যেন বজ্রপাতের শব্দ হলো, আকাশে জ্বলে উঠল বিজলি। টম অট্রামের পরিশ্রমী ও ঝোড়ো জীবনের অন্তটার সঙ্গে বড়ই মানানসই হলো ওটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঁচ

অটারের পরামর্শ

দাফন শেষ হলে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জেনের দেয়া বইটা বের করল লিওনার্ড, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল ভাইয়ের জন্য। তারপর অটারকে নিয়ে ফিরে এল গুহাতে। বামন ভৃত্যটি রাতের খাবার রান্না করল, সেটা নীরবে খেয়ে নিল দুজনে। খাওয়া শেষ হলে ইশারায় অটারকে ডাকল ও।

'অটার,' লণ্ঠনটা দুজনের মাঝখানে রেখে বলল লিওনার্ড। 'তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, বুদ্ধি-শুদ্ধিও ভাল তোমার। একটা কাহিনি শোনাতে চাই তোমাকে। সেটা শোনার পর তোমার মতামত জানতে চাই।'

'বলুন, বাস,' বলল অটার। 'আমি শুনছি।' হাত-পা ছড়িয়ে মনিবের মুখোমুখি বসল ও।

'অটার, তোমার মরহুম বাস আর আমি সাত বছর আগে এ-দেশে এসেছি। এক সময় ধনী ছিলাম আমরা, আমাদের সমাজের সর্দার ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জমিজমা, ধনসম্পদ সব হাতছাড়া হয়ে গেছে। বিক্রি হয়ে গেছে সব, আর আমরা গরীব হয়ে গেছি। লজ্জায় মুখ দেখাবার উপায় ছিল না আমাদের, তাই দেশত্যাগ করি...'

'রক্ত তো রক্তই, বাস,' বলল অটার। 'ধনসম্পদ তো আসে আর যায়। রক্তের গৌরব কখনও মরে না। আপনারা শত্রুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খতম করে সবকিছু আবার কেড়ে নিলেন না কেন?'

'আমাদের সমাজে ওসব চলে না, অটার। অমন কিছু করতে গেলে আরও বড় দুর্ভাগ্যে পতিত হতাম আমরা। শুধু ধনসম্পদই আমাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারত, যা আমাদের ছিল না। তাই আমরা দু'ভাই একটা শপথ করি—এই দূরদেশে এসে আমরা ধনী হবার চেষ্টা করব, যাতে আমাদের ঘরবাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি আবার কিনে নিতে পারি।'

'শপথটা ভাল করেছেন,' অটার মাথা ঝাঁকাল। 'তবে আমাদের দেশে ওভাবে কিছু করা হয় না। ঘরবাড়ি আর সম্মান ফিরে পাবার জন্য লোকে অস্ত্র তুলে নেয়, সোনা খুঁজতে বেরোয় না।'

'যাই হোক, আমরা এদেশে এলাম, অটার। সাতটা বছর ধরে পাগলের মত খেটেছি, বহু জায়গা ঘুরেছি, অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি, শিখেছি অনেক ভাষা। কিন্তু ফলাফল? দেখতেই পাচ্ছ, সেই গরীব অবস্থাতেই এই পাহাড়ের মাঝখানে শেষ শয্যা নিতে হয়েছে আমার ভাইকে। আমাদের ভাগ্য বিন্দুমাত্র বদলায়নি।'

'খুবই দুঃখজনক,' মন্তব্য করল অটার। 'অনর্থক মৃত্যুও বটে। তারচেয়ে যারা আপনাদের কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরলে অনেক বেশি গৌরবের ব্যাপার হতো ওটা।'

'সেসব ভেবে তো লাভ নেই। আমি শপথ করেছি, ধনসম্পদ অর্জনের জন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব। কাল রাতে আমার ভাইয়ের কাছে আবার করতে হয়েছে শপথটা।'

'সেক্ষেত্রে ওটা আপনার পূরণ করাই উচিত। সত্যিকার পুরুষ কখনও কথার বরখেলাপ করে না। তবে আমি বলব, অন্য কোথাও চেষ্টা করতে। এখানে স্বর্ণ আছে বটে, কিন্তু সেটা বের করা আমাদের জন্য অসম্ভব। তারচেয়ে অন্য জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি

www.BanglaBook.org

করলেই ভাল হবে।'

'সমস্যাটা ওখানেই, অটার,' অস্বস্তি নিয়ে বলল লিওনার্ড। 'মারা যাবার আগে আমার ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছে। ও বলেছে, একটা মেয়ের সাহায্য নিয়ে আমি নাকি অঢেল সম্পদ পাব। আর সেজন্য ও মারা যাবার পর আমাকে কয়েকদিন এখানেই অপেক্ষা করতে হবে। এখন তুমিই বলো, কী করা উচিত আমার? স্বপ্নটা কি সত্যি হতে পারে? নাকি ওটা স্রেফ একজন অসুস্থ মানুষের কল্পনা?'

'এ-ব্যাপারে মন্তব্য করার আমি কে, বাস?' বলল অটার। একটু আনমনা হয়ে গেল সে, ধুলোমাখা মেঝেতে আঙুল দিয়ে দাগ টানল। তারপর বলল, 'একটা কথাই শুধু বলতে পারি আপনাকে, মরার সময় মানুষের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। বাস টম যা বলেছেন, তা সত্যি হলেও হতে পারে। আমি বলি কী, কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী? আসুন না দেখি, সত্যিই কিছু ঘটে কি না।'

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজি হলো লিওনার্ড।

এক সপ্তাহ কেটে গেল ঘটনাবিহীনভাবে। সপ্তম রাতে কবর-পাহাড়ের ছোট্ট গুহাটায় আবার মুখোমুখি বসল লিওনার্ড আর অটার। ও হ্যাঁ, অভিশপ্ত এ-পাহাড়টাকে কবর-পাহাড় বলেই ডাকতে শুরু করেছে ওরা। যা-ই হোক... মুখোমুখি বসল দুজনে, কিন্তু কথা বলল না। নিজের মনে ডুবে রইল, উদ্বেগ নিয়ে। তার পিছনে কারণও আছে। আজ সারাটা দিন শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছে ওরা, কিন্তু ছোট একটা বনমোরগ ছাড়া কিছুই পায়নি—ওটা ইতোমধ্যে খাওয়া হয়ে গেছে। আগামীকাল কীভাবে চলবে, কেউই জানে না। কেন যেন সমস্ত শিকার এই এলাকা ত্যাগ করেছে। খোঁজাখুঁজি করেও একটা হরিণ বা মোষ পাওয়া যাচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

ভাই মারা যাবার পর সোনার খোঁজে এক ছটাক মাটিও খোঁড়েনি লিওনার্ড—তাতে কোনও লাভ নেই। অঢেল সময় এখন ওর হাতে, সারাদিন হরিণের খোঁজে ঘোরাঘুরি করবার পরও! অলস মুহূর্তগুলোর কারণে দিনে দিনে ভাইয়ের বিচ্ছেদ-ব্যথা প্রবল হয়ে উঠছে ওর মনে। যেদিন টম মারা গেল, সেদিন এত খারাপ লাগেনি। তা ছাড়া, এই প্রথম ভয়ঙ্কর জ্বরটার উপসর্গ টের পেতে শুরু করেছে ও, যেটা ইতোমধ্যে তিনটে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। শরীরে জেঁকে বসা দুর্বলতা আর বমিভাবটার কারণ খুব ভালভাবেই জানে, জানে কেন মাঝে মাঝেই মাথাটা প্রচণ্ড ব্যথা করে ওঠে। টমের প্রাণঘাতী রোগটার সূচনা ঠিক এভাবেই হয়েছিল।

একইভাবে ওকেও কি মারা যেতে হবে? জানে না লিওনার্ড, জানার আগ্রহও বোধ করে না। জীবনের প্রতি মায়া হারিয়ে ফেলেছে ও, বাঁচার লড়াই করতে করতে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত... মৃত্যু এলে বরং শান্তি খুঁজে পাওয়া যাবে। তারপরও মৃত্যুচিন্তাটা বড়ই ভয়ানক। কল্পনার চোখে নিজেকে মরতে দেখে ও—অটার দাঁড়িয়ে আছে পাশে, অসহায় হয়ে; তারপর মাটিচাপা দিচ্ছে ওকে চোখে অশ্রু নিয়ে। মাঝে মাঝে ক্রোধ জাগে—কেন এই ভয়াল রোগটা বাঁধাবার ঝুঁকি নিয়ে এখানে অপেক্ষা করল ও? তারপরই মনে পড়ে যায়—ওর ভাইয়ের অনুরোধের কারণে, ওর স্বপ্নের কারণে... সভ্য, শিক্ষিত মানুষ হয়ে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর কথা ফেলতে পারেনি ও।

হাসি পেল লিওনার্ডের। কে বলেছে ও সভ্য? ভুল, খুবই ভুল। বুনো পরিবেশ আর অসভ্য মানুষের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে ওর মাঝে এখন আর কোনও সভ্যতা অবশিষ্ট নেই। লিওনার্ড জানে, খামোকাই এই বিরান পাহাড়ে অপেক্ষা করছে ও, তারপরও চলে যেতে পারছে না। মনের গহীনে কেন যেন আশা দানা বেঁধে উঠছে—হয়তো টমের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবে...

www.BanglaBook.org

হয়তো অঢেল ঐশ্বর্যের সন্ধান পাবে! এই আশাটাই ওকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রকৃতির মাঝে বসবাস করবার সময় এ-ধরনের তাড়নাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। যুক্তি আর আবেগের লড়াইয়ে সবসময় প্রকৃতিই জয়ী হয়—মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন! আমরা প্রতিনিয়ত নিজেদের নিয়ে বড়াই করি, প্রকৃতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ দেখাতে চাই; কিন্তু শহুরে নিরাপত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর সে-বড়াই অসার হয়ে যায়। ঘাসে ভরা ভূমি, গাছগাছালিতে ছাওয়া জঙ্গল, কিংবা বালিময় মরুভূমির শক্তি মানুষের চাইতে অনেক বেশি। আধুনিকতার নিদর্শনগুলো সঙ্গে না থাকলে এর সামনে বড়ই অসহায় মানুষ। যুক্তি আর তখন কাজ করে না, আবেগ নিয়েই বাঁচতে হয়... নিজেকে সমর্পণ করতে হয় প্রকৃতি-মাতার কাছে।

লিওনার্ডেরও একই দশা। পকেটে হাত, আর মুখে একটা খালি পাইপ ঝুলিয়ে গূঢ় সত্যটাকে অনুধাবন করতে পারছে ও। তামাক ফুরিয়ে গেছে ওদের, স্রেফ অভ্যাসের বশে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে পাইপটাকে।

'বাস,' অনেকক্ষণ পর বলল অটার, 'আপনি অসুস্থ, বাস!'

'না...' প্রতিবাদ করতে গিয়ে থমকে গেল লিওনার্ড। তারপর নিচু গলায় বলল, 'হয়তো... খুব সামান্য!'

'সামান্য হলেও ওটা তো অসুখ-ই, বাস,' বলল অটার। 'আমি সব দেখছি। রোগটা তার আঙুল ছুঁইয়েছে আপনার শরীরে, কিছুদিনের মধ্যেই পুরো মুঠো দিয়ে আঁকড়ে ধরবে, আর তারপর...'

'...তারপর শান্তির ঘুম, অটার।'

'আপনার জন্য ঘুমটা শান্তির হতে পারে, কিন্তু আমার জন্য?' করুণ গলায় বলল বামন ভৃত্য। 'কাজ ছাড়া বসে থাকাটাই কাল হয়েছে, আপনি বড্ড বেশি ভাবেন... সেজন্যেই দিন দিন আরও

www.BanglaBook.org

অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তারচেয়ে চলুন, আবার খোঁড়াখুঁড়ি করি।'

'কেন, অটার? পরে যাতে নিজের কবর হিসেবে ব্যবহার করতে পারি?'

'অশুভ কথা বলবেন না, বাস, পায়ে পড়ি আপনার! তারচেয়ে চলুন, এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাই। নইলে আপনার মরণ ঠেকাতে পারবে না কেউ!'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা বিরাজ করল। তারপর লিওনার্ড বলল, 'আমরা দুজনেই আসলে বোকা, অটার। নইলে খাবার, পানি, এমনকী তামাক ফুরিয়ে যাবার পরও এখানে অপেক্ষা করতাম না। রোগ-ব্যাধি ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। কিন্তু কী-ই বা তাতে এসে যায়? বোকা, কিংবা চালাক... সবারই তো চরম পরিণতি একটাই—মৃত্যু, তাই না? মরণকে তো আর ফাঁকি দিতে পারে না কেউ। ...উফ্! মাথাটা ভীষণ ধরেছে, গরমটাও সহ্য হচ্ছে না। একটু কুইনিন থাকলে বড় ভাল হতো।' উঠে দাঁড়াল ও। 'আমার আর ভাল্লাগছে না, বাইরে যাচ্ছি।' গুহা থেকে বেরিয়ে গেল ত্রস্ত পায়ে।

মনিবকে অনুসরণ করল অটার, জানে ও কোথায় যাচ্ছে। ভাইয়ের কবরের পাশে। ওখানে পৌঁছে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেউ তবু নড়ল না।

এভাবে বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবার পর হঠাৎ একটা গোঙানি শুনতে পেল ওরা। সেটা বাড়তে বাড়তে ফোঁপানিতে পরিণত হলো।

'কীসের শব্দ?' বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল লিওনার্ড। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল গিরিখাতের ছায়ায়—শব্দটা ওখান থেকেই আসছে।

'জানি না, বাস,' অটার বলল। 'ভূতের আওয়াজ না হলে... আমার তো মনে হচ্ছে বিলাপ করছে কেউ।'

'এখানে বিলাপ করার মত মানুষ শুধু আমরাই আছি,' গম্ভীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলায় বলল লিওনার্ড।

ঠিক তখুনি সরে গেল মেঘটা, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হলো চারপাশ। শব্দের উৎস দেখতে পেল ওরা—মাত্র বিশ কদম দূরে একটা বড় পাথরের পাশে বসে কাঁদছে এক মাঝবয়েসী মহিলা। বিস্ময় নিয়ে তার দিকে এগোল লিওনার্ড, অটার ওর পিছু নিল।

মহিলাটি নিজের কান্নায় এতই মগ্ন যে, ওদেরকে দেখতে পেল না। ওরা দুজন একদম পাশে গিয়ে থামার পরও নড়ল না সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নবাগতাকে জরিপ করল লিওনার্ড—স্থানীয়, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর মত হবে, শীর্ণকায়। তবে চামড়া মোটামুটি উজ্জ্বল, অন্তত সনাতন আফ্রিকানদের চাইতে বেশি তো বটেই। মাথার চুল এলোমেলো, রুক্ষ। চেহারাটা বোঝা গেল না, সেটা দু'হাতে ঢাকা। জীর্ণ একটা কম্বলে ঢাকা শরীরটাও।

'কে তুমি, মা?' সিসুটু ভাষায় বলল লিওনার্ড, 'এখানে বসে কাঁদছ কেন?'

হাত নামিয়ে মুখ তুলে তাকাল মহিলা, অবাক হয়ে গেছে। পরমুহূর্তে অটারের কুৎসিত অবয়বটা দেখে ছোট্ট একটা চিৎকার দিল সে। বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমি আমার নাগাল পেয়েই গেলে, অন্ধকারের রাজা? তোমার হাত থেকে পালিয়ে রেহাই পেলাম না আমি? প্রাণ কেড়ে নেবার জন্য তুমি হাজির হয়ে গেলে?'

'এ-বেটি তো দেখছি পাগল!' বিরক্ত গলায় বলল অটার।

জবাব দিল না লিওনার্ড। গম্ভীর চোখে মহিলাটিকে দেখছে ও। কঠোর পরিশ্রমের কারণে সময় হবার আগেই চামড়ায় বলিরেখা পড়েছে তার, তারপরও চেহারাটা অত্যন্ত স্নেহময়। দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে।

'আমি পাগল নই, *যাল!*' পরিষ্কার গলায় বলল মহিলাটি। 'তবে হ্যাঁ, পাগলামি আমাকে তাড়া করে ফিরছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধ্যেত্তেরি!' সখেদে বলল অটার। 'এই বেটি, এসব ফালতু বকা বন্ধ কর্! আমি অন্ধকারের রাজাও নই, *যাল* নামেও কেউ ডাকে না আমাকে। হেঁয়ালি ছেড়ে আমার মনিবের প্রশ্নের জবাব দে। কে তুই? কোত্থেকে এসেছিস?'

'তুমি *যাল* নও? ভারি অবাক ব্যাপার! অবশ্য তাতে ভালই হলো... আমি বেঁচে গেলাম। *যাল* যদি হয়েও থাকো, আমার যৌবনের পাপগুলোর কথা ভুলে গিয়ে আমাকে মাফ করে দাও।'

'এ তো মহা-মুসিবতে পড়া গেল!' অটারের কণ্ঠে বিতৃষ্ণা ফুটল।

'যাল কে?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'যাল হলো...' বলতে শুরু করল মহিলা, তারপর আচমকাই যেন ঘোর কেটে গেল তার। হাবভাব বদলে গেল। পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'ক্ষুধা আর ক্লান্তিতে আমার মাথাটা আসলে খারাপ হয়ে গেছে, কী বলছি নিজেও জানি না। আমি ক্ষমাপ্রার্থী, সাদা মানুষ। দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দাও, আমি খুবই ক্ষুধার্ত!'

'খাবার তেমন একটা আমাদের কাছেও নেই,' বলল লিওনার্ড। 'তবে যা আছে, সেটাই দেব তোমাকে। এসো।'

উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ওর পিছু নিল মহিলা। অটার রইল পিছনে, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে নতুন আগন্তুকের উপর। গুহায় ঢুকে মহিলাকে মাংস খেতে দিল লিওনার্ড, নবাগতা সেটা বুভুক্ষের মত খেল।

খাওয়া শেষ হলে একটু স্বাভাবিক হলো মহিলা। কুতকুতে কালো চোখের দৃষ্টি লিওনার্ডের উপর রেখে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি? তুমিও কি দাস-ব্যবসায়ী, সাদা মানুষ?'

'কীসের দাস-ব্যবসা?' হেসে বলল লিওনার্ড। 'আমি নিজেই তো দাস।'

'কার?' সবিস্ময়ে বলল মহিলা। 'এই কালো লোকটার?'

'উঁহুঁ। ও দাসেরও দাস! আমার মালিক হচ্ছে ভাগ্য! আমি

www.BanglaBook.org

ভাগ্যের দাস!'

'বড়ই বাজে এক মালিক,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল মহিলা। 'মেজাজ-মর্জির ঠিক নেই। এই ভাল তো এই খারাপ।'

'এখন পর্যন্ত মালিকের খারাপ চেহারাটাই দেখেছি আমি,' বিষণ্ণ গলায় বলল লিওনার্ড। তারপর পিঠ সোজা করল। 'বাদ দাও ওসব, তোমার কথা বলো, মা। কী নাম তোমার? এই পাহাড়ে একাকী কী করছ তুমি?'

'আমার নাম সোওয়া, আমার খুব পছন্দের একজনের জন্য সাহায্যের খোঁজ করছি। সে বড় বিপদে আছে। মালিক, তুমি কি ব্যাপারটা বিস্তারিত শুনতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। বলো।'

কাছে এসে মুখোমুখি বসল মহিলা, শুরু করল তার গল্প।

ছয়

সোওয়ার গল্প

'প্রভু, আমি, সোওয়া, এক সাদা ব্যবসায়ীর দাসী—জাম্বেজি নদীর তীরে বাস করেন তিনি, এখান থেকে চার দিনের হাঁটাপথ। ওখানে তাঁর একটা বাড়ি আছে, বহু বছর আগে গড়েছেন...'

'কী নাম তোমার মালিকের?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'কালোরা তাঁকে মাভুম বলে ডাকে, তবে সাদাদের মাঝে তিনি রড নামে পরিচিত। খুবই ভাল মানুষ, মালিক হিসেবে

www.BanglaBook.org

অসাধারণ। দোষ একটাই—মাঝে মাঝে মদের নেশায় একেবারে মাতাল হয়ে যান। বিশ বছর আগে মাভুম... মানে আমার মালিক এক পর্তুগিজ মহিলাকে বিয়ে করেন, ওঁরা ডেলাগোয়া বে-তে বাস করতেন। বড়ই সুন্দরী ছিলেন আমার মালকিন, সে-রূপের কথা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। যা হোক, জাম্বেজির পারে বসত গড়েন ওঁরা, ব্যবসা শুরু করেন; যে-বাড়িটার কথা বলেছি, ওটা তৈরি করেন। এখন অবশ্য বাড়িটা আর বাড়ি নেই, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সে-কথায় পরে আসছি। বিয়ের কিছুদিন পরে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান মালকিন... আমারই সামনে। সে-বাচ্চাটিকে আজ পর্যন্ত কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি আমি—নাম জুয়ানা... আমার ছোট মালকিন। কালোরা ওঁকে আদর করে *স্বর্গের রাখালবালিকা* বলে ডাকে। কখন বৃষ্টি হবে, সেটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারার একটা অদ্ভুত গুণ আছে ওঁর।

'তো... স্ত্রীর মৃত্যুর পর মদে খুবই আসক্ত হয়ে পড়লেন আমার মালিক। তবে বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি, মানে যখন মাতাল থাকতেন না আর কী! হাতির দাঁত, পাখির পালক আর সোনার কেনাবেচা করে বেশ পয়সা কামিয়েছিলেন; গবাদি পশুরও বেশ বড়সড় একটা পাল ছিল তাঁর। কয়েকবারই তিনি এ-দেশ ছেড়ে মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চেয়েছেন... মানে সাদা মানুষদের মাঝে; দু'বার আমাকে আর ছোট মালকিনকে নিয়ে রওনাও হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি আর। প্রথমবার নেটালের ডারবানে পৌঁছুনোর পর মদের নেশায় জুয়া খেলে সব পয়সা হারিয়েছিলেন, পরেরবার [illegible] নৌকাডুবির কবলে পড়ি আমরা। ফলে মাঝপথ থেকেই ফিরে আসতে হয় আমাদের।

'পর পর দু'বার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দেন আমার মালিক। ছোট মালকিন আর আমাকে পাঠিয়ে দেন ডারবানে, সেখানে তিন

www.BanglaBook.org

বছর থাকি আমরা। সাদাদের কায়দায় বড় হন আমার মালকিন—লেখাপড়া শেখেন, সাদা মানুষদের কেতা আর আচার-আচরণে দীক্ষা নেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী তিনি, অপূর্ব সুন্দরী... অল্প সময়েই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে, ডারবানের সবার মুখে মুখে ফিরতে থাকে তাঁর কাহিনি। যা হোক, ওখানে শিক্ষা-দীক্ষা নেয়া শেষ হলে ডেলাগোয়া বে-তে ফিরে আসি আমরা, মালিক মাভুমের খামারে। এসব দু'বছর আগের কথা।

'মাসখানেক হবে বোধহয়, বা তারও কম... হঠাৎ একদিন ছোট মালকিন তাঁর বাবাকে বলেন, বুনো পরিবেশে নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি, সাগর পাড়ি দিয়ে সাদাদের দেশে... মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চান। মেয়েকে খুব ভালবাসেন মাভুম, প্রস্তাবটায় রাজি হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু এ-ও বললেন, রওনা হবার আগে নদীর উজানে একবার যেতে হবে তাঁকে, হাতির দাঁতের একটা চালানের খবর পেয়েছেন, ওগুলো কিনে আনবেন। ছোট মালকিন প্রতিবাদ করলেন, বললেন সময় নষ্ট না করতে, তবে মাভুম রাজি হলেন না। গোঁয়ার টাইপের মানুষ তিনি, নিজে যা ভাল বোঝেন, তা-ই করেন। মেয়ের সঙ্গে কথা হবার পরদিনই হাতির দাঁত কিনতে বেরিয়ে পড়লেন। ছোট মালকিন অনেক কান্নাকাটি করলেন, কিন্তু মাভুম কোনও কথাই শুনলেন না।

'যা হোক, বারো দিন পেরিয়ে গেল, আমার মালিক ফিরলেন না। তাঁর কোনও সংবাদও পেলাম না আমরা। তেরোতম দিনে ঘটল অঘটন। সকাল বেলা বাড়ির বারান্দায় বসে একটা বই পড়ছিলেন ছোট মালকিন... আপনাদের মহান সৃষ্টিকর্তার বই ওটা, *বাইবেল* না কী যেন বলে ওটাকে। প্রতিদিনই ওটা পড়ে প্রার্থনা করেন মালকিন। তো... সেদিন সকালেও বইটা পড়ছিলেন তিনি, আমি ব্যস্ত ছিলাম রান্নাঘরে। হঠাৎ একটা হৈচৈ শুনতে পেলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দেয়ালের উপর দিয়ে উঁকি

www.BanglaBook.org

দিনেই দেখি বাড়ির বাঁয়ে, দেয়ালের ওপাশে একদল হিংস্র চেহারার লোক উদয় হয়েছে। ওদের মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ, কয়েকজন আরব, আর বাকিরা দো-আঁশলা। নেতা গোছের একজন বসে আছে ঘোড়ার পিঠে, বাকিরা পায়ে হাঁটছে—ওদের পিছনে শেকলে বাঁধা দাসের দল। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এরা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী।

'খামারে ঢুকেই ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ওরা। লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল, সবাই পড়িমরি করে দৌড়ে পালাতে শুরু করল এদিক-সেদিক। যাদের কপাল ভাল, তারা পালাতে পারল; যাদের কপাল মন্দ, তাদের কেউ কেউ পিঠে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, বাকিরা ধরা পড়ল দাসত্ব বরণ করার জন্য।

'ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল আমার। ছোট মালকিনের দিকে তাকাতেই দেখি—বারান্দা থেকে নেমে পড়েছেন তিনি, বাড়ির সীমানা থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করেছেন হাতের বইটা নিয়ে, বোধহয় সাহায্য করতে চাইছেন খামারের শ্রমিকদের। ঘোড়ায় চড়া লোকটা ধাওয়া করল তাঁকে, দেয়ালের ঠিক যেখানটায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে এনে কোণঠাসা করে ফেলল। তাড়াতাড়ি কলাগাছের একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম আমি, দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে দেখলাম পরের ঘটনা।

'দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের সর্দারের মুখোমুখি হলেন ছোট মালকিন। লোকটা বয়স্ক, মোটা-সোটা... এক দেখাতেই তাকে চিনতে পারলাম আমি। ওর কথা বহুবার শুনেছি জীবনে, আমাদের এলাকার একটা ত্রাস হয়ে আছে লোকটা বহু বছর ধরে। কালোরা তাকে *হলুদ শয়তান* বলে ডাকে, সাদারা ডাকে পেরেইরা বলে। [illegible] নদীর মুখে ওর একটা গোপন আস্তানা আছে, সেখান থেকে ক্রীতদাস কেনাবেচা করে এই হলুদ শয়তান। বছরে দু'বার রীতিমত হাট বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে, দূর-দূরান্ত থেকে সাদা লোকেরা আসে নৌকা ভরে ক্রীতদাস কিনে নিয়ে যেতে।

'যা বলছিলাম... আমার মালকিনকে কোণঠাসা করে উঁচু গলায় হেসে উঠল শয়তানটা। কুতকুতে চোখে ওঁকে আপাদমস্তক দেখে বলল, "বাহ্, বড়ই সুন্দর একটা শিকার পাওয়া গেছে দেখছি! তুমি নিশ্চয়ই জুয়ানা? তোমার রূপের কথা অনেক জায়গাতেই শুনেছি আমি। দেখা যাচ্ছে, কেউ একবিন্দু বাড়িয়ে বলেনি। তা... তোমার বাবা কোথায়, ময়না পাখি? নিশ্চয়ই নদীর উজানে গেছে ব্যবসার কাজে?' জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল। "খুব খারাপ... খুবই খারাপ। কোনও বাপেরই উচিত নয় ঘরে এমন সুন্দর মেয়েকে একা ফেলে যাওয়া। যা হোক, ওনার ব্যবসা উনি বুঝেছেন, আমি আমারটা বুঝব। বুঝলে মেয়ে, আমিও একজন ব্যবসায়ী... সাধারণ পাখির ব্যবসা করি। তোমার মত রূপসী ময়না সহজে হাতে আসে না। তাই এ-সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। তোমার ওই সুন্দর মুখটার জন্য ঝাঁপি উপুড় করে টাকা ঢালবে লোকে... আর টাকা আমার খুবই দরকার।"

'হলুদ শয়তানের কথা শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন ছোট মালকিন, মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরুল না তাঁর। দেয়ালের গোড়ায় বসে পড়লেন তিনি, একটা হাত তুললেন মাথার দিকে—উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারলাম। চুলের ভিতর বিষের বড়ি-ভর্তি একটা শিশি লুকিয়ে রাখেন ছোট মালকিন—অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ, আমিই তৈরি করে দিয়েছি। এক টুকরো মুখে গেলেই মৃত্যু নিশ্চিত। চরম বিপদে পড়লে আত্মাহুতি দিয়ে সম্মান বাঁচাবার জন্য ওটা রাখেন তিনি। নিশ্চয়ই তাই করতে যাচ্ছেন!

'ভয় পেয়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি মালকিনের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করলাম, হলুদ শয়তানটার কান এড়িয়ে বললাম, "থামুন, ছোট মালকিন! ভুলেও ও-কাজ করতে যাবেন না। বেঁচে থাকলে এই শয়তানের হাত থেকে পালাবার সুযোগ পেতেও

www.BanglaBook.org

পারেন, কিন্তু মরে গেলে তো পাবেন না। তারচেয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। যখন সব পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, নিজের সম্মান বাঁচানোর উপায় থাকবে না, তখনই শুধু ব্যবহার করবেন বিষটা। এখনও সে-সময় আসেনি।"

'আমার কথা শুনে মত পাল্টালেন ছোট মালকিন। মাথা ঝাঁকিয়ে সাবধানে একটা ইশারা করলেন, তারপর নামিয়ে নিলেন হাতটা।

'হলুদ শয়তান ব্যাপারটার কিছুই বুঝতে পারেনি। সে বলল, "এবার তা হলে রওনা হতে হয়। আমার ডেরা এখান থেকে আট দিনের পথ। নৌকা নিয়ে আমার খদ্দেররা তার আগেই পৌঁছে যেতে পারে। এখানে দেরি করাটা ঠিক হবে না। যাবার আগে কিছু বলতে চাও তুমি, ময়না পাখি?"

'মুখ খুললেন ছোট মালকিন। পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, বলতে চাই। আমাকে অসহায় অবস্থায় পেয়েছ বটে, কিন্তু জেনে রাখো, তোমাকে আমি ভয় করি না। তোমার ওই নোংরা হাত গলে আমি পালাতে পারব বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে তুমিই বরং পালাতে পারবে না।' চারপাশে দৃষ্টি বোলালেন তিনি। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাতে খুন হওয়া মানুষের লাশ পড়ে আছে, বন্দিদের হাত-পায়ে পরানো হচ্ছে শেকল, খামারের সমস্ত বাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। 'যে-অন্যায় আর অত্যাচার তুমি করছ নিরীহ মানুষের উপর, তার জন্য তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, শয়তান! এই অনাচারের মূল্য কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হবে তোমাকে... নিজের রক্ত দিয়ে!"

'এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্ক ভর করল হলুদ শয়তানের চেহারায়। তারপরই সে গলা ছেড়ে হেসে উঠল। বলল, "ভবিষ্যদ্বাণী করছ নাকি, ময়না পাখি? তুমি আমার হাত থেকে পালাবে? আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাবে? বেশ, সময়ই বলে দেবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার কথা ঠিক কি না।" সঙ্গীদের দিকে ফিরে হাঁক ছাড়ল, "অ্যাই, কে আছিস? আমাদের খচ্চরটা নিয়ে আয়। হাঁটিয়ে এই সুন্দরীর কোমল পা-দুটোর বারোটা বাজাতে চাই না, তাতে ওর দাম কমে যাবে।"

'খচ্চর এনে তাতে ওঠানো হলো আমার ছোট মালকিনকে। বুড়ো-হাবড়া, আর দুর্বল বন্দিদের গুলি করল ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা; ওদেরকে বিক্রি করা যাবে না। তারপর ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে খামার ছেড়ে চলে গেল ওরা।

'অনেকক্ষণ পর লুকানোর জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমি। ততক্ষণে বেঁচে যাওয়া লোকজনও ফিরে এসেছে খামারে। ওদেরকে অনুরোধ করলাম আমি অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করতে, যাতে হলুদ শয়তানকে অনুসরণ করতে পারি; সুযোগ বুঝে মুক্ত করতে পারি ছোট মালকিনকে। কিন্তু ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ওরা, কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। আবার অনুরোধ করলাম—কয়েকজন লোক দিতে; যাতে নদীর উজানে গিয়ে মালিক মাভুমকে খুঁজে বের করতে পারি। তাতেও ওরা সায় দিল না। শেষে রাগ করে একাই বেরিয়ে পড়লাম সামান্য খাবার আর আমার গায়ের এই কম্বলটা নিয়ে।

'টানা চারদিন দাস-ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করলাম আমি, এরপর খাবার ফুরিয়ে গেল। পঞ্চম দিন আর এগোবার শক্তি রইল না, কোনোমতে একটা পাহাড়ে চড়ে দূর থেকে দেখলাম হলুদ শয়তানের কাফেলাটাকে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে। ওটার মাঝখানে রয়েছে ঘোড়া আর খচ্চরটা—মালকিনকেও দেখতে পেলাম আবছাভাবে... তখন পর্যন্ত তিনি সুস্থ ও জীবিত আছেন। কিন্তু কতদিন থাকবেন সেটাই প্রশ্ন। চোখ জুড়ে কান্না নেমে এল।

'শান্ত হবার পর পাহাড়ের চূড়া থেকে চারপাশে নজর বোলালাম, পূর্বদিকের ঢালের নীচে একটা বাড়ি চোখে পড়ল। অনেক কষ্টে পৌঁছুলাম ওখানে, বাড়ির লোকজনকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম—ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছি আমি। ওরা খুব যত্ন করল আমার, খেতে দিল। তারপর জানাল—নেটাল থেকে আসা কয়েকজন ইংরেজ এদিককার পাহাড়ে সোনার খোঁজ করছে। কথাটা শুনে মনে সাহস পেলাম খুব, কারণ জানি—ইংরেজরা ক্রীতদাস-ব্যবসার ঘোর বিরোধী। একটু সুস্থ হতেই তাই বেরিয়ে পড়লাম স্বর্ণসন্ধানী ওই মানুষগুলোর খোঁজে। কয়েকদিন ধরে ঘোরাঘুরির পর অবশেষে তোমার নাগাল পেয়েছি আমি, প্রভু। এখন দয়া করো আমার প্রতি, আমার ছোট মালকিনকে উদ্ধার করো ওই জঘন্য হলুদ শয়তানের হাত থেকে। কষ্টটা খামোকা করতে হবে না তোমাকে, এর প্রতিদানও পাবে। আমি গরীব, কিন্তু এমন এক রহস্য জানা আছে আমার, যা তোমাকে বিশাল পুরস্কার এনে দিতে পারে। সারাটা জীবন ওই রহস্য গোপন রেখেছি আমি, এমনকী আমার মালিককেও বলিনি। তোমাকে আমি আমার গোত্রের গুপ্তধনের সন্ধান দেব—কুয়াশা-মানবদের গুপ্তধন!'

এতক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে প্রৌঢ়া দাসীর কাহিনি শুনছিল লিওনার্ড, শেষ কথাটা কানে যেতেই মাথা তুলল, ভুরু কুঁচকে গেছে। দুঃখ-কষ্টে বেচারির মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? কিন্তু সোওয়ার দৃষ্টিতে পাগলামির চিহ্ন দেখতে পেল না ও, দেখতে পেল শুধু আবেগ আর উদ্বেগ—অপহৃত মালকিনের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে আছে মহিলা!

তারপরও গুপ্তধনের ব্যাপারে আগ্রহ পেল না লিওনার্ড। ওকে হয়তো ধোঁকা দিতে চাইছে এ-দাসী। টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বিপদের মাঝে। তাই বিরক্ত গলায় বলল, 'তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি ঘোলা হয়ে গেছে, মা? দেখতে পাচ্ছ না, এই একজন মাত্র ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই আমার সঙ্গে? পাহাড়ের গোড়ার ওই বাড়ির লোকজন অবশ্য মিথ্যে বলেনি, চারজন ছিলাম আমরা, সবাই রোগে ভুগে মারা গেছে গত কিছুদিনে। আমি নিজেও ওই রোগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আক্রান্ত। এ-অবস্থায় ওই শয়তানটার ডেরায় একাকী গিয়ে কীভাবে তোমার মালকিনকে উদ্ধার করা সম্ভব আমার পক্ষে?'

'আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘোলা হয়নি, প্রভু,' বলল সোওয়া। 'মিথ্যে কোনও কাহিনিও শোনাচ্ছি না আমি তোমাকে। জানি, অনেক বড় একটা ঝুঁকি নিতে বলছি, কিন্তু তার বিনিময়ে যা দিতে চাইছি, সেটাও কম নয়। আমি তো শুনেছি, উপযুক্ত প্রতিদান পেলে ইংরেজরা অসাধ্য সাধন করতে পারে!'

অপমানিত বোধ করল লিওনার্ড। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'সব ইংরেজ একই রকম নয়। লোভে পড়ে অন্তত আমি খামোকা সিংহের গুহায় মাথা ঢোকাতে রাজি নই। সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকলে কেন আমি জানটা খোয়াতে যাব?'

'আমি তোমাকে অপমান করার জন্য কথাটা বলিনি, সাদা মানুষ,' তাড়াতাড়ি বলল সোওয়া। 'প্রতিদান দিতে চাইছি কৃতজ্ঞ হয়ে, দয়া করে অন্যভাবে নিয়ো না ব্যাপারটাকে। আর সাফল্যের কথা বলছ? ব্যর্থ হলেও তোমাকে আমি রহস্যটা খুলে বলব, সাদা মানুষ। শুধু যদি একটু সাহায্য করো আমাকে...'

'কী শুরু করলে! প্রতিদান দিয়ে করবটা কী?' মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লিওনার্ড। 'আমার যে-অবস্থা, তাতে গুপ্তধনের চেয়ে সুস্থ হওয়াটাই বেশি জরুরি। সেটা করতে পারবে? যদি এই হতচ্ছাড়া রোগটাকে তাড়াতে পারো আমার শরীর থেকে, তা হলে তোমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখতে পারি আমি।'

কথাটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলা হলেও সোওয়া খুব সিরিয়াসলি নিল। বলল, 'এই ব্যাপার? কাল সকালেই তোমাকে আমি সুস্থ করে দেব!'

বিস্ময় ফুটল লিওনার্ডের চেহারায়। 'কী বলছ! সত্যিই পারবে?'

'হ্যাঁ, প্রভু,' শান্ত স্বরে বলল সোওয়া। 'কিন্তু তোমাকে

www.BanglaBook.org

প্রতিজ্ঞা করতে হবে—সুস্থ হয়ে আমার মালকিনকে তুমি মুক্ত করে আনবে।'

'আচ্ছা যাও, কথা দিলাম,' বলল লিওনার্ড, যদিও খুব একটা ভরসা পেল না সোওয়ার আশ্বাসে। আলোচনা চালিয়ে যাবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'কথা হচ্ছে, তোমার মালকিনকে আমি খুঁজে পাব কী করে? উদ্ধার করা তো পরের কথা, আগে তো ওই গোপন ডেরাটার সন্ধান পেতে হবে, তাই না? ভাল কথা... কতদিন আগে তোমার মালকিনকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা?'

'আজ বারো দিন গেল,' জানাল সোওয়া। 'আর ডেরার সন্ধানের কথা যদি বলো, আমি আশা করছি, তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে ওটা খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে।'

নীরবে একটু ভাবল লিওনার্ড, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই অটারের দিকে ফিরল। বামন ভৃত্যটি একটু দূরে বসে চুপচাপ ওদের আলোচনা শুনছে।

'অটার, তুমি না একবার ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়েছিলে?'

'জী, বাস। দশ বছর আগে।'

'ঘটনাটা খুলে বলবে?'

'নিশ্চয়ই! চেহারা খারাপ বলে আমাকে আমার গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেটা তো জানেন। প্রতিবেশী এক গোত্রে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি, ওদের সঙ্গেই একদিন জাম্বেজির তীরে শিকারে গিয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে যাই। এই বুড়ি যার কথা বলছে, সেই জঘন্য শয়তান আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে আটক করে আমাদেরকে, শেকলে বেঁধে নিয়ে যায় তার আস্তানায়। লোকটা একেবারেই নীচ, গোঁয়ার, চেহারা-সুরতেই বদ! আমাদেরকে বিক্রি করে দিয়েছিল বিদেশি এক খদ্দেরের কাছে। নৌকায় তোলার সময় পানিতে লাফ দিই আমি, সাঁতার কেটে পালিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসি: নইলে বাকিদের মত যানযিবারে পাচার হয়ে যেতাম!'

'আস্তানাটার পথ মনে আছে তোমার?'

'আছে, বাস। কঠিন জায়গা, সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ভালমত লুকানো, চারপাশে পানি আছে। আমাদের চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। তবে বুদ্ধি করে পট্টিটার তলায় একটু ফাঁকা করে নিয়েছিলাম আমি, পথটা দেখে রাখতে পেরেছি। পরে তো ও-পথেই ফিরে এসেছিলাম!'

'সে তো দশ বছর আগেকার কথা। এখান থেকে যেতে পারবে এখনও?'

'পারব না কেন?' বুক চাপড়াল বামন ভৃত্য। 'এই অটার একবার কোনও পথে গেলে তা আর ভোলে না। এখান থেকে পাহাড়সারির গোড়া ধরে এগোতে হবে আমাদের দশ-বারো দিন, তা হলে *লুয়াবো*-র নীচে জাম্বেজির দক্ষিণের মুখে পৌঁছে যাব। সেখান থেকে নদীর পার ধরে একদিন, আর জলাভূমির মাঝখান দিয়ে আরও দু'দিন গেলেই পৌঁছে যাব ওই আস্তানায়। তবে আগেই বলে রাখছি, বাস, ওটা বড়ই ভয়ঙ্কর জায়গা... অত্যন্ত সুরক্ষিত। অস্ত্রধারী প্রহরীরা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়, বিরাট একটা কামানও আছে ওদের!'

আবার একটু ভাবল লিওনার্ড। তারপর ফিরল সোওয়ার দিকে। 'অটারের কথা বুঝেছ?'

মাথা নাড়ল সোওয়া। এতক্ষণ ডাচ ভাষায় কথা বলেছে বামন ভৃত্য, ওটার একবর্ণও জানা নেই তার।

'আচ্ছা, তা হলে বুঝিয়ে দিই,' বলল লিওনার্ড। 'হলুদ শয়তানের ডেরা সম্পর্কে আমার দাসের কাছে জানতে পেরেছি। পেরেইরা বলছিল, ওটা তোমাদের গ্রাম থেকে আটদিনের পথ, তাই না? বারো দিন আগে যদি রওনা হয়ে থাকে, তা হলে মাত্র তিন কি চারদিন আগে আস্তানায় পৌঁছেছে ওরা... মানে যদি পথে কোনও সমস্যা না হয় আর কী! বিদেশি খদ্দের নিয়েও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবনার কিছু দেখছি না। উপকূলের ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে যদ্দূর জানি, অন্তত আরও এক মাসের আগে জাহাজ ভাসাবে না ওরা, এখনকার মৌসুমটা সাগরে বেরুনোর উপযোগী নয়। আমার কথার মানে বুঝতে পারছ? বলতে চাইছি যে, যথেষ্ট সময় আছে আমাদের হাতে। শুনে রাখো, মা, আমি কিন্তু কোনও রকম কথা দিচ্ছি না এখুনি। ভালমত একটু ভেবে-চিন্তে নিতে দাও আমাকে।'

'তোমার সিদ্ধান্ত নেয়াটা অনেক সহজ হয়ে যাবে,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল সোওয়া, 'যখন পুরস্কারটার কথা জানতে পারবে তুমি, সাদা মানুষ। তবে সেটা আগামীকাল বলব আমি... তোমার অসুখ সারানোর পর। আপাতত আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও। কালো মানুষ, আমাকে ঘুমানোর জায়গা দেখিয়ে দাও, বড্ড ক্লান্ত আমি।'

সাত

আকা-র রক্ত

জ্বরের কারণে রাতে ভাল ঘুম হলো না লিভিংস্টোনের। আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখল, ছটফট করতে করতে জেগে উঠল বারংবার। ভোরের আলো ফুটতেই আর শুয়ে থাকার ইচ্ছে হলো না, বেরিয়ে পড়ল গুহা থেকে। বাইরে পা রেখে অবাক হলো, ওর-ও আগে উঠে গেছে সোওয়া। গুহামুখের একটু সামনে আগুন জ্বেলেছে। লকলকে শিখার উপর একটা হাঁড়ি রেখে কী যেন রান্না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে সে। হাতে একটা লাঠি—খন্তির মত ব্যবহার করছে, মাঝে মাঝেই হাঁড়ির ভিতরের জিনিসটা ঘুটে দিচ্ছে।

'সুপ্রভাত, সাদা মানুষ,' লিওনার্ডকে দেখে বলে উঠল প্রৌঢ়া দাসী। 'কেমন বোধ করছ?'

'ভাল না,' কাছে গিয়ে হাই তুলল লিওনার্ড। 'কী রান্না করছ তুমি?'

'তোমার ওষুধ,' বলল সোওয়া। 'ওটা খেলে অসুখটা বাপ-বাপ করে শরীর ছেড়ে পালিয়ে যাবে।'

হাঁড়ির মধ্যে উঁকি দিল লিওনার্ড। চটচটে একটা তরল দেখা যাচ্ছে, ভয়ানক দুর্গন্ধ। অভক্তি এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

ও বলল, 'কীসের ওষুধ? দেখে তো বিষ মনে হচ্ছে!'

'আরে না! কী যে বলো!' হাসল সোওয়া। 'আমি তোমাকে বিষ দিতে যাব কোন দুঃখে? ওষুধ-ই এটা। অর্ধেকটা এখন, আর বাকিটা দুপুরে খাবে। কথা দিচ্ছি, জ্বরটা আর জ্বালাতে পারবে না তোমাকে।'

আগুন থেকে হাঁড়িটা নামাল সে। তরলটা মোটামুটি ঠাণ্ডা হতেই একটা বাটিতে ঢেলে খেতে দিল রোগীকে। নাকমুখ কুঁচকে খেল লিওনার্ড। শুধু গন্ধটাই বাজে নয়, স্বাদটাও ভয়াবহ। আরেকটু হলেই বমি করে দিত।

'বাবা রে!' একটু ধাতস্থ হয়ে বলল লিওনার্ড। 'যদি ওষুধের গুণাগুণ বিস্বাদের উপর নির্ভর করে... তা হলে বলব, তোমার এ-ওষুধ ধন্বন্তরি! ওয়াক্!! এমন বাজে জিনিস জীবনে খাইনি।'

'নিশ্চিত থাকো, প্রভু, ধন্বন্তরি ওষুধ-ই দিয়েছি তোমাকে। এ-জিনিস খেয়ে বহু মানুষ মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে।'

সোওয়ার কথাটা সত্য বলেই পরে প্রমাণিত হলো। সেদিন বিকেল থেকেই জ্বর কমে গেল লিওনার্ডের, রাত নাগাদ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় শরীরের হারানো

www.BanglaBook.org

শক্তিও ফিরে পেল, একদম তরতাজা হয়ে গেল ও। অলৌকিক এই আরোগ্যটা কি সোওয়ার ওষুধ, নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে, তা কোনোদিন নিশ্চিত হতে পারেনি লিওনার্ড... সত্যি বলতে কী, চেষ্টাও করেনি; যা হোক, সেসব পরের কথা। আপাতত আমরা আমাদের কাহিনিতে ফিরে যাই।

সকালে নাশতা সেরেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে গিয়েছিল অটার, দুপুরে লিওনার্ড সোওয়ার *ধন্বন্তরি* ওষুধের দ্বিতীয় ডোজটা খাওয়ার খানিক পরে ফিরে এল। দূর থেকেই ওর কাঁধে একটা মরা পশু দেখা গেল। কাছে এসে যখন ধপ করে মাটিতে ফেলল, তখন চেনা গেল প্রাণীটাকে—অ্যান্টিলোপ... এক জাতের হরিণ, মাংসের আধার।

'এই বুড়ি আমাদের কপাল ফিরিয়ে দিয়েছে, মালিক,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে অটারের। 'নীচের জঙ্গলে শিকার ফিরে এসেছে। এই দেখুন না, যেতে না যেতে এই হরিণটাকে পেয়ে গেলাম! আরও অনেকগুলো আছে, গুলির আওয়াজেও পালায়নি। ভাগ্য... বুঝলেন মালিক? একেই বলে ভাগ্য!'

অ্যান্টিলোপের মাংস দিয়ে জম্পেশ মধ্যাহ্নভোজ হলো। খাওয়াশেষে একটু বিশ্রাম নিয়ে সোওয়ার মুখোমুখি হলো লিওনার্ড।

'মা,' বলল ও, 'তোমার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার। আমাকে লোভী ভেবো না, তবে টাকা-পয়সার খুব টানাটানিতে আছি আমি। নিজের দুর্দশা কাটাবার জন্য খেটে মরছি এ বিদেশ-বিভুঁইয়ে। অস্বীকার করব না, তোমার ওই পুরস্কারের কথাটা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। কী সেই পুরস্কার? কী ধরনের ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে ওটা পেতে হলে? দয়া করে খুলে বলবে?'

'নিশ্চয়ই বলব, সাদা মানুষ,' বলল সোওয়া। 'তুমি কখনও কুয়াশা-মানবদের কথা শুনেছ?'

www.BanglaBook.org

'কুয়াশা-মানব!' একটু অবাক হলো লিওনার্ড। 'সে আবার কী জিনিস?'

'বুঝতে পারছি, শোনোনি,' মৃদু হাসি ফুটল সোওয়ার ঠোঁটে। 'বিশেষ এক জাতির নাম কুয়াশা-মানব। আমি ওই জাতিরই মেয়ে। ওদের প্রধান-পুরোহিত ছিলেন আমার বাবা। বহু বছর আগে ওখান থেকে পালিয়ে আসি আমি, নইলে নির্ঘাত মারা যেতাম। দেবতা *যাল*-এর উদ্দেশে আমাকে বলি দেবার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।'

'যাল?' ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড। 'মানে... কাল রাতে যার নাম ধরে অটারকে ডাকছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল সোওয়া। 'দেবতা যাল দেখতে অনেকটা তোমার এই বামন চাকরটারই মত। আমি তাই ভড়কে গিয়েছিলাম।'

'হুঁম, মজার ব্যাপার তো!' অটারের দিকে তাকিয়ে হাসল লিওনার্ড। তারপর আবার ফিরল সোওয়ার দিকে। 'ঠিক আছে, বলে যাও।'

'প্রভু, আমাদের জাতি এক মহান জাতি। কুয়াশায় ঢাকা একটা এলাকায় বাস করে ওরা, পাহাড়ের অনেক উঁচুতে—বরফে ঢাকা চূড়াগুলোর ছায়ায়। কুয়াশা-মানব নামটা সে-কারণেই হয়েছে। পুরুষেরা বিশালদেহী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর; মেয়েরা সুন্দরী। কীভাবে আমাদের সভ্যতার শুরু হয়েছে, তা কেউ জানে না। সেই জ্ঞান কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তবে আমরা কালো এক বামনের মূর্তিকে পুজো করি, তাকে মানুষের রক্ত উৎসর্গ করা হয়। মূর্তিটার পায়ের নীচে আছে একটা জলাশয়... আর জলাশয়ের পারে রয়েছে একটা গুহা। গুহাটাতে বাস করে সেই শক্তি... যার কারণে উপরের মূর্তিটাকে পুজো করে কুয়াশা-মানবেরা, *যাল*—যার আরেক নাম আতঙ্ক...'

'এক মিনিট,' বাধা দিল লিওনার্ড। 'তুমি বলতে চাইছ, গুহায়

www.BanglaBook.org

একজন বামন বাস করে?'

'না, সাদা মানুষ। ওখানে থাকে যালের বাহন—এক পবিত্র প্রাণী। বিশাল একটা কুমির ওটা, সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বড়... সবচেয়ে প্রাচীন। আমাদের সভ্যতার শুরু থেকেই ওটা আছে ওখানে। যালের উদ্দেশে নিবেদন করা মানুষদেরকে ওই কুমিরটার সামনেই ছুঁড়ে দেয়া হয়।'

'হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার... তাতে সন্দেহ নেই,' বলল লিওনার্ড। 'তবে এ-থেকে আমাদের কী লাভ হচ্ছে?'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি,' বলল সোওয়া। 'শুধুমাত্র মানুষের জীবনই যালের উদ্দেশে উৎসর্গ করে না পুরোহিতরা, ভেট হিসেবে সঙ্গে এ-সবও দেয়।' হাতের মুঠো খুলে দেখাল সে।

চমকে গেল লিওনার্ড। প্রৌঢ়া দাসীর হাতের তালুতে শুয়ে আছে একটা প্রমাণ সাইজের রক্তলাল রুবি-পাথর। অদ্ভুত রঙ আর সৌন্দর্য—চোখ জুড়িয়ে যায়। রত্ন সম্পর্কে মোটামুটি জানা আছে ওর, এক দেখাতেই বুঝতে পারল—ওটা অমূল্য!

'কোথায় পেয়েছ এটা?' লিওনার্ড জিজ্ঞেস করল। 'ওখানে কি এ-জিনিস আরও আছে?'

'হ্যাঁ, সাদা মানুষ, আছে। অনেক আছে! শুকিয়ে যাওয়া একটা নদীর তলা থেকে তোলা হয় এগুলো, জায়গাটার হদিস আমাদের পুরোহিতরা ছাড়া আর কেউ জানে না। এগুলোর পাশাপাশি নীল রঙের এক-ধরনের পাথরও তোলে ওরা।'

'সম্ভবত স্যাফায়ার,' অনুমান করল লিওনার্ড। 'রুবি আর স্যাফায়ার একই সঙ্গে থাকে।'

'প্রতি বছর প্রচুর পাথর তোলে পুরোহিতরা,' বলে চলল সোওয়া। 'সবচেয়ে বড় যেটা পাওয়া যায়, সেটা বেঁধে দেয়া হয় বলি দেয়ার জন্য নির্ধারিত একটি কুমারী মেয়ের গলায়, তারপর তাকে স্ত্রী হিসেবে নিবেদন করা হয় যালের কাছে। কুমিরের

www.BanglaBook.org

'সামনে ফেলার আগে পাথরটা আবার খুলে নেয় ওরা, গোপন একটা জায়গায় সেটা সামলে রাখে। এভাবে বহু বছর ধরে প্রচুর রত্ন জমা হয়েছে পুরোহিতদের কাছে—বড়-ছোট... সব রকমই। তা ছাড়া যালের মূর্তির চোখদুটোও বিশাল দুটো লাল পাথর দিয়ে তৈরি।

'আমাদের বিশ্বাস, সাদা মানুষ, মৃত্যু ও ধ্বংসের দেবতা যাল বহু বছর আগে তার মা *আকা*-কে খুন করেছিল—নদীর যেখানটায় পাথর পাওয়া যায়, সেখানে! লাল পাথরগুলো হচ্ছে আকা-র রক্ত, আর নীলগুলো তাঁর অশ্রু... মরার আগে কেঁদেকেটে ছেলের কাছে প্রাণভিক্ষা করেছিলেন তিনি। সেই বিশ্বাস থেকে প্রতি বছর যালের উদ্দেশে আকা-র রক্ত উৎসর্গ করা হয়। এ-নিয়ম ততদিন পালিত হবে, যতদিন না আকা আবার পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে আসছেন কুয়াশা-মানবদের মাঝে, তাঁর ছেলের দুঃশাসনের ইতি ঘটাচ্ছেন।'

'চমৎকার একটা কিংবদন্তি,' স্বীকার করল লিওনার্ড। 'আফ্রিকার বহু জায়গাতেই আলো-অন্ধকারের এমন কাহিনি শোনা যায়। কিন্তু আমার একটা কথা আছে, মা। এই পাথরটা যদি সত্যিকার হয়ে থাকে, তা হলে সোনার চেয়ে দামি, তাতে সন্দেহ নেই। এমন পাথরের যদি সত্যিই একটা ভাণ্ডার থাকে, তা হলে সেটার পিছনে ছুটতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি জানতে চাই, ছোটাছুটি করে লাভ হবে কি না। তোমার কোনও পরিকল্পনা আছে? গল্পটা না হয় বিশ্বাস করলাম, ধরে নিলাম কুয়াশা-মানবদের দেশে সত্যিই অঢেল ঐশ্বর্য লুকানো আছে... কিন্তু সেটা আমি হাতে পাব কী করে?'

'অবশ্যই আমার একটা পরিকল্পনা আছে, সাদা মানুষ,' জোর দিয়ে বলল সোওয়া। 'মিথ্যে বলছি না আমি, পাথরটাই তার প্রমাণ। বহু বছর ধরে এটা গোপনে আগলে রেখেছি আমি, কাউকে জানতে দিইনি এটার কথা। কিন্তু আজ এটা তোমাকে

www.BanglaBook.org

দিয়ে দেব আমি, শুধু যদি আমাকে সাহায্য করো... কথা দাও, আমার ছোট মালকিনকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে তুমি।'

'কথা দিলেই পাথরটা দিয়ে দেবেন? আমি যদি কথা না রাখি?'

হাসল সোওয়া। 'তোমার চোখ দেখে মনের ভিতরটা পড়তে পারছি আমি, প্রভু। প্রতিজ্ঞা করলে সেটা তুমি ভাঙবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিওনার্ড। 'ঠিক আছে, মানছি তোমার কথা। কিন্তু এই একটা পাথরে আমার তো কিছুই হবে না। তোমার মালকিনকে উদ্ধারের পর যদি বাকি পাথরগুলো না পাই, তখন তো পুরো কষ্টটাই মাঠে মারা যাবে। খামোকাই ঝুঁকি নেব। কিছু মনে কোরো না, কিন্তু আমাকে জানতে হবে, কীভাবে আমাকে প্রতিদান দেবে বলে ঠিক করেছ তুমি?'

'আমি কিছু মনে করছি না,' বলল সোওয়া। 'বুদ্ধিমানের মতই আচরণ করছ তুমি। আচ্ছা, খুলেই বলি। তুমি যদি হলুদ শয়তানের কবল থেকে আমার মালকিনকে মুক্ত করে আনতে পারো, তা হলে কথা দিচ্ছি... আমার এবং আমার ছোট মালকিনের হয়ে... আমি নিজেই পথ দেখিয়ে কুয়াশা-মানবদের দেশে নিয়ে যাব তোমাকে, পাথরগুলো হাতে পাবার উপায় বাতলে দেব।'

'বুঝলাম,' লিওনার্ড বলল। 'কিন্তু তুমি আবার তোমার ছোট মালকিনের হয়ে শপথ করছ কেন? রত্নগুলো উদ্ধারের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?'

'ওঁকে ছাড়া, কিছুই করা সম্ভব নয়, সাদা মানুষ,' বলল সোওয়া। 'কুয়াশা-মানবরা অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি। যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। বুদ্ধি এবং কৌশল খাটিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে হবে আমাদের।' প্রৌঢ়া দাসীর কণ্ঠে রহস্যময় একটা সুর।

'তোমাকে ব্যাপারটা আরও খোলাসা করতে হবে, মা,' বিরক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলায় বলল লিওনার্ড। 'হেঁয়ালি নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি. কৌশল খাটিয়ে কীভাবে পরাস্ত করা সম্ভব গোটা একটা জাতিকে? তোমার মালকিন... মিস রডেরই বা কী ভূমিকা তাতে?'

'ওসব তোমাকে ধাপে ধাপে জানতে হবে, সাদা মানুষ। মালকিনকে উদ্ধারের পর ধীরে ধীরে সবই পরিষ্কার হয়ে আসবে তোমার কাছে। আপাতত এর বেশি কিছু বলতে পারব না আমি। কথা তো দিয়েছি-ই, তোমাকে ওই রত্নের কাছে নিয়ে যাব, সেগুলো জয় করবার উপায় বলে দেব। এরপরও যদি সন্তুষ্ট হতে না পারো, আমার আর কিছু করার নেই। অনুমতি দাও, অন্য কোথাও গিয়ে সাহায্যের খোঁজ করি।'

নীরবতা নেমে এল গুহাতে। তীক্ষ্ণ চোখে সোওয়ার মুখটা জরিপ করল লিওনার্ড, কিন্তু সেখানে কোনও ভণিতা দেখল না। সিরিয়াস হয়েই কথা বলছে মহিলা।

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম তোমার কথা,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল লিওনার্ড। 'কিন্তু তোমার প্রস্তাবটাতে শেষ পর্যন্ত মিস রড যে রাজি হবেন, তার নিশ্চয়তা কোথায়? পেরেইরার কাছ থেকে উদ্ধার পাবার পর উনি যদি আমাদের সঙ্গে অভিযানে যেতে রাজি না হন? তোমার পরিকল্পনার বারোটা বেজে যাবে না তা হলে?'

'ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে,' আশ্বাস দিল সোওয়া। 'ছোট মালকিন আমার কথা কখনোই ফেলবেন না। শোনো, আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা অন্যরকম, দাসী আর মনিবের নয়। আমি যেমন তাঁকে স্নেহ করি, তিনিও আমাকে তেমনই সম্মান করেন। এই মহান সম্পর্কটার কারণেই আমি আমার মালকিনকে বাঁচাবার জন্য কুয়াশা-মানুষদের গোপন রহস্য ফাঁস করতে রাজি হয়েছি। যত কিছুই ঘটুক, আমি তোমাদেরকে ওখানে নিয়ে যাব, সাদা মানুষ। জানি, ওখানে পৌঁছুনোর পর যদি আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়... নিশ্চিত মরতে হবে। তাও আমি ঝুঁকি নেব। আমার মালকিনের জীবনের বিনিময়ে একবার কেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশবারও জীবন দিতে রাজি আছি আমি। এখন তুমিই ঠিক করো, আমার উপর আস্থা রাখবে কি না।'

নিজের ভৃত্যের দিকে তাকাল লিওনার্ড। 'অটার, শুনলে তো সবই। তোমার কী মত?'

'আমি আর কী বলব, বাস?' কাঁধ ঝাঁকাল অটার। 'লাল পাথরটার দাম সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমার। এই মহিলা সত্যি কি মিথ্যে বলছে, তা-ও জানি না। কুয়াশার দেশের মানুষ... ওরা নাকি আমার মত দেখতে একটা মূর্তিকে পুজো করে! বড়ই তাজ্জব কাহিনি! যদি ব্যাপারটা সত্যি হয়, তা হলে ওখানে যাবার একটা ইচ্ছে আছে আমার... পুজোটা নিজ চোখে দেখতে চাই। আর ওই মেয়েটাকে হলুদ শয়তানের আস্তানা থেকে উদ্ধারের কথা যদি বলেন... সেটা আদৌ সম্ভব কি না, তা-ই বুঝতে পারছি না। জায়গাটা অত্যন্ত সুরক্ষিত, শয়তানটার চ্যালাও অনেক... মাত্র দুজনে লড়াই করে কদ্দূর কী করা যাবে, বলা মুশকিল।'

'ওখানে আমাদের গ্রাম থেকে নেয়া অন্তত পঞ্চাশজন বন্দি আছে,' বলল সোওয়া। 'সুযোগ থাকলে ওরা অবশ্যই সাহায্য করবে আমাদের।'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়,' বলল অটার। 'জানের মায়া না করে যদি ওরা দস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামে, তা হলে হয়তো জয়ের আশা করা যায়। তুমিই বলো, বুড়ি, ওরা কি প্রাণ দিতে রাজি হবে? সবার মধ্যে কি সেই সাহস, বা প্রেরণা আছে?'

জবাব দিতে পারল না প্রৌঢ়া দাসী।

'তুমি কি তা হলে যেতে মানা করছ আমাকে?' জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড।

'জী না, বাস,' মাথা নাড়ল অটার। 'যদি ভাল একটা পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেটার জন্য চেষ্টা না করাটাই বোকামি। এখানে শূন্য হাতে বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করে মরা-ই ভাল বলে মনে করি আমি। ভাগ্যে থাকলে কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে,

www.BanglaBook.org

তাই না? ভয় পেয়ে বসে থাকলে আপনার কপাল কোনোদিনই ফিরবে না।'

'ভাল বলেছ,' মাথা দোলাল লিওনার্ড। তারপর ফিরল দাসীর দিকে। 'সোওয়া, তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করছি আমি। হয়তো বোকামিই করতে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার মালকিনকে উদ্ধারের চেষ্টা করব আমি। আমি চাই, আমাদের চুক্তিটা কাগজে-কলমে হয়ে যাক। তোমার কোনও আপত্তি আছে?'

'জী না,' বলল সোওয়া।

দু'পক্ষ রাজি থাকলেও দলিল করতে গিয়ে বাধল সমস্যা। ঝড়ে তাঁবু উড়ে যাবার সঙ্গে কাগজপত্র যা ছিল, তা-ও উড়ে গেছে ওদের। শেষে মরা হরিণটার রক্ত আর বারুদ মিশিয়ে তৈরি করা হলো কালি, কঞ্চি কেটে কলম, আর দলিল লেখার জন্য জেনের দেয়া প্রার্থনার বইটা বেছে নিল লিওনার্ড। ওটার ভিতরের পাতায় গুটি গুটি করে লিখল দু'পক্ষের চুক্তি। লেখা শেষে ওটা অনেকটা এ-রকম দাঁড়াল:

লিওনার্ড অট্রাম ও সোওয়ার মধ্যকার চুক্তি

১. এই চুক্তির মাধ্যমে উপরে বর্ণিত লিওনার্ড অট্রাম অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন যে, জনৈক পেরেইরা নামক ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর হাতে বন্দি মিস জুয়ানা রডকে উদ্ধারের জন্য তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

২. লিওনার্ড অট্রামের এই প্রচেষ্টার জন্য তাকে প্রথমেই একটি রুবি দিচ্ছেন সোওয়া, যার প্রাপ্তি এখানে স্বীকার করা হলো।

৩. একই সঙ্গে উপরে বর্ণিত সোওয়া, তাঁর নিজের এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস জুয়ানা রড়ের পক্ষ হতে অঙ্গীকারবদ্ধ হচ্ছেন যে, উদ্ধার-অভিযান সফল হলে তাঁরা লিওনার্ড অট্রামকে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার বিশেষ একটি স্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য থাকবেন, যেখানে কুয়াশা-মানব নামে একটি প্রাচীন জাতি বসবাস করে। সেখানে গিয়ে তাঁরা লিওনার্ড অট্রামকে কুয়াশা-মানবদের ধর্মীয় আচারে ব্যবহৃত রত্নভাণ্ডারের সন্ধান দেবেন এবং সেগুলোর দখল পেতে সর্বাত্মক সহায়তা করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মিস জুয়ানা রড়ের পক্ষ থেকে সোওয়া সম্মত হচ্ছেন যে, উক্ত অভিযানে মিস রড অংশ নিতে এবং অভিযানের সাফল্যের জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবার জন্য বাধ্য থাকবেন।

৪. সবশেষে উল্লেখ্য যে, অভিযানটির ব্যাপ্তি নির্ভর করবে লিওনার্ড অট্রামের সন্তুষ্টির উপরে। শুধুমাত্র তিনিই এর ইতি ঘোষণা করবার অধিকার রাখবেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিতে মানিকা পর্বতমালা, পূর্ব আফ্রিকায় স্বাক্ষর করা হলো, তারিখ: ০৯ মে, ১৮...

লেখা শেষ করে দলিলটা একবার নিজে পড়ল লিওনার্ড, হেসে উঠল হা হা করে। পুরো ব্যাপারটাই হাস্যকর মনে হচ্ছে ওর কাছে। দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে শর্তগুলো অনুবাদ করে শোনাল, জানতে চাইল ওদের মতামত।

'ভাল লিখেছেন, বাস,' প্রশংসার সুরে বলল অটার। 'আপনাদের... মানে, সাদা মানুষদের এসব নিয়মনীতি খুবই ভাল লাগে আমার। কোথাও কোনও খুঁত নেই। এই বুড়ি চাইলেও পরে আর চুক্তিটা অস্বীকার করতে পারবে না। আমার শুধু একটাই প্রশ্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে—ওর মালকিনের হয়ে ও কীভাবে প্রতিজ্ঞা করবে? সেটা যদি উনি না মানেন?'

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বোলাল লিওনার্ড। দলিলের মূল দুর্বলতাটাই ধরতে পেরেছে অটার। আসলেই মিস রডের হয়ে সোওয়ার কোনও প্রতিশ্রুতি দেবার আইনগত এখতিয়ার নেই।

'আগেই বলেছি, ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না,' বলে উঠল সোওয়া। 'আমার মালকিনকে আমি ভাল করেই চিনি—আমার মুখ কখনোই ছোট করবেন না তিনি। কলম দাও, দলিলটা আমি সই করে দিচ্ছি। আকা-র রক্ত স্পর্শ করে তুমিও প্রতিজ্ঞা করো, দলিলে যা লিখেছ, তা তুমিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।'

হাসল লিওনার্ড। সোওয়ার কাছ থেকে রুবিটা নিয়ে শপথ করল, তারপর দুজনেই সই করল দলিলটাতে। সাক্ষী হিসেবে টিপসই দিল অটারও। আনুষ্ঠানিকতা শেষে পকেটে প্রার্থনা-বই আর পাথরটা গুঁজে রাখল লিওনার্ড।

রুবিটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই হেসে উঠল সোওয়া বিজয়ীর ভঙ্গিতে। 'হাঃ হাঃ, সাদা মানুষ! আমার কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিয়েছ তুমি, এবার তোমাকে প্রতিজ্ঞাটা পালন করতেই হবে। আকা-র রক্ত স্পর্শ করে কেউ কোনও কথা দিলে সেটা আর ফেরানো যায় না। কথার বরখেলাপ করলে ভয়ানক অমঙ্গল হবে তোমার!'

'ভয় দেখাতে হবে না,' বলল লিওনার্ড। 'প্রতিজ্ঞা করলে আমি সেটা এমনিতেই পালন করি। খামোকা এর মাঝে আকা-র রক্তকে টেনে এনো না। অবস্থা যা বুঝছি, তাতে আমাদেরই রক্ত ঝরবে বলে মনে হচ্ছে। যাক গে, এখন আর সময় নষ্ট করবার মানে হয় না। চলো, রওনা হবার জন্য প্রস্তুত নিই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

যাত্রা শুরু

লম্বা যাত্রায় খাবারের মজুতই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাই অটারকে দায়িত্ব দিল লিওনার্ড—হরিণের মাংস ফালি ফালি করে কেটে রোদে শুকিয়ে নিতে। তারপর বসল সঙ্গে যা যা নেবে, সেগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য।

ঝড়ে তাঁবুটার পাশাপাশি বেশিরভাগ মালপত্রই উড়ে গেছে, খুঁজে-পেতে খুব বেশি কিছু পাওয়া গেল না। দুটো কম্বল, বাড়তি দু'জোড়া বুট, সামান্য ওষুধ, একটা শটগান, দুটো ভাল রাইফেল, কিছু অ্যামিউনিশন, একটা কম্পাস, পানির বোতল, তিনটে ছুরি, একটা চিরুণী আর রান্নাবান্নার জন্য একটা লোহার পাতিল। সব মিলিয়ে দুজন পুরুষ আর একজন মহিলার জন্য খুব বেশি মালামাল নয়। তিনভাগ করার পর ছোট ছোট তিনটে বোঁচকা হলো—সহজেই বয়ে নেয়া যাবে।

নেবার জিনিসপত্র ঠিক হবার পর বাকি মালামাল, বিশেষ করে মাইনিঙের যন্ত্রপাতি, গুহার ভিতরে মাটিচাপা দিল ওরা। পরে আবার ফিরে আসবে, এমন সম্ভাবনা কম, তবে খামোকা বাড়তি ওজন বইবার কোনও কারণ দেখল না লিওনার্ড। গত কিছুদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল হিসেব একশো আউন্স সোনা আছে ওর কাছে, ওগুলো গলিয়ে ছোট ছোট কয়েকটা ইনগটে পরিণত করে নিল রওনা হবার আগে—অর্ধেক রাখল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজে, রুবিটার সঙ্গে... বেল্টের ভিতর; বাকিটা অটারের বোঁচকায় রাখতে দিল। একবার ভাবল ওগুলো ফেলে যাবে কি না, পরমুহূর্তে মনে পড়ল—সোনার দাম সবখানেই আছে। পর্তুগিজ আর আরব ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কাছে তো আরও বেশি। হয়তো কাজে লাগতে পারে সোনাটা। তাই বাড়তি ওজনটুকু বইবার কষ্ট মেনে নিল ও।

সন্ধ্যা নাগাদ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। দিগন্তে চাঁদ উঁকি দিতেই উঠে পড়ল লিওনার্ড, কাঁধে ঝোলাল নিজের বোঁচকাটা। রাতের বেলা পথ চলবে বলে ঠিক করেছে ওরা, তাতে গরমের হাত থেকে বাঁচবে। কেউ নজর রাখলেও ওদেরকে সহজে দেখতে পাবে না। অটারকে বলল, 'একটু পরে বেরোও। আমি টমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।'

পনেরো মিনিট পর ওকে অনুসরণ করল দুই দাস-দাসী। ভাইয়ের কবরের পাশে পাওয়া গেল লিওনার্ডকে, মাথা নিচু করে আছে। অটার আর সোওয়া পৌঁছুতেই সোজা হলো ও, শেষবারের মত কবরটার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল কিছু, তারপর উল্টো ঘুরে চলে এল।

দুই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলে কম্পাস বের করল লিওনার্ড, পাহাড়সারির দিকে মুখ করে চলতে শুরু করল—নতুন অভিযান, নতুন আশা আর নতুন ভীতির উদ্দেশে। অতীত নিয়ে আর ভাবছে না, সেটা ওর ভাইয়ের সঙ্গে মাটির তলায় চাপা পড়ে গেছে। ঈশ্বরের দয়ায় এখনও ও জীবিত, দম ফেলছে এই পৃথিবীতে, ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওকে। কী অপেক্ষা করছে সামনে? সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইছে না লিওনার্ড, অভিজ্ঞতায় দেখেছে—মাথা ঘামিয়ে লাভ হয় না কোনও। হয়তো বাকিদের মত কবরেই যেতে হবে ওকে, কিংবা লাভ করবে অতুল ঐশ্বর্য আর সম্পদ... সবই নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর। তাই সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়াটাই উত্তম। সামনে যা-ই

www.BanglaBook.org

আসুক, সেটাকে ধৈর্য, সাহস আর বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করবে ও।

একটা ব্যাপার অবশ্য অস্বীকার করবার উপায় নেই, মনে মনে কিছুটা আশাবাদী হয়ে উঠেছে লিওনার্ড। টমের কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে—একটি মেয়ের সাহায্য নিয়ে অঢেল সম্পদের মালিক হবে ও। ভবিষ্যদ্বাণীটা কি সত্যি হতে পারে? ইতোমধ্যে একজন মহিলার দেখা পেয়েছে ও, অত্যন্ত দামি একটা রুবিও পেয়েছে তার কাছে। তার মালকিনকে উদ্ধার করতে পারলে অমন আরও অনেক পাথর দেবে বলে কথা দিয়েছে। অভিযানটায় যদি যাওয়া হয়, মিস রড থাকবে সঙ্গে। এই ঘটনার কথাই কি বলেছে টম? এটাই সে দেখতে পেয়েছিল মারা যাবার আগে? জ্ঞান নেই লিওনার্ডের, তবে এটাও বুঝতে পারছে—ব্যাপারটা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না। তা হলে?

আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। একমাত্র সময়ই জবাব দিতে পারে প্রশ্নটার।

তিন অভিযাত্রীর পথযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনা পাঠকদের না জানলেও চলবে। সংক্ষেপে শুধু এটুকু জানাই, এক সপ্তাহ ধরে এগোল ওরা... প্রতি রাতে। দিনের বেলাটা বিশ্রাম নিয়ে কাটাল। পাহাড় বাইতে হলো ওদেরকে, পাড়ি দিতে হলো জলাভূমি আর জঙ্গল, সাঁতার কাটতে হলো নদীতে। এসব ক্ষেত্রে অটারের কৃতিত্ব উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে, বিশেষ করে নদী পেরুনোর ব্যাপারে। প্রতিবারই ভয়ঙ্কর স্রোত মোকাবেলা করে সমস্ত মালামাল পার করল সে, এমনকী দুর্বল সাঁতারু সোওয়াকেও ঘাড়ে বয়ে নিয়ে গেল এক কিনার থেকে অন্য কিনারে। ও না থাকলে মালামাল, কিংবা প্রৌঢ়া দাসীকে নিয়ে নদী পেরুনো সম্ভব হতো না লিওনার্ডের পক্ষে।

যা হোক, এগিয়ে চলল ওরা, কখনও ক্ষুধার্ত, কখনও

www.BanglaBook.org

আধাপেটা খেয়ে, কখনও বা ভরপেট নিয়ে। এলাকাটা জনশূন্য নয়, মাঝে মাঝে বাড়িঘর দেখা যায়। সেখান থেকে বন্দুকের খালি কার্তুজ, বা ছোটখাট জিনিসের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে অভিযাত্রীরা, কপাল ভাল হলে দুধ-মাখন... এমনকী রুটিও পাওয়া যায়।

যাত্রার শুরুতে সোওয়াকে নিয়ে চিন্তায় ছিল লিওনার্ড—বয়স্কা মহিলাটি হয়তো সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, এগোনোর গতি কমে যাবে ওদের। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা লক্ষ করা গেল। পরিশ্রমী জীবনযাপনের ফলে মহিলা যথেষ্ট শক্ত; দুর্বলতা যা আছে, তা-ও অসীম মনোবলের কারণে কাটিয়ে উঠছে। প্রিয় মালকিনকে নিয়ে উৎকণ্ঠা, তাকে উদ্ধার করবার প্রেরণা... এসবই তাকে শক্তি জোগাচ্ছে। কথা খুব কম বলছে সে, একাগ্র মনে তাল মিলিয়ে চলেছে অন্য দুই সহযাত্রীর সঙ্গে।

অষ্টম রাতে একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে থামল ওরা। চাঁদ ডুবে গেছে, অন্ধকারে দিক ঠাহর করা কঠিন। অন্ধের মত এগোনোর কোনও মানে হয় না, তা ছাড়া শরীরও ক্লান্ত সবার। ভোর পর্যন্ত একটা বড় ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে মড়ার মত ঘুমাল তিনজনে।

সূর্যের আলো ফুটতেই চেঁচিয়ে দুই সঙ্গীকে জাগাল অটার। উত্তেজিত গলায় বলল, 'দেখুন, বাস! পৌঁছে গেছি আমরা। আমাদের নীচেই আছে নদীটা, ডানে তাকালে সাগরের মোহনাও দেখতে পাবেন।'

তাকাল বাকিরা। দেখল, ওদের কয়েক মাইল দূরে ঝোপঝাড়ে ভরা প্রান্তর ধীরে ধীরে জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে—মিশে গেছে জাম্বেজি নদীর শাখার সঙ্গে। জলধারাটা অবশ্য দেখা গেল না, ওখানটায় কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। তবে সাগরের ঢেউয়ের আওয়াজ কানে ভেসে আসছে, উদীয়মান সূর্যের কিরণও থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে উঠছে পানির বুকে

www.BanglaBook.org

প্রতিফলিত হয়ে।

'দেখলেন তো?' খুশি খুশি গলায় বলল অটার। 'এখান থেকে মোটামুটি পাঁচ ঘণ্টা এগোলে আরেকটা পাহাড়সারির গোড়ায় পৌঁছুব আমরা, নদীর একেবারে কিনারে গিয়ে মিশেছে ওটা। পাহাড় পেরিয়ে উল্টোদিকে গেলেই পড়বে বিশাল আরেকটা জলাভূমি... ওখানেই হলুদ শয়তানের আস্তানা। পথটা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

মধ্যাহ্ন পর্যন্ত বিশ্রাম নিল অভিযাত্রীরা, তারপর আবার নামল পথে। সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠল, তখন ওরা নতুন পাহাড়সারিটার পাদদেশে পৌঁছে গেছে। কোমল চন্দ্রালোকে অদ্ভুত একটা দৃশ্য ভেসে উঠল ওদের সামনে—নির্জনতা আর বিচ্ছিন্নতার যেন এক নীরব প্রতিচ্ছবি। ঢেউ খেলানো পাহাড়ের সারি, দিগন্তের দিকে ছোট হতে হতে মিলিয়ে গেছে। মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলে গেছে নদীটা—পানির বুকে দেখা যাচ্ছে নানা রকম চর, নলখাগড়ায় ভরা জলাভূমি। নদীর প্রস্থ কোথাও কম, কোথাও বেশি—এক মাইল হচ্ছে সর্বনিম্ন, আবার বাঁকের কাছে... জলাভূমিতে ভরা চওড়া অংশগুলো বিশ মাইলের কম হবে না।

জায়গাটার নিঃসঙ্গ চেহারা ভয় জাগায়, কাদায় ভরা মাটি আর নলখাগড়ার জঙ্গল বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে। আজব ব্যাপার হচ্ছে, বিচিত্র সে-এলাকার একটা নিজস্ব জীবন... নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে। বুনো পাখিরা কাদার মধ্যে খাবার খুঁজে বেড়ায়, কুমির আর জলহস্তী সাঁতার কাটে পানিতে, হাজার হাজার ব্যাঙের ডাকে কান ঝালাপালা। বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল তিন অভিযাত্রী।

খানিক পরে একটা পাহাড়ের গোড়া দেখিয়ে অটার বলল, 'ওখান দিয়ে গেছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ট্রেইলটা... মানে, আগে যখন দেখেছি আর কী।'

'চলো, এখনও আছে কি না দেখা যাক,' বলল লিওনার্ড।

www.BanglaBook.org

'রাস্তাটা পাওয়া গেলে ওটা ধরে আরও কিছুদূর এগোব আমরা, তারপর ক্যাম্প করব।'

পাহাড়ের ঢাল ধরে এগোল ওরা। যেখানটায় ট্রেইল থাকবার কথা, সেখানে পৌঁছে ঝোপের ভিতর শিকারী কুকুরের মত হানা দিতে শুরু করল অটার, একটু পরেই শিস দিয়ে উঠল। সঙ্কেত পেয়ে কাছে গেল লিওনার্ড আর সোওয়া।

'পেয়েছি,' বলল বামন ভৃত্য। আঙুল তুলে একটা পায়ে চলা পথ দেখাল। 'এই তো, এখনও পথটা ব্যবহার করে ওরা। আসুন, বাস।'

কয়েক গজ যেতেই সভয়ে চিৎকার করে উঠল সোওয়া। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্রেইলের পাশে তাকাতেই একটা লাশ দেখতে পেল লিওনার্ড আর অটার। বেশি পুরনো নয়, পুরোপুরি গলেনি। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

'হলুদ শয়তানের চিহ্ন, বাস,' বলল অটার। 'এ-পথেই গেছে ও। লাশটা খুব বেশি হলে দু'সপ্তাহ আগের।'

'কার লাশ?' ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড।

চমক সামলে নিয়েছে সোওয়া, কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকল। ভাল করে মৃতদেহটা দেখে বলল, 'মাভুমের খামারের লোক, পায়ের মাদুলিটা চিনতে পারছি।'

'অনুসরণকারীদেরকে ভয় দেখানোর জন্য প্রতিবারই এভাবে একটা লাশ রেখে যায় হলুদ শয়তান,' বলল অটার। 'আমি যে-বার ধরা পড়েছিলাম, সে-বারও একই কাজ করেছিল।'

'অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এতে ভয় পেতে পারে, আমি নই।' লিওনার্ড মুখ বাঁকাল। 'চলো, এগোনো যাক।'

ট্রেইল ধরে দু'ঘণ্টা হাঁটল ওরা, থামল নদীর পারে পৌঁছে। হাঁটাপথটা পানির কাছে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে।

'এবার কী, অটার?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

'এখান থেকে নৌকায় ওঠানো হয় বন্দিদের,' বামন ভৃত্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল। 'নলখাগড়ার ভিতর দু-চারটা নৌকা সবসময় লুকানো থাকে। আসুন, খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

নাক কোঁচকাল লিওনার্ড, বোটকা একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। 'গন্ধ কীসের?'

তিক্ত একটা হাসি ফুটল অটারের ঠোঁটে। 'আগাছা পরিষ্কারের।'

'মানে?'

'যাত্রা শেষে যে-সব বন্দি বেশি কাহিল হয়ে যায়, যাদেরকে আর বিক্রিযোগ্য বলে মনে হয় না, সে-সব *আগাছা*-কে এখানেই ছেঁটে ফেলে হলুদ শয়তান।'

'মেরে ফেলে বলতে চাইছ?' লিওনার্ডের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

মাথা ঝাঁকাল অটার। 'জী। আসুন, নৌকা খুঁজি। যারা মারা গেছে, তাদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ হবে না কোনও।'

নলখাগড়ার জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল ও, পিছু পিছু লিওনার্ড আর সোওয়া। এগোনোটা সহজ হলো না—নির্দিষ্ট কোনও রাস্তা নেই জঙ্গলটার মাঝে, হাত দিয়ে সামনে থেকে ছোট ছোট গাছগুলো সরিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে। ওগুলোর গা-ও খসখসে, ঘষা খেয়ে ছড়ে যাচ্ছে অভিযাত্রীদের শরীরের উন্মুক্ত চামড়া, চুলকাচ্ছে যত্র-তত্র। খানিকক্ষণ যাবার পর খোলা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা, বোটকা গন্ধটা এখানে অনেক বেশি প্রকট।

'সব নৌকা নিয়ে গেছে ওরা,' অটার বলল। 'একটামাত্র ক্যানু শুধু আছে। তবে আগাছাগুলো ফেলে গেছে ওরা। ওই যে!'

ওর কথাই ঠিক। খোলা জায়গাটার একপাশে পড়ে আছে পচা-গলা লাশের স্তূপ। সংখ্যায় ত্রিশটার কম হবে না—পুরুষ, নারী, শিশু... সবরকমই আছে। তবে পেরেইরার নারকীয় সাক্ষী

www.BanglaBook.org

শুধু ওগুলোই নয়: চাঁদের আলোয় নতুন স্তূপটার আশপাশে চকচক করছে আরও কয়েকটা স্তূপ... সেগুলো কেবলই কঙ্কাল, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের পুরনো চালানগুলোর সাক্ষী! সারা শরীর শিরশির করে উঠল লিওনার্ডের, এ-দৃশ্য সহ্য করা মুশকিল। অসহায় মৃতদেহগুলো যেন চিৎকার করে ন্যায়বিচার চাইছে। মুখ ঘুরিয়ে ফেলল ও।

লাশের স্তূপ থেকে একটু দূরে উপুড় করে রাখা আছে একটা ক্যানু। জায়গাটা আসলে মুরিং-প্লেস, অন্তত এক ডজন ফ্ল্যাট বটমের নৌকা থাকে ওখানে, ভেজা মাটিতে ছাপ ফুটে আছে। আকাশের দিকে তাকাল লিওনার্ড, চাঁদের আলো মরে এসেছে, এ-অবস্থাতে পানিতে নামা ঠিক হবে না। সঙ্গীদের দিকে ফিরল ও। বলল, 'আজ রাতটা এখানেই থাকব আমরা। অটার, ক্যাম্প করো।'

নলখাগড়ার মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের ফিসফিসানি, আর নদীর কুলুকুলু শব্দের ছন্দে কাটতে শুরু করল রাতটা। বাতাসটা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কুয়াশার মেঘকে, নানা রকম আকৃতি দিচ্ছে, অদ্ভুত সব ছায়া ফেলছে সাগরের পানে ছুটতে থাকা কালচে পানির বুকে। নীরবতা ভেঙে মাঝে মাঝেই ডেকে উঠছে ব্যাঙের দল, একটা বকের চিৎকার শোনা গেল... কুমির সম্ভবত ওটার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে একদল বুনো পাখি, সাগরের দিকে যাচ্ছে পালটা। কিন্তু প্রকৃতির এতসব আওয়াজে মোটেই মন নেই লিওনার্ডের, কানের কাছে ভাসছে মৃত মানুষগুলোর নিঃশব্দ আহাজারি। যেন কাঁদছে তাদের আত্মাগুলো। কিছুতেই ঘুমাতে পারল না ও।

আঁধার কেটে গেল একসময়, ভোরের সূর্য উঁকি দিল আকাশে। শোয়া থেকে উঠে পড়ল অভিযাত্রীরা, নদীর পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা সেরে নিল। তারপর তিনজনে মিলে ধরাধরি করে পানিতে নামাল ক্যানুটা, তাতে চড়ে বসল। অটার আর

www.BanglaBook.org

লিওনার্ড বৈঠা তুলে নিল, শুরু করল নদীযাত্রা।

বামন ভৃত্যটির অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় পেল দুই সহযাত্রী, ওকে ছাড়া এক মাইলও বোধহয় এগোতে পারত না ওরা। ওদের সামনেটা দখল করে রেখেছে অসংখ্য খাঁড়ি আর খাল, নলখাগড়ার ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে গেছে পানির ধারা—ঠিক যেন একটা গোলকধাঁধা। খালগুলোকে আলাদা করবার উপায় নেই—সবই প্রায় একই রকম। ল্যাণ্ডমার্ক বলতে কিছু নেই, চতুর্দিকে শুধু পরিবর্তনহীন জলাভূমি; অদক্ষ চোখে পথ খুঁজে বের করা স্রেফ অসম্ভব। তারপরও নির্ভুলভাবে ওদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলল অটার, দশ বছর আগে শেষবার এই এলাকায় এসেছে ও, কিন্তু ভোলেনি একটা আঁকবাঁকও। মাঝে মাঝে অবশ্য নতুন খালের দেখা পাওয়া যায়, সেখানে পৌঁছে একটু থামে ওরা, অটার আন্দাজ করে নেয় কোন পথে যেতে হবে। ওর মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা লক্ষ করা যায় না।

প্রায় সারাটা দিনই এভাবে এগোল ওরা। সন্ধ্যার দিকে ঘটল বিপত্তি। একটা খাল ধরে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা গেল—ওটা সামনে দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা মুখ গেছে দক্ষিণে, অন্যটা উত্তরদিকে। ওখানে পৌঁছে প্রথমবারের মত বিভ্রান্তি ভর করল অটারের চেহারায়। ঠোঁট কামড়াতে শুরু করল ও।

'কী ব্যাপার, অটার?' ক্যানুর পিছন থেকে জানতে চাইল লিওনার্ড। 'এবার কোনদিকে যাব?'

'বুঝতে পারছি না, বাস,' অটারের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'খালটা বদলে গেছে। স্রোতটা ভাগ হবার কথা ছিল না, সোজা সামনে যাবার কথা আমাদের।'

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল লিওনার্ড। সমস্যাটা গুরুতর। এই গোলকধাঁধার ভিতরে একটা ভুল পদক্ষেপও ওদেরকে চিরতরে পথহারা করে দিতে পারে। কিছুক্ষণ আলোচনা করল ওরা, তারপর সিদ্ধান্ত নিল বামদিকের মুখটা ধরে এগোবার; অটারের

www.BanglaBook.org

মতে ওটাই ওদের নির্ধারিত পথের দিকে গেছে। কিন্তু মাথা নেড়ে আপত্তি করল সোওয়া। ও চাইছে ডানদিকের পথটা ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতে, হয়তো কোনও সূত্র পাওয়া যাবে। কিছুতেই ওকে টলানো গেল না। শেষে কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড, অটারকে বলল ক্যানুর মুখ ঘোরাতে।

খালের সরু শাখাটা ধরে তিনশো গজের মত এগোল অভিযাত্রীরা, কিন্তু আশাব্যাঞ্জক কিছু পেল না। শেষে অটার যখন উল্টো ঘুরতে শুরু করেছে, তখুনি কথা বলে উঠল সোওয়া।

'থামো! ওই যে... কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছি!'

তাকাল লিওনার্ড আর অটার। চল্লিশ গজ দূরে, নলখাগড়ার গায়ে সাদা রঙের একটা জিনিস আটকে আছে। বড় নয় তেমন, কোনোমতে দেখা যায়।

'পাখির পালক মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল লিওনার্ড। 'তারপরও কাছে গিয়ে দেখা দরকার। অটার, চলো।'

বৈঠা মেরে ঝোপটার পাশে গিয়ে থামল ওরা।

অটার বলল, 'কাগজ, বাস! একটা কাগজ আটকে আছে এখানে!'

'সাবধানে খোলো ওটা,' বলল লিওনার্ড। মনে বিস্ময়, এমন জায়গাতে কাগজ এল কোত্থেকে?

ভাঁজ পড়ে যাওয়া কাগজটা নলখাগড়া থেকে আলাদা করে ওর সামনে ক্যানুর পাটাতনে বিছিয়ে রাখল অটার।

'বাইবেলের পাতা দেখছি!' ভুরু কুঁচকে বলল লিওনার্ড।

'এটা আমার ছোট মালকিনের বই!' ভাল করে দেখে বলে উঠল সোওয়া। 'কোনও ভুল নেই, আমি চিনতে পারছি! নিশ্চয়ই উনি এটা গেঁথে দিয়ে গেছেন ঝোপের গায়ে... যাতে কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে এলে পথ চিনতে পারে!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে!' বলল লিওনার্ড। প্রশংসা করল বন্দিনীর। 'বুদ্ধিমতী মেয়ে! তুমিও খুব ভাল করেছ, সোওয়া,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে এই খালটাতে নিয়ে এসে।'

ঝুঁকে বাইবেলের ছেঁড়া পাতাটা পড়ল ও:

"ফর হি হ্যাথ লুকড ডাউন ফ্রম দ্য হাইট অভ হিজ স্যাঙ্কচুয়ারি: ফ্রম হ্যাভেন ডিড দ্য লর্ড বিহোল্ড দ্য আর্থ:

"টু হিয়ার দ্য গ্রোনিং অভ দ্য প্রিজনার: টু লুজ দোওজ দ্যাট আর অ্যাপয়েন্টেড টু ডেথ:

"দ্য চিলড্রেন অভ দাই সার্ভেন্টস্ শ্যাল কন্টিনিউ, অ্যাণ্ড দেয়ার সিডস্ শ্যাল বি এস্টাবলিশড বিফোর দি..."

'হুম,' বিড় বিড় করল লিওনার্ড। 'পরিস্থিতির সঙ্গে বড়ই মানানসই উদ্ধৃতি। যদি ঐশ্বরিক সঙ্কেতে বিশ্বাস করি, তা হলে বলব—ভাল কিছু অপেক্ষা করছে সামনে।'

বাকি দুজনও একই কথা ভাবছে। আবার রওনা হলো ওরা। এক ঘণ্টা পর নতুন একটা বাঁকে পৌঁছুল ক্যানু, এখান থেকে আবার পথ চিনতে পারল অটার।

'ঠিক পথেই এগোচ্ছি, বাস,' বলল ও। 'ওই বাম দিকের শাখাটাই আসলে নতুন ছিল। ভাগ্যিস ওদিকে যাইনি, তা হলে আর পথ খুঁজে পেতাম না।'

'ঠিকই বলেছ,' লিওনার্ড মাথা দোলাল। 'ভাল কথা, সেই যে তুমি পালিয়েছিলে... কীভাবে ফিরেছ এ-পথে? নৌকা ছিল?'

'জী না,' অটার বলল। 'তবে বাস তো জানেন আমার শক্তির কথা। দেবতারা আমার সৌন্দর্যে যে ঘাটতি দিয়েছেন, তা পূরণ করেছেন শক্তি দিয়ে। চেহারা-সুরত ভাল না হওয়ায় বরং ভাল হয়েছে... আজও মুক্ত আছি, শক্তি না থাকলে পালাতে পারতাম না। গলায় শেকল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো।'

'বুঝেছি, বুঝেছি,' তাড়াতাড়ি বলল লিওনার্ড, ভৃত্যের আত্মম্ভরিতায় বাধা দিল আসলে। 'কিন্তু পালালে কী করে, সেটাই বলো।'

'শেকলগুলো পুরনো ছিল, বাস,' অটার বলল। 'জোর

www.BanglaBook.org

খাটিয়ে ভেঙে ফেলেছিলাম। হাত-পা থেকে রক্ত ঝরেছে অবশ্য, তাতে কী? ভাঙতে পেরেছিলাম, এটাই বড় কথা। বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েই ঝাঁপ দিয়েছিলাম পানিতে। হলুদ শয়তানের চ্যালারা ধাওয়া করেছিল, কিন্তু ধরতে পারেনি। সাঁতার কেটে পুরো পথ পাড়ি দিয়েছি আমি। ওরা ভাবতেও পারেনি, আমার পক্ষে এই খালের গোলকধাঁধা থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা সম্ভব, তাই খুব একটা মরিয়াও হয়নি আমাকে ফের ধরবার জন্য। পুরো চারটা দিন লেগেছে আমার পাহাড়ের গোড়ার ওই ডাঙায় ফিরতে। সারাদিন সাঁতার কাটতাম, ক্লান্ত হলে নলখাগড়ার দ্বীপে উঠে বিশ্রাম নিতাম। রাতে ঘুমাতামও ওখানে। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, বাস!'

'কী খেতে?'

'গাছের শেকড় আর পাখির ডিম।'

'কুমিরের পাল্লায় পড়নি?'

'একবার। তবে তাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। পানিতে কেমন দ্রুত চলতে পারি, সেটা তো দেখেছেন? কুমিরটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওটার পিঠে চড়ে বসেছিলাম। একটা বর্শা ছিল সঙ্গে, গাছের কঞ্চি কেটে বানিয়ে নিয়েছিলাম, ওটা কুমিরের চোখ দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে মগজে গেঁথে দিয়েছিলাম। এরপর আর কোনও জন্তু-জানোয়ার হামলা করেনি আমার উপর। অটারের বীরত্বের খবর নিশ্চয়ই কানে গিয়েছিল ওদের।'

দম্ভের সুরে কথাটা বলা হলেও সেটা অগ্রাহ্য করতে পারল না লিওনার্ড। বলল, 'হ্যাঁ, সাহস আছে বটে তোমার! কিন্তু সত্যি করে একটা কথা বলো তো? হলুদ শয়তানের সামনে ফিরে যেতে ভয় করছে না তোমার?'

'কিছুটা তো করছেই, বাস! আপনারা... সাদা মানুষেরা নরক বলে একটা জায়গার কথা বলেন না? ওর আস্তানাটা তা-ই! ওখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা সত্যিই কঠিন। কিন্তু আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেখানে যাবেন, সেখানে আমারও যাওয়াটা কর্তব্য। হোক সেটা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। আমি সাহসী নই, বাস, কিন্তু মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করেছি—যদি হলুদ শয়তানকে নাগালের মধ্যে পাই, তা হলে ওকে আমি এই দু'হাত দিয়ে খুন করব!' বৈঠা নামিয়ে আকাশের দিকে তাকাল বামন। 'হ্যাঁ, খুন করব! খুন করব!! খুন করব!!!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

'আস্তে!' ধমকে উঠল লিওনার্ড। 'ডাকাতগুলো শুনতে পাবে তো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার বৈঠা তুলে নিল অটার, চুপ হয়ে গেল। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে হঠাৎই পেরেইরার জন্য করুণা অনুভব করল লিওনার্ড। এই বামনের হাতে পড়লে সত্যিই খবর আছে লোকটার!

নয়

হলুদ শয়তানের আস্তানা

সূর্য ডুবে যেতেই আগের রাতের মত নলখাগড়ার জঙ্গলের মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করল অভিযাত্রীরা, ওখানে ক্যাম্প করল। অপেক্ষা করতে থাকল চাঁদ ওঠার জন্য। ঝোপের ভিতর থেকে দুটো বুনোহাঁস ধরেছে অটার, আগুন জ্বেলে সেগুলো রান্না করতে চাইল, কিন্তু লিওনার্ড তাতে রাজি হলো না। কাজটা বিপজ্জনক, অনেক দূর থেকে আগুনের আলো দেখা যাবে। ফলে শুকনো মাংস আর হাঁসের কাঁচা ডিম দিয়ে রাতের খাওয়া সারতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলো ওদেরকে।

সতর্কতাটুকুর সুফল পাওয়া গেল। গোধূলির আলো মিলিয়ে যেতেই বৈঠা বাওয়ার শব্দ শুনতে পেল অভিযাত্রীরা। উঁকি দিয়ে দেখল, কয়েকটা ক্যানু পার হচ্ছে ওদের আশ্রয়স্থলটার খুব কাছ দিয়ে। সংখ্যায় পাঁচ-সাতটার কম না, প্রত্যেকটার পিছনে কী যেন বাঁধা আছে। আরোহীরা থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে—কখনও আরবিতে, কখনও বা পর্তুগিজ ভাষায়।

'চুপচাপ শুয়ে থাকুন,' ফিসফিসিয়ে দুই সঙ্গীকে বলল অটার। 'এরা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী, বড় নৌকাগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

নির্দেশটা পালন করল লিওনার্ড আর সোওয়া, মাটিতে বুক মিশিয়ে পড়ে রইল দমবন্ধ করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যানুগুলো ওদের ত্রিশ গজ দূরে পৌঁছে গেল।

'আরও জোরে, ভাইয়েরা!' পর্তুগিজ ভাষায় চেঁচিয়ে বলল এক দস্যু। 'বিশ্রামের জায়গাটা সামনেই। ওখানে নামলেই রাম পাবে সবাই!'

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল লিওনার্ড। 'এখানেই নামবে নাকি?'

'শ্‌শ্‌শ!' চাপা গলায় সঙ্কেত দিল অটার। 'শব্দ করবেন না, বাস। হ্যাঁ, নামছে ওরা। আমি শব্দ পাচ্ছি।'

ওর কথাই ঠিক। অভিযাত্রীদের দুইশ' গজ দূরে থেমে গেল ক্যানুর বহর। দস্যুরা ক্যাম্প করল ওখানে, শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুন জ্বালল। দূর থেকে দুটো অগ্নিকুণ্ডের আলো চোখে পড়ল ওদের।

'এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার,' বিড়বিড় করল লিওনার্ড। 'ওরা যদি আমাদেরকে দেখে ফেলে...'

'যদি নড়াচড়া না করি, তা হলে দেখবে না, বাস,' আশ্বাস দিল অটার। 'একটু ধৈর্য ধরুন। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।' মনিবের কানে কানে কিছু বলল ও।

www.BanglaBook.org

শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে থাকা দস্যুরা খাওয়াদাওয়া আর পানোৎসবে মেতে উঠেছে—নিঃসাড়ে পড়ে থেকে সেই আওয়াজ শুনতে থাকল ওরা। এক ঘণ্টা পেরিয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল লিওনার্ড, পিছু পিছু অটারও।

'আমিও যাব, বাস,' বলল সে। 'বেড়ালের মত চলতে জানি আমি, আপনার সুবিধে হবে।'

'কোথায় যাচ্ছ তোমরা, সাদা মানুষ?' জানতে চাইল সোওয়া।

'আড়ি পাততে,' বলল লিওনার্ড। 'পর্তুগিজ ভাষাটা ভালই বুঝি আমি, ওরা কী নিয়ে কথা বলে—তা শুনতে চাই। অটার, ছুরি আর রিভলবার নাও; বন্দুকের দরকার নেই।'

'যাও,' বলল সোওয়া। 'কিন্তু সাবধানে থেকো। লোকগুলো কিন্তু খুব চালাক।'

'চালাক আমরাও কম নই, বুড়ি,' নিঃশব্দে হাসল অটার। 'কিচ্ছু ভেবো না, সাবধানেই থাকব আমরা।'

ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল দুই অভিযাত্রী, সতর্ক পদক্ষেপে... খেয়াল রাখছে যাতে শব্দ না হয়। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ক্যাম্পের বিশ গজ দূরে পৌঁছুতেই পা হড়কাল লিওনার্ডের, ঝপাস করে পানিভর্তি একটা গর্তে পড়ে গেল ও। আওয়াজটা কানে যেতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দস্যুরা, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি জলহস্তীর আওয়াজ নকল করে একটা ডাক ছাড়ল অটার।

'জলহস্তী মনে হয়,' পর্তুগিজে বলে উঠল একজন। 'থাক, গুলি নষ্ট করে লাভ নেই। আমাদের ক্ষতি করবে না ওটা।'

আবার বসে পড়ল দস্যুরা। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ মড়ার মত পড়ে রইল লিওনার্ড আর অটার। যখন নিশ্চিত হলো, বিপদ কেটে গেছে, তখনই শুধু হামাগুড়ি দিতে শুরু করল। শত্রুদের ক্যাম্পের পাশে একটা বড় ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিল দুজনে।

www.BanglaBook.org

ওখান থেকে সবার কথা পরিষ্কার শোনা যায়।

আগুন ঘিরে বসে আছে মোট একুশজন বদমাশ। ওদের নেতা খাঁটি পর্তুগিজ, বাকিরা আরব এবং দো-আঁশলা। মগের পর মগ রাম গিলে চলেছে সবাই। কয়েকজন পুরো মাতাল হয়ে গেছে; যারা হয়নি, তাদেরও হতে বিশেষ দেরি নেই। এতে অবশ্য ভালই হলো দুই অভিযাত্রীর জন্য, লোকগুলোর মুখের আগল খুলে গেছে, খোলাখুলিভাবে আলোচনা করছে নিজেদের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে।

'গজব নামুক আমাদের গুরু... হলুদ শয়তানের উপর!' সখেদে বলল এক দো-আঁশলা। 'আজই আমাদেরকে এই নৌকাগুলো নিয়ে ফেরত পাঠানোর দরকার কী ছিল? আসল মজাটাই মিস করব আমরা!'

'কোন মজার কথা বলছ?' নেশাতুর কণ্ঠে বলল দলটার নেতা। 'ইংলিশ ক্রুজারটা নদীর মুখে এসে গেছে বটে, কিন্তু নৌকাগুলো তো এখনও তৈরি নয় ওদের। কেলে-ভূতগুলোকে নিতে অন্তত তিন-চার দিন সময় লাগবে ওদের। ফিরবার সময় পাব আমরা।'

'ধ্যাত্! কালো জংলিগুলোকে নিয়ে কে মাথা ঘামায়?' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল দো-আঁশলা। 'আমি বলছি, ওই সাদা মেয়েটার কথা... ওকে নিলামে তুলবে আমাদের গুরু। আমরা ওটাই মিস করব! আহা, না জানি কার কপালে জুটবে মালটা! কী সুন্দর চোখ, কী সুন্দর দেহ... যদি পারতাম, আমিই কিনে নিতাম ওকে।'

'ফালতু কথা বোলো না তো!' বিরক্ত গলায় বলল পর্তুগিজ নেতা। 'অমন একটা মাল কেনার মুরোদ তোমার-আমার নেই। তা ছাড়া... সাদা হোক, বা কালো; সুন্দর হোক, বা কুৎসিত... কোনও মেয়ের পিছনে টাকা খরচ করাটা স্রেফ বোকামি ছাড়া আর কিছু না। ভাল কথা, নিলামটা কখন হবে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দাস পাঠানোর আগের রাতে হবার কথা ছিল, কিন্তু বস হঠাৎ ঠিক করেছে, আগামীকাল রাতেই বেচে দেবে মেয়েটাকে। খুব ভাব দেখাচ্ছে সে, বলছে ওকে আলাদা গুরুত্ব দেবার মানে হয় না, সাদা-কালো সবই নাকি তার চোখে সমান... কিন্তু আমি জানি আসলে কেন এই তাড়াহুড়ো। বস আসলে ভয় পাচ্ছে। তার ধারণা, মেয়েটা তার জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। তাই তাড়াতাড়ি অন্যের ঘাড়ে গছিয়ে দিতে চাইছে ঝামেলা। ব্যাটা কাপুরুষ! দাম-টাম নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না, পারলে বিনে পয়সাতেই দিয়ে দেয় মেয়েটাকে। ভাবছ এমনি এমনি মাথা কুটছি? আরেকটু রাম দাও আমাকে, ভাই!'

'এত হতাশ হয়ো না,' বলল নেতা। 'কে জানে, মতিগতি বদলে যেতে পারে শয়তানের। নিলামটা হয়তো স্থগিত করে দেবে। আমরা ফিরে গিয়ে মেয়েটাকে কেনার সুযোগ পাব। এসো, সেই প্রার্থনায় পান করি।'

মগে মগে ঠোকাঠুকি হলো। রাক্ষসের মত মদ গিলে চলল দস্যুরা। হঠাৎ কী যেন মনে হতেই পাশের এক সঙ্গীর দিকে তাকাল নেতা। বলল, 'ভাল কথা, রওনা হবার আগে কেউ কি পাসওয়ার্ডটা জেনে এসেছিলে? আমি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।'

'হ্যাঁ, জেনে এসেছি,' বলল এক আরব। 'পুরনো শব্দটাই—*শয়তান!*'

'এরচেয়ে ভাল পাসওয়ার্ড আর হয় না,' চুটকি তুলল নেতা। 'আমাদের কাজকর্মের সঙ্গে বড়ই মিল! হাঃ হাঃ হাঃ!' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সে। তার সঙ্গে গলা মেলাল বাকিরা।

আরও প্রায় একঘণ্টা চলল তাদের এই আলাপচারিতা। শেষদিকে পরিণত হলো পাঁড়-মাতালের প্রলাপে। কে কী বলছে, তা নিজেরাও জানে না। মুখের কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করল, এলিয়ে পড়ল দস্যুরা একে একে। মদের নেশায় গভীর ঘুমে

www.BanglaBook.org

তলিয়ে গেল। ক্যাম্প পাহারা দেয়ার জন্য পর্যন্ত কেউ রইল না। জলাভূমির মাঝে, নিজেদের সাম্রাজ্যে ওরা কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো অটার, তাকাল মনিবের দিকে। দুর্বল হয়ে আসা আগুনের আলোয় ওর চেহারাটা ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বলল, 'বাস, আমরা কি...' গলায় ছুরি চালানোর মত একটা ভঙ্গি করল ও।

একটু ভাবল লিওনার্ড। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, চুপচাপ সবাইকে খতম করা যাবে না। শব্দ এক-আধটু হবেই, তাতে কেউ জেগে গেলে সর্বনাশ! অবশ্য এই নরপিশাচগুলোর প্রতি রাগ বা ঘৃণা, কোনোটাতেই কমতি নেই ওর। কিন্তু তারপরও ঘুমন্ত মানুষের গলায় ছুরি বসাতে বিবেকে বাধছে; লোকগুলো পিশাচ হতে পারে, ও তো নয়!

অটারের দিকে তাকিয়ে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিওনার্ড। বলল, 'না। খামোকা ঝুঁকি নেয়ার মানে হয় না। তারচেয়ে এসো, নৌকাগুলোর দড়ি কেটে দিই।'

'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি। চলুন।' অটার মাথা ঝাঁকাল।

সাপের মত মাটিতে বুক মিশিয়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল দুজনে, ত্রিশ গজের মত দূরত্ব পেরিয়ে পৌঁছে গেল নদীর ধারে। ওখানে একটা বড় গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের নৌকাগুলো—তিনটা ক্যানু আর পাঁচটা ফ্ল্যাট-বটমের বড় সাম্পান। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আর রসদও রয়েছে তাতে। ছুরি বের করে ওগুলোর বাঁধন কেটে দিল দুই অভিযাত্রী, ঠেলা দিয়ে পাঠিয়ে দিল নদীর মাঝখানে। স্রোতের টানে ভেসে যেতে শুরু করল নৌকাগুলো, মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

কাজশেষে আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে শুরু করল ওরা। অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, দুজনে টেরই পেল না, ঘুমন্ত এক দো-আঁশলার পাঁচ হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে ওরা। মাটিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খসখস শুনে চোখ মেলল লোকটা, ইতিউতি তাকাল এদিক-সেদিক। আর ঠিক তখুনি মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ, চারদিক ভেসে উঠল আলোতে।

ঠিক একই সময় পরস্পরকে দেখতে পেল লিওনার্ড আর দো-আঁশলা। তড়াক করে উঠে বসল লোকটা, চেঁচিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিল না লিওনার্ড, বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ও দো-আঁশলার উপর, দু'হাতে চেপে ধরল টুঁটি। ধস্তাধস্তি করে নিজেকে ছাড়াতে চাইল লোকটা, পারল না। অসুরের মত তার উপর চেপে বসেছে লিওনার্ড, এক হাতে কোমর থেকে ছুরি বের করল, ঢুকিয়ে দিল শত্রুর বুকে। একটু খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল দো-আঁশলা।

একটু এগিয়ে গিয়েছিল অটার, ঝামেলা দেখে ফিরে এসেছে। ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল লিওনার্ড। উঠে দাঁড়াল, তারপর ঝোপঝাড় ভেঙে শুরু করল ছুটতে। এখন আর হামাগুড়ি দেবার মানে হয় না। যা ঘটেছে, তা কেউ দেখেছে কি না—জানার উপায় নেই। দেখে না থাকলেও খুব শীঘ্রি আবিষ্কার করবে ওরা লাশটাকে। এখন আর লুকোচুরির চেষ্টা করে লাভ নেই।

কয়েক মিনিটের ভিতর সোওয়ার কাছে পৌঁছে গেল মনিব-ভৃত্য। লিওনার্ডের পোশাকে রক্তের দাগ দেখে যা বোঝার বুঝে নিল প্রৌঢ়া দাসী। শান্ত গলায় জানতে চাইল, 'ক'জন?'

'একটাকে খতম করেছেন বাস,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অটার।

'সবগুলোকেই খতম করেছ শুনলে বেশি খুশি হতাম,' বলল সোওয়া। 'অবশ্য তোমরা তো মাত্র দুজন। এরচেয়ে বেশি আশা করাটাও ঠিক না।'

'এসব নিয়ে পরে কথা বললেও চলবে,' ত্রস্তসুরে বলল লিওনার্ড। 'ক্যানুতে চলো সবাই। বদমাশগুলো খুব শীঘ্রি

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে খুঁজতে বেরুবে।'

তাড়াহুড়ো করে নলখাগড়ার আড়াল থেকে নিজেদের বাহনটা বের করে আনল তিন অভিযাত্রী, চড়ে বসল তাতে। তারপর বৈঠা বেয়ে সরে গেল জলাভূমির মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপটার কাছ থেকে। নদী এখানে আটশো গজের মত চওড়া, আড়াআড়িভাবে পানির ধারাকে পাড়ি দিয়ে অন্যপাশের তীরে এসে থামল ওরা, ঝোপঝাড়ের ছায়ায় লুকাল।

এতক্ষণে হাসল লিওনার্ড। ওর সঙ্গে যোগ দিল অটার। মুচকি হাসি থেকে অট্টহাসিতে পরিণত হলো ওদের আনন্দটা। দুজনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে সোওয়া প্রশ্ন করল, 'তোমরা এভাবে হাসছ কেন, সাদা মানুষ?'

'ব্যাটাদের অবস্থা ভেবে,' লিওনার্ড জবাব দেবার আগেই মুখ খুলল অটার। 'গাধার দল... অলসও বটে! অস্ত্রশস্ত্র, খাবার... সব রেখে দিয়েছিল নৌকাতে, নামানোর কষ্টটা করেনি। আমরা ওদের নৌকাগুলো নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি, বুড়ি! এখন ওদের কাছে না আছে খাবার, না আছে অস্ত্র! বিশজন লোক... আটকা পড়েছে একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে। ওখানে খাবার-দাবার বলতে কিছু নেই। মাছ ধরতে পারবে না ওরা, হাঁস শিকার করতে পারবে না। পানিতে নামলেও কুমিরের পেটে যাবে। ধীরে ধীরে খিদেয় পাগল হয়ে যাবে ওরা, নিজেদেরকে খুন করতে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর... নির্মম মৃত্যুর শিকার হবে ওরা— ক্ষুধা-তৃষ্ণায়, কিংবা কুমিরের কামড়ে, কিংবা নিজের সঙ্গীর হাতে! শয়তানগুলোর জন্য উপযুক্ত শাস্তি হবে ওটা। খুশি না হয়ে উপায় আছে?'

বুঝতে পারল এবার সোওয়া। ওর মুখেও হাসি ফুটল। নরপশুগুলোর জন্য একবিন্দু মায়া সৃষ্টি হলো না ওর নারী-হৃদয়ে। যেভাবে ওর জ্ঞাতি ভাইবোনকে খুন করেছে এরা, তাতে দয়ামায়া দেখানোর প্রশ্নও ওঠে না।

www.BanglaBook.org

একটু পরেই শান্ত পানির উপর দিয়ে ভেসে এল আবছা একটা শব্দ, বাড়তে বাড়তে সেটা আতঙ্কিত হৈচৈ আর রাগত চিৎকারে পরিণত হলো। খুন হয়ে যাওয়া সঙ্গীকে খুঁজে পেয়েছে দস্যুরা। অস্ত্রশস্ত্র আর রসদভর্তি নৌকাগুলো গায়েব হয়ে যেতে দেখে চেঁচামেচিটা বেড়ে গেল আরও। ফাঁদে পড়া অবস্থাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লোকগুলোর।

অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করল অভিযাত্রীরা সেই হল্লার আওয়াজ শুনে। চুপচাপ আড়াল থেকে বেরিয়ে স্রোতের সঙ্গে নিজেদের ক্যানু ভাসাল ওরা। আবছাভাবে ছুটন্ত দস্যুদের দেখতে পেল—ছোট্ট দ্বীপটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করছে মিথ্যে আশা নিয়ে, যদি নৌকাগুলো পাওয়া যায়! কিন্তু তা হবার নয়।

নীরবে বৈঠা বেয়ে চলল লিওনার্ড আর অটার। ধীরে ধীরে হৈচৈ-এর আওয়াজ কমে এল, একটু পর শোনাই গেল না আর। চারপাশ নিঝুম হয়ে যেতেই দস্যুদের ক্যাম্পে যা শুনে এসেছে, তা সোওয়াকে খুলে বলল লিওনার্ড। শুনে গম্ভীর হয়ে গেল প্রৌঢ়া দাসী।

'কতটা সময় লাগবে পৌঁছুতে, অটার?' জানতে চাইল সে।

'কাল সূর্য ডোবার আগেই হলুদ শয়তানের ডেরার প্রবেশপথে পৌঁছে যাব আমরা,' জানাল বামন ভৃত্য।

দু'ঘণ্টা পর দস্যুদের ভেসে যেতে থাকা নৌকাগুলোর নাগাল পেল অভিযাত্রীরা। টেনে নেবার সুবিধার্থে একটার সঙ্গে একটার বাঁধন রেখেছিল দস্যুরা, আলাদা হয়ে যায়নি।

'চলো, ওগুলো ডুবিয়ে দিই,' প্রস্তাব দিল লিওনার্ড।

'না, বাস,' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল অটার। 'পালাবার সময় কাজে লাগতে পারে ওগুলো। ওই তো, নামার জায়গাটাতে এসে পড়েছি।' আঙুল তুলে জলার একটা মুখ দেখাল ও। 'আসুন, ওখানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখি নৌকাগুলো। ওগুলো

www.BanglaBook.org

থেকে খাবারদাবারও পাওয়া যাবে।'

পরামর্শটা পছন্দ হলো লিওনার্ডের। বৈঠা বেয়ে নৌকাগুলোর কাছে গেল ওরা, দড়ি দিয়ে একসারিতে বেঁধে ফেলল নিজেদের ক্যানুর সঙ্গে, টেনে নিয়ে চলল। ভোরের আলো ফোটার আগেই অটারের নির্দেশিত পথটা ধরে ছোট্ট একটা খাঁড়িতে পৌঁছুল বহরটা। ওখানে নোঙর ফেলল। সবগুলো নৌকা বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে দ্রুত একটা তল্লাশি চালানো হলো। পাওয়া গেল নানা রকম খাবার—রান্না করা মাংস, মদ, বিস্কুট, পাউরুটি..., সেই সঙ্গে কিছু কমলা আর কলা। পেট ভরে খেল তিন অভিযাত্রী।

আরও জিনিস পাওয়া গেল নৌকাগুলোতে—রাইফেল, কাটলাস আর অ্যামিউনিশন। এক সিন্দুক ভর্তি কাপড়চোপড়ও বেরুল। কারুকাজ করা ইউনিফর্ম, বুট আর পালক লাগানো টুপির পাশাপাশি পাওয়া গেল আরবদের ঢোলা আলখাল্লা আর পাগড়ি। ছদ্মবেশ নেয়ার জন্য সবকিছু পুঁটলি বানিয়ে সঙ্গে নিল অভিযাত্রীরা।

তল্লাশিতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হিসেবে পাওয়া গেল খাঁটি সোনা! দলটার নেতার বাড়তি ইউনিফর্মের ভিতরে সেলাই করা একটা থলেতে রাখা ছিল একশো ইংলিশ আর ডজনখানেক পর্তুগিজ মোহর। ওগুলো হস্তগত হলো লিওনার্ডের।

তল্লাশি শেষ হবার পর ছদ্মবেশ নিল তিন অভিযাত্রী। লিওনার্ডের তেমন অসুবিধে হলো না, দ্বীপের মাঝখানে আটকা পড়া দলটার নেতার সাজ নিল ও, কোমরে একটা সিল্কের কাপড় বেল্টের মত বেঁধে সেটার ভিতর পিস্তল লুকিয়ে রাখল ও। সোওয়া পরল আরব দস্যুদের আলখাল্লা। সমস্যা দেখা দিল অটারকে নিয়ে। বামন হওয়ায় কোনও পোশাকই ওর গায়ে লাগছে না, সবই অত্যন্ত লম্বা। শেষে ছুরি দিয়ে একটা আলখাল্লা কেটে ছোট করে নিল ও, গায়ে দিল সেটা।

এখন ওদেরকে দেখতে আর দশটা খুনে

www.BanglaBook.org

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর মতই লাগছে।

নিজেদের কাপড়চোপড় আর বাড়তি অস্ত্রগুলো নলখাগড়ার ভিতরে লুকিয়ে রাখল ওরা। তারপর নামল পথে। কী যেন ভেবে লিওনার্ড মোহরের থলেটা সঙ্গে নিল।

জলার ভিতর দিয়ে গোপন একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল তিন অভিযাত্রী। নীরবে। পথটা অত্যন্ত দুর্গম, সেই সঙ্গে ঝোপঝাড়ের ভিতর এমনভাবে ঢাকা পড়ে রয়েছে যে, চেনাই মুশকিল। কিন্তু তাতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না অটারের। সত্যিই ওর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ, দশ বছর আগে দেখা পথটাকে নতুন করে চিনে নিচ্ছে সহজে, স্বচ্ছন্দে গাইড করে চলেছে দুই সঙ্গীকে।

সূর্য উঠল। কড়া উত্তাপে ভরিয়ে দিল বিশ্ব-চরাচর। তার মাঝে হেঁটে চলল অভিযাত্রীরা। কষ্ট হলেও থামল না, থেমে বিশ্রাম নেবার মত সময় নেই। কপাল ভাল, ট্রেইলে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। জীবিত কোনও প্রাণীও নেই আশপাশে। ইতস্তত পড়ে আছে শুধু মানুষের কঙ্কাল। বিভিন্ন সময়ে দুর্বল বন্দিদেরকে খুন করে ট্রেইলের পাশে ফেলে রেখে গেছে পেরেইরা। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে তাজা ট্র্যাক—খুব বেশিদিন হয়নি, নতুন চালান নিয়ে ফিরেছে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীরা। মাটিতে ফুটে আছে মানুষের পায়ের ছাপ, সেই সঙ্গে একটা ঘোড়া আর একটা খচ্চরের নালের দাগ।

সারাটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে পথ চলার পর সূর্যাস্তের ঠিক এক ঘণ্টা বাকি থাকতে হলুদ শয়তানের আস্তানায় পৌঁছুল তিন অভিযাত্রী। ডেরাটা বড় একটা দ্বীপে অবস্থিত—ভূখণ্ডটার আয়তন দশ থেকে বারো একরের কম নয়। অবশ্য এর মাত্র তিনভাগের একভাগ এলাকায় মানুষ বাস করতে পারে। বাকিটা দখল করে রেখেছে উঁচু উঁচু নলখাগড়া আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গল। উত্তর আর পূর্বদিকে অবস্থিত একটা বিশাল ল্যাগুনের কিনার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে শুরু হয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের কুঁড়েঘরের সারি পর্যন্ত চলে গেছে এই জঙ্গল—ওই দুটো পাশকে করে রেখেছে দুর্ভেদ্য। কারণ জলা ভেঙে ওপাশ দিয়ে ডেরাটাতে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। দক্ষিণ আর পশ্চিম পাশটা অবশ্য অন্যরকম, এ-দুটো দিকের সুরক্ষার জন্য প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের সাহায্যও নেয়া হয়েছে। প্রথমেই রয়েছে একটা খাল—অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রেখেছে আস্তানাকে। খুব গভীর, কিংবা চওড়া নয়; তবে নৌকা ছাড়া পেরুনো অসম্ভব। খালের তলায় রয়েছে আঠার মত নরম কাদা, কেউ ওখানে নামলে নিশ্চিতভাবে আটকে যাবে। পানির এ-বাধাটার ওপাশে তৈরি করা হয়েছে মাটির দেয়াল—বেশ উঁচু, বাইরের দিকটা বিভিন্ন ধরনের আরক মাখিয়ে করে ফেলা হয়েছে পাথরের মত শক্ত—সহজে ভাঙবে না।

এ তো গেল বাইরের দিক। ভিতরটা তিনভাগে বিভক্ত। একেবারে পূর্ব অংশে রয়েছে মূল আস্তানা। বেশ লম্বা, বড় একটা বাড়ি রয়েছে ওখানটায়—ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের থাকবার জন্য। সামনে রয়েছে আঙিনা—মাটিটা ঢালাই করে শক্ত করা হয়েছে, যাতে বৃষ্টিবাদলে কাদা না হয়। আঙিনার একপাশে রয়েছে একটা বড় ছাউনি, ওখানে দাস বেচাকেনার কাজ সারা হয়। উত্তরে, মূল আস্তানার সঙ্গে একই সরলরেখায় আছে দ্বিতীয় অংশটা। ওখানে রয়েছে ছোট আরেকটা বিল্ডিং—ইঁটের তৈরি, ছাতটা টিনের... অত্যন্ত মজবুত। ওটা ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের অস্ত্রাগার। অস্ত্রাগারের চারপাশে রয়েছে ছোট ছোট কিছু কুঁড়েঘর, সেখানে পেরেইরার আরব এবং দো-আঁশলার মত নিচু জাতের স্যাঙ্গাৎ-রা বসবাস করে।

আস্তানার শেষ ভাগটা পশ্চিম দিকে—ওটা স্লেভ-ক্যাম্প। বন্দি দাসদের থাকার জায়গা। বাড়ির আদলে তৈরি করা অনেকগুলো লোহার খাঁচা আছে ওখানে, তাতে চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারের মত আটকে রাখা হয় দাসদেরকে।

www.BanglaBook.org

স্লেভ-ক্যাম্পের পিছনে রয়েছে একটা বাগান, খাঁচাগুলোর মাঝ দিয়ে শুধুমাত্র আসা-যাওয়া করা যায় সেখানে। অন্যদিকগুলো পানি আর জঙ্গলের কারণে একেবারে বন্ধ। মূল আস্তানা থেকে ত্রিশ ফুট চওড়া একটা পরিখা দিয়ে পৃথক করা হয়েছে স্লেভ-ক্যাম্পের এ-অংশটাকে। পরিখা পার হবার জন্য রয়েছে একটা ড্র-ব্রিজ। নিচু একটা মাটির দেয়ালও আছে ক্যাম্প আর মূল আস্তানার মাঝখানে, ওটাও আরক দিয়ে পাথরের মত শক্ত করে ফেলা হয়েছে। দেয়ালটার উপরে, ড্র-ব্রিজের ভিতরের দিকটার পাশে আছে একটা গার্ডহাউস, সেটার ছাতের উপর বসানো হয়েছে একটা ছয়-পাউণ্ডার কামান—মুখটা বন্দিশালার দিকে ফেরানো। ওখানকার বাসিন্দাদের মনে আতঙ্ক জাগাবার জন্য করা হয়েছে কাজটা। মূলতঃ বন্দি দাসদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ ঠেকাবার জন্যই আস্তানার এই অংশের প্রতিরক্ষা-ব্যুহ গড়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটলেও আস্তানার মূল অংশটাকে রক্ষা করবে ভিতরের পরিখা, দেয়াল আর কামান।

সোজা কথায় অত্যন্ত কঠিন একটা জায়গা ওটা। জয় করা তো দূরের কথা, এমনকী ভিতরে আটকা পড়লেও ওখান থেকে বেরিয়ে আসা এক কথায় অসম্ভব। দুর্ভেদ্য দুর্গ বললেই বুঝি বেশি মানাবে হলুদ শয়তানের আস্তানাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ

লিওনার্ডের পরিকল্পনা

যে-রাস্তা ধরে লিওনার্ড ও তার সঙ্গীরা এগোচ্ছে, সেটা গিয়ে ঠেকেছে সীমানার খালটার গায়ে। ওপারে গেলেই পেরেইরার আস্তানায় ঢোকার ফটক। সরাসরি গিয়ে হাজির হবার ইচ্ছে নেই ওদের, প্রহরীদের সামনে পড়ে যাবে। ছদ্মবেশ থাকার পরও নানারকম প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারে, ঠিকমত জবাব দিতে না পারলে সন্দেহ জাগবে লোকগুলোর মনে। তাই খালটা পাঁচশো গজ দূরে থাকতেই ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল তিনজনে। প্রকৃতির আড়াল ব্যবহার করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল, থামল একেবারে পানির কিনারায় গিয়ে, উইলো গাছের একটা সারির নীচে।

'দেখুন, বাস,' নিচু গলায় বলল অটার। 'আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। ওই তো হলুদ শয়তানের আস্তানা। এখন শুধু ওখানে ঢুকে বুড়ির মালকিনকে উদ্ধার করা বাকি।'

জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মনটা দমে গেল লিওনার্ডের। দুর্গ বললেও কম বলা হয় আস্তানাটাকে, দুজন পুরুষ আর এক নারীর পক্ষে ওখানে ঢুকে আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দস্যুকে মোকাবেলা করা নিতান্তই অসম্ভব। ঢোকারই তো কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না। একটা তাড়া অনুভব করল ও, কিছু একটা করা দরকার দ্রুত। নইলে মেয়েটাকে চরম অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাবে না। কিন্তু করবে কীভাবে?

মনিবের মনের কথা পড়তে পারছে অটার। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'চিন্তা করবেন না, বাস। উপায় একটা বেরিয়ে যাবে। আসুন, গাছে চড়ি। উপর থেকে আস্তানার ভিতরটা দেখা যাবে। পরিকল্পনা সাজাতে সুবিধা হবে আপনার।'

পরামর্শটা মেনে নিল লিওনার্ড। দুজনে তরতর করে একটা উইলো গাছ বেয়ে উঠে গেল মগডালে। পাতার আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল নীচে। ক্যাম্পের পুরোটাই দেখা যাচ্ছে এখন। নিচু গলায় পুরো লে-আউটটা মনিবকে ব্যাখ্যা করে শোনাল অটার।

নানা জাতের, নানা রকম পোশাকের প্রচুর লোকজন দেখতে পেল লিওনার্ড আস্তানার ভিতর, আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যায় শ'খানেকের কম না। ধূমপান করতে করতে আড্ডা দিচ্ছে কেউ কেউ, কেউ বা আবার জুয়া খেলছে। অন্যেরা ব্যস্ত নানা রকম কাজকর্ম নিয়ে। মোটামুটি ভাল পোশাক পরা একটা দলকে দেখা গেল অস্ত্রাগারের কাছে, এরা সম্ভবত পেরেইরার ঘনিষ্ঠ সহচর, নেতৃত্বের কাজে সাহায্য করে। অস্ত্রাগারের দেয়ালের একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিচ্ছে তারা, সকৌতুকে হাসাহাসি করছে। একটু পরেই বয়স্ক, মোটাসোটা একজন মানুষ এসে তাদেরকে তাড়িয়ে দিল।

'ও-ই হলুদ শয়তান,' মনিবকে বলল অটার। 'মনে হচ্ছে সাদা মেয়েটাকে অস্ত্রাগারের ভিতরে আটকে রেখেছে বদমাশটা, নিলাম শুরু হবার আগে আগ্রহী ক্রেতারা ওকে দেখে নিচ্ছে।'

লিওনার্ড নীরবে শুনল ওর কথা, কোনও মন্তব্য করল না। তীক্ষ্ণ চোখে জায়গাটা জরিপ করছে ও। হঠাৎ একটা ড্রামের আওয়াজ হলো। তার পর পরই কয়েকজন লোক ধোঁয়া-ওঠা কয়েকটা পাত্র নিয়ে রওনা হলো বন্দিশালার দিকে।

'খাবারের সময় হয়েছে,' বলল অটার। 'দাসদেরকে

www.BanglaBook.org

খাওয়াতে যাচ্ছে ওরা।'

খাবারবাহী লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে অফিসার গোছের কয়েকজন, তাদের হাতে লতার তৈরি চাবুক। পানিও বইছে কয়েকজন। নিচু দেয়ালটার উপরে এসে থামল তারা। একজন অফিসার প্রহরীদের দিকে ফিরে নির্দেশ দিতেই নামানো হলো ড্র-ব্রিজ-টা। সেটা ধরে বন্দিশালায় প্রবেশ করল দলটা। প্রতিটা খাঁচার সামনে গিয়ে কাঠের চামচে করে খাঁচার মেঝেতে খাবার ঢেলে দিতে থাকল তারা, বন্দিরা তার উপরেই হামলে পড়ল। দৃশ্যটা দেখে কুকুরকে খাওয়ানোর কথা মনে পড়ল লিওনার্ডের। খাঁচার ভিতরে রাখা হয়েছে একটা করে গামলা, তাতে দেয়া হচ্ছে পানি। গ্লাস-ট্রাসের ব্যবস্থা নেই, আঁজলা করে পানি খাবে বন্দিরা। গা রি রি করে উঠল ওর।

একটু পরেই থামল দলটা। অফিসাররা একত্র হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা শুরু করল।

'একজন বন্দি অসুস্থ হয়ে পড়েছে,' জানাল অটার।

জটলা ভেঙে গেল কয়েক মিনিট পর। একটা খাঁচার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বিশালদেহী এক অফিসার, চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করল মেঝেতে পড়ে থাকা একটা দেহকে। ভয়ানক আঘাতেও বিন্দুমাত্র নড়ল না মানুষটা। চাবুক চালানো থামিয়ে গলা চড়াল অফিসার, কী যেন বলল বাইরের সঙ্গীদের। একটু পরেই একজন প্রহরী ছুটে এল চাবি নিয়ে। শেকল খুলে মুক্ত করা হলো অসুস্থ বন্দিটিকে—মানুষটা একজন শীর্ণদেহী মহিলা, এতক্ষণে বুঝতে পারল লিওনার্ড।

মহিলাকে কাঁধে তুলে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল একজন আরব, মই বেয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে উঠল। ওপাশে রয়েছে গভীর পরিখাটা। ছুঁড়ে ফেলে দেবে মানুষটাকে পানিতে... ডুবে মরার জন্য!

'দেখুন, অসুস্থ বন্দিদের নিয়ে কী করে হলুদ শয়তান!' তিক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলায় বলল অটার।

'যথেষ্ট দেখেছি আমি,' লিওনার্ড বলল, বিবমিষা অনুভব করছে ও। 'আর দেখার ইচ্ছে নেই। এসো।'

ভয়াবহ দৃশ্যটার হাত থেকে বাঁচতে গাছ থেকে নেমে গেল ও। ওর পিছু নিল অটার। নীচে নেমে বলল, 'আপনার মনটা বড়ই নরম, বাস। আরও শক্ত হতে হবে আপনাকে। একটা জিনিস ঠিক, সারাজীবনের জন্য ক্রীতদাস হবার চেয়ে পরিখার মাছের পেটে যাওয়া অনেক ভাল। এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না আপনার? ভেবে দেখুন, কারা ঘটাচ্ছে এসব? সাদা মানুষেরা... আপনারই মত যারা! পরকাল নিয়ে এত চিন্তা আপনাদের, ওদেরকে দেখে কিন্তু অনন্ত শাস্তির ব্যাপারে মোটেই সচেতন বলে মনে হয় না।'

খোঁচাটা নীরবে সহ্য করল লিওনার্ড। সভ্যতার অভিশাপ নিয়ে বামন ভৃত্যের সঙ্গে আলাপ করবার প্রবৃত্তি হলো না। প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্য বলল, 'থাক ওসব কথা। আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডি দাও।'

ব্র্যাণ্ডির মগ নিয়ে চিন্তায় ডুবে গেল ও। খানিক পরে প্রৌঢ়া দাসীর দিকে ফিরে বলল, 'সোওয়া, এদিকে এসো। তোমার মনরক্ষার জন্য এখানে এসেছি আমরা। এখন তুমিই বুদ্ধি দাও, কীভাবে তোমার মালকিনকে উদ্ধার করা যায়।'

'বন্দিদের মুক্ত করে দিন,' সোওয়া বলল। 'ওরাই বদমাশগুলোর ব্যবস্থা নেবে। তারপর ছোট মালকিনকে বের করে আনতে কোনও সমস্যাই হবে না।'

'বন্দিদের যা অবস্থা, তাতে খুব একটা ভরসা পাচ্ছি না,' কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড।

'ওখানে মাভুমের খামারের অন্তত পঞ্চাশজন লোক আছে। অস্ত্র পেলে ওরা প্রাণপণে লড়বে।'

'হুম!' অটারের দিকে তাকাল লিওনার্ড। 'তোমার কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরামর্শ আছে?'

'আমাদের গাঁয়ে একটা প্রবাদ ছিল,' অটার বলল। 'মিত্রের চেয়ে শত্রুর সংখ্যা যদি বেশি হয়, তা হলে আগুন হিসেবটাকে বরাবর করে দিতে পারে। এখানকার ঝোপগুলো দেখুন, বাস! শুকিয়ে খড়ের মত হয়ে আছে, বাতাসও আছে মোটামুটি। তা ছাড়া উপর থেকে তো দেখেছেনই, ভিতরের ঘরগুলো কেমন একটার গায়ে একটা লেগে আছে। আমার মনে হয়, যদি একদিকের ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিতে পারি, তা হলে সেটা খুব শীঘ্রি ছড়িয়ে যাবে গোটা আস্তানাতে। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' স্বীকার করল লিওনার্ড। 'তবে আমি একটা বিকল্প চিন্তা করেছি। শুনে দেখো পছন্দ হয় কি না। অন্ধকার নামলেই আমরা ফটক ধরে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করব, চাঁদ ওঠার আগেই। ছদ্মবেশ আছে আমাদের, পাসওয়ার্ড-টাও জানি, ফটকের রক্ষী হয়তো বিনা প্রশ্নেই ঢুকতে দেবে আমাদেরকে; যদি না-ও দেয়, তাকে খুন করব আমরা... নিঃশব্দে। তারপর ঢুকে যাব আস্তানায়।'

'এই বুড়িকেও নেবেন?' জানতে চাইল অটার।

'ওকে লুকিয়ে রেখে গেলেই বোধহয় ভাল হবে। ভিতরে ঢুকে তো আমাদের কোনও কাজে আসবে না ও।'

'না, সাদা মানুষ!' প্রতিবাদ করল সোওয়া। 'তোমরা যেখানে যাবে, সেখানে আমিও যাব!'

কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে। তো যা বলছিলাম... ক্যাম্পে ঢুকেই আমরা চুপিসারে চলে যাব বন্দিশালায়। ড্র-ব্রিজটা যদি নামানো না থাকে, তা হলে ভিতরের পরিখায় সাঁতার কেটে পৌঁছুব গার্ডহাউসে, ওখানকার রক্ষীকে খুন করে বন্দিদের মুক্ত করব। ওদের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেব পিছনের বাগানটাতে, ওখানে ওরা ঝোপের মধ্যে আগুন ধরাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ফাঁকে আমরা চলে যাব ক্যাম্পের মূল অংশে। সরাসরি পেরেইরার সঙ্গে দেখা করব আমি। তাকে সালাম ঠুকে বলব যে, উজানের একজন দাস-ব্যবসায়ী আমি—নতুন চালান, সেইসঙ্গে সাদা মেয়েটাকে কিনতে এসেছি। আশা করি ওকে ধোঁকা দিতে পারব, তা ছাড়া কপালজোরে সঙ্গে প্রচুর সোনা আছে, মিস রডকে নিলাম থেকে কিনে নিতে অসুবিধে হবে না। যদি না পারি, সেক্ষেত্রে অন্য কোনও ফন্দি আঁটব।'

পরিকল্পনাটা নিয়ে একটু ভাবল ওর দুই সঙ্গী। তারপর অটার বলল, 'ঠিক আছে, বাস। আপনার কথামতই কাজ করব আমরা। আসুন, আপাতত খাওয়াদাওয়া সেরে নিই। আজ রাতে যথেষ্ট শক্তি দরকার হবে আমাদের।'

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের নৌকা থেকে আনা খাবার আর মদ দিয়ে নৈশভোজ সারল অভিযাত্রীরা, তারপর একটু বিশ্রাম নিল। নীরবে অপেক্ষা করতে থাকল রওনা হবার সঠিক সময়টার জন্য। কেউ কোনও কথা বলছে না, এমনকী বকবকানির ওস্তাদ অটারও চুপ। এ-জায়গা ঘিরে পুরনো কষ্টদায়ক স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে ওর, মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে।

সূর্য ডোবার পর কালিগোলা অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারদিক, কিছুই দেখা যায় না। আকাশ একটু পরিষ্কার হবার আশায় দেরি করবার সিদ্ধান্ত নিল লিওনার্ড, নইলে শত্রুশিবিরের লোকজনের চাইতে ওদেরই বেশি অসুবিধে হবে। অন্ধকারে ভুলভাল জায়গায় পৌঁছে যাবে।

রাতের ন'টা বাজতেই আকাশে হালকা চাঁদের আলো ফুটল। ঝটপট উঠে পড়ল অভিযাত্রীরা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ট্রেইলটা আবার ধরল ওরা, খানিকক্ষণ হাঁটার পরই পৌঁছে গেল ছোট্ট একটা ঘাটে। ওখানে কয়েকটা খেয়া বাঁধা আছে পারাপারের জন্য। একটাতে ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় শোনা গেল বৈঠা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাওয়ার আওয়াজ—খাল ধরে এগিয়ে আসছে একটা নৌকা। ঘাট পেরিয়ে চলে গেল ওটা, থামল আস্তানার ফটকের সামনে।

'কে যায়?' রক্ষীর হাঁক শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। 'জলদি জবাব দাও, নইলে গুলি করব।'

'রাইফেলটা সামলে রাখো, গর্দভ!' বিরক্ত একটা কণ্ঠ ভেসে এল নৌকা থেকে। 'ষাঁড়ের মত চেঁচাবারও কিছু ঘটেনি। তোমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমি। উপকূলের সওদাগর জেভিয়ার... জরুরি খবর নিয়ে এসেছি!'

'মাফ করবেন, সেনিয়র,' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল রক্ষী। 'অন্ধকারে আপনাকে চিনতে পারিনি। তা, খবরটা কী? জাহাজগুলো কি হাজির হয়েছে নদীর মুখে?'

'আগে এখানে এসে নৌকাটা বাঁধতে সাহায্য করো আমাকে। অন্ধকারে খুঁটি-টুটি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'অবশ্যই... অবশ্যই, সেনিয়র!'

পোস্ট ছেড়ে ছুটে এল রক্ষী, নৌকার দড়ি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জেভিয়ার সওদাওগর সন্তুষ্ট হয়ে লোকটার কৌতূহল নিবৃত্ত করল। বলল, 'হ্যাঁ, জাহাজগুলো এসে পড়েছে—দূর থেকে দেখতে পেয়েছি আমি। তবে আজ রাতে ওরা পৌঁছুতে পারবে বলে মনে হয় না। এখনও বেশ দূরে, বাতাসও কম। বেচা-বিক্রি আর লোডিং আগামীকালই করতে হবে তোমাদেরকে। ছোট একটা জাহাজ অবশ্য এসে গেছে ইতোমধ্যে, নোঙরও ফেলেছে। মাদাগাস্কার থেকে এসেছে ওটা, ক্যাপ্টেনকে আগে কখনও দেখিনি। লোকটার নাম পিয়েরে—ফরাসি, না ইংরেজ... সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। তাকে একটা চিঠি দিয়ে এসেছি আমি আজ রাতের ব্যাপারে—চাইলে সাদা মেয়েটার নিলামে হাজির থাকতে পারে।'

'আসবে কি না, জানেন?' জিজ্ঞেস করল রক্ষী। 'এলে তো আমাকেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।'

www.BanglaBook.org

'ঠিক জানি না। জাহাজে গিয়েছিলাম, ব্যাটা আমার সঙ্গে দেখাই করেনি। এক নাবিককে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে, চেষ্টা করবে। হাবভাবে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হয়নি। ভাল কথা, নিলামের প্রোগ্রামটা ঠিক আছে তো?'

'জ্বী, সেনিয়র। ঠিক বারোটায়... চাঁদ যখন মাথার উপরে থাকবে, তখনই শুরু হবে। আমাদের সর্দার কেন জানি খুব ভয় পাচ্ছে মেয়েটাকে, নিলামে যে-ই কিনুক ওকে, সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী ফ্রান্সিসকো দুজনকে বিয়ে পড়িয়ে দেবে।'

হেসে উঠল জেভিয়ার। 'তাই নাকি? এতই ভয়? কিনলে বিয়ে করতে হবে? আমি তো কিনব বলেই এসেছি। দাম যদি একশো আউন্সও ওঠে, পিছাব না। সোনা সঙ্গে নিয়েই এসেছি। কিন্তু বিয়ে...'

'খামোকাই ভাবছেন, সেনিয়র,' বলল রক্ষী। 'বিয়ে করলে অসুবিধে কী? তালাক দিতে তো কেউ মানা করছে না আপনাকে!'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছ।'

'আপনার বুকের পাটা আছে বলতে হবে,' তোয়াজ করল রক্ষী। 'সামান্য একটা মেয়ের জন্য একশো আউন্স সোনা খরচ করবেন? আপনার সঙ্গে কেউ পারবে বলে মনে হয় না। আমরা সবাই গরীব মানুষ, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি, অথচ পারিশ্রমিক পাই যৎসামান্য।'

খুশি খুশি গলায় জেভিয়ার সওদাগর এরপর কী বলল, সেটা আর বোঝা গেল না। নৌকা বাঁধা শেষ হয়েছে রক্ষীর, দুজনে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল ফটকের দিকে, পিছু পিছু সওদাগরের দুই মাঝি। পাল্লা খোলার মৃদু শব্দ হলো, ক্যাম্পের ভিতরে অতিথিদের ঢুকিয়ে দিয়ে পোস্টে ফিরে এল রক্ষী।

'যাক,' শব্দ করে শ্বাস ফেলল লিওনার্ড। 'অনেককিছু জানা গেল। অটার, এখন থেকে আমি হলাম মাদাগাস্কারের ফরাসি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী পিয়েরে, আর তুমি আমার ভৃত্য। সোওয়া আমাদের গাইড এবং দোভাষী। এই পরিচয় নিয়ে পেরেইরার আস্তানায় ঢুকব আমরা। কথা হলো, আসল পিয়েরেকে কিছুতেই ওখানে পৌঁছুতে দেয়া যাবে না। আমি চাই, ওকে ফটক খুলে দেবারই যেন কেউ না থাকে।'

'সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন,' নিষ্ঠুর একটা হাসি ফুটল অটারের ঠোঁটে। 'আপনারা ঢুকে যাবার পর আবার খেয়াতে ফিরে আসব আমি, বলব আপনি কিছু একটা ফেলে গেছেন। রক্ষীকে অনুরোধ করব আমাকে সেটা খোঁজায় সাহায্য করতে। আর তারপর... আমার শক্তির কথা তো জানেন, ওকে চিরকালের মত ঘুম পাড়াতে অসুবিধে হবে না।'

'সাবধান! একটুও যদি শব্দ হয়, সব কিন্তু ভজকট হয়ে যাবে।'

'শব্দ হবে না, কথা দিচ্ছি।'

একটা খেয়াতে চড়ে বাঁধন খুলে দিল ওরা। প্রথমে বৈঠা বাইল না, স্রোতের টানে ভেসে চলে গেল কিছুদূর, তারপর ভাটির দিক থেকে আসার ভান করে এগোতে শুরু করল শত্রুশিবিরের দিকে।

'অ্যাই, গাধার বাচ্চা গাধা!' চেঁচিয়ে অভিনয় শুরু করল লিওনার্ড। 'যাচ্ছিস কোথায়? চরায় গিয়ে আটকাতে চাস নাকি?' উপকূলে প্রচলিত আরবি ভাষার অপভ্রংশে কথা বলছে ও। 'শালার অন্ধকার কী... আর বাতাস! সাবধানে বৈঠা চালা, কুত্তা! আরে, ওই তো দেখছি একটা ফটক! অ্যাই বুড়ি, ওখানেই যাব নাকি আমরা?'

চেঁচামেচি কানে গেছে রক্ষীর। হাঁক ছাড়ল, 'কে যায়?'

'তোমাদের নতুন বন্ধু!' এবার পর্তুগিজে জবাব দিল লিওনার্ড। 'ডম আন্তোনিও পেরেইরাকে সম্মান জানাতে এসেছি, সেইসঙ্গে এনেছি ব্যবসার প্রস্তাব।'

www.BanglaBook.org

'নাম কী তোমার?' সন্দিহান গলায় জানতে চাইল রক্ষী।

'আমার নাম পিয়েরে। এই বেঁটে ভূতটাকে কুত্তা বলে ডাকি। আর বুড়ি গাইডটাকে তুমি যা খুশি তা-ই বলতে পারো।'

'পাসওয়ার্ড বলো। পাসওয়ার্ড ছাড়া কেউ এই ফটক পেরুতে পারে না।'

'পাসওয়ার্ড? ডম জেভিয়ার কী যেন বলেছিল? ইবলিশ? না, না... মনে পড়েছে—শয়তান!'

'কোত্থেকে এসেছ তোমরা?'

'মাদাগাস্কার থেকে। তোমাদের কাছে যে-মাল আছে, তার খুব চাহিদা ওখানে। এসো, ভায়া। ফটকটা খুলে দাও। সারারাত বাইরে বসিয়ে রাখবে নাকি আমাদের?'

দরজা খুলতে গেল রক্ষী, হঠাৎ নতুন একটা সন্দেহ জাগল তার মনে। উল্টো ঘুরে বলল, 'তোমার পর্তুগিজ তো বিশেষ সুবিধের নয়, সেনিয়র। মনে হচ্ছে যেন কোনও ইংরেজের কথা শুনছি।'

খেয়াটা এসে পড়েছে ফটকের ঘাটে। এক লাফে ওটা থেকে নেমে লিওনার্ড বলল, 'ঠিকই ধরেছ, ইংরেজের মত পর্তুগিজই বলি আমি। কী করব, আমার বাপ ছিল ইংরেজ; এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেছিল। ধোপার গাধার মত অবস্থা আমার—*না ঘর কা, না ঘাট কা!* এখন তোমার প্রশ্নবাণ বন্ধ করো, ভায়া। আমরা দো-আঁশলারা বড়ই বদমেজাজী। খুঁতখুঁতে লোকজনকে মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রক্ষী। ফটকের একটা পাল্লা খুলে দিল। সেটা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ উল্টো ঘুরল লিওনার্ড, সজোরে চড় মারল অটারের গালে। রাগী গলায় বলল, 'কুত্তা কোথাকার! আমার ব্র্যাণ্ডির কেসটা কোথায়? ডম পেরেইরাকে দেব বলে যেটা এনেছি?'

'মাফ করবেন, মালিক,' জড়সড় গলায় বলল অটার। 'ওটা

www.BanglaBook.org

নৌকায় রয়ে গেছে। এখুনি নিয়ে আসছি।' একটু ইতস্তত করল সে। 'ইয়ে... জিনিসটা খুব ভারী, এই বুড়িরও তো গায়ে জোর নেই। আপনি যদি একটু ধরতেন...'

'থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব, হারামজাদা!' চেঁচাল লিওনার্ড। 'আমাকে কুলি-মজুর পেয়েছিস?' রক্ষীর দিকে তাকাল। 'বাড়তি রোজগারের শখ আছে, ভায়া? তা হলে আমার কুত্তাটাকে একটু সাহায্য করো গে। দুটো গিনি পাবে।'

রক্ষীর চোখে লোভাতুর দৃষ্টি ফুটল। 'নিশ্চয়ই, সেনিয়র!'

অটারের সঙ্গে ঘাটের সিঁড়ি ধরে নীচে চলে গেল সে। খানিক পরেই শোনা গেল তার বিরক্ত গলা।

'কোথায় তোমার ব্র্যাণ্ডির কেস? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'একটু ঝুঁকে দেখুন, ভাই। নৌকার পাটাতনের তলায় আছে ওটা।'

ঝুঁকল লোকটা, পরমুহূর্তে আবছা আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল অটারের ছদ্মবেশের অংশ হিসেবে রাখা তলোয়ারটা। ঝুপ করে একটা শব্দ হলো, নৌকার পাটাতনে আছড়ে পড়ল রক্ষীর দেহ। ওটাকে তুলে খালের পানিতে ফেলে দিল অটার। বুদবুদ তুলে ডুবে গেল লাশটা।

কাজ শেষ করে মনিবের পাশে ফিরে এল বামন ভৃত্য। হালকা একটা হাসি দিয়ে বলল, 'কী, বাস? শব্দ হয়নি তো?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এগারো

দুঃসাহসী অটার

'এদিকে এসো,' তাড়া দেয়ার ভঙ্গিতে বলল লিওনার্ড। 'গেটটা বন্ধ করতে হবে।'

ঠেলে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল ওরা। লোহার তৈরি একটা ভারী পাত খাঁজে বসিয়ে আটকে দিল পুরোপুরি। ফুটোয় চাবি লাগিয়ে রেখে গিয়েছিল রক্ষী, ওটাও ঘুরিয়ে ফটকটা তালাবন্ধ করল লিওনার্ড। চাবিটা ঢুকিয়ে রাখল পকেটে।

'দরজা আটকালেন কেন, বাস?' কাজ শেষে জানতে চাইল অটার।

'আসল পিয়েরে-কে বাইরে রাখার পাকা ব্যবস্থা করলাম,' বলল লিওনার্ড। 'ও ভিতরে ঢুকতে পারলে সর্বনাশ হবে। যাক গে, চলো এগোই। অনেকদূর চলে এসেছি আমরা, এখন একটা এস্পার-ওস্পার না করলেই নয়।'

এক ছুটে খোলা জায়গাটা পেরুল অভিযাত্রীরা, পেরেইরার আরব ও দো-আঁশলা অনুচরদের কুঁড়েঘরগুলোর আড়ালে পৌঁছে থামল। দম ফিরে পাবার জন্য একটু অপেক্ষা করল। এই ফাঁকে আশপাশে নজর বোলাল লিওনার্ড। কপাল ভাল, ক্যাম্পের ভিতরে কোনও কুকুর নেই, থাকলে অচেনা মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়ে চেঁচামেচি জুড়ত।

বিশ্রাম নেয়া শেষে নিচু হয়ে হাঁটতে শুরু করল ওরা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুঁড়েঘরগুলোর পিছন দিয়ে এগোতে শুরু করল বন্দিশালার দিকে। শেষ কুঁড়েটার পিছনে গিয়ে থামল, ওখান থেকে নিচু দেয়াল আর ড্র-ব্রিজটার দূরত্ব দশ কদমের মত। বন্দিশালার একমাত্র প্রবেশপথ। অন্ধকারে বোঝা গেল না, সেতুটা ওঠানো, নাকি নামানো অবস্থায় আছে।

'আমি গিয়ে দেখে আসি, বাস,' বলল অটার। 'আমার নজর কড়া, আঁধারেও অসুবিধে হয় না। বেড়ালের মত চলতে জানি।'

লিওনার্ড অনুমতি দেয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই উবু হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল বামন। হামাগুড়ি দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কাপড়ের সামান্য খসখস ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না বাকি দুজন। বড়াই করলেও মিথ্যে বড়াই করেনি দুঃসাহসী লোকটা।

পাঁচ মিনিট গেল... দশ মিনিট গেল... কিন্তু ফিরল না অটার। লিওনার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

'দেখা দরকার কী ঘটেছে,' সোওয়াকে বলল ও। 'এসো।'

হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর যেতেই মাটিতে অটারের জামাকাপড় আর অস্ত্রশস্ত্র পড়ে থাকতে দেখল ওরা। কিন্তু বামন ভৃত্যটির কোনও চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে।

'গেল কোথায়?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সোওয়া। 'জামাকাপড়ই বা খুলেছে কেন? পালায়নি তো?'

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল লিওনার্ড। 'পালাবার মানুষ নয় ও। আমার তো মনে হচ্ছে পানিতে নেমেছে, কাপড়চোপড় রেখে গেছে সেজন্যেই।'

'পানিতে! কেন?'

'এসো দেখি।'

সন্তর্পণে নিচু দেয়ালটার উপরে উঠে গেল দুজনে। চূড়ার অংশটা সমতল, চওড়া। সেখানে বুক মিশিয়ে শুয়ে রইল ওরা, নজর দিল পরিখা আর ওপাশের গার্ডহাউসের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পানির উপরিভাগ কাঁচের মত নিস্তরঙ্গ, সামান্যতম ঢেউ-টেউও চোখে পড়ছে না। গার্ডহাউসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই লিওনার্ড আর সোওয়ার দমবন্ধ হয়ে এল—একজন রক্ষীকে দেখা যাচ্ছে ওটার সিঁড়ির গোড়ায়... জামার বোতাম খুলে পানির কাছে বসে আছে। কয়েক মুহূর্ত একটানা তাকিয়ে থাকা সত্ত্বেও লোকটাকে একটুও নড়তে দেখল না ওরা, পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ লোকটার পায়ের কাছে পানিতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে দেখল লিওনার্ড, পরমুহূর্তে বিদ্যুতের গতিতে শরীর জাগাল একটা কালো অবয়ব, খপ করে আঁকড়ে ধরল ঘুমন্ত রক্ষীর দু'পা। কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না লোকটা, এক টানে তাকে পানিতে নিয়ে গেল হামলাকারী, ডুবিয়ে ফেলল। দূর থেকে পানির তলায় আলোড়ন লক্ষ করল লিওনার্ড, রক্ষী লোকটা প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে, চেষ্টা করছে উপরে উঠে আসতে। কিন্তু বেচারার সে-প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেল; হামলাকারী অসম্ভব শক্তিধর, দম ধরে রাখাতেও ওস্তাদ, প্রতিপক্ষকে ঠেসে ধরে রাখল পানির তলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হার মানল রক্ষী, দম হারিয়ে পানি টানতে শুরু করল নাকমুখ দিয়ে, খিঁচুনি তুলে মারা গেল।

কালো অবয়বটাকে আবার পানি থেকে শরীর জাগাতে দেখল লিওনার্ড। সিঁড়িতে উঠে ছুটতে শুরু করল মানুষটা, একেক লাফে কয়েকটা করে ধাপ পেরুচ্ছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল গার্ডহাউসের ভিতরে। একটু পরেই নামতে শুরু করল ড্র-ব্রিজটা।

বিস্ফারিত চোখে কাণ্ডটা দেখছিল সোওয়া। সেতুটাকে নামতে দেখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল লিওনার্ডের দিকে। 'কী ঘটল, বলো তো, সাদা মানুষ?'

'কী আর!' হাসল লিওনার্ড। 'রক্ষীকে ঘায়েল করে

www.BanglaBook.org

গার্ডহাউসের দখল নিয়েছে আমাদের দুঃসাহসী অটার। ও-ই নামাচ্ছে ব্রিজটা। তাড়াতাড়ি যাও, ওর কাপড়চোপড় নিয়ে এসো।'

দৌড়ে সেতুটা পেরুল দুজনে। দেখল, অটার হাতছানি দিয়ে গার্ডহাউস থেকে ডাকছে ওদেরকে। ওখানে ঢুকে কাপড়গুলো বামন ভৃত্যের দিকে ছুঁড়ে দিল সোওয়া। লিওনার্ড জিজ্ঞেস করল, 'হুইলটা কোথায়? ব্রিজটা তুলে ফেলতে হবে।'

'ওই তো,' ইশারায় ঘরের এক কোণ দেখাল অটার। 'একটু অপেক্ষা করুন, বাস। আমি ভদ্রস্থ হয়ে নিই...'

'আমিই ওঠাচ্ছি,' তাড়াতাড়ি বলল লিওনার্ড। 'তুমি কাপড় পরো।'

'জী। দুঃখিত, বাস। এমন বিশ্রী অবস্থায় আমাকে দেখতে হলো আপনাদের।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই,' হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল লিওনার্ড। 'দারুণ দেখিয়েছ তুমি। আমরা সব দেখেছি।'

প্রশংসায় খুশি হলো অটার। বলল, 'ধন্যবাদ, বাস। লোকটাকে সিঁড়ির গোড়ায় ঘুমাতে দেখে বুদ্ধিটা জাগল মাথায়। কপালও ভাল, ওই একজনই ছিল পাহারায়। নইলে বিপদ হতে পারত।'

'আপাতত আর বিপদের ভয় নেই,' ড্র-ব্রিজটা পুরোপুরি উঠে গেছে দেখে বলল লিওনার্ড। 'এখন আর কেউ জ্বালাতে পারবে না আমাদের। চলো, বন্দিদের মুক্ত করতে হবে।'

'তার আগে কামানটা ক্যাম্পের দিকে ঘুরিয়ে দিলে কেমন হয়?' বলল অটার। পোশাক পরা শেষ হয়েছে ওর। 'যদি ঝামেলা বাধে, ওটা দিয়ে হলুদ শয়তান আর ওর চ্যালাদের উপর গোলা ছুঁড়তে পারব আমরা।'

'কামান চালাতে জানি না আমি,' লিওনার্ড মাথা নাড়ল।

'আমি কিছুটা জানি,' বলে উঠল সোওয়া। 'আমার মালিক

www.BanglaBook.org

মাস্তুলেরও একটা ছোট কামান আছে, ওটা দিয়ে নদীর সওদাগরদের সঙ্কেত দেন তিনি। মাঝে মাঝে ওটা চালাতে হয় আমাকে। খামার থেকে যাদের ধরে আনা হয়েছে, ওদেরও অনেকে চালাতে জানে কামানটা।'

'তা হলে তো ভালই হলো,' লিওনার্ড খুশি হলো। 'চলো, ওটার মুখ ঘুরিয়ে ফেলা যাক।'

গার্ডহাউসের ছাতে উঠে গেল ওরা—ওখানে একটা প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপন করা হয়েছে কামানটাকে। ছয়-পাউণ্ড ওজনের গোলা নিক্ষেপ করতে পারে, লোডিং করতে হয় সামনে দিয়ে। র‍্যামারের হুক খুলে ভিতরটা পরখ করল লিওনার্ড।

'লোড করা আছে,' বলল ও। 'এসো ঘুরিয়ে ফেলি।'

তিনজনে ঠেলাঠেলি করে মাজলটা পেরেইরার মূল আবাসের দিকে ফিরিয়ে দিল। পাশে তাকাল লিওনার্ড, থরে থরে সাজানো বেশ কিছু গোলা আর গান-পাউডারের বস্তা রাখা আছে প্ল্যাটফর্মে—অ্যামিউনিশন নিয়ে চিন্তা নেই। হাসি ফুটল ওর মুখে।

বলল, 'ব্যাটাদের চিন্তা করা উচিত ছিল, কামান দিয়ে সবদিকেই গোলা ছোঁড়া যায়।' অটারের দিকে ফিরল। 'এবার বন্দিদের কাছে চলো।'

'ঠিক আছে, বাস। তবে যাবার আগে গার্ডহাউস থেকে যন্ত্রপাতি নিতে হবে। আসুন।'

মাথা যতদূর সম্ভব নিচু করে ছাত থেকে নামল ওরা। চাঁদ না উঠলেও আকাশ অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে। লিওনার্ড ভয় পাচ্ছে, আকাশের গায়ে ওদের ছায়ামূর্তি না দেখে ফেলে কেউ!

গার্ডহাউস থেকে শেকল ভাঙার ছেনি আর হাতুড়ি নিল ওরা। ওখানে খাঁচার তালা খোলার জন্য চাবিও পাওয়া গেল। একটা লণ্ঠনসহ সবকিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিন অভিযাত্রী।

সংকীর্ণ একটা নুড়ি বিছানো পথের দুপাশে সারি বেঁধে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে আছে খাঁচাগুলো। প্রথমটার তালা খুলে ভিতরে ঢুকল ওরা। মানবেতর পরিবেশে ওখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বন্দিরা, দুঃখকষ্টে গোঙাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সবাই, ভাবল দস্যুরা ফিরে এসেছে ওদেরকে চাবুকপেটা করতে। হাত তুলে ক্ষমা চাইতে শুরু করল অনেকে।

'থামো!' চাপা গলায় ধমকে উঠল লিওনার্ড। 'আমরা তোমাদের বন্ধু।' সোওয়ার দিকে তাকাল। 'মাভুমের লোকজন কাউকে দেখতে পাচ্ছ?'

দ্রুত বন্দিদের উপর নজর বোলাল প্রৌঢ়া দাসী। তারপর মাথা নাড়ল। 'না, এখানে নেই।'

'তা হলে পরের খাঁচায় চলো।'

'এদেরকে মুক্ত করবেন না?'

'পরে। এখুনি সবাইকে ছেড়ে দিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় খাঁচাটাতে গেল ওরা। এখানেও প্রায় একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল বন্দিদের মাঝে। আবারও ধমক দিতে হলো লিওনার্ডকে, তারপর সোওয়ার দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। এক এক করে বন্দিদের দেখতে শুরু করল সোওয়া। হঠাৎ একজনের সামনে গিয়ে থমকে গেল, যেন গন্ধ পেয়েছে শিকারী কুকুর।

'পিটার! পিটার!!' ডেকে উঠল ও।

জ্বলজ্বলে চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল বন্দি। ত্রিশের কোঠায় বয়স, স্বাস্থ্যবান।

'কে... কে আমাকে পুরনো নামটা ধরে ডাকে?' বলল সে। 'স্বপ্ন দেখছি নিশ্চয়ই! পিটার তো মরে গেছে।'

'ধ্যাত্তেরি! অ্যাই পিটার, জেগে ওঠো। স্বপ্ন দেখছ না তুমি। আমি সোওয়া... তোমাদেরকে মুক্ত করতে এসেছি।'

ছোট্ট একটা চিৎকার করে উঠল পিটার। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

www.BanglaBook.org

'চুপ করো, গাধা। সব গুবলেট করে দেবে তো!' অটারের দিকে তাকাল সোওয়া। 'ওকে মুক্ত করো, অটার। এ হচ্ছে আমাদের খামারের লোকজনের সর্দার। খুব সাহসী। আমাদের কাজে আসবে।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে শেকল ভেঙে লোকটাকে মুক্ত করল বামন ভৃত্য। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে যেতেই আনন্দে লাফিয়ে উঠল পিটার, জড়িয়ে ধরতে গেল অটারকে।

'থামো!' বেরসিকের মত তাকে বাধা দিল অটার। 'বাঁদরের মত লাফিয়ো না। এখানে মাভুমের আর কোনও লোক থাকলে দেখাও। জলদি! নইলে কিন্তু আবার বেঁধে রাখব!'

'মহিলা আর বাচ্চা বাদ দিয়ে চল্লিশজনের মত আছি আমরা,' উচ্ছ্বাস চাপা দিয়ে বলল পিটার। 'বাকিরা সবাই মারা গেছে। আর হ্যাঁ, আমাদের মালকিন... *স্বর্গের রাখালবালিকা* বেঁচে আছেন, তবে উনি এখানে নেই।'

'ওঁকে নিয়ে পরে ভাবা যাবে,' লিওনার্ড বলল। 'আগে তোমার লোকজনকে দেখাও।'

পিটারের নির্দেশনা অনুসারে খুব শীঘ্রি দশজন বন্দিকে মুক্ত করল ওরা। এই ফাঁকে লোকটাকে পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা সম্পর্কে খুলে বলল সোওয়া। সব শুনে মাথা ঝাঁকাল পিটার, সাহায্য করবে বলে কথা দিল।

আকাশের দিকে তাকাতেই চাঁদ দেখতে পেল লিওনার্ড। বারোটা বাজতে বেশি-দেরি নেই। তাই অটারকে থামতে বলল। তারপর ফিরল সোওয়া আর মুক্ত মানুষগুলোর দিকে। 'কাজ শুরু করার জন্য তোমরাই যথেষ্ট। সোওয়া, বাকিদের তুমি পরে মুক্ত করে দিয়ো। কিন্তু আমাকে আর অটারকে এখুনি বেরুতে হবে। হাতে বেশি সময় নেই। ভাল কথা,' ভৃত্যের দিকে ঘাড় ফেরাল ও। 'আগুন ধরাবে কোথায় ওরা? পিছনের বাগানে?'

মাথা নাড়ল অটার। 'না, বাস। তাতে বিশেষ লাভ হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিখার কারণে আগুনটা বাধা পাবে। ভাল একটা জায়গা চিনি আমি, ওখান দিয়েই পালিয়েছিলাম গতবার। কিন্তু ওদেরকে সাঁতার কেটে পৌঁছুতে হবে ওখানটায়।'

'নদীর পারে জন্ম হয়েছে ওদের,' বলে উঠল সোওয়া। 'সবাই সাঁতার জানে। কোনও অসুবিধে হবে না। তুমি পথ চেনাও।'

মাথা ঝাঁকাল অটার। 'পরিখা ধরে সাঁতার কেটে এগোতে হবে ওদেরকে। সীমানার কাছে গিয়ে উঠে পড়তে হবে পানি থেকে। ওখানে নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল আছে। আগুনও ধরাতে হবে ওখানেই। একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আগুন ধরাবার সময় যেন বাতাসের জোর থাকে, নইলে ওটা ছড়াবে না। ভোর হবার আগেই সুযোগ পাবে বলে আশা করি।'

'আগুন ধরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেয়ো তোমরা,' লিওনার্ড বলল। 'আমরা যদি তোমাদের মালকিনকে নিয়ে ফিরতে পারি তো ভাল কথা, নইলে পালিয়ে যেয়ো। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?'

হাত তুলল একজন। 'আগুন ধরাব কীভাবে?'

'এই নাও ম্যাচ।' পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্স বের করে দিল লিওনার্ড।

'ভিজে যাবে তো! সাঁতার কাটব না আমরা?'

'চুলের মধ্যে গুঁজে নাও,' অটার বুদ্ধি দিল। 'মাথা ভিজিয়ো না।'

'সবাই না গেলে চলে না?' সোওয়া বলল। 'এদিকে আমার সঙ্গে কয়েকজন থাকা দরকার। বাকি বন্দিদের মুক্ত করার জন্য... কামান চালাতেও সাহায্য লাগবে।'

'ঠিক আছে,' লিওনার্ড মাথা ঝাঁকাল। 'অর্ধেক রেখে দাও।'

পাঁচজনকে বাছাই করল সোওয়া সঙ্গে রাখার জন্য, তাদের মধ্যে একজন হলো পিটার—সে কামান দাগায় অভিজ্ঞ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাকিদের দিকে প্রৌঢ়া দাসী বলল, 'কী করতে হবে, সবাই তো শুনেছ। কারও কোনও সন্দেহ, বা ভয় থাকলে এখুনি বলে ফেলো। পরে কিন্তু ঘাপলা করা চলবে না। যে করবে, তাকে আমি...' শাপ-শাপান্তের এমন এক ঝড় বইয়ে দিল ও যে, লিওনার্ডকে কান চেপে ধরতে হলো।

'আমার কথাও শুনে রাখো,' সোওয়া থামতেই বলল অটার। 'যে-হারামজাদা আমাদের প্ল্যানের বারোটা বাজাবে, সে যেন দেবতার কাছে প্রার্থনা করে নেয়—আমার চেহারা যাতে আর না দেখতে হয় তাকে!'

'আর দেখার শখ এমনিতেও নেই, ভাই,' সকৌতুকে বলে উঠল একজন। 'একবারই যথেষ্ট।'

হেসে উঠল সবাই।

'চিন্তা করবেন না,' বলল আরেকজন। 'আমাদের মালকিনকে উদ্ধারের জন্য জীবনও দিতে পারি আমরা। সব ঠিকঠাকমতই করব।'

'রওনা হয়ে যাও তা হলে,' বলল লিওনার্ড। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। সাবধানে থেকো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পরিখার পানিতে নেমে গেল পাঁচ কৃষ্ণাঙ্গ। বাকিদের নিয়ে গার্ডহাউসে ফিরে গেল লিওনার্ড আর অটার। হুইল ঘুরিয়ে নামিয়ে ফেলল ড্র-ব্রিজটা।

'আমরা তা হলে যাই, সোওয়া,' বলল লিওনার্ড। 'যতজন পারো বন্দিদেরকে মুক্ত করে ফেলো। চোখকান খোলা রেখো। যদি মিস রডকে নিয়ে ফিরে আসি আমরা, তা হলে ব্রিজটা নামাবার জন্য তৈরি থেকো। আর ভোর হবার আগে যদি না ফিরতে পারি, তা হলে ধরে নিয়ো—মারা গেছি, কিংবা নিজেরাই বন্দি হয়ে গেছি। তখন যা ভাল বোঝো, তা-ই কোরো।'

'ঠিক আছে, প্রভু,' কৃতজ্ঞ সুরে বলল সোওয়া। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি অত্যন্ত সাহসী। সফল হোন, বা ব্যর্থ, লাল

www.BanglaBook.org

পাথরটা পাবার মত কাজ ইতোমধ্যে দেখিয়ে ফেলেছেন আপনি।'

'প্রার্থনা করো, যাতে বাকিগুলো পাবার মত কাজও দেখাতে পারি।'

বিদায় নিয়ে গার্ডহাউস থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড আর অটার। পরিখা পেরিয়ে পথে নামতেই পিছনে নিঃশব্দে উঠে গেল ড্র-ব্রিজটা। খোলা জায়গা ধরে অলস পায়ে হাঁটতে শুরু করল মনিব-ভৃত্য। কারও নজর এড়াবার আর চেষ্টা করল না, তাতে সন্দিহান হয়ে উঠবে দস্যুরা। যেন আসলেই নিলামে অংশ নিতে এসেছে, এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে চলল ওরা।

একটু পরেই দুজনে পৌঁছে গেল নিলামের ছাউনিটার সামনে। তবে ওটা খালি; সামনে নজর বোলাতেই দস্যুদের সবাইকে জটলা পাকাতে দেখা গেল মূল বাসস্থানটার সামনে। শব্দ করে একটা ঢোক গিলল লিওনার্ড। সিংহের গুহায় পা রাখতে চলেছে ওরা।

'এসো, অটার,' বলল ও। 'ওখানে দেখা দিই। আমার দিকে নজর রেখো। যা করি, তা-ই কোরো। অস্ত্র তৈরি রেখো হাতের কাছে। যদি লড়াই বেধেই যায়, কাছাকাছি থেকো। আর যা-ই ঘটুক, জ্যান্ত ধরা দেয়া যাবে না, বুঝতে পেরেছ?'

'জী, বাস।'

শান্ত গলায় কথা বললেও বুক দুরু দুরু করছে লিওনার্ডের। কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। এখানকার সবাই একেকটা সাক্ষাৎ শয়তান। আফ্রিকার ভয়ঙ্করতম এবং নিষ্ঠুরতম অপরাধীচক্রের সদস্য। যদি কোনোক্রমে ওদের সত্যিকার উদ্দেশ্য আঁচ করে ফেলে, তা হলে অলৌকিক কোনো ঘটনা ছাড়া প্রাণ বাঁচানো স্রেফ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

কাছাকাছি যেতেই লোকগুলোর চেহারা দেখতে পেল ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবার চোখেমুখে ফুটে আছে লোভ আর শয়তানি। অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ গিলছে। পাঁড়-মাতাল আর আধ-মাতালের দল... নানা রকম ঠাট্টা-মশকরা আর আলাপচারিতায় মত্ত। সবার চোখ বারান্দার দিকে। সেখানে ঘনিষ্ঠ সহচর পরিবেষ্টিত হয়ে মোটাসোটা একজন লোক দাঁড়ানো। অটার ফিসফিস করে চিনিয়ে না দিলেও তার পরিচয় আন্দাজ করতে অসুবিধে হতো না ওর।

ডম আন্তোনিও পেরেইরা—হলুদ শয়তান!

রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকার ত্রাস—মুখের চামড়ায় বলিরেখা, বয়স সত্তরের কম হবে না। মাথার চুল লম্বা, ঢেউ-খেলানো। ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখদুটোতে রাজ্যের শয়তানি আর শীতলতা। সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সত্যি বলতে কী, সামনাসামনি দাঁড়ানো অনুচরদের দৃষ্টি তাদের নেতার সর্বাঙ্গে ঘোরাফেরা করলেও তার চোখে চোখ রাখছে না কেউ।

স্থানীয়দের মাঝে প্রচলিত নামটার মাহাত্ম্য পরিষ্কার হয়ে গেল লিওনার্ডের কাছে। সত্যিই হলুদাভ চামড়ার অধিকারী লোকটা, তবে বয়সের কারণে তাতে লাল লাল ফুটকি পড়তে শুরু করেছে, গাল আর থুতনির তলা থেকে বাড়তি চামড়া ঝুলছে বিচ্ছিরিভাবে। হাতদুটো মোটা মোটা, থ্যাবড়া—সারাক্ষণই থাবার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে আছে আঙুলগুলো, যেন টাকার স্তূপে হামলা চালাতে যাচ্ছে। বেশ দামি একটা পোশাক পরেছে পেরেইরা, রীতিমত রাজসিক বলা চলে—সোনার সুতোয় করা কারুকাজ তার বুক আর হাতায়। সব মিলিয়ে নেতৃত্ব আর কর্তৃত্বের স্পষ্ট প্রতিকৃতি।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লিওনার্ডের বুক চিরে। এই ভয়ঙ্কর লোকটাকেই মোকাবেলা করতে হবে ওকে। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে গালমন্দ করল ও, মনকে শক্ত করল। তারপর দৃঢ় পায়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল পেরেইরার দিকে।

www.BanglaBook.org

বারো

নিলাম

মদ খেয়ে হলুদ শয়তান নিজেও কিছুটা মাতাল হয়ে আছে, দলের উদ্দেশে ভাষণ দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুই আগন্তুককে দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে গেল।

'পথ দাও, বন্ধুরা,' গলা চড়িয়ে বলল লিওনার্ড, পর্তুগিজে কথা বলছে। 'তোমাদের সর্দারকে সম্মান দেখাতে চাই আমি।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে ফিরল জটলার সবাই।

'কে তুমি?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল একজন।

'যেতে দাও আগে,' লিওনার্ড বলল। 'তারপর খুলে বলছি।'

'কে ওটা?' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল পেরেইরা। 'আমার কাছে নিয়ে এসো ব্যাটাকে!'

'শুনলে তো?' হাসল লিওনার্ড। 'সরো, সরো। যেতে দাও আমাকে।'

যেন জাদুমন্ত্রবলে একটা ফাঁক সৃষ্টি হলো ভিড়ের মাঝে, সেখান দিয়ে এগোল লিওনার্ড আর অটার। অসংখ্য মানুষের সন্দিহান দৃষ্টি আটকে থাকল ওদের উপর।

'শুভেচ্ছা, সেনিয়র!' বারান্দার সামনে পৌঁছে বাউ করল লিওনার্ড।

'গোল্লায় যাক শুভেচ্ছা!' খেঁকিয়ে উঠল পেরেইরা। 'কে তুমি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনাদেরই পেশার একজন সহকর্মী,' মুখে হাসি ধরে রেখে বলল লিওনার্ড। 'এখানে এসেছি সম্মান জানাতে, সেইসঙ্গে ব্যবসার আশায়।'

'তাই নাকি?' মুখ বাঁকাল পেরেইরা। 'দেখে তো মনে হচ্ছে না। তোমাকে ইংরেজের মত লাগছে, আগন্তুক! আর সঙ্গে ওটা কী নিয়ে এসেছ—গর্ভপাতের ফসল?' আঙুল তুলে অটারকে দেখাল সে।

হেসে উঠল দস্যুরা কথাটা শুনে।

পেরেইরা বলে চলল, 'আমার মনে হচ্ছে, তোমরা গুপ্তচর। এখানে এসেছ আমাদের ক্ষতি করতে। ঈশ্বরের দিব্যি... যদি তা-ই হয়, তা হলে বিরাট ভুল করে ফেলেছ, বাছারা। গুপ্তচরদের ছাল খুলে লবণ মাখাই আমি!'

হুমকিটাতে মোটেই ভড়কাল না লিওনার্ড। অবিচল কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, ভালই বলেছেন বটে। নিঃসঙ্গ একজন ইংরেজ, সঙ্গে একটা কালো বামন কুকুর নিয়ে ঢুকেছে আপনার আস্তানায়... আপনারই ক্ষতি করতে! একটু আকাশকুসুম কল্পনা হয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা?' হাসল ও। 'খামোকাই সন্দেহ করছেন, সেনিয়র! আপনার এখানে ডম জেভিয়ার বলে একজনের থাকার কথা। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন, মাদাগাস্কারের জাহাজের ক্যাপ্টেন পিয়েরে-কে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছে কি না। আমিই সেই লোক, আমন্ত্রণটা সাদরে গ্রহণ করে ছুটে এসেছি। কিন্তু আপনাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, জাহাজে বসে থাকলেই ভাল করতাম।'

'ও ঠিকই বলছে, পেরেইরা,' ভিড়ের মাঝ থেকে এগিয়ে এসে বলল জেভিয়ার। এতক্ষণে তার চেহারা দেখার সৌভাগ্য হলো দুই অভিযাত্রীর—লম্বা-চওড়া এক দো-আঁশলা সে, শরীরে নিগ্রো রক্ত বইছে। 'আমি চিঠি দিয়ে এসেছিলাম... তোমাকে তো বলেছি সে-কথা।'

www.BanglaBook.org

'না দিলেই ভাল করতে,' খ্যাপাটে গলায় বলল পেরেইরা। 'এই লোকটাকে আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। ব্যাটা যদি কোনও ইংরেজ বাহিনীর ক্যাপ্টেন হয়, তাতে অবাক হবার কিছু থাকবে না।'

গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। উত্তেজনা দেখা দিল। প্রমাদ গুনল লিওনার্ড। তাড়াতাড়ি কিছু একটা না করলে বিপদে পড়বে নিঃসন্দেহে।

'তোমরা সব শালা সন্দেহপ্রবণ কুকুরের দল!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আমার কথা বিশ্বাস করছ না? ঠিক আছে, আমিও ছাড়ছি না! এরপর যে-শালা আমাকে ইংরেজ বলে গালি দেবে, তারই মুণ্ডু কেটে মাটিতে ফেলব। আয় দেখি, কার সাহস আছে?' খাপ থেকে তলোয়ার বের করল। তাকাল হলুদ শয়তানের দিকে। 'কী পেরেইরা, শুরুটা কি তোমাকে দিয়েই করব? এসো সামনে।'

মুখের রক্ত সরে গেল দস্যু-সর্দারের। সঙ্গে সঙ্গে লিওনার্ড বুঝে ফেলল, এই লোক সামনাসামনি যতই হুমকি-ধামকি দিক, আসলে ভিতরে ভিতরে একটা কাপুরুষ। লড়াই করবার সাহস নেই এর। লিওনার্ডের চ্যালেঞ্জ শুনেই পিছিয়ে গেল সে।

একটা নার্ভাস হাসি দিয়ে বলল, 'খামোকাই রেগে যাচ্ছ, বন্ধু। আমি তো আসলে তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। নাহ্, আমাদেরই ভাই তুমি। তলোয়ারটা নামাও। তোমাকে আর অবিশ্বাস করছি না। এসো, হাত মেলাও।'

লিওনার্ড বরান্দায় উঠতেই পেরেইরার এক সহচর বলল, 'একে আরেকটু বাজিয়ে দেখলে হতো না? একটা দাসকে নিয়ে আসি; দেখি, এই লোকটা হাত না কাঁপিয়ে তার গলা কাটতে পারে কি না।'

পেরেইরা জবাব দেবার আগেই লিওনার্ড বলল, 'কী? আবার পরীক্ষা নিতে চাও? দাসের দরকার কী? তুমিই এসো, সবাইকে

www.BanglaBook.org

দেখাই—হাত না কাঁপিয়ে তোমার গলাটাই কাটতে পারি কি না।' ভিড়ের দিকে তাকাল ও। 'কী বলেন, ভাইয়েরা? রাজি আছেন?'

হৈ হৈ করে উঠল মাতাল লোকগুলো। মজার একটা দৃশ্য দেখবার আশায় শিস দিয়ে উঠল। অবস্থাটা লক্ষ করে সহচরটির চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'থামো সবাই!' গর্জে উঠল পেরেইরা, নিজের সঙ্গীকে বাঁচাল আসলে। 'একবার যখন আমি এই অতিথিকে স্বাগত জানিয়ে ফেলেছি, তখন তোমাদের কারও মুখ থেকে আর কোনও কথা শুনতে চাই না।' লিওনার্ডের দিকে ফিরল। 'এসো, বন্ধু পিয়েরে। হাত মেলাও। কিছু মনে কোরো না, এরা সব মাতালের দল—কখন কী বলছে, তা নিজেরাও জানে না।'

'ঠিক আছে,' লিওনার্ড বলল। 'তবে আমি অপমানিত হতে অভ্যস্ত নই। আর যেন এমনটা না হয়।'

'হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।'

এগিয়ে গিয়ে দস্যুসর্দারের সঙ্গে হাত মেলাল লিওনার্ড।

'এবার... তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমার লোকজনের উদ্দেশে দুটো কথা বলতে চাই আমি।' ইশারায় অতিথিকে মদ পরিবেশন করতে বলে ভিড়ের দিকে ফিরল পেরেইরা। শুরু করল ভাষণ। 'প্রিয় বন্ধু ও সাথীরা, আজ আমার জন্য বড়ই দুঃখের একটা সময়... কারণ তোমাদেরকে বিদায় জানাতে চলেছি আমি। কাল থেকে এই আস্তানা আর হলুদ শয়তানের আস্তানা থাকবে না, তোমাদেরকে নতুন একজন সর্দার খুঁজে নিতে হবে। বয়স হয়েছে আমার, এই পেশা আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া ইদানীংকার আয়-রোজগারও বিশেষ একটা ভাল হচ্ছে না। এর জন্য দায়ী ইংরেজদের যুদ্ধজাহাজগুলো... আমাদের পানিতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে ওগুলো, কষ্টার্জিত উপার্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

www.BanglaBook.org

এ-অবস্থায় অবসর নেয়াটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। নতুন, সাহসী, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী কাউকে নেতা হিসেবে প্রয়োজন তোমাদের, যে এখনকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এ-পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলাম আমি, আশা করি স্থানীয় মানুষেরা মনে রাখবে আমাকে—না, শত্রু হিসেবে নয়; বরং বন্ধু হিসেবে। এই দুটো হাত দিয়ে ওদের বিশ হাজার মানুষকে আমি অশিক্ষিত, জংলি, আদিবাসী জীবনযাত্রার কবল থেকে মুক্ত করেছি, তাদেরকে সভ্যজগতে পাঠিয়েছি!

'হ্যাঁ, কখনও কখনও কাজ করতে গিয়ে রক্ত ঝরাতে হয়েছে আমাকে, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। কিন্তু সেসব করতে হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে, পরিস্থিতির তাগিদে। কী করব, অসভ্যগুলো নিজের ভাল বোঝে না! ওদেরকে সঠিক পথে আনতে, আলোর দিশা দেখাতে গিয়ে হাতে গোনা কিছু মৃত্যুর বিকল্প অন্য কিছু ছিল না। তা ছাড়া যখন ওরা আমাদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে... তখন আত্মরক্ষার অধিকার তো ছিল আমাদের, তাই না? কাজেই আমি অনুরোধ করব, তোমরা কখনও এ-নিয়ে অপরাধবোধে ভুগো না। আমি অন্তত ভুগব না; যদি ঈশ্বরের সামনে এ-কারণে জবাবদিহি করতে হয়, তবুও না! এই ছোট্ট অনুরোধটার মাধ্যমে আমি অবসর নিচ্ছি। যেখানেই থাকি, আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করব। ভাল থেকো সবাই।

'শেষ করবার আগে আরেকটা ব্যাপার। আমাদের শেষ অভিযানে এক অভিশপ্ত ইংরেজের মেয়েকে পাওয়া গেছে। তাকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি... অভিভাবক হিসেবে। আজ রাতে তোমাদের সবাইকে এখানে জমায়েত হতে বলার পিছনে কারণ হচ্ছে, ওকে আমি একজন স্বামী খুঁজে দিতে চাই। এটুকু করা আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। আমি নিজে ওকে রাখতে

www.BanglaBook.org

পারছি না, কারণ অবসর জীবনটা আমি মোজাম্বিকে কাটাব বলে ঠিক করেছি, ওখানে একটা সাদা মেয়ের উপস্থিতি সবাই সন্দেহের চোখে দেখবে। তাই উদারমনা একজন মানুষ হিসেবে ওকে আমি অন্য কারও হাতে তুলে দিতে চাই।

'কিন্তু কাকে দেব এই অমূল্য রত্ন, সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা? তোমাদের কেউই কারও চেয়ে কম যোগ্য নও, সবাই আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। এর মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে আমি অন্যদের অসম্মান করতে পারব না। তাই ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক করেছি, যে আমাকে সবচেয়ে বড় উপহারটা দিতে পারবে, তাকেই আমি পাল্টা উপহার হিসেবে দেব এই রূপসী নন্দিনী... আমার কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার নিদর্শন। মনে রেখো, আমি কিন্তু দাম চাইছি না, চাইছি উপহার। সেটা হবে সোনার আউন্সে। নিলামের মত দেখালেও আসলে কিন্তু নিলাম হবে না এখানে, হবে আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধার প্রতিযোগিতা।

'আর একটা শর্ত। শেষ পর্যন্ত যে-ই প্রতিযোগিতায় জয়ী হোক, তাকে এখানে... আমাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে। কারণ সেটাই ধর্মের নিয়ম। আমাদের মাঝে একজন পাদ্রী আছে, তাকে একটু কাজও তো করতে দিতে হবে, নাকি? রাজি সবাই? ঠিক আছে, সময় হয়ে গেছে। অ্যাই, কে আছ? মেয়েটাকে নিয়ে এসো।'

ভাষণের সময়টাতে নানা রকম গুঞ্জন চলছিল ভিড়ের মাঝে। পেরেইরার অবসরের ঘোষণাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ভাষণ থামতেই রীতিমত হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, কিন্তু সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। হঠাৎ জাদুর বলে যেন নীরবতা নেমে এল দস্যুদের মাঝে, বন্দিনী এসে গেছে।

অস্ত্রাগারের দিক থেকে দুজন রক্ষীর প্রহরায় উদয় হয়েছে আপাদমস্তক সাদা পোশাকে আবৃত একটি নারীমূর্তি। লঘু পায়ে

www.BanglaBook.org

হেঁটে আসছে সে, চাঁদের আলোয় একহারা দেহটাকে কোনও মানবীর বলে মনে হচ্ছে না, লাগছে অপ্সরার মত। ডানে-বাঁয়ে কোনোদিকে তাকাল না মেয়েটি, মাথা উঁচু করে এসে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। প্রথমবারের মত জুয়ানা রড়কে দেখতে পেল লিওনার্ড।

সিল্কের মত মসৃণ কোমর-ছাড়ানো কালো চুল তার, পটলচেরা চোখের মণিতে সাগরের গভীরতা। তীক্ষ্ণ নাক, ছোট্ট কপাল, পাতলা ঠোঁট আর ডিম্বাকৃতির মুখটা যেন শিল্পীর হাতে পড়া হয়েছে—চেহারাটা হয়ে উঠেছে অপূর্ব সুন্দর আর মায়াময়। লম্বা দেহটাও ছিপছিপে, তাতে অকৃপণ হাতে যৌবনের সম্পদ ঢেলেছেন সৃষ্টিকর্তা, নশ্বর এক নারীকে পরিণত করেছেন সব পুরুষের আরাধ্য দেবীতে। হাবভাবে এক ধরনের দৃঢ়তা রয়েছে মেয়েটির, সেটা ভাল লাগল ওর। দামি একটা আরব আলখাল্লা পরে আছে, মানিয়েছে খুব।

বারান্দার সামনে এসেই দস্যুসর্দারের চোখে চোখ রাখল জুয়ানা। পরিষ্কার গলায় জানতে চাইল, 'আমাকে এখানে নিয়ে আসার মানে কী, পেরেইরা? কী চাও তুমি?'

কঠিন গলায় প্রশ্ন করলেও মেয়েটার কণ্ঠের মিষ্টি সুর কান এড়াল না লিওনার্ডের।

'আমার উপর রাগ কোরো না, ময়না পাখি,' পিত্তি জ্বালানো সুরে বলল পেরেইরা। 'তোমাকে একজন স্বামী খুঁজে দেব বলেছিলাম না? এই দেখো, যোগ্য লোকজনের ঢল নেমেছে। পাণি-প্রার্থনা করতে এসেছে ওরা। তোমার বিয়ের ঘণ্টা বাজছে, আমার পাখি!'

'পেরেইরা,' হতাশ গলায় বলল জুয়ানা। 'শেষবারের মত বলছি, তোমার কোনও ক্ষতি করিনি আমি, করার ইচ্ছেও নেই। দয়া করে ছেড়ে দাও আমাকে। যেতে দাও!'

'ছি ছি, তোমাকে আটকে রেখেছি নাকি যে ছেড়ে দেব? যাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো অবশ্যই... একজন স্বামী নিয়ে!'

'তোমার পছন্দের কাউকেই বিয়ে করব না আমি, পেরেইরা!' কড়া গলায় বলল জুয়ানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ভিড়ের দিকে। 'কথাটা ভাল করে শুনে রাখো সবাই! উপরে ঈশ্বর আছেন, তোমাদের কাউকে আমি ভয় করি না।' আবার ফিরল বারান্দার দিকে। 'শেষবারের মত অনুরোধ করেছি তোমাকে, পেরেইরা; এখন শেষবারের মত সাবধানও করে দিচ্ছি, এই প্রহসন চালিয়ে যেতে পারো, কিন্তু তার ফলও ভোগ করতে হবে তোমাকে। মৃত্যু অপেক্ষা করছে তোমার জন্য... আমাকে যে কিনবে, তার জন্য! নিষ্ঠুর, ভয়াবহ মৃত্যু!!'

চেঁচাচ্ছে না ও, কিন্তু এতই অবিচল আস্থা নিয়ে কথা বলছে যে, পোড়-খাওয়া দস্যুদের বুকও কেঁপে উঠল। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা।

কথাটা শেষ হতেই লিওনার্ডের উপর চোখ আটকে গেল জুয়ানার। একটু বিস্ময় জাগল ওর মনে। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে রয়েছে এই অচেনা যুবক, তার চেহারায় কী যেন একটা বৈসাদৃশ্য আছে। চারদিক ঘিরে থাকা নেকড়ের পালের মত নয় মানুষটা, হাবভাবে স্পষ্ট পার্থক্য ধরতে পারছে। হঠাৎ... অজানা কোনও শক্তির বলেই যেন জুয়ানা বুঝতে পারল—এ লোক ওর শত্রু নয়, বন্ধু! ওকে সাহায্য করতে এসেছে!

তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফেলল বুদ্ধিমতী মেয়েটা। ওর চোখ দেখে যেন যুবককে সন্দেহ করতে না পারে কেউ। লিওনার্ডও আঁচ করতে পেরেছে ব্যাপারটা, তাড়াতাড়ি চেহারায় কপট কাঠিন্য ফোটাল ও, অলস ভঙ্গিতে হেলান দিল দেয়ালে।

জুয়ানার কথা শুনে নীরবতা নেমে এসেছে ভিড়ের মধ্যে। পেরেইরাও স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'ছেড়ে দাও ওকে! ও একটা ডাইনি... আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে!!'

সংবিৎ ফিরল পেরেইরার। রাগী চোখে জুয়ানার দিকে

www.BanglaBook.org

তাকাল সে। খ্যাপাটে গলায় বলল, 'বেশ্যা কোথাকার! ভেবেছিস তোর অভিশাপ শুনে ভয় পাবো আমি? কীসের ঈশ্বর? এখানে একমাত্র ঈশ্বর হলাম আমি! পারলে আসুক সে, বাঁচাক তোকে!' বারান্দা থেকে নেমে এসে জুয়ানার পোশাকের সামনের অংশ খামচে ধরল। 'দেখি, ঈশ্বর আমাকে ঠেকায় কি না!'

এক টানে পোশাকের সামনের অংশটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল পেরেইরা। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল দস্যুরা, শিস দিল কেউ কেউ। তাড়াতাড়ি দু'হাতে বুক ঢাকল জুয়ানা। অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল চারদিকে। চোখে পানি টলমল করছে।

'দেখলে তোমরা?' গলা চড়িয়ে বলল পেরেইরা। 'মিথ্যে হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে এই মেয়ে। তোমাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

এক হাতে পোশাকের ছেঁড়া অংশটা বুকের কাছে তুলে আনল জুয়ানা, অন্যহাত নিয়ে গেল চুলের কাছে। ওর খোঁপায় লুকানো বিষের বোতলটার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল লিওনার্ড, অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে! চোখাচোখি হতেই মাথা নেড়ে ইশারা করল। কী বুঝল কে জানে, চুলের বাঁধন খুলে দিল জুয়ানা, দীঘল কেশ সামনে এনে ঢাকল ছেঁড়া জামা। ডান হাতটা মুঠি পাকিয়ে রাখল বুকের কাছে, নিশ্চয়ই বিষটা ধরে রেখেছে।

'কাজটা ঠিক করলে না,' পেরেইরার দিকে তাকিয়ে হিসিয়ে উঠল ও।

'হুঁহ!' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল দস্যুসর্দার। তারপর ফিরে গেল বারান্দায়। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে তাকাল আগ্রহী ক্রেতাদের দিকে। নিলাম-পরিচালনাকারীর ভঙ্গিতে বলল, 'বন্ধুগণ, চমৎকার একটা সুযোগ তোমাদের হাতে। অমূল্য এক রত্ন পেতে পারো সামান্য চেষ্টাতেই। সুন্দরী এই মেয়েটিই সেই রত্ন। আধা-ইংরেজ, আধা-পর্তুগিজ। সুশিক্ষিত, উচ্চবংশীয়।

www.BanglaBook.org

নম্র-ভদ্র কতখানি হবে, সেটা নির্ভর করছে ওর স্বামীর উপর। তবে রূপের যে কোনও তুলনা নেই, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ। শরীর দেখো, চুল দেখো, চোখ দেখো... এমন সুন্দরী দেখেছ কোনোদিন আগে?

'যা হোক, এই মেয়েকে তার হাতে দেয়া হবে, যে আমাকে সবচেয়ে বড় উপহারটা দেবে। হ্যাঁ, বন্ধুরা, দেয়া হবে আজই... নিলাম শেষ হবার পরেই। মেয়েটাকে পাবে, সেই সঙ্গে পাবে আমার আশীর্বাদ। শর্ত ওই একটাই, ওকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে। পাদ্রী ফ্রান্সিসকো এখানেই বিয়ে পড়াবে দুজনের।' ইশারায় বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাট গড়নের একজন অল্পবয়েসী মানুষকে দেখাল পেরেইরা। তার পরনে ধর্মযাজকদের শতচ্ছিন্ন পোশাক। 'তা হলে আর দেরি নয়। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাক। ভাল কথা, ফালতু ডাকে সময় নষ্ট করতে চাই না আমি। ডাকাডাকি শুরু হবে ত্রিশ আউন্স থেকে।'

'রূপা?' জানতে চাইল একজন।

'কী বললে?' বিরক্ত চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল পেরেইরা। 'গাধা কোথাকার, আমি কি এখানে কালো-অসভ্য মেয়ে বেচতে বসেছি নাকি? কীসের রূপা? সোনা... বুঝলে? সোনা চাই আমি। ত্রিশ আউন্স দিয়ে ডাক শুরু হবে। শেষ পর্যন্ত যা-দাম উঠবে, তা এখানেই হাতে হাতে শোধ করতে হবে।'

হতাশার রোল উঠল। একজন বলল, 'এ কেমন কথা। শুরুতেই যদি এত দাম চান, তা হলে আমরা গরীবরা কী করব?'

'কী করবে? আরও ভালমত খাটবে, পয়সা জমাবে। যাতে আগামীতে এবারকার মত আঙুল চুষতে না হয়। যত্তোসব!' সশব্দে থুতু ফেলল পেরেইরা। 'যাক গে, আমার দাম আমি বলে দিয়েছি। এবার তোমরা শুরু করো। দেখি, সবার আগে কে ডাকে।'

'পঁয়ত্রিশ!' বুড়ো এক দস্যু চেঁচিয়ে উঠল। তার অবস্থা দেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে মনে হেসে ফেলল লিওনার্ড। বউ নয়, এখন তার কবরের জমি দরকার।

'চল্লিশ!' এক আরব পাল্টা ডাক দিল। বয়সে যুবক, স্বাস্থ্যবান। বুড়ো দস্যুর ঠিক বিপরীত।

'পঁয়তাল্লিশ!' চেঁচাল বুড়ো।

পঞ্চাশ বলল আরব। এরপর কিছুটা সময় এই দুজনের মধ্যে লড়াই চলল। শেষ পর্যন্ত দাম যখন সত্তরে গিয়ে ঠেকল, তখন হাল ছেড়ে দিল আরব দস্যু।

'ঘোষণা দিন, সর্দার,' খুশি খুশি গলায় বলল বুড়ো। 'মেয়েটা আমার!'

'দাঁড়াও, বুড়ো,' বলে উঠল উপকূলের সওদাগর জেভিয়ার। 'আমি তো শুরুই করিনি। পঁচাত্তর!'

'আশি!'

'পঁচাশি।'

'নব্বুই।'

'পঁচানব্বুই।'

'একশো!' চেঁচাল বুড়ো।

'একশো পাঁচ,' হেসে বলল জেভিয়ার।

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলে উঠল বুড়ো দস্যু। দু'হাত তুলে পিছিয়ে গেল।

উল্লাস করে উঠল বাকিরা, ভাবছে জেভিয়ার জিতে গেছে।

'এবার ঘোষণা দিতে পারো, পেরেইরা।' মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে সন্তুষ্টসুরে বলল জেভিয়ার।

'মাফ করবেন,' বেরসিকের মত বলে উঠল লিওনার্ড। 'এবার আমার পালা। একশো দশ!'

ভিড়ের মধ্যে আবার উল্লাস সৃষ্টি। নিলামে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। লিওনার্ডের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল জেভিয়ার, নখ কামড়াল নার্ভাস ভঙ্গিতে। ব্যয়সীমার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেছে সে।

পেরেইরার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে খুশিতে। প্রত্যাশার চাইতে বিশ আউন্স বেশি দাম উঠে গেছে মেয়েটার। আরও উঠবে বলেও মনে হচ্ছে। খোঁচা দেয়ার সুরে সে বলল, 'কী হলো, বন্ধু জেভিয়ার? হাল ছেড়ে দিচ্ছ নাকি? এই ভিনদেশি ক্যাপ্টেনের কাছে হার মানছ? আরেকটু উদার হও, ভায়া। মেয়েটাকে দেখো, এখনও তো নখের দামও ওঠেনি ওর। যা বলেছ, তার দ্বিগুণ খরচ করলেও ঠকবে না তুমি।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল জেভিয়ার। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, একশো পনেরো।'

'একশো বিশ,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল লিওনার্ড।

চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখল ও। দস্যুদের নৌকা থেকে আনা পুরো সোনাই বাজি ধরে ফেলেছে, এরপর দাম বাড়লে আর তাল মেলানো সম্ভব হবে না। অবশ্য সোওয়ার দেয়া রুবিটা আছে সঙ্গে, সেটা বের করা যেতে পারে। কিন্তু ওটা যে আসল, সেটা প্রমাণ করবে কীভাবে?

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে জেভিয়ার। পেরেইরা দাম বাড়াতে অনুরোধ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। দৃষ্টিতে তীব্র বিদ্বেষ। জুয়ানার দিকে একবার তাকাল, তারপর আবার আগুন ঝরাল লিওনার্ডের দিকে চেয়ে।

মুচকি হেসে হাতের গ্লাসটা নাড়ল লিওনার্ড। 'কী সেনিয়র, ডাকবে আরও?'

সজোরে মেঝেতে পা ঠুকল জেভিয়ার। 'না! স্বর্গের পরী নেমে এলেও আর এক আউন্সও খরচ করতে রাজি নই আমি। নাও ওকে... তুমিই নাও!'

বিজয়ীর হাসি নিয়ে পেরেইরার দিকে তাকাল লিওনার্ড।

'তা হলে যাচ্ছে,' বলল দস্যুসর্দার। 'সাদা মেয়ে জুয়ানা, একশো বিশ আউন্স সোনার বিনিময়ে ভিনদেশি ক্যাপ্টেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিয়েরের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। জেভিয়ার, তুমি ভুল করছ না তো? এমন সুযোগ কিন্তু জীবনে একবারই আসে। যাচ্ছে... যাচ্ছে...' হাতুড়ি পেটার ভঙ্গিতে রেলিঙের উপর হাতের গ্লাসটা তুলল সে।

এক পা এগোল জেভিয়ার, কিছু বলার জন্য মুখ খুলল। বুক খামচে ধরল লিওনার্ডের, ব্যাটা দাম বাড়ালে কিচ্ছু করার নেই ওর!

শূন্য দৃষ্টিতে জুয়ানা আর পেরেইরার দিকে পালা করে তাকাল জেভিয়ার, তারপর আচমকা মত পাল্টাল। উল্টো ঘুরে নেমে গেল বারান্দা থেকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঠকাস করে গ্লাসটা রেলিঙের উপর নিলাম সমাপ্তির ভঙ্গিতে নামিয়ে আনল পেরেইরা। 'গেল!'

তেরো

মধ্যরাতের বিয়ে

'গেল!' কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার বলল পেরেইরা। 'বিক্রি হয়ে গেল!' তাকাল লিওনার্ডের দিকে। 'পিয়েরে, বন্ধু আমার, ব্যাপারটা চার্চের মাধ্যমে পাকা করে ফেলার আগে দামটা চুকিয়ে দাও। নগদে কারবার হবে, আগেই কিন্তু জানিয়েছি।'

'নিশ্চয়ই,' বলল লিওনার্ড। 'আমার কালো কুত্তাটা কোথায় গেল? অ্যাই বামন, এদিকে আয়। সোনাটা ওজন করে বুঝিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দে।' কোমরের বেল্ট থেকে সাবধানে রুবিটা সরিয়ে রাখল ও, তারপর মোহর-ভর্তি থলেটা খুলে ছুঁড়ে দিল অটারের দিকে।

দস্যুদের জটলার দিকে ফিরল লিওনার্ড। বলল, 'প্রিয় বন্ধু ও সাথীরা, এসো আমার নতুন বধূর উদ্দেশে পান করি। ওর জন্য আমার ট্যাংক হালকা হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে কী আসে-যায়? আমাদের পেশায় জীবনের দৈর্ঘ্য বড়ই কম, সাধ-আহ্লাদ সব পূরণ করে নেয়াই ভাল, কী বলো?' মদের গ্লাস উঁচু করে ধরল ও।

'আশা করি তোমরা সুখী হবে,' সকৌতুকে বলে উঠল একজন।

পেরেইরার দেখাদেখি একসঙ্গে মদের গ্লাস আর বোতল উঁচু করল সবাই। 'ক্যাপ্টেন পিয়েরে এবং তার নতুন স্ত্রীর জন্য!'

মদ গেলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

ইতোমধ্যে একটা নিক্তি নিয়ে আসা হয়েছে পেরেইরার সামনে। থলে থেকে মোহর বের করে ওটাতে ঢালতে শুরু করল অটার। দেখতে দেখতে ছোটখাট একটা স্তূপ সৃষ্টি হলো। কিন্তু সব ঢালার পরও পুরোপুরি সমান হলো না পাল্লা।

'পাল্লা সমান হয়নি,' বলে উঠল জেভিয়ার, বারান্দায় আবার ফিরে এসেছে সে। 'মেয়েটা আমার!'

'বাস,' বলল অটার নিচু গলায়, 'ওজনে একটু কম পড়ছে। আপনার কাছে আর সোনা আছে?'

'অবশ্যই,' সাহস ধরে রেখে বলল লিওনার্ড। 'আপাতত এটা দিয়ে কাজ চালাও।' হাতের আঙুল থেকে পারিবারিক আংটিটা খুলে দিল ও। মুহূর্তের জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল, নিজের শেষ মূল্যবান সম্পদ ছিল ওটা, বংশের শেষ স্মারক। হাতছাড়া করতে মন চাইছে না। কিন্তু উপায়ও তো নেই।

আংটি পাল্লায় দিতেই ওটা সমান হয়ে গেল।

'চমৎকার!' বলে উঠল পেরেইরা। সোনার স্তূপটা দেখে খুশিতে হাত কচলাচ্ছে। 'অ্যাই, কেউ একটু অ্যাসিড নিয়ে আয়।

www.BanglaBook.org

মোহরগুলো পরখ করে দেখি। কিছু মনে কোরো না, পিয়েরে। দিনকাল বড়ই খারাপ, সততা বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। পিতলকে সোনা বলে চালাবার চেষ্টা করে লোকে।'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'যত খুশি পরীক্ষা করুন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাসিড দিয়ে পরীক্ষা করা হলো মোহরগুলো। ফলাফল দেখে সন্তুষ্ট হলো পেরেইরা। বলল, 'হ্যাঁ, খাঁটি জিনিসই দিয়েছ তুমি, বন্ধু। এখন তা হলে বাকি কাজটা সেরে ফেলা যাক। ফাদার, শুরু করো।'

দু'পা এগিয়ে এল পাদ্রী ফ্রান্সিসকো। চেহারা ফ্যাকাসে, আতঙ্কিত। লোকটাকে দেখে কৌতূহল অনুভব করল লিওনার্ড, ভদ্রগোছের নিরীহ টাইপের মানুষ—এই খুনে বদমাশগুলোর সঙ্গে জুটেছে কী মনে করে?

'ডম আন্তোনিও,' নরম গলায় বলল সে। 'আমি এর প্রতিবাদ করছি। দুর্ভাগ্যের জন্য আপনাদের সঙ্গে থাকতে হচ্ছে আমাকে, এমন সব পাপ প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে, যা ভাষায় প্রকাশ করার যোগ্য নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের ওসব পাপের ভাগীদার হইনি আমি, আজও হব না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়েটাকে বিয়ে পড়িয়ে নরকে যেতে পারব না আমি।'

'কী বললি, হারামজাদা বেঈমান?' প্রচণ্ড ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল পেরেইরা। 'তোর ভাইয়ের ভাগ্য বরণ করতে চাস? প্রাণের মায়া থাকে তো কথা বাড়াসনে, এখুনি এই দুজনের বিয়ে দে। নইলে...' কথাটা শেষ করল না সে।

'বাদ দিন, সেনিয়র,' লিওনার্ড বলল। 'এই বিশ্বাসঘাতকের উপর নির্ভর করার কোনও মানে হয় না। বিয়ে-টিয়ে না করলেই বা কী এসে-যায়?'

'না, বন্ধু। ওসব চলবে না।' রাগী গলায় বলল পেরেইরা। 'অধর্ম হতে দেব না আমি। মেয়েটাকে ভোগ করো যত খুশি,

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার আগে বিয়ে করতে হবে। অ্যাই ব্যাটা পাদ্রী, বিয়ে পড়াবি কি না বল্! নইলে তোর জীবন এখানেই শেষ।' কোমর থেকে তলোয়ার বের করল দস্যুসর্দার।

ঢোঁক গিলল ফ্রান্সিসকো। 'প্রাণ দেবার মত সাহস আমার নেই। ঠিক আছে, পেরেইরা, তোমার অশুভ ইচ্ছে পূরণ করব আমি। ঈশ্বর সাক্ষী, কাজটা আমি নিজ ইচ্ছেতে করছি না। আশা করি তাঁর ক্ষমা পাব।' ফিরল লিওনার্ডের দিকে। 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, পিয়েরে, মেয়েটির কোনোরকম অসম্মান কোরো না। ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসবে তা হলে। আর জুয়ানা... আমায় ক্ষমা কোরো। ওপরঅলার উপর আস্থা রেখো, তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। এখন তা হলে আসল কাজ শুরু করা যাক। আমার একটু পানি দরকার, আর একটা আংটি।'

'এটাই নাও,' সোনার স্তূপের উপর থেকে লিওনার্ডের পারিবারিক আংটিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল পেরেইরা। 'আমার তরফ থেকে এটা তোমার উপহার, পিয়েরে!'

'ধন্যবাদ, সেনিয়র!'

গামলায় করে পানি আনা হলো, মন্ত্র পড়ে সেটাকে পবিত্র করে নিল পাদ্রী ফ্রান্সিসকো। তারপর লিওনার্ডকে ইশারা করল পাত্রীর পাশে এসে দাঁড়াতে। বারান্দা থেকে নামবার সময় জুয়ানার দিকে তাকাল লিওনার্ড। মেয়েটা একটা কথাও বলছে না, চেহারা শান্ত; কিন্তু চোখের তারায় ফুটে আছে ভয় আর আতঙ্ক।

লিওনার্ড পাশে দাঁড়াতেই কয়েকবার মুঠো করা ডান হাত মুখের কাছে নিল ও, শেষ মুহূর্তে অভ্যেসের মত পাল্টে নামিয়ে ফেলল। ওর টানাপড়েন বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লিওনার্ডের, দ্বিধাটা কখন না জানি কাটিয়ে ওঠে, সেটাই ভয়। উপায়ান্তর না দেখে চুমো খাবার ভঙ্গিতে মেয়েটার গালের কাছে মুখ নিয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ও। কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'বোকামি কোরো না, আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি। এটা স্রেফ একটা প্রহসন, এর কোনও মূল্য নেই কোথাও। স্রেফ তাল মিলিয়ে যাও। আর মনে মনে তৈরি থাকো, আমি বললেই যাতে স্লেভ-ক্যাম্পের ড্র-ব্রিজটার দিকে দৌড় দিতে পারো। ঠিক আছে?'

কথাটা বুঝতে পেরে আস্তে মাথা নোয়াল জুয়ানা।

'কী ব্যাপার, পিয়েরে?' সন্দিহান গলায় বলল পেরেইরা। 'কানাকানি কীসের?'

সোজা হয়ে হাসল লিওনার্ড। 'আমার হবু-স্ত্রীকে বলছিলাম, ওকে কতটা সুন্দর লাগছে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ফিরে রাগ আর ঘৃণা-মেশানো একটা কপট অগ্নিদৃষ্টি হানল জুয়ানা। চমৎকার অভিনয়।

শুরু হলো বিয়ে পড়ানো। পাদ্রী ফ্রান্সিসকোর গলার স্বর ভাল, ভারী। চাঁদের আলোয় তার কণ্ঠে আবৃত্তি হতে থাকা বাইবেলের শ্লোক পরিবেশটাকেই বদলে ফেলল। ঠাট্টা-মশকরায় ব্যস্ত দস্যুরাও চুপ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, নীরবে শুনতে থাকল স্রষ্টার বাণী। নিয়মমাফিক সারা হলো সব আনুষ্ঠানিকতা, অবশ্য পাদ্রীর প্রশ্নের জবাবে জুয়ানা নিরুত্তর থাকল। শেষে কন্যা-সম্প্রদান করল পেরেইরা নিজে, লিওনার্ডের হাতে তুলে দিল বন্দিনীর হাত। আংটি বদল হলো, তারপর ওদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করে আশীর্বাদ জানাল ফ্রান্সিসকো।

পুরোটা সময় স্বপ্নালুর মত কাটাল লিওনার্ড। কেন যেন মনে হচ্ছিল, সত্যিই বিয়ে করছে ওরা। বারকয়েক পাশ ফিরে মিথ্যে-কনের অপূর্ব মুখটাও দেখল প্রাণ ভরে। ব্যাপারটা সত্যি হলে খুব একটা অখুশি হতো না। আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই অবশ্য ঘোরটা কেটে গেল ওর। প্রহসনের পালা শেষ, এবার পালানোর পালা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'যাক, সব ভালয় ভালয় শেষ হলো, সেনিয়র আন্তোনিও,' বলল ও। 'এখন যদি অনুমতি দেন, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে আমি জাহাজে ফিরে যেতে চাই...'

'কী যে বলো না!' পেরেইরা বলল। 'এমন শুভ মুহূর্তে তোমাদের যেতে দিই কী করে? বাসর রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাও। সে-ব্যবস্থা করে রেখেছি আমি।'

'ধন্যবাদ, সেনিয়র। কিন্তু প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছি। জরুরি কাজ আছে আমার, জাহাজে না ফিরলেই নয়। চিন্তা করবেন না, আগামীকাল আবার আসব। আপনার স্টক থেকে বাছাই করে গোটা পঞ্চাশেক দাস কেনার ইচ্ছে আছে আমার।'

কথা বলতে বলতে চারদিকে নজর বোলাচ্ছে ও। দূরে, ঝোপঝাড়ের ওপার থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখল। তারমানে মাভুমের লোকেরা আগুন ধরাবার কাজে সফল হয়েছে। যে-কোনও সময় লাফিয়ে উঠবে শিখা। তার আগেই কেটে পড়া দরকার।

'বেশ,' বলল পেরেইরা, 'যাওয়াটা যদি জরুরি হয়, তা হলে তো জোরাজুরি করে লাভ হবে না। বিদায়, পিয়েরে!' হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন সে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ, জুয়ানার অভিশাপের কথা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না। সাদা ডাইনিটা যত দ্রুত ওঁর আস্তানা থেকে দূর হয়ে যায়, ততই মঙ্গল।

বাউ করে উল্টো ঘুরল লিওনার্ড। জুয়ানা আর অটারাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। মনে স্বস্তি, বিনা সংঘাতে কার্যসিদ্ধি করতে পেরেছে বলে। এখন কোনোমতে এই অভিশপ্ত জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে।

কিন্তু কপাল খারাপ ওর। কয়েক পা যেতেই হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল জেভিয়ার সওদাগর। বলল, 'এত কষ্ট করলাম আমি, এই সুন্দরীর কাছ থেকে একটা চুমু তো পাওনা হয়েছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নাকি?'

ছোঁ মেরে জুয়ানাকে টেনে নিল সে, কোমর জড়িয়ে চুমু খেতে গেল। পারিপার্শ্বিকতার কথা ভুলে গেল লিওনার্ড, মুঠি পাকিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি হানল লোকটার মুখে। ভয়ানক সে-আঘাতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল জেভিয়ার।

নিজেকে মুক্ত করে লিওনার্ডের পাশে এসে দাঁড়াল জুয়ানা। জেভিয়ারও আঘাত সামলে উঠে দাঁড়াল, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোমরের খাপ থেকে বের করে আনল তলোয়ার। হৈ হৈ করে উঠল দস্যুরা একটা লড়াই দেখার আশায়।

তবে ডুয়েলে নামার ইচ্ছে নেই লিওনার্ডের। এখানে দেরি করা মানেই ফাঁদে পড়া। আগুনের শিখা দেখামাত্র ওদেরকে আটক করবে পেরেইরা। সঙ্গীদের বলল, 'দৌড়াও!' তারপর শুরু করল ছুটতে।

'ব্যাটা কাপুরুষ!' চেঁচাল জেভিয়ার। 'লড়াই না করে পালিয়ে যাচ্ছে! বন্ধুরা, থামাও ওদের!'

ব্যস, মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন। হল্লা করে পলাতকদের পিছনে ছুটতে শুরু করল দস্যুরা, ওদের নেতৃত্ব দিল জেভিয়ার।

দৌড়াতে দৌড়াতে বন্দিশালার পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে গেল লিওনার্ড ও তার সঙ্গীরা। ড্র-ব্রিজটা নড়ে উঠতে দেখল, ওটা নেমে যাচ্ছে। পিছনে ছুটে আসছে রক্তের নেশায় উন্মাদ দস্যুবাহিনী। দূরত্ব বেশি নয়, ব্রিজটা অতিক্রম করে আবার সেটা তুলে ফেলার সময় পাওয়া যাবে না। ওদেরকে ঠেকাতে হবে এখানেই।

'অটার, আমার সঙ্গে থাকো,' বলল লিওনার্ড। তাকাল জুয়ানার দিকে। 'তুমি ব্রিজটা পেরিয়ে ওপারে চলে যাও। সোওয়া আর তোমার খামারের লোকজনকে পাবে। যাও!'

মাথা ঝাঁকিয়ে দৌড়ে চলে গেল জুয়ানা। তলোয়ার বের করে হামলা ঠেকাতে তৈরি হলো লিওনার্ড আর অটার। কয়েক মুহূর্ত

www.BanglaBook.org

পরেই ওদের কাছে পৌঁছে গেল ধাওয়াকারীরা। তুমুল আক্রোশ নিয়ে লিওনার্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জেভিয়ার। সরে গিয়ে লোকটার তলোয়ারের আঘাত এড়াল লিওনার্ড। আবার আঘাত করল সওদাগর। তলোয়ার উঠিয়ে আঘাতটা ঠেকাল ও।

দস্যুরা সবাই দাঁড়িয়ে গেছে। অর্ধবৃত্তাকার একটা আকৃতিতে সার বেঁধে তামাশা দেখতে শুরু করেছে তারা। সতর্ক ভঙ্গিতে তাদের দিকে তলোয়ার তাক করে রাখল অটার। দু'পক্ষের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় লড়াই করে চলেছে লিওনার্ড আর জেভিয়ার।

পাল্টা আঘাত হানছে না লিওনার্ড। শুধুই ঠেকিয়ে চলেছে আক্রমণ—একবার, দু'বার, তিনবার। চতুর্থবার প্রচণ্ড একটা কোপ মারল জেভিয়ার, তলোয়ার-তলোয়ারে ফুলকি উঠল, বিশ্রী একটা শব্দ করে ভেঙে গেল লিওনার্ডের ফলাটা।

'থামবেন না, বাস,' চেঁচিয়ে উঠল অটার। 'দুটো তলোয়ারই ভেঙে গেছে।'

চোখ তুলে তাকাল লিওনার্ড। অটারের কথাই ঠিক, ভাঙা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সওদাগর। এক মুহূর্ত পরই চেহারা বিকৃত করে ফেলে দিল ওটা, পোশাকের আড়াল থেকে বের করে আনল একটা ছুরি। ওর কাছে ছুরি নেই, কোমরে লুকানো রিভলবারটার কথাও তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল না, ভাঙা তলোয়ার নিয়েই আক্রমণ করে বসল ও।

দুই ষাঁড়ের মধ্যে যেন সংঘর্ষ ঘটল, তলোয়ারের হাতল দিয়ে জেভিয়ারের হাতে আঘাত করল লিওনার্ড। পরক্ষণেই বুঝল, ওটা দিয়ে কোনও কাজ হবে না, ফেলে দিল হাত থেকে। তবে আঘাতটাতে ক্ষণিকের জন্য অসাড় হয়ে গেছে সওদাগরের হাত, মুঠো থেকে খসে পড়ল ছুরিটা। লোকটার উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লিওনার্ড, দু'জনে গড়াগড়ি খেতে থাকল ধুলোয়—খালি হাতে যুঝছে। দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠল উল্লাসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেভিয়ার বিশালদেহী, গায়ে প্রচণ্ড জোর; কয়েকবার চেষ্টা করল প্রতিপক্ষের বুকের উপর চেপে বসতে। তবে লিওনার্ডও কম যায় না, খালি হাতের লড়াই শিখেছে ও ছেলেবেলায়, গত কয়েক বছরের পরিশ্রমী জীবনযাপনের ফলে পেশিগুলোও পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। একেক আঘাতে সওদাগরের নাক-মুখ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

মাটিতে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে আবার দু'পায়ে খাড়া হলো দুই শত্রু। শুরু হলো ঘুসোঘুসি। রক্ষণাত্মক কৌশল নিল লিওনার্ড, প্রতিপক্ষের শক্তি কমে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। যখনই বুঝল, জেভিয়ারের দম ফুরিয়ে এসেছে, তখনই একটু নিচু হয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল লোকটার পাঁজরে। হুঁক করে দম বেরিয়ে গেল জেভিয়ারের, চোখে আঁধার দেখল; আঘাতটা সামলে নেবার আগেই তাকে একটা ল্যাং মারল লিওনার্ড। ধড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিশালদেহী লোকটা। লাফ দিয়ে তার বুকের উপর চড়ে বসল লিওনার্ড। দু'হাতে চেপে ধরল গলা। তবে তেমন সুবিধে করতে পারল না, শক্ত হাতে ওর কবজি চেপে ধরে বাঁধনটা সরিয়ে ফেলল জেভিয়ার। প্রমাদ গুনল লিওনার্ড, ব্যাটা শক্তি ফিরে পাচ্ছে, বেশিক্ষণ চেপে ধরে রাখা যাবে না। আশপাশে তাকাল, আট ফুট দূরে পড়ে আছে জেভিয়ারের ছুরিটা, হাতের নাগালের বাইরে। ওটার দিকে সওদাগরেরও চোখ পড়েছে, মোচড়ামুচড়ি করে ওদিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করছে সে।

একটাই উপায় আছে লোকটাকে ঠেকাবার। ছুরির কাছে ওকে আগে পৌঁছুতে হবে। সওদাগরের বুকের উপর থেকে লাফ দিল লিওনার্ড ছুরিটার উদ্দেশে। কিন্তু সফল হলো না। খপ্ করে ওর গোড়ালি চেপে ধরল সওদাগর। ফলে ধড়াম করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল লিওনার্ড, নাক-মুখ ঠুকে গেল বিচ্ছিরিভাবে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও। সুযোগটা হাতছাড়া করল না জেভিয়ার,

www.BanglaBook.org

প্রতিপক্ষকে চিৎ করে চেপে বসল বুকের উপর। চেঁচাল, 'অ্যাই, কেউ একজন ছুরিটা আমার হাতে দাও।'

অতি-উৎসাহী কয়েকজন এগিয়ে এল, কিন্তু থমকে গেল অটারের চিৎকারে। ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে হাতের তলোয়ার নাড়ছে বামন।

'খবরদার! কেউ নাক গলালে খুন করে ফেলব।'

চাঁদের আবছা আলোয় রীতিমত একটা অপদেবতার মত লাগছে ওকে। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল অতি-উৎসাহীরা। ব্যাপারটা লক্ষ করে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়ল জেভিয়ার। দু'হাতে চেপে ধরল শত্রুর গলা। দম আটকে গেল লিওনার্ডের, মাথার ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। চোখের সামনে নেমে আসছে একটা কালো পর্দা। শেষ চেষ্টা হিসেবে প্রচণ্ড একটা ঝটকা দিল ও, তাতে তাল হারিয়ে ফেলল জেভিয়ার। কাত হয়ে পড়ে গেল লিওনার্ডের পাশে, কিন্তু গলা ছাড়েনি। গড়ান দিয়ে তার শরীরের উপর উঠে এল লিওনার্ড। ছাড়ানোর ভঙ্গিতে টান দিয়ে উপর দিকে ওঠাল মাথা, তাতে সফল না হয়ে সজোরে কপাল নামিয়ে আনল জেভিয়ারের নাকের উপর।

থ্যাচ করে নাক থেঁতলে গেল সওদাগরের। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, নিজের অজান্তেই ছেড়ে দিল লিওনার্ডের গলা, হাত দিয়ে ঢাকতে গেল মুখ। তাকে সে-সুযোগ দিল না লিওনার্ড, কপাল দিয়ে আবারও আঘাত করল জেভিয়ারের নাকের উপর। আবার চেঁচাল সওদাগর। লিওনার্ড এবার হাতে মুঠি পাকিয়ে সজোরে একটা ঘুসি মারল লোকটার কণ্ঠায়।

ওই এক আঘাতেই লড়াইটা শেষ হয়ে গেল। ঘড় ঘড় শব্দ বেরুল জেভিয়ারের গলা দিয়ে, শ্বাসনালী ভেঙে গেছে, দম নিতে পারছে না আর। লিওনার্ডের শরীরের নীচে বারকয়েক খিঁচুনি দিল সে, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে স্থির হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে তার পাশে গড়িয়ে পড়ল লিওনার্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছুটে এসে মনিবকে টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল অটার। উল্লসিত গলায় বলল, 'দারুণ দেখিয়েছেন, বাস! চমৎকার লড়াই, অস্ত্র ছাড়াই হারিয়ে দিয়েছেন শত্রুকে। দয়া করে জেগে থাকুন, একটা শুয়োর মরলেও বাকিগুলো বেঁচে আছে। বিপদ কাটেনি।'

কথাটা শুনে যেন সংবিৎ ফিরে পেল লিওনার্ড। অটারের গায়ে ভর দিয়ে সিধে হলো, তাকাল ভিড় করে থাকা দস্যুদের দিকে। চেঁচামেচি থেমে গেছে ওদের, লড়াইয়ের ফলাফল দেখে ভাষা হারিয়েছে ওরা। পিছন দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই জুয়ানাকেও দেখতে পেল। ব্রিজ পেরোয়নি মেয়েটা, দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নিচু দেয়ালটার উপরে।

'বন্ধুরা,' দস্যুদের দিকে ফিরে বলল লিওনার্ড, 'কাপুরুষ নই আমি। লড়েছি... লড়ে জিতেছি। এখন মেয়েটাকে নিয়ে চলে যেতে দাও আমাকে।'

কেউ কিছু বলল না, তার বদলে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল পাদ্রী ফ্রান্সিসকো, নিচু হয়ে পরীক্ষা করল জেভিয়ারকে। কয়েক মুহূর্ত পর হতাশ চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'চিকিৎসা করে লাভ নেই,' বলল সে। 'জেভিয়ার মারা গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ভর করল লোকগুলোর মধ্যে। জেভিয়ার ওদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানুষ ছিল, তার অকালমৃত্যু মেনে নিতে পারছে না। গালাগাল করতে করতে এগিয়ে আসতে শুরু করল তারা।

'থামো!' চেঁচাল লিওনার্ড। 'ন্যায্য লড়াই হয়েছে, আমি কোনও অন্যায় সুযোগ নিইনি। যদি নেবার ইচ্ছে থাকত, তা হলে এটাই ব্যবহার করতাম।' রিভলবারের কথা মনে পড়ে গেছে ওর, জামার ভিতর থেকে বের করে আনল ওটা।

অস্ত্রটা দেখেই থমকে গেল দস্যুরা। কী করবে বুঝতে

www.BanglaBook.org

পারছে না। তবে ওদের এই হতচকিত অবস্থা যে বেশিক্ষণ থাকবে না, তা ভালই বুঝতে পারছে লিওনার্ড। তাই তাকাল ফ্রান্সিসকোর দিকে।

'আমাকে একটু সাহায্য করুন, ফাদার,' বলল ও। 'আমার ভৃত্য বড়ই খাটো, ও আমার ভর নিতে পারছে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল পাদ্রী, লিওনার্ডকে নিজের শরীরে ভর রাখতে দিল। দস্যুদের দিকে সতর্ক নজর রেখে পায়ে পায়ে পিছাতে শুরু করল তিনজনে। কিছুদূর যেতেই ভিড় ঠেলে উদয় হলো পেরেইরা। মাটিতে পড়ে থাকা জেভিয়ারের লাশটা দেখল সে, পরমুহূর্তেই চেহারায় হিংস্রতা ফোটাল।

'ধরো ওকে!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল হলুদ শয়তান। 'আমাদের বন্ধু জেভিয়ারকে খুন করে পালিয়ে যাচ্ছে... তা হতে দেয়া যায় না। ধরো... মারো!!'

চিৎকার দিয়ে উঠল দস্যুরা ছুটে এল লিওনার্ডকে ধরতে। ঝট্ করে জামার আড়াল থেকে নিজের পিস্তল বের করল অটার, একহাতে ওটা, আর অন্যহাতে তলোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হলো শত্রুদের।

'ফাদার, আপনি এখান থেকে পালাতে চান?' জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড।

'নিশ্চয়ই! এটা একটা নরক।' জবাব দিল ফ্রান্সিসকো।

'তা হলে ব্রিজের ওপারে নিয়ে চলুন আমাকে। ওখানে গেলে মুক্তি মিলবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লিওনার্ডকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল পাদ্রী। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ওদেরকে অনুসরণ করল অটার। চোখের পলকে কয়েকজন দস্যু লুটিয়ে পড়ল, সেটা দেখে একটু পিছিয়ে গেল বাকিরা।

'দৌড়াও, জুয়ানা!' লিওনার্ড চেঁচাল। 'ওপারে চলে যাও!'

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য ইতস্তত করল মেয়েটা, তারপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘুরে দৌড় দিল।

'বেঈমানী!' ক্রুদ্ধ চিৎকার করল পেরেইরা। 'বেঈমানী করেছে কেউ! সেতুটা নামল কীভাবে?'

জবাব দিল না কেউ। হঠাৎ ভিড়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল এক তরুণ দস্যু—একেই গলা কাটার হুমকি দিয়েছিল লিওনার্ড। তলোয়ার তুলে দুঃসাহস দেখাতে গেল সে, পলাতকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। তার পথরোধ করে দাঁড়াল অটার। হালকা টোকায় শত্রুর তলোয়ারের ফলা সরিয়ে দিয়ে বল্লমের মত নিজের তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিল তার পেটে। কাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল তরুণ দস্যু।

'ব্রিজের দখল নাও!' হুকুম দিল পেরেইরা। 'খবরদার! পালাতে দিয়ো না ওদের।'

গার্ডহাউসের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অটার। 'বুড়ি, ব্রিজটা তুলে ফেলো, আমার জন্য অপেক্ষা কোরো না!' কথাটা শেষ করেই আবার হামলা ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে তখন ব্রিজে পৌঁছে গেছে লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো। ওরা পুরোপুরি পার হবার আগেই নড়তে শুরু করল কাঠের বিশাল কাঠামোটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে, গড়াতে গড়াতে চলে গেল সেতুর অপর পাশে। কয়েক মুহূর্ত নিঃসাড় পড়ে থেকে হঠাৎ সোজা হলো লিওনার্ড। আতঙ্কিত গলায় বলল, 'অটার! ও মারা পড়বে!'

লড়াই করতে করতে ততক্ষণে ব্রিজের গোড়ায় এসে গেছে বামন ভৃত্য। পিস্তলের শেষ গুলিটা খরচ করে শত্রুদের একজনকে খতম করল ও, ওদেরকে বাধ্য করল আবার পিছিয়ে যেতে। আচমকা সবাইকে অবাক করে দিয়ে লাফ দিল, উঠতে থাকা সেতুর একটা ঝুলন্ত শেকল ধরে ফেলল। ড্র-ব্রিজের পাশাপাশি উঠে যেতে শুরু করল ও-ও। হুঙ্কার ছেড়ে ওর দিকে ছুটে এল দস্যুরা। নীচ থেকে লাফ দিয়ে ওর পা আঁকড়ে ধরতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইল, কিন্তু পারল না। একজন অবশ্য সফল হলো শেকলটা ধরে ফেলতে, সেটা বেয়ে অটারের কাছে উঠে আসার চেষ্টা করল। নির্দয় এক লাথি মেরে লোকটাকে পরিখাতে ফেলে দিল বামন।

দৌড়াতে দৌড়াতে পরিখার কিনারায় এসে দাঁড়াল পেরেইরা। পশুর মত হিংস্র একটা চিৎকার করে উঠল। সেটার জবাবে খিক খিক করে হাসল অটার।

বলল, 'হলুদ শয়তান, পিছন ফিরে দেখো। আরেকটা শয়তান হাজির হয়েছে তোমার আস্তানায়। রঙটা তোমার চাইতেও হলুদ... স্বভাবে তোমার চাইতেও নিষ্ঠুর। দেখো ওর হাত থেকে বাঁচতে পারো কি না।'

বিস্ময় নিয়ে উল্টো ঘুরল পেরেইরা, দেখাদেখি তার স্যাঙ্গাৎ-রা। আর ঠিক তখুনি ভয়ানক এক গর্জন করে আস্তানার সীমানায় লাফিয়ে উঠল আগুনের লকলকে শিখা। বাতাসের তোড়ে এগিয়ে আসছে। সামনে যা পাচ্ছে, তা-ই গ্রাস করে নিচ্ছে। সম্মোহিতের মত ভয়ানক দৃশ্যটার দিকে তাকিয়ে থাকল দস্যুরা।

চোদ্দো

প্রতিশোধ

'বেঈমানী! বেঈমানী করেছে কেউ আমাদের সঙ্গে!' চেঁচিয়ে উঠল পেরেইরা। 'নলখাগড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গলা ছেড়ে হেসে উঠল শেকল ধরে ঝুলতে থাকা অটার। 'বেঈমানী ভাবছ বুঝি? কেন, তোমার কয়েদীরা এ-কাজ করতে পারে না? ওদের অনেকেই এখন মুক্ত, শয়তান। খোঁজ নিলে দেখতে পাবে, ক্যাম্পের ফটকও তালা-মারা। তোমরা কেউ আর বেরুতে পারবে না।'

আতঙ্ক ভর করল দস্যুদের মধ্যে, চুপ হয়ে গেল। তাই তো, এই সম্ভাবনাটা মাথায় খেলেনি তাদের। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল, তারপর আচমকা খেপে গেল।

'বেঁটে বদমাশটাকে খতম করে দাও! দখল নাও ব্রিজের' চেঁচিয়ে উঠল তারা।

অনেকের জন্য সেটাই শেষ চিৎকারে পরিণত হলো, কারণ হৈচৈ ছাপিয়ে পরমুহূর্তে শোনা গেল কামানের গর্জন। গার্ডহাউসের উপরে একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল, তার পিছু পিছু বিশাল এক গোলা এসে পড়ল জটলাটার মাঝে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারা পড়ল বেশ কয়েকজন দস্যু।

আহত-নিহতদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জটলাটা। পড়িমরি করে ছুটে পালাল অন্য দস্যুরা। শেকল বেয়ে ব্রিজের উপর উঠে গেল অটার, তারপর লাফ দিয়ে নামল পরিখার অপর পারে। ফ্রান্সিসকোকে সাহায্য করল লিওনার্ডের ভর নিতে।

'জলদি!' বলল লিওনার্ড। 'গার্ডহাউসের ছাতে চলো, কামানটার কাছে!'

জুয়ানা দাঁড়িয়ে আছে গার্ডহাউসের সামনে, ওকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাতে। আকাশের পটভূমিতে সোওয়াকে দেখতে পেল, কামানের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে বেশ ক'জন মুক্ত কয়েদী।

'বুড়ির টিপের প্রশংসা না করে পারছি না,' বলল অটার। 'দারুণ দেখিয়েছে!'

www.BanglaBook.org

জুয়ানাকে দেখতে পেল সোওয়া, আনন্দে একটা চিৎকার করে উঠল। কামান ফেলে ছুটে এল মালকিনের কাছে। প্রথমে জড়িয়ে ধরল, তারপর হাঁটু গেড়ে হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেতে শুরু করল।

'থামাও ওসব,' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'হাতে সময় কম। বদমাশগুলো অস্ত্র আনতে গেছে, শীঘ্রি ফিরে আসবে।' খামার-শ্রমিকদের নেতার দিকে তাকাল। 'কামানটা আবার লোড করে ফেলো, পিটার। গোলাবারুদ সব হাতের কাছে রাখো, ওগুলোই আমাদের একমাত্র সম্বল। সোওয়া, কামানের মাথাটা আরেকটু নিচু করো।'

দ্রুত প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সাজাল ও। কামান চালাবে সোওয়া, লোডিঙে সাহায্য করার জন্য পিটার-সহ আরও দু'জনকে দেয়া হলো ওর সঙ্গে। নিজেদের কাছে রাইফেল আছে দুটো, আরও দুটো পাওয়া গেল গার্ডহাউস তল্লাশি করে, ওগুলো দেয়া হলো দক্ষ দুজন শিকারীর হাতে। বাকিদের সশস্ত্র করা হলো শাবল-বল্লম, লাঠি-সোটা, ইত্যাদি দিয়ে।

একটু পরেই দস্যুদের হুঙ্কার শোনা গেল—ফিরে এসেছে ওরা। সবার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, সেই সঙ্গে আছে বড় বড় কয়েকটা কাঠের তক্তা—ওগুলো ফেলে পরিখা পার হবার মতলব এঁটেছে।

'কাভার নাও সবাই!' চেঁচাল লিওনার্ড। 'ওরা গুলি করবে!'

কথাটা শেষ হতে না হতে বৃষ্টির মত ছুটে এল তপ্ত সীসা, গার্ডহাউসের ছাত লক্ষ্য করে। মাটির বস্তা সাজিয়ে ব্যারিকেড বানানো আছে কামানের পাশে, তার পিছনে হুড়মুড় দিয়ে পড়ল সবাই। কয়েকজন অবশ্য সময়মত সরতে পারল না, তাদের একজন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, আরও দুজন হলো গুরুতর আহত। একই দশা জুয়ানারও হতে যাচ্ছিল, লিওনার্ড টান দিয়ে ওকে এনে ফেলল ব্যারিকেডের আড়ালে।

এসবের ব্যতিক্রম সোওয়া আর পিটার। কামানের পাশে

www.BanglaBook.org

অবিচল দাঁড়িয়ে আছে ওরা, যেন প্রশিক্ষিত আর্টিলারি-সৈনিক। কয়েকটা গুলি কানের পাশ দিয়ে চলে গেল প্রৌঢ়া দাসীর, একটা গুলি পিটারের হাতার ঝুল ফুটো করে বেরিয়ে গেল, কিন্তু চোখের পাতাও কাঁপল না ওদের।

ব্যারিকেডের উপর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল অটার। বলল, 'ব্যাটারা পাগল হয়ে গেছে, বাস। দেখুন না, একদম খোলা ময়দান ধরে আসছে!'

তাকাল লিওনার্ড। অটারের কথাই ঠিক, রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে দস্যুরা, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি আর কাজ করছে না। পরিখার পারের নিচু দেয়ালটার আড়াল নিয়ে এগোলে বুদ্ধিমানের কাজ করত, কিন্তু তা না করে আসছে খোলা জায়গাটা দিয়ে। তাড়াতাড়ি লক্ষ্যের কাছে পৌঁছুতে চায়। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে না, সেটা সম্ভবও নয়। কাঠের ভারী তক্তাগুলো বইবার জন্য ছোট ছোট জটলা করে এগোতে হচ্ছে ওদের।

সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না লিওনার্ড। সোওয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা নোয়াল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের দড়ি ধরে টান দিল প্রৌঢ়া দাসী। কান-ফাটানো আওয়াজ, আর চোখ-ধাঁধানো আলো নিয়ে ছুটে গেল দ্বিতীয় গোলাটা। একটা জটলার মাঝখানে গিয়ে পড়ল।

'আবার, সোওয়া, আবার!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল লিওনার্ড।

তার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। ব্যারেল খালি হতেই নতুন গোলা ভরায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পিটার ও তার দুই সহকারী। চোখের পলকে হয়ে গেল লোডিং। আবার ফায়ার করল সোওয়া। আরেকটা জটলার মাঝখানে আঘাত করল ওটা।

আগুনের ফুলঝুরির সঙ্গে মানবদেহ ছিটকাল চারপাশে—কোনোটা আস্ত, কোনোটা আবার খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থায়। মরণ-আর্তনাদ আর কোঁকানি-গোঙানিতে ভরে গেল চারপাশ। সাহস উবে গেল অবশিষ্ট দস্যুদের, তক্তা-টক্তা ফেলে

www.BanglaBook.org

চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল তারা।

'লোড করো! লোড করো!' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল অটার। 'এবার ওরা গেট ভেঙে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। যদি বেরুতে পারে আস্তানা থেকে, তা হলে বাইরে গিয়ে আমাদের জন্য ফাঁদ পাতবে!'

কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন মূল ক্যাম্পটার দিক থেকে বেরিয়ে এল একদল দস্যু, ছুটে গেল আস্তানার ফটকের দিকে। কপাল খারাপ তাদের, ওটা তালাবন্ধ: এত উঁচু যে, বেয়ে টপকানোও সম্ভব না। হতাশ চিৎকার দিয়ে আবার মূল ক্যাম্পে ফিরে গেল তারা। একটু পরেই ফিরল হাতুড়ি-বাটালি আর একটা বড় গাছের গুঁড়ি নিয়ে। গেটটা ভেঙে ফেলতে চাইছে।

কামানের ক্রু'দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অটার, টানাটানি করছে ওটার মুখ ঘোরাবার জন্য। উত্তেজনায় চেঁচাচ্ছে, 'জলদি! জলদি!! নইলে সব শেষ!!!'

'তাড়াহুড়োর ফল ভাল হয় না, বাছা,' শান্ত গলায় বলল সোওয়া। কামানের নলটা ঘুরে যেতেই ধীরেসুস্থে নিশানা ঠিক করল।

ততক্ষণে গাছের গুঁড়ি দিয়ে গেটের পাল্লায় আঘাত হানতে শুরু করেছে দস্যুরা। প্রথম কয়েকটা আঘাতে অনড় রইল ভারী তক্তা, কিন্তু এরপর বাড়ি পড়তেই মড়মড় করে উঠল। হুল্লোড় করে উঠল দস্যুরা। নতুন উদ্যমে আঘাত হেনে চলল ওরা। খানিক পরেই প্রবল শব্দে আলগা হয়ে গেল নীচদিকের কবজা। তবে এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাল্লাদুটো উপরের কবজায় ভর করে। আর কয়েকটা আঘাত দিতে পারলে হার মানবে।

সে-সুযোগ আর ওদেরকে দিল না সোওয়া। নিশানা ঠিক হয়ে যেতেই ফায়ার করল। অপূর্ব ওর তাক। গেটের সামনে ভিড় করে থাকা দস্যুরা কাতারে কাতারে খতম হয়ে গেল। গাছের গুঁড়িটা হয়ে গেল চৌচির। সঙ্গে সঙ্গে গেট ভাঙার

www.BanglaBook.org

প্রচেষ্টার ইতি টানল দস্যুরা। উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

রাইফেল নিয়ে এবার কাজে নামল লিওনার্ড, অটার আর অন্য দুই অস্ত্রধারী। ঘন ঘন গুলি ছুঁড়ে পলায়নপর শত্রুদের ঘায়েল করতে শুরু করল। একের পর এক দস্যু ভূমিশয্যা নিল, বাকিরা প্রাণপণে ছুটতে থাকল মূল ক্যাম্পের দিকে। একটু পরেই দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো। শুধুমাত্র লাশ ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না ময়দান বা তার আশপাশে।

'ওহ্ গড! দেখো, দেখো!' হঠাৎ বলে উঠল জুয়ানা। আঙুল তুলে পূর্বদিকে ইশারা করছে।

দেখার মত একটা দৃশ্যই বটে ওটা।

নলখাগড়ার বন থেকে লকলক করে উঠছে আগুনের শিখা, একেকটা বারো থেকে পনেরো ফুটের কম নয়। বাতাসের ধাক্কায় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকে—যেন হলুদ-কমলা রঙের প্রমত্তা স্রোত ওটা। আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে, একই সঙ্গে গ্রাস করে নিচ্ছে ভূমিকে।

কট্ কট্ জাতীয় বিকট শব্দে ফাটছে নলখাগড়া প্রচণ্ড উত্তাপে। বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া। শুরুতে মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল এই ধোঁয়া, এবার নাকেমুখে এসে লাগতে শুরু করল। দমবন্ধ হবার মত অবস্থা। একই সঙ্গে পোড়া নলখাগড়ার ফুলকি উড়ে আসছে বাতাসে।

'খুব শীঘ্রি ঘর আর ছাউনিগুলোতে আগুন লেগে যাবে,' বলল লিওনার্ড। 'ব্যাটারা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। তখন ওদেরকে শায়েস্তা করা যাবে।' রাইফেলধারী আর কামানের ক্রু-দেরকে তৈরি হবার নির্দেশ দিল ও।

'খাঁচাগুলোতেও তো আগুন ধরবে, বাস,' বলল অটার। 'ওগুলোকে না বাঁচালে তো এখনও যারা বন্দি আছে, তারা পুড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরবে!'

'হায় খোদা! ব্যাপারটা তো আমার মাথাতেই আসেনি। ধন্যবাদ, অটার।' ফ্রান্সিসকোর দিকে ফিরল লিওনার্ড। 'ফাদার, পুণ্য করতে চান? তা হলে কয়েকজন লোক নিয়ে চলে যান নীচে। খাঁচা থেকে যতজনকে পারেন, মুক্ত করুন। আর হ্যাঁ, বালতি-টালতি পেলে তা-ও নিয়ে যান। পরিখার পানি দিয়ে ভিজিয়ে ফেলুন আমাদের চারপাশ। আগুনটা যেন আমাদের নাগাল না পায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ফ্রান্সিসকো। কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিককে নিয়ে নেমে গেল ছাত থেকে।

লিওনার্ডের অনুমান সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। একটু পরেই আগুন ধরল ক্যাম্পের বাড়িঘর আর ছাউনিগুলোতে। অসহায় দস্যুরা বাধ্য হলো আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। কেউ কেউ আস্তানার দেয়াল টপকে পালাতে চেষ্টা করল—সফল হলো খুবই কম। বাকিরা বেরিয়ে এল বন্দিশালার সামনের খোলা জায়গায়। ধোঁয়ার মাঝে ফাঁকা পেলেই লক্ষ্যস্থির করে তাদের উপর কামান দাগল সোওয়া, রাইফেলের গুলিতেও তাদেরকে খতম করে চলল লিওনার্ড ও তার সঙ্গীরা। বিশেষ করে অটার মোটেই দয়া দেখাল না কাউকে। প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে ও। চিৎকার-চেঁচামেচি আর কান্নাকাটিতে ভরে গেল আকাশ-বাতাস, আগুনের ভয়াবহ গর্জন তো আছেই।

'ঈশ্বর! এ তো নরক!' ফুঁপিয়ে উঠে বলল জুয়ানা। লিওনার্ডের পাশে মাথা গুঁজে পড়ে আছে ও। ভয়াবহ দৃশ্যটা আর দেখার সাহস পাচ্ছে না। খুব একটা ভুল বলেনি, সত্যিই নরকে পরিণত হয়েছে ছোট্ট জায়গাটা।

ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞটা চলল অনেকক্ষণ। হলুদ শয়তানের আস্তানার প্রতিটা স্থাপনা ভেঙে পড়ল এক এক করে। দস্যুদের আর্তনাদ কমতে শুরু করল, একসময় আর শোনা গেল না

www.BanglaBook.org

কোনও কণ্ঠ। দাহ্য পদার্থের অভাবে স্তিমিত হতে থাকল আগুন, বাতাসের তোড় কমে এল। সূর্য যখন উঠল, তখন একদা-দুর্ভেদ্য আস্তানাটা বধ্যভূমি ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। চারপাশের ঘন ঝোপঝাড় পুড়ে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে ন্যাড়া মাটি, ক্যাম্পটার এখানে-সেখানে পড়ে আছে অগণিত মৃতদেহ আর জ্বলন্ত অঙ্গার। আস্তানার দেয়ালটা অবশ্য অক্ষত, সেই সঙ্গে অক্ষত রয়েছে অস্ত্রাগারটা—দুটোই ইট-পাথরে তৈরি বলে। এ ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই সেখানে।

নীরবে চারপাশে তাকাল বিজয়ীরা, তাকাল পরস্পরের দিকে। অভূতপূর্ব এক দৃশ্য দেখতে পেল ওরা কামানটার পাশে দাঁড়িয়ে—জিনিসটা দারুণ কাজে লেগেছে ওদের! সবার দেহ বারুদ আর ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেছে, কাপড়চোপড়ে আগুনে পোড়া ফুটো—উড়ে আসা ফুলকির কারণে সৃষ্টি হয়েছে। গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে লিওনার্ডের, মুখে জমাট বেঁধে আছে শুকনো রক্ত। দেহের প্রতিটা অস্থিসংযোগ অসাড় হয়ে আছে, নড়তে গেলেই ব্যথা করছে। আগুনের তাপে পুড়ে গেছে সোওয়ার চুলের একটা অংশ, হামলাকারীদের গুলিতে কপালের একটা পাশও কেটে গেছে। ফ্রান্সিসকো ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে ছাতে, তার আলখাল্লাটা পুড়ে ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেছে, কোনোমতে ঝুলছে শরীরে। আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে দু'হাত ঢেকে গেছে ফোস্কায়। জুয়ানার বহুমূল্য আরব পোশাকটারও অবস্থা করুণ, রঙ যে কোনোকালে সাদা ছিল—সেটা বোঝার আর উপায় নেই। প্রতিটা মানুষ ক্লান্ত-অবসন্ন... ব্যতিক্রম শুধু অটার। ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক খুলে ফেলে দিয়েছে সে, ঘামে চকচক করতে থাকা পেশিবহুল দেহটা নিয়ে এসে দাঁড়াল মনিবের সামনে। সম্পূর্ণ সতেজ।

'কিছু বলবে, অটার?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

'জী, বাস। আপনি অনুমতি দিলে কিছু লোক নিয়ে

www.BanglaBook.org

ক্যাম্পটায় তল্লাশি চালাতে চাই আমি। সব বদমাশ মারা পড়েছে বলে মনে হয় না, কেউ কেউ নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে। ওদেরকে খুঁজে বের করব। নইলে পরে আমাদেরই বিপদ হবে।'

'ঠিক আছে, যাও। খালিহাতে যেয়ো না, সবাইকে অস্ত্র দাও। সাবধানে তল্লাশি কোরো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল অটার। মিনিটদশেকের মধ্যেই একটা তল্লাশিদল সাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

সবাইকে নিয়ে ছাত থেকে নেমে এল লিওনার্ড। পরিখার পানি দিয়ে যদ্দূর সম্ভব শরীর ধুয়ে নিল। প্রাতকৃত্য সারল। গার্ডহাউসে প্রহরীদের জন্য রাখা রেশন পাওয়া গেল, সেটা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করল ওরা।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই ফিরে এল অটার, অক্ষত অবস্থায়। সঙ্গে কাল রাতে আগুন দিতে যাওয়া পাঁচজনের মধ্যে দুজন আছে। সবাই গন্তব্যে পৌঁছুতে পারেনি—মাংসপেশির খিঁচুনি ওঠায় একজন ডুবে মরেছে, একজনকে টেনে নিয়ে গেছে কুমির, আরেকজন জলার ভিতর চোরাকাদায় আটকা পড়ে মারা গেছে। জীবিত দু'জনকে ধন্যবাদ জানাল লিওনার্ড, ওদের কাজটাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। তারপর ফিরল অটারের দিকে।

'ক্যাম্পের খবর বলো।'

'সব মরে শেষ, বাস,' অটার জানাল। 'অল্প কিছু বদমাশ হয়তো পালাতে পেরেছে, তবে ওদেরকে নিয়ে ভাবনার কিছু দেখছি না। এই জলা বড়ই ভয়ঙ্কর, দু'দিনও টিকবে না ওরা। আর হ্যাঁ, একটা সুসংবাদও আছে। তল্লাশিতে একজনকে জ্যান্ত পেয়েছি। আসুন দেখাই।'

বামনের পিছু পিছু পরিখার অন্যপাশে গেল লিওনার্ড, ওদেরকে অনুসরণ করল বাকিরা। নিচু দেয়ালটার পাশে তল্লাশিতে যাওয়া কয়েদীরা জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে উবু হয়ে বসে আছে একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা কাছে যেতেই টান দিয়ে দাঁড় করানো হলো লোকটাকে। মুখটা তুলে ধরা হলো। চেহারাটা আর কারও নয়—স্বয়ং আন্তোনিও পেরেইরার।

'কোথায় পেয়েছ ওকে?' থমথমে গলায় জানতে চাইল লিওনার্ড।

'অস্ত্রাগারের ভিতরে, বাস। আপনার সোনাগুলো নিয়ে বসে ছিল। চারপাশে এত বন্দুক আর বারুদ ছিল, কিন্তু আত্মহত্যা করার সাহস হয়নি কাপুরুষটার।'

করুণ দশা দস্যুসর্দারের, সারা গায়ে কালিঝুলি। ক্লান্ত চেহারা, এক রাতেই যেন বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। লিওনার্ডকে দেখেও দেখল না। বিড়বিড় করে পানি খেতে চাইল।

'রক্ত দাও!' রাগী গলায় বলল এক কয়েদী। 'এতদিন তো আমাদের রক্ত চুষে খেয়েছে, এখন আবার পানি চাইছে কেন?'

এতটা নিষ্ঠুর হতে পারল না লিওনার্ড, পাশ ফিরে ফ্রান্সিসকোকে পানি আনতে বলল। এবার ওকে চিনতে পারল পেরেইরা, দু'হাত একত্র করল ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে।

'আমার কাছে ক্ষমা চেয়ো না, পেরেইরা,' কঠিন গলায় বলল লিওনার্ড। 'ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাও। তিনিই কাল রাতে সাহায্য করেছেন আমাদেরকে। নইলে ভেবে দেখো, আমাদের পক্ষে কি সম্ভব হতো তোমার এই দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে মিস রডকে উদ্ধার করা? পারতাম তোমার সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে দিতে? না, ওসব অসম্ভব ছিল আমাদের জন্য। যা করার, তা ঈশ্বরই করেছেন। এখন তোমার পরিণতিও তাঁরই হাতে।'

মাথা ঘুরিয়ে লিওনার্ডের পিছনে দাঁড়ানো জুয়ানার দিকে তাকাল পেরেইরা। 'ওদেরকে বলো, ময়না পাখি! আমি তো তোমার কোনও অসম্মান করিনি। অন্তত সে-কারণে আমার হয়ে একটু অনুরোধ করো ওদের!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হিংস্র দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকাল জুয়ানা. তারপর তাকাল নিজের পোশাকটার দিকে। গাছের কাঁটা দিয়ে কোনোমতে ছেঁড়া অংশটা আটকে রেখেছে ও। কোনও কথা বলল না, উল্টো ঘুরে সরে গেল ওখান থেকে।

'আমি কিছু বলতে পারি, বাস?' অনুমতি চাইল অটার।

'বলো,' মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড।

পেরেইরার মুখোমুখি হলো বামন। 'হলুদ শয়তান, আমার দিকে তাকা। এখনও চিনতে পারিসনি আমাকে? দশ বছর আগে আমাকে ধরেছিলি তুই, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি তোর এই আস্তানা থেকে। কী, এবার চিনেছিস? কম কষ্ট দিসনি তুই আমাকে, আজও আমার হাত-পায়ে তোর পরানো শেকলের দাগ রয়ে গেছে। দেবতাদের সাক্ষী রেখে বহুদিন আগেই আমি শপথ করেছিলাম, তোকে শাস্তি দেব। আজ সে-সুযোগ পেয়েছি। কীসের ক্ষমা? চারদিকে তাকিয়ে দ্যাখ্, কারও চোখে কোনও ক্ষমা দেখতে পাচ্ছিস? পাবি কী করে? আমাদের চোখের সামনে আমাদের বাপ-মা-ভাই-বোনকে খুন করেছিস তুই। ছোট বাচ্চাদেরও রেহাই দিসনি। মানুষ ভাবিসনি আমাদেরকে, ভেবেছিস পণ্য! যাকেই মনে করেছিস বেচতে পারবি না, তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছিস যমের দুয়ারে। কী ভেবেছিলি... কোনোদিন এর শাস্তি পেতে হবে না তোকে? ভুল করেছিস, মহা-ভুল! এর প্রায়শ্চিত্ত এখন করতে হবে তোকে। আমার মনিব মাফ করলেও আমরা মাফ করব না তোকে। শাস্তি দেব... কঠিন শাস্তি!'

হৈ হৈ করে ওর সুরে সুর মেলাল ভিড় করে থাকা কালোরা।

লিওনার্ডের দিকে ফিরল অটার। 'বাস, একটা অনুরোধ করব আপনাকে। ওর বিচার করতে দিন। আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে ও, বিচারটাও তাই আমাদের নিয়মেই করব। রক্তের বদলে রক্ত নেব আমরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিওনার্ড জবাব দেয়ার আগেই চেঁচিয়ে উঠল পেরেইরা। 'না! ঈশ্বরের দোহাই! ওদের হাতে তুলে দিয়ো না আমাকে। পিয়েরে... বা যা-ই নাম হোক তোমার, দয়া করো। যা-খুশি করো, কিন্তু এই অসভ্যদের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে।'

'দুঃখিত, পেরেইরা,' শান্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'ওদের দাবীটা অন্যায্য নয়। যাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছ, তাদের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে।'

আর্তনাদ করে উঠল পেরেইরা। বিজয়ীর ভঙ্গিতে অটার তার কলার চেপে ধরতেই আচমকা চোখ উল্টে ফেলল। বামনের বাঁধনের ভিতর নিথর হয়ে গেল সে। আতঙ্কে হার্ট-অ্যাটাক করেছে। মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

চেহারা বিকৃত হয়ে গেল অটারের। যেন মস্ত একটা প্রতারণা করা হয়েছে ওর সঙ্গে। প্রতিশোধের তৃপ্তি থেকে ওকে বঞ্চিত করেছেন ওপরঅলা। মাথা নাড়ল ও। 'দেবতারা আমার সুখ চাইছেন না বোধহয়। বদমাশটাকে এভাবে কেড়ে নিয়ে গেলেন? কী আর করা, অন্তত এই শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পেলাম আমরা—এটাই সান্ত্বনা।'

'লাশটা সরাও,' বলল লিওনার্ড। বীভৎস চেহারাটা আর দেখতে ইচ্ছে করছে না ওর। 'অটার, লোকজনকে একত্র করো। ক্যাম্প থেকে অস্ত্রশস্ত্র আর খাবারদাবার উদ্ধার করো, যতটুকু সম্ভব। সবকিছু গুছিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পনেরো

পূর্বভঙ্গ

যেখানে নৌকাগুলো লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল লিওনার্ড আর অটার, তার পাশের খোলা জায়গাটাতে ক্যাম্প করল ওরা বিকেলবেলায়। ক্যাম্প খাটানো হতেই আরেকটা কাজে নেমে পড়ল লিওনার্ড। পালা করে নৌকাগুলোতে পাঠিয়ে দিতে শুরু করল মুক্তি পাওয়া দাসদেরকে। এত লোকজন সঙ্গে নিয়ে এগোনো সম্ভব নয়, ইতোমধ্যে ঠিক করা হয়েছে—জলা পার করে কিছু আবারদাবার-সহ সবাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। কালোরা নিজ চেষ্টায় ফিরে যাবে যার যার গাঁয়ে। অভিযাত্রীদের সঙ্গে যাবে শুধুমাত্র মাভুমের লোকেরা।

সারারাত চলল যাত্রী আনা-নেয়া। পরদিন ভোর নাগাদ পাঠানো হলো শেষ ট্রিপটা। পিটারের নেতৃত্বে নৌকাগুলোকে রওনা করিয়ে দিয়ে লিওনার্ডের কাছে এসে রিপোর্ট দিল অটার। বলল, 'ওরা সবাই চলে গেছে, বাস। আমাদের দায়িত্ব শেষ। এবার সত্যিকার হলুদ শয়তান... মানে সোনার খোঁজে বেরুতে পারি আমরা।'

'সোনা নয়, অটার; রত্ন... দামি পাথর!' শুধরে দিল লিওনার্ড। 'রত্নের খোঁজে বেরুব আমরা। মানে... সোওয়া যদি তার কথা রাখে আর কী! তবে ওসবের দেরি আছে। আগে ম্যাম্বেজির পারে ওদের খামারে যেতে হবে আমাদের, ওখানকার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। দেখতে হবে, মিস্টার রডের কোনও খবর আছে কি না।'

'হুম,' মাথা ঝাঁকাল বামন। 'যদি এখনও না ফিরে থাকেন ভদ্রলোক? সাদা মেয়েটা নিশ্চয়ই বাবার খোঁজে বেরুতে চাইবে? তখন আমরা কী করব?'

'যখনকারটা তখন ভাবা যাবে।'

'বাস, মেয়েটা কিন্তু বড্ড অহংকারী! সারাক্ষণ মাথা উঁচু করে রাখে। আমাদের সঙ্গে বলতে গেলে কথাই বলে না!'

'অহংকার না, গর্ব বলতে পারো। অনেকে হয় এরকম। এতে দোষের কিছু দেখি না।'

'গর্বটা কীসের? রূপের? খুব সুন্দরী কিন্তু, বাস। আমার জীবনে এত সুন্দর মেয়ে দেখিনি।'

হাসল লিওনার্ড। 'হ্যাঁ, সুন্দরী তো বটেই। তবে সে-কারণে গর্ব আছে বলে মনে হয় না।'

'তা হলে? এমন রস-কষহীন হবার কারণটা কী? এতকিছু করেছেন আপনি... কই, এখন পর্যন্ত একবারও তো ধন্যবাদ দিল না।'

'ধন্যবাদ দিয়ে হয়তো খাটো করতে চাইছে না...'

'স্বামীকে ধন্যবাদ দিলে বুঝি খাটো করা হয়?' বাধা দিয়ে বলল অটার।

ভুরু কুঁচকে গেল লিওনার্ডের। 'কী বললে?'

'বলছি যে,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অটার, 'ওকে কিনেছেন আপনি—ওটা আমাদের প্রথা। তারপর আবার আপনাদের প্রথায় বিয়েও করেছেন। এরপরও যদি ও আপনার স্ত্রী না হয়, তা হলে কীভাবে হবে—সেটা আমার জানা নেই।'

'ফালতু কথা বন্ধ করো তো, অটার!' রাগী গলায় ধমক দিল লিওনার্ড। 'খবরদার! আর কখনও যেন তোমার মুখে এ-বিষয়ক কোনও কথা না শুনি। ওটা স্রেফ একটা নাটক ছিল... আর কিছু

www.BanglaBook.org

না।'

'আপনি না চাইলে বলব না,' অটার বলল। 'তবে যা বলেছি, সেটা মন থেকেই বলেছি। আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন, বুঝতে পারছি না। মেয়েটা আপনার স্ত্রী হলে ক্ষতি কী? সুন্দরী, বুদ্ধিমতী... এমন পাত্রী তো সহজে পাওয়া যায় না।'

'থামবে তুমি?'

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করল অটার। 'আপনি বরং গোসল করে আসুন, বাস। ভাল লাগবে।'

পরামর্শটা গ্রহণ করল লিওনার্ড। গোসল সারল নদীর পানিতে। দেহ-মনের অবসাদ যেন চোখের পলকে কেটে গেল তাতে। ব্যথা-বেদনা, বা আড়ষ্টতা আছে বটে, তবে সেটা অসহনীয় নয়। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাওয়ায় আসলেই ভাল লাগতে শুরু করল ওর। দস্যুদের ময়লা ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে নিজের পরিষ্কার এক সেট পোশাক পরল, তাঁবু থেকে যখন বেরিয়ে এল, তখন পাক্কা ভদ্রলোকের মত লাগল নিজেকে। নদীর ধারে ঘুরতে যাবে ভাবল, কিন্তু কয়েক পা যেতেই মুখোমুখি হয়ে গেল জুয়ানার—মুখ-হাত ধুয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসছিল ও।

লিওনার্ডকে দেখেই থমকে গেল জুয়ানা। আরব দস্যুদের ফেলে যাওয়া একটা পরিষ্কার আলখাল্লা পরেছে ও—ঢোলঢাল করছিল বলে কোমরের অংশে একটা ওড়না পেঁচিয়ে বেল্টের মত বেঁধেছে। সাদাসিধে পোশাক, মুখেও কোনও সাজসজ্জা নেই, তারপরও ভোরের আলোয় ওকে অপূর্ব লাগছে। দুর্বলতা অনুভব করল লিওনার্ড। কী বলবে ভেবে পেল না। জুয়ানাও মুগ্ধ চোখে দেখছে ওকে। লম্বা-চওড়া অবয়বটাতে পৌরুষের দীপ্তি, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঢাকা কঠিন মুখ, তারপরও চোখদুটো অত্যন্ত মায়াময়। হঠাৎ কেন যেন লজ্জা পেয়ে গেল ও, তাড়াতাড়ি দৃষ্টি নামিয়ে ফেলল।

www.BanglaBook.org

মৃদু গলায় বলল, 'সুপ্রভাত। আশা করি ভাল ঘুম হয়েছে আপনার?'

'আট ঘণ্টা মড়ার মত পড়ে ছিলাম,' হাসল লিওনার্ড। 'কীভাবে সময়টা কেটে গেছে, টেরই পাইনি।'

'খবর সব ভাল তো?'

'হ্যাঁ। বন্দি লোকজন সব চলে গেছে ইতোমধ্যে। বিপদের কোনও আশঙ্কাও করছি না।'

'তা হলে তো ভালই।' কুয়াশা-মানবদের গল্প আর চুক্তির প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে ইতোমধ্যে সোওয়া ওকে লিওনার্ডের সঙ্গে পরিচয় থেকে শুরু করে সব ঘটনা জানিয়েছে। দুঃসাহসী এই যুবকের সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়নি, সেটা মনে পড়ে যেতেই অপ্রস্তুত বোধ করল। 'ইয়ে... আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব...' বলতে বলতে আঙুলে পরানো আংটিটার উপর নজর পড়ল ওর। 'ওফফো, আপনার আংটিটা তো রয়ে গেছে আমার কাছে। দাঁড়ান, এখুনি খুলে দিচ্ছি...'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মিস রড,' গম্ভীর গলায় বলল লিওনার্ড। 'অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। সেটার স্মারক হিসেবে আংটিটা নাহয় আপনার কাছেই থাক।'

মাথা নাড়ল জুয়ানা। জিনিসটা একটা লজ্জাজনক ঘটনার স্মৃতি—যতক্ষণ আঙুলে থাকবে, ততক্ষণ সেই মিথ্যে বিয়ের কলঙ্ক তাড়া করে ফিরবে ওকে। কিন্তু খুলতে গিয়েই কেমন যেন একটা দ্বিধা ভর করল ওর মাঝে, মনের সায় পাচ্ছে না। তাও বলল, 'আপনার অনেক দয়া, মি. অট্রাম। কিন্তু এটা তো আপনার পারিবারিক আংটি, আমার মত একজন অচেনার হাতে তুলে দেবেন?'

'হ্যাঁ, এটা আমার পারিবারিক আংটি, মিস রড। ভাল করে দেখলে ওটায় আমাদের প্রতীক আর মূলমন্ত্রটাও পাবেন। তবু আমি ওটা আপনার মত একজন *অচেনা*-কে দিতে চাই, যদিও

www.BanglaBook.org

আমাদের সম্পর্কটাকে এরচেয়ে ভাল বিশেষণে আপনি ভূষিত করতে পারছেন না।' একটু শ্লেষ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে।

'আমি দেখেছি আংটিটা,' বলল জুয়ানা। হাতের মধ্যে ঘোরাল ওটা, আবার আনল চোখের সামনে। নিখাদ সোনায় তৈরি, উপরে খোদাই করে আঁকা হয়েছে অট্রামদের প্রতীক—হাতে ধরা একটা খোলা তরবারী, নীচে রয়েছে মূলমন্ত্রটা। 'লেখাটার শেষ অংশটা অনেকটাই মুছে গেছে। ঘর, সম্মান এবং... বাকিটা কী?'

'হৃদয়ের জন্য,' লিওনার্ড বলল।

কথাটা শুনেই মুখে রক্ত জমল জুয়ানার। অপ্রস্তুত ভাবটা কোনোমতে সামলে বলল, 'ঠিক আছে, মি. অট্রাম, আমাদের অভিযানের স্মৃতি হিসেবে এটা আমি পরব... মানে, আপনি ফেরত না চাওয়া পর্যন্ত।' হাত নামাল ও। 'তবে অভিযানের ওই অংশটা আমি মনে রাখতে চাই না, আপনিও ওটা নিয়ে উচ্চবাচ্য না করলে খুব খুশি হব।'

'বিয়েটার কথা বলছেন?'

'বিয়ে না, মি. অট্রাম। আমি একটা জঘন্য তামাশার কথা বলছি, যাতে আমরা উপায়ান্তর না দেখে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।' একটু রোষ ফুটল ওর গলায়। 'ওই বিচ্ছিরি ঘটনাটা আমার জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক, আর কখনও ওর কথা শুনতে চাই না। আপনি নিজে, সেই সঙ্গে আপনার বামন চাকরটার যদি মুখ বন্ধ রাখতে পারেন, তা হলে আমিও ফাদার ফ্রান্সিসকোকে সামলে নেব। আসুন ঘটনাটা ভুলে যাই আমরা।'

'নিশ্চয়ই!' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিওনার্ড। 'তবে অমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাওয়া সত্যিই কঠিন হবে। চিন্তা করবেন না, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। বাদ দিন ওসব, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারতে আপত্তি আছে?'

'জী না,' মাথা নাড়ল জুয়ানা। 'আপনি যান; আমি আসছি।'

www.BanglaBook.org

উদ্ধারকর্তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ও। পিছন থেকে একটু অবাক হয়ে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল লিওনার্ড। পাদ্রীর উপর মেয়েটার নিয়ন্ত্রণ কীসের, তা বুঝতে পারছে না। কীভাবে লোকটার মুখ বন্ধ করাবে? কাঁধ ঝাঁকাল, সময় হলেই সব জানা যাবে। একটা ব্যাপার অবশ্য ঠিক, অনিন্দ্যসুন্দরী জুয়ানা রড়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে ও। শুধু সৌন্দর্য নয়, মেয়েটার ভিতর এক ধরনের আভিজাত্য এবং দৃঢ়তা আছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না। আফ্রিকার এই অন্ধকার কোণে বড় হবার পরও একজন সম্ভ্রান্ত নারীর গুণাবলী ঠিকই অর্জন করেছে, ব্যাপারটা কম বিস্ময়কর নয়।

ক্যাম্পের মাঝখানে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার চারপাশে ব্রেকফাস্ট সারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে খানিক পরে পৌঁছে জুয়ানা আর ফ্রান্সিসকোকে নিচু গলায় কথা বলতে দেখল লিওনার্ড। অন্তরঙ্গ আলাপ চলছে, নিজের অজান্তেই ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল—জুয়ানার সঙ্গে পাদ্রীটার এত মাখামাখি কীসের? গলা খাঁকারি দিয়ে আলোচনাটাতে বিরতি ঘটাল ও, তারপর কাঠখোট্টাভাবে বলল, 'ফাদার ফ্রান্সিসকো, আপনি এখনও আমাদের ক্যাম্পে কী করছেন, জানতে পারি? এখানে শুধু মিস রড়ের লোকজনের থাকার কথা, বাকিদের তো নৌকায় করে পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি যাননি কেন?'

'আমার উপস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না?' করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল ফ্রান্সিসকো।

'জী না,' রূঢ় গলায় বলল লিওনার্ড। 'মানছি, আপনি আমাদের পক্ষে কাজ করেছেন। কিন্তু ছিলেন তো শুরুতে পেরেইরার দলে। পিঠ বাঁচানোর জন্য যে দল পাল্টাননি, সেটা বুঝব কী করে?'

'আপনার সন্দেহটা অমূলক কিংবা অন্যায় নয়,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'কিন্তু দয়া করে ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিন। পেরেইরার দলে আমি নিজের ইচ্ছাতে যোগ দিইনি, দিতে বাধ্য হয়েছিলাম... আমার ভাইয়ের কারণে। একটা মিথ্যে মামলায় ফেঁসে গিয়ে পর্তুগাল থেকে পালিয়ে আসে ও, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের দলে যোগ দেয়। ওকে খুঁজতে খুঁজতে আমিও এসে পড়ি এখানে। পাদ্রী হওয়ায় ছোটখাট রোগের চিকিৎসা জানি, মানুষকে সাহসও জোগাতে পারি, তাই পেরেইরা আমাকে দলে টেনে নেয়। ভাইয়ের মত পাল্টাতে সমর্থ হই আমি, তারপর দুজনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু পেরেইরা আমাদেরকে ধরে ফেলে। আমার ভাইকে খুন করে আমাকে ওর হয়ে কাজ করতে বাধ্য করছিল। আমি ওদের দীক্ষা দিয়েছি, মি. অট্রাম, চিকিৎসা করেছি; কিন্তু বিশ্বাস করুন, একটা মন্দ কাজেও সাহায্য করিনি। এখন একটু দয়া করুন, আমার আসলে যাবার কোনও জায়গা নেই। অনুমতি দিলে আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকতে চাই।'

লোকটার কথা শুনে একটু মায়া হলো লিওনার্ডের। তাই নরম গলায় বলল, 'ঠিক আছে, থাকতে পারেন আপনি। কিন্তু আপনার উপর আমার চোখ থাকবে, ফাদার। যদি বিশ্বাসঘাতকতার সামান্যতম আভাসও পাই, তা হলে খুব খারাপ পরিণতি হবে আপনার।'

'এভাবে বলার প্রয়োজন নেই, মি. অট্রাম,' ফ্রান্সিসকোর পক্ষ নিল জুয়ানা। 'ফাদারের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। বন্দি অবস্থায় ওঁর সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে টিকে থাকা খুব কঠিন হয়ে যেত।'

'বেশ, আপনার আস্থা থাকলে আমি আর কিছু বলতে চাই না,' লিওনার্ড বলল। 'ওঁকে আমার চেয়ে ভালভাবে চেনার সুযোগ পেয়েছেন আপনি।' ঈর্ষার দংশন আবার অনুভব করল ও। পাদ্রীর হয়ে তরফদারি করছে মেয়েটা... ও নিজে কি কম করেছে জুয়ানাকে উদ্ধার করতে? কই, সেটা নিয়ে কিছু বলছে না

www.BanglaBook.org

কেন?

যা হোক, প্রসঙ্গটা এরপর চাপা পড়ে গেল। নীরবে নাশতা সারল সবাই। কয়েকটা নৌকা রেখে দেয়া হয়েছিল ওদের জন্য, খাওয়াদাওয়ার পর ক্যাম্প গুটিয়ে সেগুলোতে চড়ে রওনা হয়ে গেল ওরা; মাভুমের খামার-কর্মী আর অভিযাত্রীরা সহ প্রায় ষাটজন মানুষ, জলার আঁকাবাঁকা পথ ধরে ফিরতি যাত্রা শুরু করল। সন্ধে নাগাদ ছোট্ট দ্বীপটা পেরুল ওরা, যেখানে দস্যুদের প্রথম দলটাকে আটকে রেখে গিয়েছিল। তবে ওখানে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বদমাশগুলো পালিয়েছে, নাকি নদীতে নেমে কুমিরের পেটে গেছে—কে জানে!

এক ঘণ্টা পর নদীর পাশের একটা ফাঁকা জায়গাতে আবার ক্যাম্প করা হলো। আগুন জ্বেলে রান্না করা হলো রাতের খাবার। খেতে খেতে বন্দিদশার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা সহযাত্রীদেরকে শোনাল জুয়ানা। জানাল, কীভাবে হলুদ শয়তানের আস্তানায় যাবার পথে সবার চোখ এড়িয়ে বাইবেলের একটা করে ছেঁড়া পাতা গেঁথে দিয়ে গেছে নলখাগড়ার গায়ে, যাতে পরে ওর বাবা ওকে উদ্ধার করতে এলে পথ চিনতে পারে।

'সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন,' কাহিনির উপসংহারে বলল ও। 'বিশেষ করে যেভাবে একটা বিয়ের নাটক দিয়ে ওটা শেষ হলো, তাতে ব্যাপারটা ভুলে যেতে পারলেই খুশি হব।'

এতক্ষণ চুপ করে গল্প শুনছিল ফ্রান্সিসকো, জুয়ানার কথা শেষ হতেই মুখ খুলল। বলল, 'কিছু মনে করবেন না, সেনিয়রা, তবে আপনাকে জানিয়ে দেয়া কর্তব্য মনে করছি—যেটাকে আপনি নাটক বলে আখ্যা দিচ্ছেন, সেটা... মানে বিয়েটা কিন্তু মোটেই মিথ্যে ছিল না। আমি পরিচালনা করেছি ওটা, তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি—ধর্মমতেই করা হয়েছে সব। ঈশ্বরের

www.BanglaBook.org

চোখে এখন আপনি আর মি. অট্রাম স্বামী-স্ত্রী; থাকবেন মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত... যদি না স্বয়ং পোপ বিয়েটার কার্যকারিতা প্রত্যাহার করেন। একমাত্র তাঁর হাতেই রয়েছে পবিত্র এ-বন্ধন ছিন্ন করবার ক্ষমতা।'

'অর্বাচীনের মত কথা বলবেন না, ফাদার,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল লিওনার্ড। 'ধর্মমতে হয়েছে মানে? আমি প্রোটেস্ট্যান্ট, আর মিস রড হচ্ছেন ক্যাথলিক। ধর্মই তো ভিন্ন আমাদের। তা ছাড়া বিয়েতে কারও সম্মতিও ছিল না, স্রেফ পালানোর পরিকল্পনাটা সফল করার জন্য অভিনয় করেছি আমরা।'

'কোন পরিস্থিতিতে আপনারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, সেটা দেখা চার্চের দায়িত্ব নয়,' শান্ত গলায় বলল ফ্রান্সিসকো। 'বিয়ে যে করেছেন, সেটাই বড় কথা। ধর্মের পার্থক্যটাও বড় কোনও বিষয় নয়। বিনা-প্রতিবাদে, ক্যাথলিক নিয়মে, একজন স্বীকৃত পাদ্রীর সামনে অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হয়েছে। আইনের চোখে... ধর্মের চোখে এখন আপনারা বিবাহিত। এই সত্য পাল্টানো যাবে না।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জুয়ানা। রাগে চোখ জ্বলছে। 'এসব কথাবার্তা শুনতে বাধ্য নই আমি। খবরদার, ফাদার ফ্রান্সিসকো, আর কখনও এ-নিয়ে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই না। তা হলে আপনার সঙ্গে আর কথাই বলব না আমি। বিয়েটা শুরু হবার আগে মি. অট্রাম আমার কানে কানে বলেছিলেন—ব্যাপারটা মিথ্যা। আমি যেন তাল দিয়ে যাই। আমি সরল মনে সেটা বিশ্বাস করেছি, অভিনয় করেছি। তখন যদি আমাকে আসল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা হতো, তা হলে কিছুতেই রাজি হতাম না। আমার কাছে বিষ ছিল, ওটা গলায় ঢেলে দিতাম। এখন আপনি এসব কী শোনাচ্ছেন? তা হলে কি আপনারা আমার সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন? আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন?'

www.BanglaBook.org

'শান্ত হোন, সেনিয়রা,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'উত্তেজিত হবেন না। মি. অট্রাম আর আমি যা করেছি, সেটা স্রেফ পরিস্থিতির কারণে।'

লিওনার্ডও মুখ খুলতে বাধ্য হলো। বলল, 'শুনুন, মিস রড, ফাদারের কথা আমিও মানতে পারছি না। তারপরও বলতে বাধ্য হচ্ছি, যদি কথাটা সত্যিই হয়, সেটা আপনার চেয়ে আমার জন্যও কম কষ্টকর নয়। কীসের ধোঁকা? আপনার কি ধারণা, মাত্র পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে আপনাকে বিয়ে করতে উতলা হয়ে পড়েছিলাম আমি? নিশ্চিত থাকুন, বিয়ে-শাদীর মতলবে আপনাকে আমি উদ্ধার করিনি। এর পিছনে আরও বড় একটা কারণ আছে।'

'কী সেই কারণ?' সরোষে জানতে চাইল জুয়ানা।

'বলছি। শুরুতেই জানিয়ে দিই, নিজেকে আমি মহৎ বলে দাবি করি না। নিতান্তই এক দরিদ্র অভিযাত্রী আমি, আফ্রিকাতে এসেছি-ই বড়লোক হতে। তাই আপনার এই দাসী...' সোওয়াকে দেখাল লিওনার্ড, 'যখন এসে তার মালকিনকে উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করল... তার বিনিময়ে ধনরত্নের এক বিরাট ভাণ্ডার আমার হাতে তুলে দেবে বলে কথা দিল, তখন আর চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। আপনাকে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করেছি ধনরত্নের আশায়, বিয়ে করার জন্য নয়। বুঝলেন?'

'কীসের কথা বলছেন... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' ভুরু কোঁচকাল জুয়ানা।

'আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে সোওয়ার, ওটা পড়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।' ব্যাগ থেকে প্রার্থনার বইটা বের করে দিল লিওনার্ড।

পাতা উল্টাল জুয়ানা। প্রথম পৃষ্ঠাতে লেখা: *প্রিয়তম লিওনার্ডকে—জেন বিচ।* ওটা দেখে মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক

www.BanglaBook.org

হয়ে গেল জুয়ানা—জেন বিচ কে? লিওনার্ডকে প্রিয়তম বলছে কেন? নিজের অজান্তেই ঈর্ষা ভর করল ওর ভিতর।

'পাতা উল্টান,' বলল লিওনার্ড। 'চুক্তিটা উল্টোপাশে।'

উল্টাল জুয়ানা। লণ্ঠনের আলোয় গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ল ওটা। তারপর তাকাল নিজের দাসীর দিকে।

'সোওয়া, এদিকে এসো,' বলল ও। 'আমাকে বলো, কুয়াশা-মানবের দেশ আর রত্ন-পাথরের এসব আজগুবি গল্পের মানেটা কী?'

'মালকিন, এসব আজগুবি গল্প নয়,' জুয়ানার মুখোমুখি বসে বলল সোওয়া। 'ছোটবেলায় আপনাকে একটা ভাষা শিখিয়েছিলাম আমি, মনে আছে? ওটা আমাদের... মানে, কুয়াশা-মানবদের ভাষা। সত্যিই ওদের অস্তিত্ব আছে। আমি ব্যাপারটা আপনার আর মাভুমের কাছ থেকে গোপন রেখেছি এত বছর; কারণ আমার ভয় হচ্ছিল, রত্নের খবর শুনলে সেগুলো উদ্ধারের আশায় অভিযানে বেরুবেন আপনার বাবা, তাতে নির্ঘাত মারা পড়বেন!'

'আমাকে খুলে বলো সব।'

লিওনার্ড আর অটারকে শোনানো গল্পটা আবার খুলে বলল সোওয়া। শেষে যোগ করল, 'এই সাদা মানুষকে আমি গল্পটা শুনিয়েছি বাধ্য হয়ে, নইলে তিনি আপনাকে উদ্ধার করতে যেতেন না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলুদ শয়তানের আস্তানায় হানা দিতেন না।'

'তার মানে কি তুমি সত্যিই ওকে কুয়াশা-মানবদের দেশে নিয়ে যাবে? আমাকেই বা এর মাঝে টেনেছ কেন?'

'আপনি ছাড়া ওখানে গিয়ে রত্ন-উদ্ধার সফল হওয়া সম্ভব নয়, মালকিন। তবে এতে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই আপনার। আরেকজন আপনার হয়ে কী কথা দিয়েছে না-দিয়েছে, তাতে কী এসে-যায়? এখন আপনি মুক্ত, কোথায় যাবেন না-যাবেন, সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার ব্যাপার। চুক্তিটা নিয়ে ও তো আর আদালতে যেতে পারবে না, ওখানে এ-জিনিস টিকবে না। যদি চান, এই যুবককে তার প্রতিদান ছাড়াই বিদায় করে দিতে পারেন। এক হিসেবে সেটা ওর জন্যে মঙ্গলই হবে। কুয়াশা-মানবদের রত্নের লোভে ও হয়তো মারা পড়বে—সে-সম্ভাবনাই বেশি। আপনি ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন।'

মনটা তিক্ততায় ভরে গেল লিওনার্ডের। কী বলছে এই প্রৌঢ়া দাসী? সত্যি সত্যি ধোঁকা দেবে নাকি ওকে?

অটারও খেপে গেছে। 'হারামজাদীর কথা শুনেছেন, বাস? ইচ্ছে করছে ঘাড়টা ধরে মটকে দিই।'

কিছু বলল না লিওনার্ড, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জুয়ানার দিকে। দেখা যাক, মেয়েটা কী সিদ্ধান্ত নেয়।

কয়েক মিনিট মাথা নিচু করে চিন্তা করল জুয়ানা, তারপর তাকাল উদ্ধারকর্তার দিকে। বলল, 'আপনি আমার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছেন, মি. অট্রাম। আপনাকে আমি রূপকথার রাজপুত্র মনে করেছিলাম—ভেবেছিলাম নিজের জীবন বিপন্ন করে নিঃস্বার্থভাবে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন। এখন দেখছি ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। অসহায় একটা মেয়েকে সাহায্য করবার পিছনে স্রেফ বৈষয়িক লোভ কাজ করেছে আপনার মধ্যে, আর কিছু নয়। খুব কষ্ট পেয়েছি আমি। তবে তার মানে এই নয় যে, আপনার স্বপ্নও ভেঙে দেব আমি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবার শিক্ষা পাইনি আমি, হোক সেটা আমার হয়ে অন্য কেউ দিয়েছে। উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক, আমাকে উদ্ধার করবার জন্য কষ্ট তো করেছেন আপনি, সেটার প্রতিদান না দিলে নিজের চোখেই দোষী হয়ে থাকব। বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করব, মি. অট্রাম। আপনি যেভাবে ঝুঁকি নিয়েছেন, আমিও সেভাবে ঝুঁকি নেব। আপনার ঋণ শোধ করে আমি দায়মুক্ত হতে চাই। যাতে আর কোনোদিন আপনার মত একটা মানুষ কোনও ধরনের দাবি নিয়ে আমার

www.BanglaBook.org

সামনে দাঁড়াতে না পারে।'

'ব্যাপারটা আপনি এভাবে নিয়েছেন জেনে কষ্ট পেলাম,' শুকনো গলায় বলল লিওনার্ড। 'টাকার প্রয়োজন আমার ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিই আমি। সোওয়া নিজ থেকেই ওই ধনরত্নের কথা বলেছে, বিশ্বাস না হলে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সত্যি বলতে কী, ওই চুক্তি না হলেও আমি আপনাকে উদ্ধার করতে যেতাম। দুঃখের বিষয়, সেটা প্রমাণের কোনও উপায় নেই এখন।'

কথাটা জুয়ানার উপর কতটুকু প্রভাব ফেলল, বোঝা গেল না। উঠে দাঁড়াল ও। দাসীকে ডেকে বলল, 'সোওয়া, এসো। তাঁবুতে চলো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার। খুব বাজে একটা পরিস্থিতিতে আমাকে ফেলে দিয়েছ তুমি, এর জন্য কক্ষনো তোমাকে ক্ষমা করব না। চলো এখন, আমাকে খুলে বলো—কুয়াশা-মানবদের ওই গুপ্তধন তুমি কীভাবে উদ্ধার করবে বলে ঠিক করেছ।'

ষোলো

ভুল বোঝাবুঝি

সে-রাতের উত্তপ্ত বাদানুবাদের পর বেশ কয়েকদিন তিক্ততা বিরাজ করল লিওনার্ড আর জুয়ানার মধ্যে। তবে দুর্গম পথে চলতে গিয়ে একে অন্যকে এড়াতে পারল না ওরা, মেলামেশা করতে করতে কয়েকদিন পর সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ-কথা ঠিক, পরস্পরের প্রতি দুজনেরই যথেষ্ট অভিযোগ আছে, আবার পুরো ব্যাপারটায় নিজেদের ভূমিকা নিয়েও কম লজ্জিত নয় ওরা। লিওনার্ড অনুতপ্ত সোওয়ার সঙ্গে অমন একটা চুক্তি করায়; আবার নিজের আচরণেও অসঙ্গতি টের পেয়েছে জুয়ানা। ওর অহমিকায় আঘাত লেগেছে লিওনার্ডের কথাবার্তায়, কিন্তু এটাও ভাবতে হবে—বেচারা একজন ভাগ্যান্বেষী, যদি একটা কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক চেয়ে বসে, সেটা দোষের কিছু নয়। নিশ্চয়ই প্রার্থনার বইয়ে লেখা মহিলাটির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে।

ভিতরে ভিতরে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে জুয়ানা—কে এই জেন বিচ? লিওনার্ডের সঙ্গে কী তার সম্পর্ক? অটারের সঙ্গে মোটামুটি খাতির হয়েছে ওর, তাকেই ডেকে একদিন জিজ্ঞাসাবাদ করল। কিন্তু বামন তেমন কিছুই বলতে পারল না। আন্দাজে একটা কথা বলল, সেটা ভয় ধরানোরই মত। মেয়েটি সম্ভবত তার বাসের স্ত্রী, সমুদ্রের ওপারে একটা বিশাল *ক্রাল*... মানে প্রাসাদে থাকে। প্রাসাদের কথা শুনে আগ্রহ আরও বেড়ে গেল জুয়ানার। অটারকে লিওনার্ডের ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিরাট এক গল্প ফেঁদে বসল সে—টানা দু'ঘণ্টা ধরে শোনাল, তার বাস হলো দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষ, লাখ লাখ প্রজা আছে তাঁর, কয়েক হাজার ঘোড়া আর গরু আছে, হাজার হাজার বিঘা ফসলী জমি আছে, থাকতেন বিশাল এক মহলে; কিন্তু দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে সব হারিয়ে এসেছেন এই কালোদের দেশে। বাগাড়ম্বর বুঝতে অসুবিধে হলো না জুয়ানার, সঙ্গে এটাও বুঝল—লিওনার্ড অট্রামের পিছনে কোনও দুঃখজনক ইতিহাস লুকিয়ে আছে। কী সেটা, তা শুধু ও-ই বলতে পারে। সঠিক ঘটনা জানা না গেলেও এক ধরনের সহানুভূতি সৃষ্টি হলো ওর মনে। ঠিক করল, সময়-সুযোগ পেলে লিওনার্ডকে জিজ্ঞেস করতে হবে সব।

দীর্ঘযাত্রার শেষ দিনটিতে অবশেষে সুযোগ পেল জুয়ানা।

www.BanglaBook.org

কঠিন সময় পার করতে হয়েছে ওদেরকে, পোহাতে হয়েছে নানা রকম বিপদ-আপদ আর রোগ-শোক-ক্লান্তির অভিশাপ। সেসব বর্ণনা এখানে না দিলেও চলবে। যা হোক, যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল ওদের, পরদিন মাভুমের খামারে পৌঁছুবে বলে আশা করল ওরা। তবে ওখানে মি. রডকে পাওয়া যাবে কি না, সেটা আরেক প্রশ্ন। নদী ধরে এতদিন এগিয়েছে ওরা, দস্যুদের নৌকাগুলো নিয়ে। যেদিনটার কথা বলা হচ্ছে, সেদিন ভাগ্যক্রমে একই নৌকায় চড়েছে লিওনার্ড আর জুয়ানা। যাত্রী হিসেবে খামারের কালো শ্রমিকরা ছাড়া ওদের অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের কেউ নেই।

সাধারণত আলাদা নৌকায় ভ্রমণ করে ওরা। ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেকে জুয়ানার কাছ থেকে আলাদা রাখে লিওনার্ড। অটার-সহ সামনের নৌকায় থাকে। দূর থেকে দেখে পিছনের নৌকায় ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বসে থাকা জুয়ানা আর পাদ্রী ফ্রান্সিসকোকে। ঈর্ষায় বুক জ্বলে, কিন্তু করার কিছু নেই। পাদ্রীর সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা অবশ্য জুয়ানা ইচ্ছা করেই জমিয়েছে, লিওনার্ডের চোখে প্রমাণ করতে চেয়েছে—ওকে এড়িয়ে ভুল করছে ইংরেজ যুবক, মোটেই আত্মম্ভরি নয় ও। নিজের গরিমাকে চাপা দিয়ে সহজভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে জানে, হোক সে একজন নবপরিচিত পুরুষ। ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত দেখাতে গিয়ে কী ভয়ানক এক খেলায় জড়িয়ে পড়ছে, সেটা বুঝতেও পারছে না। হোক ধর্মযাজক, তারপরও ফ্রান্সিসকো একজন পুরুষ, বয়সও খুব বেশি নয়। দিনে দিনে জুয়ানার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে তার, লিওনার্ডও তাকে শত্রু ভাবতে শুরু করেছে। এর ফলাফলটা যে ভয়াবহ হতে পারে, সেটা ওর মাথাতেই আসে না।

যা হোক, সেদিন নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটল। সকালে ক্যাম্প গুটিয়ে যাত্রা শুরু করার পর একই নৌকায় উঠল দুজনে। বসল পাশাপাশি। খুব একটা কথা হলো না সারাদিন, নিজেদের মত থাকল ওরা। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনাল, উসখুস করতে শুরু করল

www.BanglaBook.org

জুয়ানা। নীরবতা অসহ্য লাগছে ওর কাছে, কিন্তু নিজ থেকে কথা বলবারও ইচ্ছে হচ্ছে না। তাতে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। শেষে হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করল ও। পর্তুগিজ ভাষায় একটা বিরহের গান, পংক্তিগুলো হৃদয় ছুঁয়ে যায়। গান শেষ হতেই প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য লিওনার্ডের দিকে তাকাল।

বলল, 'বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

হাসল লিওনার্ড। 'মোটেই না, মিস রড। গান শুনে কেউ বিরক্ত হতে পারে? আপনার গলাও খুব সুন্দর, বোঝা যায়—নিয়মিত রেওয়াজ করেন। তবে গান শেখার সুযোগ পেলেন কোথায়, এটা বুঝতে পারছি না।'

'আফ্রিকায় বড় হয়েছি বলেই আমাকেও অসভ্য ভাবছেন বুঝি?' অনুযোগের সুরে বলল জুয়ানা। 'আমার বাবা শিক্ষিত মানুষ, শিল্পমনা। তা ছাড়া নদীর ধারে বাস করায় দেশি-বিদেশি অনেক সওদাগরের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের কাছ থেকে বইপত্র থেকে শুরু করে অনেক কিছু পাই। তা ছাড়া ডারবানে তিন বছর ছিলাম আমি, ওখানেও অনেক কিছু শিখেছি। বুঝতেই পারছেন, জঙ্গলে থাকলেও আমি জংলি হতে চাইনি।'

'হুম্! এবার বুঝলাম রহস্যটা। কিন্তু এমন জংলি জায়গায় থাকতে ভাল লাগে আপনার?'

'গত কিছুদিনের অভিজ্ঞতা বাদ দিলে কখনও খারাপ লাগেনি। আসলে জীবনটাকে অন্য চোখে দেখি আমি—মনে করি, মানুষের জন্মই হয়েছে অন্য মানুষকে বোঝার জন্যে। আফ্রিকার জীবনটাকে আমি একটা অমূল্য সুযোগ বলে মনে করি। আমাদের চেনাজানা মানুষগুলোর বাইরে সম্পূর্ণ অন্যরকম মানুষেরা কীভাবে থাকে, কীভাবে জীবনযাপন করে... সেসব দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। ইচ্ছে আছে এবার ইয়োরোপে গিয়ে তথাকথিত সভ্যজগৎটাকে দেখব। তখন নিশ্চয়ই জীবনের ভালমন্দ দিকগুলো ঠিক ঠিক চিনতে শুরু করব। তাই না?

www.BanglaBook.org

অবশ্য... যাওয়া-টাওয়া নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছি না। ভাবছি বাবাকে নিয়ে। তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে আগে।' এক মুহূর্তের জন্য দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া পড়ল জুয়ানার চেহারায়। তারপর আবার নিজেকে সামলে নিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এখানকার জীবন সম্পর্কে আপনার কী ভাবনা?'

'আমার?' তিক্ত একটা হাসি ফুটল লিওনার্ডের ঠোঁটে। 'আগেই বলেছি, আমি একজন দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী। আফ্রিকায় বাস করছি স্রেফ বাধ্য হয়ে, নইলে এখানে থাকার কোনও ইচ্ছেই নেই আমার। হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডে হয়তো চেষ্টাচরিত্র করলে খাওয়াপরা জুটিয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু তাতে লাভ কী? ধনী হতে হবে আমাকে... বিশাল ধনী! সেজন্যেই সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছি এখানে।'

'আমি বুঝি না, ধনী হবার আশায় এভাবে জীবন উৎসর্গ করে দেবার মানেটা কী!'

'সেটা মানুষভেদে নির্ভর করে, মিস রড। আমার একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সেটার জন্য অগাধ ধনসম্পদ চাই।'

'কী সেই লক্ষ্য?'

'বলছি। আমরা দু'ভাই ছিলাম, অত্যন্ত বনেদি এক বংশের শেষ সন্তান। কিন্তু বাবার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সহায়-সম্পত্তি সব হারিয়েছি, ভিখিরি হয়ে গেছি। এসব সাত বছর আগের কথা। তখন আমরা দু'ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যেভাবে হোক, আবার টাকাপয়সা কামিয়ে সবকিছু ফিরিয়ে আনব। দুঃখের বিষয়, আমার ভাই কয়েক সপ্তাহ আগে রোগে ভুগে মারা গেছে। এখন ওই প্রতিজ্ঞাটা পূরণ করার দায়িত্ব চেপেছে আমার কাঁধে। আশা করি এখন বুঝতে পারছেন, কেন অমন একটা চুক্তি করেছিলাম আমি সোওয়ার সঙ্গে... কেন ওর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' নরম গলায় বলল জুয়ানা। 'আপনার কি আর কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই?'

www.BanglaBook.org

'এক খালা আছেন, তবে যোগাযোগ নেই,' বলল লিওনার্ড। 'বেঁচে আছেন কি না, জানি না।'

'ওঁর নাম কি জেন বিচ?' সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলল জুয়ানা। 'কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রার্থনার বইটাতে ওঁর নাম দেখেছি।'

'না। জেন বিচ আমার খালা নয়।'

ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করেই ফেলল জুয়ানা। 'তা হলে কে ও?'

ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড। প্রশ্নটা শোভন নয়। তা হলে কেন করছে জুয়ানা? ও কি নিশ্চিত হতে চাইছে, লিওনার্ড ওর প্রেমে পড়েছে কি না? স্বীকার করলে অপমান করার জন্য? না, এত সহজে হার মানা যায় না। ওকে দেখিয়ে দিতে হবে, দুনিয়ায় এমন মেয়ে আছে, যে লিওনার্ডকে জুয়ানার মত ছোট চোখে দেখে না। কাজটা বোকামি, কিন্তু পছন্দের মানুষটির হাতে অপদস্থ হলে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি বজায় রাখা সহজ নয়।

'জেন বিচ হচ্ছে সেই মেয়ে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল,' বলল লিওনার্ড।

'আমি তা-ই ধারণা করেছিলাম,' জুয়ানার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভাগ্যিস আলো কমে গেছে, নইলে লিওনার্ড ব্যাপারটা দেখে ফেলত। 'আপনি ওই বইটা সারাক্ষণ সঙ্গে রাখেন তো!'

'তার পিছনে অন্য কারণও তো থাকতে পারে।' একটু খোঁচা মারার সুরে বলল লিওনার্ড। 'ওটাতে একটা দলিল আছে না?'

বিদ্রূপটা এড়িয়ে গেল জুয়ানা। বলল, 'ও কি এখনও আপনার বাগদত্তা?'

'না। আমাদের সহায়-সম্পত্তি নিলাম হয়ে যাবার পর ওর বাবা সম্বন্ধটা ভেঙে দেন।'

'ও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পেয়েছিল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ। পেয়েছিল।'

'ইশ্‌শ্‌! ইয়ে... ব্যাপারটা অন্যভাবে নেবেন না, আমি আসলে গল্প-উপন্যাসের বাইরে কখনও সত্যিকার প্রেম দেখিনি। তাই একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছি।'

'না, না, ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।'

'ও কি আপনাকে এখনও চিঠি লেখে?'

'নাহ্‌। ইংল্যাণ্ড থেকে চলে আসার পর আর আমাদের যোগাযোগ হয়নি।'

'হয়তো লিখেছে, আপনি সেটা পাননি!'

'আমার তা মনে হয় না। বাবাকে ও ভীষণ ভয় পায়। ভদ্রলোক যদি মানা করে থাকেন, তা হলে চিঠি দেয়ার কথা নয় ওর।'

'দেখতে কেমন ছিল ও? খুব সুন্দরী?'

'ওর মত সুন্দরী আমি আর কাউকে দেখিনি,' বলল লিওনার্ড। মনে মনে যোগ করল—আমার পাশে বসা মেয়েটি ছাড়া!

'খুব ভালবাসেন ওকে?'

'হ্যাঁ, আমি ওকে খুবই ভালবাসতাম।'

কথাটার ছোট্ট পার্থক্যটা ধরতে পারল না জুয়ানা। পারলে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যেত ওর কাছে। *ভালবাসি* আর *ভালবাসতাম*... ব্যাকরণের হিসেবে ব্যবধানটা খুব বড় নয়; কিন্তু বাস্তবে দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। আর সেই ফারাকটাই ধরতে না পারায় ভুল বুঝল জুয়ানা। ও ধরে নিল, সাত সমুদ্রের ওপারে বাস করা জেন বিচের জন্য লিওনার্ডের বুকে ভালবাসার স্রোত বইছে। ওখানে ওর কোনও স্থান নেই।

বুকটা হাহাকার করে উঠল জুয়ানার। আচমকা উপলব্ধি করল, এই দুঃসাহসী যুবকটিকে ভালবাসে ও... ভালবাসতে শুরু করেছে প্রথম দেখার মুহূর্তটি থেকে। লিওনার্ডের ভিতরে

www.BanglaBook.org

দোষত্রুটি যা-ই থাক, তাতে এ-ভালবাসা কমেনি একটুও। হৃদয়ের প্রবল টানটার কারণেই সেদিন দুর্ব্যবহার করে বসেছিল ও—নিজের অজান্তেই যাকে ভালবেসে ফেলেছে, সেই মানুষটি টাকার লোভে ওকে উদ্ধার করে এনেছে ভেবে কষ্ট পেয়েছিল। বিয়ের ওই প্রহসনটা যে-কোনও নারীর জন্য অবমাননাকর, প্রকাশ্যে ব্যাপারটা বিরোধিতা করেছে ও। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে, পেয়েও কী অমূল্য ধন হারিয়েছে। চোখে পানি জমল ওর। বয়স কম বেচারির, হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার-স্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই: জানে না, ভালবাসা জয় করে নেয়া যায়। তাই হতাশা গ্রাস করল ওকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিজেকে সামলাল জুয়ানা। তারপর বলল, 'আমাকে সব খুলে বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. অট্রাম। অন্তরের অন্তস্তল থেকে প্রার্থনা করছি, সোওয়ার গুপ্তধনের গল্প যেন সত্যি হয়, আর আপনি ওটা হাতে পান। সেজন্যে আমি সবরকম সাহায্য করব। আপনি আমাকে ঋণী করে রেখেছেন, আশা করি সেই ঋণের বোঝা হালকা করতে পারব। না বুঝে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি আমি, দয়া করে নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন।'

কথা বলতে বলতে হাতের আংটিটা খুলতে শুরু করল ও, কিন্তু থেমে গেল মাঝপথে। না, ওটা ফেরত দেবে না। কেন দেবে? একে তো উপহার এটা, তার উপর লিওনার্ডের একমাত্র স্মারক... বুকে আগলে রাখবে ও আংটিটা সারাজীবন।

জুয়ানার ভাবভঙ্গির পরিবর্তন টের পেল লিওনার্ড। প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে অজ্ঞ নয় ও, বুঝতে পারল সঙ্গিনীর হৃদয়ের তোলপাড়। আশার আলো উঁকি দিল মনের গভীরে—তবে কি মেয়েটি ওকে ভালবাসে? নিশ্চিত হবার উপায় একটাই—ওকে বলে দিতে হবে, জেন বিচ এখন স্রেফ একটা স্মৃতি। তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই লিওনার্ডের।

www.BanglaBook.org

'জুয়ানা!' নরম গলায় ডাকল লিওনার্ড, জুয়ানাকে এই প্রথম নাম ধরে ডাকল ও।

উজ্জ্বল চোখে ওর দিকে তাকাল জুয়ানা, কিন্তু লিওনার্ড পরের কথাগুলো আর বলবার সুযোগ পেল না। ইতোমধ্যে কুয়াশা নেমেছে, গোধূলির ম্লান আলো ভেদ করতে পারছে না ঘন চাদরটাকে, তাই বক্তাকে দেখা গেল না, পিছন থেকে শুধু অশরীরীর মত ভেসে এল ফ্রান্সিসকোর কণ্ঠ। দ্বিতীয় নৌকাটা থেকে গলা চড়িয়ে কথা বলছে সে।

'সেনিয়রা রড! পিটার বলছে ক্যাম্পিঙের জায়গাটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। ওটা নাকি আপনি চেনেন? তা হলে থামলেন না কেন?'

'কুয়াশায় দেখতে পাইনি, ফাদার,' জবাব দিল জুয়ানা। 'ঘোরান নৌকা, ওখানে ফিরে চলুন।'

কয়েক মিনিট পরেই নদীর তীরে ভিড়ানো হলো জলযানগুলো। যাত্রীরা নেমে পড়ে ব্যস্ত হয়ে গেল রাতের মত ক্যাম্প করতে। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তটাতে আচমকা ছেদ পড়ে যাওয়ায় নতুন করে আর কথা বলতে পারল না লিওনার্ড, জেনের বিষয়ে সত্যটা চাপাই রয়ে গেল ওর মনে। জুয়ানাও নিজেকে শীতল ও পাথরের মত এক খোলসের মাঝে গুটিয়ে নিল। সেদিন থেকে লিওনার্ডের সঙ্গে ভদ্র আচরণ শুরু করল ও, কখনও রাগারাগি করল না, বন্ধুর মত রইল; কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবারও চেষ্টা করল না আর। অদৃশ্য এক দেয়াল তুলে দিল জুয়ানা দুজনের মাঝে, সেই দেয়াল টপকানো আর সম্ভব হলো না লিওনার্ডের পক্ষে; দু-একবার হালকা প্রয়াস চালাল, তাতে সাফল্য না হওয়ায় নিজেই বিরক্ত হয়ে উঠল। অহমিকাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, মনে হলো—যেচে হৃদয়ে আঘাত পাবার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

এভাবেই... বিশাল একটা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হলো দুই যুবক-যুবতী। পরবর্তী অনেকগুলো দিন একসঙ্গে কাটাতে হলো

www.BanglaBook.org

ওদের... যা পাঠক যথাসময়ে জানতে পারবেন, কিন্তু কাছাকাছি থাকার পরও যোজন যোজন দূরত্ব বিরাজ করল ওদের মাঝে। মানসিক যাতনার ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ল ওদের মাঝে: লিওনার্ড হয়ে গেল কঠোর, চুপচাপ, সতর্ক ও সন্দিহান স্বভাবের। জুয়ানা হঠাৎ করেই তরুণী থেকে পরিপূর্ণ নারীতে পরিণত হলো—দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট এক নারী! জেন বিচাকে ঘৃণা করতে শুরু করল ও, সমুদ্রের ওপারের সেই অচেনা মেয়েটিকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে থাকল... তাকে দোষারোপ করতে থাকল নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য। হাসতে ভুলে গেল, কদাচিৎ যদিও হাসে, সেটায় কোনও প্রাণ থাকে না।

অব্যক্ত প্রেম তাড়া করে ফিরতে শুরু করল লিওনার্ড অট্রাম আর জুয়ানা রডকে—অশুভ এক ছায়ার মত!

সতেরো

পিতৃ-বিয়োগ

পরদিন দুপুর নাগাদ পায়ে হেঁটে মাভুমের খামারে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা। এর আগে ভোর হতে না হতেই কয়েকজন বার্তাবাহক পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল স্কাউট হিসেবে, তারা ছোট মালকিনের খবর দেয়ায় বিশাল একটা জটলা অপেক্ষা করছিল ওদেরকে স্বাগত জানাতে। জুয়ানা খামারে পৌঁছুতেই আবেগঘন একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটল। খামারের কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকরা আনন্দের অশ্রু নিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, হাতে চুমু খেতে শুরু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল। বোঝা গেল—মালকিনকে ওরা খুবই ভালবাসে।

আশপাশে নজর বোলাল লিওনার্ড। ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন এখনও বহন করছে খামারটা। আধ-পোড়া, কিংবা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত বাড়িঘর দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ভাবে। খামারকর্মীরা কোনোরকমে টুকটাক মেরামত করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছে। পরিবার-পরিজনের অপহরণের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি তারা, স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফেরার তো প্রশ্নই ওঠে না। সৌভাগ্যক্রমে জুয়ানাদের বাড়িটা মোটামুটি অক্ষত আছে। বাইরের দিককার দেয়াল আগুনের আঁচে কালো হয়ে গেলেও ভিতরের তেমন কোনও ক্ষতি হয়নি। ওখানেই গিয়ে উঠল অভিযাত্রীরা।

পিতার ব্যাপারে খোঁজ নিল জুয়ানা, কিন্তু শুনল—তিনি এখনও ফিরে আসেননি। ভদ্রলোকের খোঁজে খামার থেকে কিছু লোককে পাঠানো হয়েছে নদীর উজানে, খবর নেই তাদেরও। এসব শুনে দুশ্চিন্তায় জুয়ানার মুখ কালো হয়ে গেল।

'চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দেয়ার সুরে বলল লিওনার্ড। 'হয়তো একটু বেশি দূরে গেছেন মি. রড, তাই তাঁর খোঁজ পায়নি ওরা।'

'আমার মনে হচ্ছে, বাবার কিছু হয়েছে,' জুয়ানা বলল। 'নইলে যত দূরেই যাক, এতদিনে ফিরে আসবার কথা।'

বাড়ির বাইরে তখন মোটামুটি উৎসব শুরু হয়েছে। মুক্তি পাওয়া বন্দিরা পুনর্মিলিত হচ্ছে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে, খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে। এই মিলনমেলার মধ্যমণি হয়ে আছে অটার, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নিজেদের অভিযানের বর্ণনা দিয়ে চলেছে ও, মনিবের বীরত্ব এমনভাবে প্রচার করছে, যাতে মনে হতে পারে—লিওনার্ড মানুষ নয়, আকাশ থেকে নেমে আসা একজন দেবতা।

খানিক পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখেই ছুটে এল কালোরা, নতজানু হয়ে নানা রকম উপহার নিবেদন করতে শুরু করল। মহাপবিত্র *উদ্ধারকর্তা* যেন তাদেরকে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন। লোকগুলোর এমন আচরণে বিব্রত হয়ে গেল ও। ওরা এমন করছে কেন, সেটা বুঝতেও অবশ্য অসুবিধে হলো না। অটার তখনও গান গেয়ে প্রচার করছে মনিবের বীরত্বের গাথা। বামনের টুঁটি চেপে ধরল লিওনার্ড, বলল ওর চাপাবাজি বন্ধ করতে, নইলে ঘাড় মটকে দেবে। বাধ্য হয়ে চুপ করল অটার। কালোরাও সুড়সুড় করে সরে গেল লিওনার্ডের সামনে থেকে। তবে ইতোমধ্যে *পবিত্র উদ্ধারকর্তা* হিসেবে ওদের মনে ঠাঁই পেয়ে গেছে ও।

সেদিন সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়া সারার পর জুয়ানার বাড়িতে বসে ছিল অভিযাত্রীরা, আলোচনা করছিল মি. রডকে নিয়ে, তাঁর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করা যায়—তা ভেবে বের করবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাইরে হট্টগোল শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল পিটার। উত্তেজিত গলায় বলল, 'মাভুম ফিরেছেন!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। সবার সামনে জুয়ানা। বাইরে পা রেখেই থমকে দাঁড়াল ওরা। পথশ্রমে ক্লান্ত ছ'জন কালো মানুষ... ধরাধরি করে নিয়ে আসছে একটা হাতে বানানো স্ট্রেচার—এরাই গিয়েছিল মি. রডের খোঁজে। স্ট্রেচারে কম্বলে জড়ানো একজন শীর্ণকায় মানুষ শুয়ে আছেন নিথর হয়ে।

'ঈশ্বর!' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল জুয়ানা। 'বাবা মারা গেছে!'

এক মুহূর্তের জন্য কথাটা সত্যি ভাবল লিওনার্ড। কিন্তু তার পরেই নড়ে উঠলেন মানুষটা। দুর্বল কণ্ঠে কী যেন বললেন স্ট্রেচার-বাহকদের। সেটা শুনতে পেয়েই সচকিত হয়ে উঠল জুয়ানা। 'বাবা! বাবা!!' বলে ছুটে গেল।

বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসা হলো স্ট্রেচারটা, সাবধানে

www.BanglaBook.org

নামানো হলো মেঝেতে। উজ্জ্বল আলোয় তাতে শুয়ে থাকা মানুষটিকে এবার পরিষ্কার দেখতে পেল লিওনার্ড। লম্বা, সুদর্শন এক প্রবীণ—বয়েস পঞ্চাশের ঘরে। চোখে-মুখে ফুটে আছে মৃত্যুর ছাপ।

'জুয়ানা!' দুর্বল গলায় বললেন মি. রড। 'সত্যিই তুই নাকি? পালাতে পেরেছিস পেরেইরার হাত থেকে? আহ্, আমি তা হলে শান্তিতে মরতে পারি।'

'না, বাবা। তুমি মরবে না!' ফুঁপিয়ে উঠল জুয়ানা।

মৃত্যুপথযাত্রী ব্যবসায়ীর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদ করল লিওনার্ড, জানতে পারল কী ঘটেছে। হাতির দাঁতের যে চালানের খোঁজে গিয়েছিলেন মি. রড, সেটা শেষ পর্যন্ত কিনতে পারেননি তিনি, দেরি করে ফেলেছিলেন। একটু একরোখা স্বভাবের মানুষ তিনি, খালি হাতে ফিরতে চাননি, তাই নদীর আরও উজানে চলে গিয়েছিলেন নতুন চালানের খোঁজে। তাতেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন, এর মাঝে একবার জ্বরেও পড়েন তিনি। সব মিলিয়ে ফিরতি যাত্রা শুরু করতে দেরি হয়ে যায় তাঁর। শেষ পর্যন্ত যখন রওনা হন, তখনই মাঝপথে খামার থেকে যাওয়া বার্তাবাহকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ভদ্রলোকের, ওরা তাঁকে জুয়ানার অপহরণের সংবাদ দেয়। ব্যাপারটা জানতে পেরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মি. রড, ওদেরকে নিয়ে রওনা হন মেয়েকে উদ্ধার করতে। ক্রোধে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, পেরেইরাকে খুন করবেন বলে শপথ নিয়েছিলেন, যাত্রাপথে কোনও বিরতি দেননি। রুক্ষ, বিপজ্জনক পার্বত্য এলাকা ধরে রাতের আঁধারেও এগোবার চেষ্টা করেন। সঙ্গীরা তাঁকে নানাভাবে বারণ করেছে, কিন্তু তিনি কথা শোনেননি। এর ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। দ্বিতীয় রাতেই দুর্ঘটনার শিকার হন ভদ্রলোক। সরু একটা পাহাড়ি কার্নিশ ধরে এগোতে গিয়ে অন্ধকারে পা হড়কান, পড়ে যান গিরিখাতের ভিতর। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁকে উদ্ধার করা হয়, তখন পা আর

www.BanglaBook.org

পাঁজরের অন্তত চার জায়গায় হাড় ভেঙে গেছে। অভিযানটা আর চালিয়ে যেতে পারেননি মি. রড। কয়েকদিন ওই পাহাড়েই ক্যাম্প করে তাঁর চিকিৎসা করবার চেষ্টা করেছে কালোরা, তাতে লাভ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত স্ট্রেচার বানিয়েছে, কষ্টে-সৃষ্টে ফিরে এসেছে খামারে।

মি. রডের আঘাতগুলো পরীক্ষা করল লিওনার্ড। অবস্থা খারাপ, পাঁজরের ভাঙা হাড়গুলোর চারপাশে ইতোমধ্যে মাংসপেশি মরে যেতে শুরু করেছে। মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র!

রাতটা সেবাযত্নের মধ্যে কাটল। সকালে লিওনার্ডকে ডেকে পাঠালেন মি. রড। তাঁর কামরায় ঢুকে ও দেখল, অসুস্থ পিতার মাথা কোলে রেখে বসে আছে জুয়ানা। পাদ্রী ফ্রান্সিসকো বসে আছে পাশে, নিচু লয়ে বাইবেলের স্তবক আবৃত্তি করছে। স্নায়ুগুলো ইতোমধ্যে অসাড় হয়ে যেতে শুরু করেছে মি. রডের, চেহারায় তাই ব্যথা-বেদনার কোনও চিহ্ন নেই। ইশারায় কাছে বসতে বললেন ওকে।

'মি. অট্রাম,' বললেন রড, 'পেরেইরার আস্তানার যুদ্ধ আর আমার মেয়েকে উদ্ধারের পুরো কাহিনিটা শুনেছি আমি। দারুণ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আপনি, আমি পাশে থাকতে পারিনি বলে হিংসা হচ্ছে।'

'থাক, এ-নিয়ে কিছু বলতে হবে না,' লিওনার্ড বলল। 'আমি নিঃস্বার্থভাবে করিনি কাজটা, একটা প্রতিদানের আশায় করেছি।'

'হ্যাঁ, তাও শুনেছি। খুব একটা দোষও দিতে পারছি না সেজন্য। সোওয়া যদি আমাকে আগে কোনোদিন ওই ধনরত্নের গল্প শোনাত, আমিও যে-কোনও ঝুঁকি নিতাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মি. রড। 'তবে আপনার সঙ্গে কুয়াশা-মানবদের ধনরত্ন নিয়ে আলাপ করতে চাই না আমি, তার সময় নেই। মৃত্যু আমার দরজায় কড়া নাড়ছে, মি. অট্রাম, তার আগে খুব

www.BanglaBook.org

জরুরি একটা ব্যাপারে আলোচনা করে নেয়া দরকার।

'আমি একটা সমস্যায় পড়েছি, বন্ধু। না, নিজের কথা বলছি না, মৃত্যুটা সবারই নিয়তিতে লেখা থাকে, সেটা এড়াবার কোনও উপায় নেই। আমার সমস্যাটা জুয়ানাকে নিয়ে। একেবারে কপর্দকহীন অবস্থায় ওকে ফেলে যাচ্ছি আমি—খামারের অবস্থা তো দেখেছেন, সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গেছে পেরেইরা নামের শয়তানটা। ঘরে কিছু জমানো টাকা-পয়সা ছিল, লুঠ করে নিয়ে গেছে ওগুলোও। এখন আমার মেয়ের অবলম্বন বলে কিছু নেই। সারাটা জীবন সভ্যজগতের বাইরে থাকায় বন্ধু বলেও কেউ নেই ওর।

'কাজেই একটা পথই দেখতে পাচ্ছি আমি আমার সামনে। ওকে আপনার হাতে দিয়ে যাচ্ছি আমি। জানি, দায়িত্বটা অনেক বড়, কিন্তু এ-ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই আমার। শুনেছি আপনাদের বিয়ে হয়েছে ওই শয়তানের আস্তানায়; এ-ও শুনেছি, সেটা আপনারা মানেন না; তারপরও মনে করি—একটা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে আপনাদের মধ্যে। আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সন্তান, আমার স্থিরবিশ্বাস—দায়টাকে অস্বীকার করবেন না আপনি, বংশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবেন। আমার মেয়েকে যদি শেষ পর্যন্ত পছন্দ না-ই হয়, তা হলে ওকে ত্যাগ করতে পারেন; ওর-ও উপযুক্ত পাত্র পেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু কথা দিন, সে-ধরনের সঙ্গতি না হওয়া পর্যন্ত ওকে আপনি দেখেশুনে রাখবেন। কী, রাজি আছেন?'

তীক্ষ্ণ চোখে জুয়ানার দিকে তাকাল লিওনার্ড, ওর কাছ থেকে প্রস্তাবটার প্রতিবাদ আশা করছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, কিছুই বলল না মেয়েটা। পিতার সঙ্গে সম্ভবত ইতোমধ্যে এ-নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে ওর, কিংবা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার শেষ ইচ্ছে ফেলতে চাইছে না।

'খুশিমনেই দায়িত্বটা নেব আমি,' লিওনার্ড বলল। 'কিন্তু

www.BanglaBook.org

সমস্যা হচ্ছে, আমি ওই রত্নভাণ্ডারের পিছনে ছোটার কথা ভাবছি। ওতে হাজারটা বিপদ। তার ভিতর আপনার মেয়েকে টেনে আনা কি ঠিক হবে? পেরেইরার আস্তানা থেকে পাওয়া কিছু সোনার মোহর আছে আমার কাছে, আপনি অনুমতি দিলে ওগুলো মিস রডকে দিয়ে দিতে পারি আমি। ফাদার ফ্রান্সিসকো ওকে উপকূলে নিয়ে গিয়ে ইংল্যাণ্ডগামী কোনও জাহাজে তুলে দিতে পারবে। সেটাই কি ভাল হয় না?'

'না, ওকে একাকী ছাড়তে রাজি নই আমি,' দৃঢ় গলায় বললেন মি. রড। 'তাতে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি। দুনিয়ার হালচাল কিছুই জানে না ও। তার চেয়ে আপনার সঙ্গে অভিযানে গেলে অনেক বেশি নিরাপদে থাকবে। আমি জানি, দায়িত্ব নিলে আপনি জীবনবাজি রেখে ওকে রক্ষা করবেন। ভুল বললাম?'

'তা বলেননি,' ইতস্তত করল লিওনার্ড। 'আমি আসলে ওকে সঙ্গে নিতে চাই না।'

'কেন? ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে হবে বলে ভয় পাচ্ছেন? মি. অট্রাম, পাত্রী হিসেবে আমার মেয়ে ফেলনা নয়। ওর টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু রূপ আছে; বংশমর্যাদায়ও আপনার চেয়ে কোনও অংশে খাটো নই আমরা। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, লিঙ্কনশায়ারে রড পরিবারকে এক নামে চেনে সবাই। তা ছাড়া... আমি তো শুনলাম আপনার ওই অভিযানে জুয়ানার অংশগ্রহণ অপরিহার্য, ওকে ছাড়া সফলই হতে পারবেন না, সেজন্য চুক্তিও করেছেন সোওয়ার সঙ্গে। তা হলে দ্বিধাটা কোথায়?'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন, স্যর,' লিওনার্ড বলল। 'আপত্তিটা আমার অন্যখানে। আপনার মেয়ের ভাল-র কথা ভেবেই বলছিলাম কথাটা। তারপরও... আপনি যখন জোর করছেন, ঠিক আছে, মিস রডের দায়িত্ব নিলাম আমি। জীবন

www.BanglaBook.org

দিয়ে হলেও ওঁকে রক্ষা করব আমি, কোনও বিপদ হতে দেব না।'

'ধন্যবাদ, মি. অট্রাম... ধন্যবাদ!' শীর্ণ হাত তুলে লিওনার্ডের হাত চেপে ধরলেন মি. রড। 'বুকের উপর থেকে একটা পাথর নেমে গেল আমার। প্রার্থনা করছি, জুয়ানা আর আপনার মধ্যকার সম্পর্কটা যেন একটা সঠিক পরিণতি পায়। মৃত্যুপথযাত্রী এক মানুষের অনুরোধই যেন ওর দায়িত্ব নেবার পিছনে একমাত্র কারণ হয়ে না থাকে! নিজের উপর করুণা হচ্ছে আমার, যদি দেশ ছাড়ার আগে... জাম্বেজির পারের এক মদ্যপ ব্যবসায়ী হবার আগে আপনার দেখা পেতাম, আমার মেয়ের জীবনটা হয়তো অন্যরকম হতো!'

কথাটা শেষ করে চোখ মুদলেন ভদ্রলোক, ছেড়ে দিলেন লিওনার্ডের হাত। চেহারায় প্রশান্তি ফুটে উঠেছে, ঘুমিয়ে গেছেন তিনি।

জুয়ানার দিকে তাকাল লিওনার্ড—পাথরের মত নিশ্চল হয়ে আছে মেয়েটা। বুকের ভিতর কী তোলপাড় বয়ে যাচ্ছে, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে হচ্ছে ওকে পিতার করুণ মৃত্যু। এই মানুষটিই ছিলেন ওর একমাত্র সহচর—একমাত্র শিক্ষক, বন্ধু, অভিভাবক। এমন একজনের বিদায় কারও পক্ষেই সহজভাবে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। সান্ত্বনা দিতে চাইল লিওনার্ড, কিন্তু ভাষা খুঁজে পেল না। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

সেদিন সন্ধ্যায় নিঃশব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মি. রড। পরদিন বিকেলে খামারের এক কোণে তাঁকে সমাহিত করা হলো। পিতার মৃত্যুতে খুব একটা কান্নাকাটি করল না জুয়ানা, শুধু নির্বাক হয়ে গেল, চেহারা হয়ে গেল প্রাণহীন। পরবর্তী তিন দিনে ওর সঙ্গে একটিবারও কথা হলো না লিওনার্ডের। শোকাতুর মেয়েটাকে একা থাকতে দিল ও। অবশেষে চতুর্থ দিন

www.BanglaBook.org

জুয়ানা নিজেই ডেকে পাঠাল ওকে।

'মি. অট্রাম,' বলল ও। 'কবে নাগাদ আপনি অভিযানটা শুরু করতে চান?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'যাব কি না, সেটাই বুঝতে পারছি না। আপনার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে, এ-অবস্থায় বিপজ্জনক কোনও কাজে নামাটা বোধহয় উচিত হবে না।'

'দয়া করে ওভাবে কথা বলবেন না,' একটু রাগতস্বরে বলল জুয়ানা। 'দোটানায় থাকার দরকার নেই, আমি যাব বলে মনস্থির করেছি।'

'আমি না গেলে আপনিও যেতে পারছেন না, মিস রড,' একটু হেসে বলল লিওনার্ড।

'ভুল,' বলল জুয়ানা। 'বরং আমি না গেলেই আপনার যাওয়া হবে না। সোওয়ার কথা ভুলে গেছেন? শুনুন, ভালমন্দ যা-ই হোক, আমাদের দুজনের ভাগ্য একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। আলাদা হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমার বাবার শেষ ইচ্ছে ছিল অভিযানটাতে আমরা যাই, একটা চুক্তিও করেছেন আপনি, সেটার মর্যাদা রাখব আমি। তা ছাড়া, আর কী-ই বা করার আছে আমাদের? দুজনেই আমরা এখন কপর্দকহীন, ভাগ্যের ফেরে দুজনেই ভাগ্যান্বেষী; কুয়াশা-মানবদের ওই গুপ্তধন পেলে হয়তো বা অবস্থাটার উন্নতি হতে পারে। বেশি চাই না আমি, যদি উদ্ধারকৃত ধনরত্নের পাঁচ শতাংশও আমাকে দান করেন, তা হলে বাকি জীবনটা সচ্ছলভাবে কাটাতে পারব আমি। আপনার ঘাড়ে আর সওয়ার হয়ে থাকতে হবে না।'

'ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

সেদিন সন্ধ্যায় ফ্রান্সিসকোর সঙ্গে কথা বলল লিওনার্ড। লোকটাকে এখনও অপছন্দ করে ও; তারপরও সে যে একজন পাদ্রী, ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধি, অশান্ত মানুষের জন্য

www.BanglaBook.org

পরামর্শদাতা, সে-কথা অস্বীকার করবার তো উপায় নেই। তাই ইচ্ছে না থাকলেও সঠিক সিদ্ধান্তটি পাবার জন্য পাদ্রীর মুখোমুখি হলো ও।

সবকিছু শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল ফ্রান্সিসকো। তারপর বলল, 'আমার মনে হয়, আপনার যাওয়াই উচিত। সেনিয়রা রড অত্যন্ত একগুঁয়ে মেয়ে, আপনি মানা করলেও কথা শুনবেন না। হয়তো সোওয়াকে নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়বেন অভিযানে। আর ওই গুপ্তধন পাবার সম্ভাবনার কথা যদি জানতে চান, তা হলে জবাব দেয়াটা খুব মুশকিল। ব্যাপারটা এতই চমৎকার আর এতই অবিশ্বাস্য যে, সফল হওয়াটাও ঠিক একই রকম বিস্ময়কর একটা ঘটনা হবে। কে জানে, বিস্ময়ে ভরা এই অভিযানে স্বাভাবিক কিছুই হয়তো ঘটবে না।'

'কথাটা হেঁয়ালির মত হয়ে গেল,' অভিযোগের সুরে বলল লিওনার্ড।

'এরচেয়ে সহজ করে বলতে পারছি না বলে দুঃখিত,' হাসল ফ্রান্সিসকো। 'তবে এটা ঠিক, অসম্ভবকে সম্ভব করবার একটা গুণ রয়েছে আপনার মধ্যে, পেরেইরার আস্তানায় সেটার প্রমাণ দেখেছি। কুয়াশা-মানবদের গুপ্তধনের ব্যাপারেও তেমনটা ঘটতে পারে না?'

'ভাগ্যের সহায়তা পেয়েছিলাম মিস রডকে উদ্ধারের সময়,' লিওনার্ড বলল। 'এবারও পাব বলতে চাইছেন? অবশ্য না পেলেও যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। যদ্দুর বুঝতে পারছি, অভিযানটা এড়াবার কোনও পথ রাখেননি ঈশ্বর আমার জন্য। ভাল কথা, আপনি কী করবেন?'

'আমি? যদি অনুমতি দেন, আমি আপনাদের সঙ্গেই যেতে চাই। জানি, তেমন কোনও যোগ্যতা নেই আমার। কিন্তু কে কখন কী কাজে লেগে যায়, সেটা কেউ বলতে পারে না। আর কিছু না হোক, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়ে আপনাদেরকে সাহস আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রেরণা তো জোগাতে পারব!'

'তারচেয়ে এখান থেকে চলে গিয়ে মিস রডকে ভুলে যাবার চেষ্টা করলেই কি ভাল করবেন না?' সরাসরি আক্রমণ চালাল লিওনার্ড।

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল ফ্রান্সিসকো। লিওনার্ডের চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি আমার অন্তরটা পড়ে ফেলেছেন, মি. অট্রাম। কিন্তু নিশ্চিত থাকুন, আমার তরফ থেকে আপনার ভয়ের কিছু নেই।'

'কে বলল আমি ভয় পাচ্ছি?'

হাসল ফ্রান্সিসকো। 'আপনি যেমন আমার মন পড়তে পেরেছেন, তেমনি আমিও আপনারটা পড়তে পেরেছি, মি. অট্রাম। আমি জানি, সেনিয়রা রডের উপর আপনার দুর্বলতা আছে, আমাকে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছেন। ভুল ধারণাটা পাল্টে দিতে চাই। সেনিয়রা রড আমাকে স্রেফ একজন বন্ধু ভাবেন, তাও আমি একজন পাদ্রী বলে। তাঁর চোখে আমার কোনও আলাদা গুরুত্ব নেই। হ্যাঁ, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি তাঁর প্রতি... আশা করি আপনি ব্যাপারটা ওঁকে বলে দেবেন না, কিন্তু জেনে রাখুন—ওটা সম্পূর্ণই একতরফা। এ-নিয়ে কম লজ্জিত নই আমি, অনুতপ্ত... কারণ মহাপাপ করেছি আমি ঈশ্বরের চোখে। এমন এক নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছি, যে কিনা আরেকজনের স্ত্রী! যেভাবেই হোক, এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই আমি। নিশ্চিত থাকুন, আমি আপনাদের দুজনের মাঝে দাঁড়াবার কোনও চেষ্টা করব না।'

'খামোকা নিজেকে অপরাধী ভাবছেন আপনি, ফাদার,' লোকটার জন্য একটু মায়া হলো লিওনার্ডের। 'আমরা বিবাহিত নই। আমার জন্য কোনও ধরনের টান নেই মিস রডের মনে। মাঝখানে দাঁড়াবেন কী, মাঝখান বলেই তো কিছু নেই আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে।'

'তা হলে আমরা দুজন একই পথের পথিক, মি. অট্রাম। পার্থক্য এটুকুই যে, ঈশ্বরের চোখে মহাপাপী আমি! আপনি না মানুন, আমি তো মানি যে, আপনারা স্বামী-স্ত্রী! এ-বিশ্বাস টলবার নয়। তাই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমাকে। দূরে গিয়ে করতে পারব না, সেনিয়রা রডের কাছে থেকেই তাঁর প্রতি দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে আমাকে, আপনাদের দুজনের মিলন ঘটাতে হবে—কঠিন এক পরীক্ষা দিতে হবে সর্বশক্তিমানের কাছে! তার জন্য যদি জীবনও চলে যায়, আমার কিছু করার নেই।'

ফ্রান্সিসকোর কথায় আন্তরিকতার স্পর্শ টের পেল লিওনার্ড; হঠাৎ করেই লোকটার উপর থেকে সমস্ত বিদ্বেষ দূর হয়ে গেল ওর। পাদ্রীর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, ফাদার। আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। ঠিক আছে, যেতে পারেন আপনি আমাদের সঙ্গে। ভাগ্যে কী আছে জানি না, অন্তত দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তো মিস রডকে রক্ষা করতে পারব! কী বলেন?'

'ধন্যবাদ!' মৃদু গলায় বলল ফ্রান্সিসকো। তারপর উঠে চলে গেল।

নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়ল লিওনার্ড। সন্দেহ নেই অদ্ভুত একটা ঘটনাচক্রে জড়িয়ে গেছে ও। আফ্রিকার বিরূপ পরিবেশে অভিযান চালাতে গেলে যেসব বিপদ মোকাবেলা করতে হয়, তা তো আছেই; এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা ঝামেলা। অন্তত বস্তুজগতের বাইরে হৃদয়ঘটিত কোনও ব্যাপার থাকতে পারে, এটা কখনও কল্পনা করতে পারেনি ও। ত্রিভুজ প্রেমের একটা উপাখ্যান রচিত হবার মত পরিস্থিতি!

তিক্ত একটা হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। নিয়তি আবার ওর

www.BanglaBook.org

জীবনে নিয়ে এসেছে প্রেম—অথচ এবারও সে-প্রেমের সফল পরিণতি হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তারুণ্যের সেই ভুল আবার করতে চায় না লিওনার্ড। ভালবেসে কষ্ট পেতে চায় না। মনে মনে ঠিক করল ও, আর নিজেকে প্রেমের ফাঁদে জড়াবে না। জুয়ানা ওর জীবনে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাকে জয় করবার মিথ্যে আশায় কোনও পদক্ষেপই নেবে না। যদি কিছু ঘটবারই থাকে, সেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটুক। ও কেন আগ বাড়িয়ে কষ্ট পেতে যাবে? প্রেম নাকি স্বর্গের দান, খামোকা ওর পিছনে শক্তি, উদ্যম কিংবা হৃদয় খরচ করে লাভ কী? সুখ যদি দিতে চান ঈশ্বর, তা হলে আগ বাড়িয়ে তিনিই দিন।

লিওনার্ড শুধু অভিযানটার কথা ভাববে।

আঠারো

সোওয়ার ফন্দি

তিন মাস পর।

সন্ধ্যা নামতেই একটা সরু নদীর ধারে ক্যাম্প করল অভিযাত্রীরা—বিশাল, নির্জন এক প্রান্তরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে ওটা, আশপাশে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। দলটা ছোট, শ্বেতাঙ্গ মাত্র তিনজন—লিওনার্ড, জুয়ানা আর পাদ্রী ফ্রান্সিসকো। এ ছাড়া আছে অটার আর সোওয়া, সেইসঙ্গে কুলি হিসেবে পিটারের নেতৃত্বে খামারের পনেরোজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক।

গত বারো সপ্তাহ ধরে উত্তর-পশ্চিমমুখী একটা ট্রেইল ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রায় বিরতিহীনভাবে এগিয়ে চলেছে ওরা, সোওয়ার নির্দেশনা অনুসারে। প্রথম দশদিন জাম্বেজির মূল ধারা ধরে উজানে গেছে ওরা নৌকায় চেপে, তারপর *মাভুয়ে* নামক একটা শাখা-নদীতে ঢুকেছে। ওটা অনুসরণ করেছে তিন সপ্তাহ, তারপর *মাং-আঞ্জা* নামের পার্বত্য এলাকায় পৌঁছেছে। ওখানে নদী অত্যন্ত খরস্রোতা, স্রোত ঠেলে এগোনো খুব কঠিন, বহুবার নৌকাগুলো শুকনো জমির উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে তুলনামূলকভাবে শান্ত পানিতে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয়নি, এক পর্যায়ে নদীটা এতই শক্তিশালী হয়ে পড়ল যে, জলপথ ধরে এগোনোর পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে লিওনার্ড, নৌকা ফেলে দিয়ে পদব্রজে চলতে শুরু করেছে।

নদীতে কম বিপদ মোকাবেলা করতে হয়নি ওদের, কিন্তু এখনকারগুলোর তুলনায় সেগুলো কিছুই ছিল না। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শারীরিক ধকল। অজানা-অচেনা, রুক্ষ এলাকা ধরে... অস্ত্র-শস্ত্র আর নানা ধরনের মালপত্র বয়ে প্রতিদিন দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দিতে হয় ওদের; দিনশেষে শরীর ভেঙে পড়ে ক্লান্তিতে। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে দলের সদস্যরা। এ-মুহূর্তে *মারেঙ্গি* নামের একটা এলাকা পেরোচ্ছে ওরা—মানুষের বাস নেই, শুধু বুনো জন্তু-জানোয়ারের রাজত্ব।

একঘেয়েমি পেয়ে বসেছে অভিযাত্রীদেরকে, দিনের পর দিন অতিক্রম করছে বিস্তীর্ণ, নির্জন প্রান্তর—একটা এলাকা পেরুলে আরেকটা উদয় হয় সামনে, কোথাও কোনও বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না; স্রষ্টা যেন একই ছাঁচ দিয়ে গড়েছেন আফ্রিকার এ-অংশটাকে।

ধীরে ধীরে আবহাওয়া শীতল হয়ে এসেছে। এমন একটা মালভূমি ওরা পেরোচ্ছে, যেখানে আগে কখনও সভ্য মানুষের পা পড়েনি, ওটা দক্ষিণ আর মধ্য-আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। নির্জনতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, কুলিরা কানাঘুষো

www.BanglaBook.org

করছে—দুনিয়ার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা, হাঁটছে কিনারা ধরে! কষ্টের মাঝেও স্বস্তিদায়ক দুটো ব্যাপার অবশ্য আছে—প্রথমত, এত উঁচুতে রোগজীবাণু নেই, তাই অসুস্থ হচ্ছে না কেউ। তা ছাড়া উপর থেকে বহুদূর দৃষ্টি যায়, পথ হারাবার ভয় নেই। সোওয়ার মতে, সরু নদীটার পার ঘেঁষে এগোলেই পৌঁছুনো যাবে গন্তব্যে: ওটার উৎপত্তি নাকি হয়েছে কুয়াশা-মানবদের দেশে।

প্রতিনিয়ত বিপদ-আপদের মুখোমুখি হচ্ছে ওরা। একবার টানা তিনদিন শিকারের অভাবে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। আরেকবার পড়েছিল জংলি বুশম্যানদের কবলে। বিষাক্ত তীর ছুঁড়ে দুজন কুলিকে হত্যা করেছে ওরা, পরে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনে পালিয়ে গেছে। কপাল ভাল, আগ্নেয়াস্ত্র কী জিনিস, তা জানা ছিল না ওদের: ভেবেছে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন দেবতারা নেমে এসেছেন মর্ত্যে।

বুশম্যানদের এলাকা পেরিয়ে ঘন জঙ্গলে ঢোকে ওরা। ওখানে হরিণের অভাব ছিল না, কিন্তু উৎপাত ছিল হিংস্র প্রাণী... প্রধানত সিংহের। রাত জেগে পালা করে পাহারা দিতে হয়েছে ওদেরকে অনেকদিন। জঙ্গলটা ভেদ করে বেরিয়ে আসার পর একেবারে রুক্ষ ও পাথুরে একটা এলাকায় পৌঁছে ওরা। জমিন এতই খসখসে ছিল যে, খালি পায়ে হাঁটতে থাকা কুলিদের পায়ের তালু কেটে যাচ্ছিল; প্রায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ওই এলাকা পাড়ি দিয়েছে দলটা, তারপর কাটা ক্ষত শুকানোর জন্য বিশ্রামও নিতে হয়েছে কয়েকদিন। যাত্রার শেষ অংশটাও খুব একটা ভাল ছিল না, উঁচু উঁচু ঝোপঝাড় আর ঘাসে ঢাকা প্রায় একশো মাইল পেরোতে হয়েছে ওদেরকে, ঠাণ্ডার ভয়ানক প্রকোপের মাঝে। সেই হিমেল হাওয়ায় বাদামি হয়ে যাওয়া ঘাস আর ঝোপঝাড়ের ঘন দেয়াল ভেদ করা খুব সহজ কাজ ছিল না।

www.BanglaBook.org

হাজারো বিপদ আর বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে অবশেষে ওরা দুর্গম যাত্রাটার শেষপ্রান্তে পৌঁছেছে। যেখানে ওরা ক্যাম্প করেছে, সেখান থেকে মাত্র মাইলখানেক দূরে মাথা উঁচু করে রেখেছে খাড়া পাহাড়ি পাঁচিল, বিস্তৃত হয়ে আছে প্রান্তরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত অতিকায় একটা সিঁড়ির মত। উচ্চতায় জায়গাভেদে সাতশো থেকে এক হাজার ফুটের কম হবে না। এই পাঁচিলের গা বেয়ে নেমে এসেছে নদীটার ধারা, একেকটা ধাপ পেরুবার সময় পরিণত হয়েছে নয়ন-জুড়ানো জলপ্রপাতে।

রাতের খাওয়া শেষ করবার আগেই চাঁদ উঠল। তার শুভ্র আলোয় প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকটার দিকে হতাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল অভিযাত্রীরা। কীভাবে ওই খাড়া পাঁচিল টপকাবে, বুঝতে পারছে না। যদি কোনোভাবে কাজটা সম্ভবও হয়, ওপারে গিয়ে কী ধরনের বিপদে পড়বে—সেটাও অজানা। নীরব হয়ে গেল সবাই, মনের শঙ্কা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না।

দুটো অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে ক্যাম্পে, একটা ঘিরে বসেছে লিওনার্ডরা, অন্যটার চারপাশে আগুন পোহাচ্ছে কুলির দল। কারও মুখে কোনও কথা নেই। নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় মুখ খুলল জুয়ানা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য বলল, 'সবাই এত চুপচাপ কেন? কেউ কিছু বলুন! এমন তো নয় যে, আগামীকাল মরতে যাচ্ছি আমরা!'

'তা অবশ্য ঠিক,' হাসল লিওনার্ড। 'আপনার প্রশংসা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না আমার। গত তিন মাসে যে-পরিমাণ কষ্ট পোহাতে হয়েছে, তা আপনার মত একটা মেয়ের পক্ষে সম্ভব হবে বলে ভাবিনি। সত্যি, আপনি অবাক করে দিয়েছেন আমাকে!'

লজ্জা পেয়ে গেল জুয়ানা। বলল, 'থাক, আমার প্রশংসা করতে হবে না। তারচেয়ে চুপ করেই থাকুন।'

হেসে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লিওনার্ড, বাধা পেল

www.BanglaBook.org

সোওয়া আর অটার হাজির হওয়ায়। দুজনেরই মুখ থমথম করছে। লিওনার্ডের মুখোমুখি পা মুড়ে বসল প্রৌঢ়া দাসী, বামন দাঁড়াল তার পাশে।

'কী ব্যাপার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার, উদ্ধারকর্তা!' বলল সোওয়া, ইদানীং কুলিদের মত ও-ও লিওনার্ডকে *উদ্ধারকর্তা* বলে সম্বোধন করছে। 'ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছ, আমার দেশের সীমানায় পৌঁছে গেছি আমরা। সত্যি বলতে কী, ওখানে তোমাদেরকে নিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না, শুধুমাত্র আমার মালকিনের কারণে রাজি হয়েছি। তারপরও শেষবারের মত তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই—ওখানে ঢুকলে মৃত্যু নিশ্চিত। কুয়াশা-মানবদের মধ্যে অচেনা আগন্তুকদের বলি দেবার রীতি আছে। আর গুপ্তধন? সেটা উদ্ধার করবার চেষ্টা স্রেফ দুরাশা! তারচেয়ে উল্টো ঘুরে ফিরে গেলেই ভাল করবে।'

'তার মানে?'

'ওখান থেকে ধনরত্ন উদ্ধার করা সম্ভব নয়, উদ্ধারকর্তা! আমার কথা শোনো! তোমার প্রাণটা বাঁচাতে চাইছি আমি; চলো, কাল সকালেই আমরা ফিরতি পথ ধরি।'

'সম্ভব নয়?' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'তা হলে তুমি যে একটা পরিকল্পনার কথা বলেছিলে, সেটা কী? মিথ্যে বলেছ আমাকে? তুমি কি একটা মিথ্যেবাদী, সোওয়া?'

'না, উদ্ধারকর্তা। আমি একবর্ণও মিথ্যে বলিনি। সত্যিই অঢেল ধনরত্ন আছে ওখানে, আমার পরিকল্পনা অনুসারে সেটা হয়তো উদ্ধারও করা যাবে। কিন্তু ওতে বড্ড বেশি ঝুঁকি! আমার মালকিনকে আমি জেনে-শুনে অমন ঝুঁকি নিতে দিতে পারি না।'

'তা হলে কেটে পড়ো তোমার মালকিনকে নিয়ে,' রাগী গলায় বলল লিওনার্ড। 'যদি সত্যিই ধনরত্ন থাকে ওখানে, আমি

www.BanglaBook.org

পিছু হটছি না। তুমি সাহায্য না করলেও আমি যাব, সোওয়া। তিনটে মাস ধরে শত শত মাইল আমি হাওয়া খাবার জন্য পাড়ি দিইনি।'

'আমরা কেউই দিইনি, মি. অট্রাম,' বলে উঠল জুয়ানা। তারপর তাকাল দাসীর দিকে। 'এসব কী শুনছি, সোওয়া? শেষ মুহূর্তে এসে তুমি এসব বলছ কেন? আমাকে নিয়ে ভেবো না, ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার, মৃত্যুকেও ভয় করি না। সবচেয়ে বড় কথা, খালি হাতে ফিরে যেতে আমি নিজেও রাজি নই। কাজেই ফালতু কথাবার্তা বাদ দিয়ে তোমার পরিকল্পনাটা খুলে বলো।'

মাথা নিচু করে ফেলল সোওয়া। 'আমি আপনার ভালর জন্যই...'

'আমারটা আমাকে ভাবতে দাও। তুমি তোমারটা ভাবো। এতদূর এনে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না।'

'আমি বিশ্বাসঘাতক নই, ছোট মালকিন!' প্রতিবাদ করল সোওয়া। 'বেশ, আপনার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। খুলে বলছি সব। কুয়াশা-মানবদের একটা কঠিন নিয়ম আছে... মানে, চল্লিশ বছর আগে আমি যখন পালিয়ে যাই, তখনও ছিল। নতুন কোনও মানুষ তাদের দেশে পা রাখলেই তাকে দেবতার উদ্দেশে বলি দেয়া হয়। গ্রীষ্মকাল হলে আকার উদ্দেশে, আর শীতকাল হলে যালের উদ্দেশে। নিয়মটা নিষ্ঠুর, কিন্তু ওটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ওরা। বাইরের লোকদের ওদের রাজ্য থেকে দূরে রাখার জন্যই এই রীতি। তবে একটা কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে কুয়াশা-মানবদের মধ্যে... ভবিষ্যদ্বাণীও বলতে পারেন: ওতে বলা হয়েছে, মানুষের রূপ নিয়ে প্রজাদের মাঝে আবার ফিরে আসবেন আকা আর যাল। আকার রূপ হবে আপনার মত, ছোট মালকিন: আর যাল দেখতে হবে ঠিক উদ্ধারকর্তার এই বামন চাকরটার মত। ওকে দেখে প্রথম রাতে সে-কারণেই ভয় পেয়ে

www.BanglaBook.org

গিয়েছিলাম আমি। ভেবেছিলাম, যাল বুঝি ফিরে এসেছে পৃথিবীতে! যা হোক, আমাদের বিশ্বাস বলে—আকা আর যাল ফিরে এসে কুয়াশা-মানবদের রাজাকে হটিয়ে দেবেন, পুরোহিতরা পরিণত হবে তাঁদের দাসে; পুরো রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করবেন তাঁরা, শান্তি আর সমৃদ্ধির বন্যা বইয়ে দেবেন।

'ছোট মালকিন, কুয়াশা-মানবদের ভাষা জানেন আপনি, ছোটবেলায় আমি শিখিয়েছি। প্রধান-পুরোহিতের মেয়ে হিসেবে পুনর্জাগরণের পবিত্র গানটা জানা ছিল আমার, আপনাকে সেটাও শিখিয়েছি। ওই গান গেয়েই আকা উদয় হবেন বলে বিশ্বাস করি আমরা। আমার পরিকল্পনাটা আশা করি বুঝতে পারছেন? আপনাদের দুজনকে আকা আর যাল সেজে ঢুকতে হবে কুয়াশা-মানবদের দেশে; শুধুমাত্র তা হলেই নরবলির হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। ওদেরকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে আসা যাবে ধনরত্নগুলো।

'এখন... আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আসুন। বামনটা তো কিছুই জানে না, আপনারও কিছু আচার-ব্যবহার শেখা দরকার, যাতে ওদের সামনে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে না পড়েন। সবকিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দেব আমি।'

পরিকল্পনাটা শুনে হাঁ হয়ে গেছে লিওনার্ড, অটারের ভুরুও কুঁচকে গেছে। বলে কী বুড়ি? নকল দেব-দেবী নিয়ে ঢুকতে চাইছে ভয়ঙ্কর ওই এলাকায়? ধরা পড়লে কী ভয়াবহ পরিণতি হবে, তা কি বুঝতে পারছে না? অটারেরও পছন্দ হচ্ছে না এমন আত্মঘাতী পরিকল্পনা। পুরো একটা জাতিকে ধোঁকা দিতে বিবেকে বাধছে ওর।

শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মনের ভাব আন্দাজ করতে পারছে সোওয়া। বলল, 'বুঝতে পারছি, পরিকল্পনাটা আপনাদের পছন্দ হয়নি। আমি তো বলেছিই, এতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এ-ও জানাচ্ছি—ওখানে ঢোকা, কিংবা গুপ্তধন

www.BanglaBook.org

উদ্ধার করতে চাইলে আর কোনও পথ নেই। এখন আপনারাই ভেবে দেখুন কী করবেন। একটা কথা... পরিকল্পনাটা কিন্তু একেবারে মন্দ নয়। যদি ঠিক ঠিক অভিনয় করতে পারেন ছোট মালকিন আর এই বামন, তা হলে বিপদের আশঙ্কা নেই বললেই চলে।'

কথাটা অবশ্য খুব একটা ভুল নয়, তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো লিওনার্ড। পৃথিবীর ইতিহাসে ভণ্ড দেব-দেবীর অভাব নেই। তাদের খুব কম সংখ্যকই ধরা পড়েছে। ধর্মবিশ্বাস এমন এক জিনিস, যা নিয়ে মানুষ খুব একটা প্রশ্ন তুলবার সাহস করে না। প্রাথমিক ধাক্কাটা সামাল দিতে পারলে সত্যিই নিজেদের দেব-দেবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে জুয়ানা আর অটার। এতে ওদের উদ্দেশ্য হয়তো পূরণ হবে, কিন্তু নৈতিকতার ব্যাপারটা এড়ানো সম্ভব নয়। কী অধিকার আছে ওদের—কারও বিশ্বাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলার? আবার এটাও ঠিক—সোওয়ার পরিকল্পনার চাইতে ভাল কোনও উপায় ভেবে বের করা সম্ভব নয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে লিওনার্ডের, তাই বিবেকের দংশন সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেল।

'ঠিক আছে, সোওয়া। তোমার কথামতই হবে সব।' বলল ও। 'তবে এই পরিকল্পনাটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি কী ধরনের মানুষ। নিজের জন্মভূমি... নিজের লোকজনের সঙ্গে নির্লজ্জ প্রতারণা করতে চাইছ তুমি! আমাদের সঙ্গে যে করবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তোমার উপর কড়া নজর থাকবে আমার, সোওয়া। জেনে রাখো, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করো... তা হলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, তোমাকে আমি ছাড়ব না।'

'হুমকি দেয়া বন্ধ করো, উদ্ধারকর্তা,' শান্ত গলায় বলল সোওয়া। 'আমি তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, কারণ তাতে আমার মালকিনেরই ক্ষতি হবে। মরে গেলেও তাঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গায়ে ফুলের টোকা পড়তে দেব না আমি। তা ছাড়া, হুমকি দিয়ে লাভ কী? ভেবেছ আমি ভয় পাব? কুয়াশা-মানবদের দেশে ঢোকার পর থেকে তোমাদের প্রাণ আমার হাতের মুঠোয় বন্দি থাকবে। যে-কোনও মুহূর্তে আমি তোমাদের গোমর ফাঁস করে দিতে পারি, ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারি তোমাদের উপর। নিশ্চিত থাকো, অমন কিছু ঘটলে আমাকে খুন করার চাইতে আত্মহত্যা করে মুক্তি পাবার জন্যই উতলা হয়ে পড়বে তোমরা। কাজেই আমাকে ভয় দেখিয়ো না।'

অগ্নিদৃষ্টি হানল লিওনার্ড, কিন্তু তাতে পাত্তা দিল না প্রৌঢ়া দাসী। উঠে দাঁড়িয়ে ইশারা করল জুয়ানা আর অটারকে, ওদেরকে নিয়ে সরে গেল অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে।

ফ্রান্সিসকোর দিকে ফিরল লিওনার্ড। 'আমি সাহসী মানুষ, ফাদার; তারপরও ডাইনিটার কথাবার্তা শুনে ভয় করছে। জুয়ানা না থাকলে প্রথম সুযোগেই আমাদের ধরিয়ে দিত ও। আমার তো মনে হয়, শেষ পর্যন্ত যদি মালকিনকে অক্ষত রেখে আমাদের খতম করা যায়... সেটাই করবে ডাইনিটা!'

'হ্যাঁ, মি. অট্রাম, আমারও ওকে সুবিধের মানুষ বলে মনে হয়নি,' ফ্রান্সিসকো একমত হলো। 'ডাইনিই বলতে পারেন... অশুভের পূজারী। কাল রাতে ওকে প্রার্থনা করতে দেখেছি আমি, বড়ই ভয়ানক প্রার্থনা! অমন জিনিস আর কোনোদিন দেখবার ইচ্ছে নেই। আমাদেরকে ঘৃণা করে ও, সেনিয়রা রডের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলে ঈর্ষায় জ্বলছে বুড়িটা। মেয়েটার ভালবাসা আর কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করতে চায় না ও।'

'হুম! ভালবাসার প্রমাণ অবশ্য আমরা পেয়েছি। সোওয়া না থাকলে মিস রডকে এখন কোনও ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর হারেমে বাঁদী হয়ে থাকতে হতো।'

'তা ঠিক। আমার ধারণা, বুড়িটার ভিতর এ-ধরনের টান আছে বলেই তাকে মেয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেনিয়র রড।

www.BanglaBook.org

বুদ্ধিমানের মত একটা কাজ করেছিলেন তিনি। তবে ঈর্ষাকাতর মহিলাটার হাতে নিজেদের প্রাণ সঁপে দিয়ে আমরা কতটা বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি, সেটাই প্রশ্ন!'

'কিন্তু ফিরে যেতেও পারব না আমি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লিওনার্ড। 'আপনাদের কথা জানি না, তবে খালি হাতে ফেরার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল আমার। হাতে টাকাপয়সা কিছুই নেই, পেরেইরার আস্তানা থেকে যে-মোহরগুলো এনেছিলাম, সেগুলো কুলিদের পিছনে খরচ হয়ে গেছে। মোটা টাকা না পেলে ওরা কেউ আসত না। এখন যদি ফিরে যাই, তা হলে পথের পাশে থালা নিয়ে বসে ভিক্ষা করতে হবে। অমন দিন আসার আগে মরণ ভাল না? জীবনের প্রতি আমি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি, ফাদার। এভাবে আর চলতে পারে না। কুয়াশা-মানবদের দেশে গিয়ে একটা এস্পার-ওস্পার করে ফেলতে চাই। হয় ধনদৌলত নিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরব, নয়তো জীবন দিয়ে দেব!'

'আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমি বুঝতে পারছি,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'আমারও একই মত। মানুষের বাঁচামরা তো ঈশ্বরের হাতে! এখান থেকে ফিরে গেলেই যে আমরা বেঁচে যাব, এমন কোনও নিশ্চয়তা আছে? ভয়ঙ্কর একটা পথ পাড়ি দিয়ে এতদূর এসেছি আমরা, ফিরবার সময় কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে! তারচেয়ে ভবিষ্যৎকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধৈর্য আর সাহস নিয়ে কাজ করলে তার ফল দেন ঈশ্বর, এটাই আমাদের ভরসা। যা হোক, এ-নিয়ে আপাতত আর কিছু বলে লাভ নেই। বেশ রাত হয়েছে, চলুন শুয়ে পড়ি।'

পরদিন সকালে হৈচৈ-এর আওয়াজে ঘুম ভাঙল লিওনার্ডের। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখল, নদী থেকে পানি আনতে গিয়ে স্থানীয় দুজন আদিবাসীকে পাকড়াও করেছে কুলিরা, তাদেরকে নিয়ে এসেছে ক্যাম্পে। মোচড়ামুচড়ি করছে লোকদুটো, মুক্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতে চাইছে। কিন্তু কিল-ঘুসি দিয়ে তাদেরকে দমিয়ে রাখছে কুলিরা।

তাড়াতাড়ি গিয়ে নাক গলাল লিওনার্ড, নিরীহ দুজন মানুষকে মারধর করবার কোনও মানে হয় না। ওদেরকে ছাড়িয়ে নিজের তাঁবুর সামনে নিয়ে এল, খেতে দিল তাজা মাংস। আতিথেয়তা পেয়ে শান্ত হলো লোকদুটো।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাইল লিওনার্ড, সমস্যা দেখা দিল ভাষা নিয়ে। শেষে কুলিদের একজন এগিয়ে এল, লোকগুলোর ভাষা ভাঙা ভাঙাভাবে বলতে পারে সে। তাকে দোভাষী বানিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল লিওনার্ড, আদিবাসীদের কাছে জানতে চাইল—পাহাড়শ্রেণীর ওপারের দেশটা সম্পর্কে কী জানে।

আদিবাসীরা জানাল, ওখানে কখনও যায়নি ওরা; ওটা একটা নিষিদ্ধ এলাকা। জায়গাটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে বছরের বারো মাসই। কুয়াশাও এতই ঘন যে, মাঝে মাঝে দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। লম্বা লম্বা চুলদাড়িঅলা বিশালদেহী একদল মানুষ থাকে ওখানে, অচেনা মানুষ দেখলেই অশুভ এক কুমিরের সামনে ফেলে দেয় ওরা, সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে দেয় নিজেদের দেবতার কাছে। ওখান থেকে খুব কম লোকই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছে, তাই জায়গাটাকে শয়তানের জায়গা বলে বিশ্বাস করে ওরা, ডাকে মৃত্যুপুরী বলে। ওখানকার অধিবাসীরা শয়তানের পূজারী। তাই এড়িয়ে চলে ওরা কুয়াশা-মানবদের দেশকে।

আর কিছু বলতে পারল না দুই আদিবাসী। তাই ওদেরকে ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিল লিওনার্ড। তারপর কুলিদের বলল ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে। কিন্তু ঝামেলা যা হবার, তা ততক্ষণে হয়ে গেছে। দোভাষী লোকটা সঙ্গীসাথীদের জানিয়ে দিয়েছে দুই আদিবাসীর ভাষ্য। শয়তানের দেশ আর মৃত্যুপুরীর কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে কুসংস্কারাচ্ছন্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কালোরা। ফলে ক্যাম্প না গুটিয়ে নিজেরা আলোচনায় বসে গেল, তারপর দল পাকিয়ে লিওনার্ডের কাছে এল আর্জি পেশ করতে।

'কী হয়েছে, পিটার?' সর্দারের কাছে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'আমরা আর না এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, উদ্ধারকর্তা,' বলল পিটার। 'পাহাড়ের ওপারে শয়তানের বাস, ওখানে গেলে আর প্রাণে বাঁচব না কেউ। আমরা ফিরে যেতে চাই।'

'তাতেও কি কম বিপদ? আসার পথে কত ঝামেলা হয়েছে, তা কি ভুলে গেছ? এবার আমাকে সঙ্গে পাবে না, কারণ আমি কিছুতেই পিছু হটতে রাজি নই। নিজেদের চেষ্টায় সব মোকাবেলা করতে পারবে? শেষ পর্যন্ত ক'জন জ্যান্ত থাকবে বলে মনে হয় তোমার?'

'ঝুঁকিটা জানি আমরা, উদ্ধারকর্তা। কিন্তু শয়তানের দেশে শয়তানের উদ্দেশে বলি হবার চেয়ে বাড়ি ফেরার চেষ্টায় প্রাণ দেয়া ভাল।'

'তা হলে তো আর কিছু বলার নেই আমার। বিদায়, পিটার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল কুলিরা, আর তখুনি চেঁচিয়ে উঠল জুয়ানা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে লোকগুলোর কথাবার্তা শুনছিল ও।

'থামো, পিটার!'

একযোগে কুলিরা ফিরল তাদের মালকিনের দিকে।

'এসব কী শুনছি আমি?' এগিয়ে এসে সরোষে বলল জুয়ানা। 'কাকে ফেলে যাচ্ছ তোমরা এই বিপদের মুখে? সেই মানুষটাকে, যে কিনা নিজের জীবন তুচ্ছ করে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিল হলুদ শয়তানের আস্তানা থেকে? মুক্তি দিয়েছিল দাসত্বের অভিশাপ থেকে? তারপরেও তো কৃতজ্ঞতার বশে এই অভিযানে আসোনি তোমরা, একগাদা সোনার মোহর নিয়েছ এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহজ-সরল মানুষটার কাছ থেকে! অথচ বিপদের আশঙ্কা দেখতেই লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছ? ধিক্ তোমাদের, পিটার। তোমাদের আমি বন্ধু ভাবতাম... আমার বাবা সন্তানের মত স্নেহ করত তোমাদের... এ-কথা ভাবতেও ঘেন্না হচ্ছে! যেতে চাও, যাও। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, তোমাদের বেশিরভাগই আর প্রিয়জনের চেহারা দেখতে পাবে না। তুমিও না, পিটার! যারা ফিরতে পারবে, তারাও স্বস্তি পাবে না বাকি জীবন। সারা দুনিয়ার সামনে ওদের নাম উচ্চারিত হবে কাপুরুষ হিসেবে!'

জুয়ানার কথা শুনে মাথা অবনত হয়ে গেল কুলিদের। পিটার বলল, 'বন্ধুরা, ছোট মালকিনের এই উপহাস আর লজ্জার মালা গলায় নিয়ে তোমরা কি ফিরে যেতে চাও?'

একযোগে মাথা নাড়ল সবাই। ওদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলে নিল পিটার। তারপর ফিরে এল লিওনার্ডের কাছে।

'উদ্ধারকর্তা,' বলল ও, 'আমরা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছি। ছোট মালকিন আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। কাপুরুষের পরিচয় নিয়ে বাঁচতে চাই না আমরা, তারচেয়ে বীর হয়ে মরব। যাব আমরা আপনাদের সঙ্গে ওই শয়তানের দেশে। যত বিপদই আসুক, সব একযোগে মোকাবেলা করব। আপনার ঋণ আমরা জীবন দিয়ে হলেও শোধ করব, উদ্ধারকর্তা।'

'শুনে খুশি হলাম,' লিওনার্ড হাসল। 'যাও তা হলে, সব গুছিয়ে নিয়ে রওনা হবার জন্য তৈরি হও।'

'ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ভায়া,' বলে উঠল অটার। মনিবের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও। 'নইলে তোমাদের মালকিনের ভবিষ্যদ্বাণী এখুনি কিছুটা সত্যি হয়ে যেত। তোমাকে আমি খুন করতাম, পিটার... আমার বাসের সঙ্গে বেঈমানী করার জন্য।'

ওর ক্রোধ দেখে হেসে ফেলল লিওনার্ড, বড্ড আবেগপ্রবণ এই অটার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনটা ভারী হয়ে গেল ওর। লোকগুলোকে দুর্বল জায়গায় আঘাত হেনে সঙ্গে যাবার জন্য

www.BanglaBook.org

রাজি করিয়েছে জুয়ানা: কিন্তু এর পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। এতগুলো মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেই হয়তো ঠেলে দিয়েছে মেয়েটা।

কিন্তু এখন আর ওসব ভেবে লাভ নেই। যা হবার, তা হবে: ভাগ্যের মুখোমুখি হতে হবে ওদের সবাইকে।

উনিশ

যাত্রার সমাপ্তি

ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হবার একঘণ্টা পর পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে পৌঁছুল অভিযাত্রীরা, শুরু হলো খাড়া পাঁচিল বেয়ে উপরে ওঠা। যতটুকু অনুমান করা হয়েছিল, তার চেয়েও কঠিন বলে প্রমাণিত হলো কাজটা। নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই পাহাড়টাতে ওঠার—কারণ উপরে যারা বাস করে, তারা কখনও নীচে নামে না: সমভূমির আদিবাসীরাও ওঠে না কখনও উপরে। সোওয়াও ভুলে গেছে সব, বলতে পারল না—বহু বছর আগে ঠিক কোন পথে ঢালটা ধরে নেমে এসেছিল ও।

নদীটার পার ঘেঁষে শুরুতে একটু এগোনো গেল—ওটা বিশাল চারটা ধাপ পেরিয়ে জলপ্রপাতের মত নীচে আছড়ে পড়ছে। প্রতিটা প্রপাতের তলায় পানির আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় জলাশয়। প্রথম ধাপটা কোনোমতে পেরুনো গেলেও দ্বিতীয়টা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হলো। লিওনার্ডের ভয় হলো, শেষে না অভিযানটা পরিত্যাগ করে ফিরে যেতে হয়। এই

www.BanglaBook.org

অবস্থায় ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হলো অটার। প্রায় মসৃণ দেয়ালটা টিকটিকির মত বেয়ে উপরে উঠে গেল ও, তারপর একটা দড়ি নামিয়ে দিল। সেটা ধরে উঠল বাকিরা। পরের দুটো ধাপেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলো। রীতিমত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হলো বামনকে এর ফলে, কিন্তু তারপরও চেহারায় ক্লান্তি বা অবসাদের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ফুটতে দিল না। শুধুমাত্র ওর কারণেই পুরো পাহাড়টা বেয়ে উঠতে পারল গোটা দল। শেষ পর্যন্ত যখন সবাই চূড়ায় পৌঁছুল, তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি তাঁবু খাটিয়ে ক্যাম্প করল ওরা, সঙ্গে আনা মাংস দিয়ে রাতের খাবার সারল, তারপর শুয়ে পড়ল।

রাতটা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে কাটল। সময়টা শীতকালের মাঝামাঝি, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে বিনা বাধায় ধেয়ে আসছে হিমেল হাওয়া, কাপড়চোপড় আর কম্বলের আচ্ছাদন ভেদ করে হামলা চালাচ্ছে অস্থিমজ্জায়। বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর কারণে সব ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় আছে লিওনার্ড আর অটারের, কিন্তু বাকিরা ভীষণ রকমের ভোগান্তির শিকার হলো। সকালে দেখা দিল আরেক আপদ: খিকথিকে চাদরের মত চারপাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল কুয়াশা, কিছুতেই তা দূর হলো না।

ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লিওনার্ড, তারপরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় এই অবস্থাতেই যাত্রা শুরু করল। সোওয়ার নির্দেশনা অনুসারে নদীটার পূর্ব তীর ধরে উত্তরদিকে এগোতে থাকল অভিযাত্রীরা। স্বস্তির ব্যাপার একটাই—এখানকার পথ সুগম। পানির আঘাতে মসৃণ হয়ে যাওয়া নুড়িপাথর আছে বটে, নইলে পুরো রাস্তাই একেবারে সমতল। ঘাসের মত এক জাতীয় আগাছাও জন্মেছে বিভিন্ন জায়গায়, পাথরের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে পা-ব্যথা হয়ে যায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুয়াশা ভেদ করে সারাটা দিন হেঁটে চলল ওরা। সামনে কিছু দেখা যায় না, কুলকুল শব্দে বইতে থাকা নদীটাই একমাত্র অবলম্বন। মানুষজনের দেখা পেল না, তবে কয়েকবারই লোমশ একদল প্রাণী ছুটে গেল ওদের পাশ দিয়ে। মাংস দরকার, তাই শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি করল একবার লিওনার্ড। ধুপ করে কী যেন আছড়ে পড়ল মাটিতে। সেদিকে এগিয়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা একটা লোমশ ষাঁড় দেখতে পেল লিওনার্ড, আকারটা অস্বাভাবিক—উচ্চতায় মানুষের চাইতে উঁচু, দৈর্ঘ্য-প্রস্থেও প্রায় একই রকম। বিস্ময়ের পাশাপাশি খুশিও হয়ে উঠল ও—প্রচুর মাংস পাওয়া যাবে ওটা থেকে। কয়েকদিন আর খাবার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

চারপাশ দেখে বোঝার উপায় নেই, কিন্তু ঘড়ি বলছে সন্ধ্যা সমাগত। তাই ওখানেই সে-রাতের মত ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিল লিওনার্ড। তাঁবু খাটানোর পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল ষাঁড়টার চামড়া ছিলতে। আর তখুনি ঘটল আরেক ঘটনা।

সূর্যাস্তের সময় তখন, কুয়াশা কিছুটা কমে এসেছে, দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল অস্তায়মান সূর্য। হঠাৎ সেই সূর্যের পটভূমিতে উদয় হলো বিশালদেহী একজন মানুষ। লম্বায় সাত-ফুটের কম নয়, গরিলার মত স্বাস্থ্য। চেহারা দেখা গেল না, শুধু দেখা গেল তার পরনের ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক। এক হাতে ধনুক, আর পিঠে তূণ-ভর্তি তীর রয়েছে লোকটার।

জুয়ানাই মানুষটাকে দেখল প্রথমে। আতঙ্কিত হয়ে পাশে দাঁড়ানো লিওনার্ডের বাহু খামচে ধরল ও, দেখার ইশারা করল। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল লিওনার্ড আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে, তারপর রাইফেল বাগিয়ে এগিয়ে গেল। কিন্তু জায়গাটাতে পৌঁছে লোকটার আর চিহ্ন খুঁজে পেল না, যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে দানবটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জুয়ানার কাছে ফিরে এল লিওনার্ড। হাসতে হাসতে বলল, 'দানবের মত মানুষ নিয়ে এত বেশি গল্প শুনেছি যে, আমরা বোধহয় জেগে জেগেই কল্পনা করতে শুরু করেছি।'

পরমুহূর্তে কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে গেল কী যেন, বিঁধল ওদের পিছনের মাটিতে। সেদিকে তাকাতেই বড় একটা তীর দেখতে পেল দুজনে—লাল পালক লাগানো। তিরতির করে কাঁপছে মাটিতে বিঁধে।

'এটাও কল্পনা?' ফ্যাকাসে মুখে বলল জুয়ানা। 'আরেকটু হলেই তো ওটা আমাদের গায়ে লাগত!'

জবাব দিল না লিওনার্ড। মুখের হাসি অদৃশ্য হয়েছে ওর। যেদিক থেকে তীরটা এসেছে, সেদিকে ফিরে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ল; তারপর দলবল নিয়ে আশ্রয় নিল বড় বড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে—প্রতিরক্ষা-ব্যূহ গড়তে চাইছে। রাতভর খামোকাই কষ্ট করল ওরা, কুয়াশাটা ধীরে ধীরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে পরিণত হলো, ভেজা শরীর নিয়ে জেগে থাকল প্রতিটা মানুষ, অথচ রহস্যময় ওই তীরন্দাজের টিকিটিরও আর চিহ্ন দেখল না।

তবে কষ্টের মাঝেও একটা উপলব্ধি আশা জাগিয়ে তুলল সবার মাঝে। সোওয়া আর দুই আদিবাসীর কথার সত্যতা পাওয়া গেছে। সত্যিই মানুষের বাস আছে এখানে—নিশ[illegible], হিংস্র মানুষ!

সকাল হলো। পরিবেশটা আর্দ্র, ভেজা ভেজা। ক্ষুৎপিপাসায় ভুগছে সবাই, ঘুমের অভাবে শ্রান্ত দেহ। সেই সঙ্গে ভর করেছে অজানা ভয়। কয়েকজন কুলি তো খোলাখুলিই বলে বসল, মালকিনের কথায় বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে ভুল করেছে। কীসের লজ্জা, কীসের কী! না এলে অন্তত প্রাণটা তো বাঁচাতে পারত! এখন ফিরে যাবারও সাহস পাচ্ছে না তারা। ওদের কথাবার্তা শুনে খেপে গেল লিওনার্ড। হুমকি দিল, এরপর যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেউ দলের মনোবলে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে, তা হলে পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। কাজ হলো তাতে, কেউ আর উচ্চবাচ্য করার সাহস পেল না।

ভেজা শরীরে খাওয়াদাওয়া সারল অভিযাত্রীরা। সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামল পথে, এগিয়ে চলল অজানা-অচেনা সমতলের উপর দিয়ে। সোওয়া রয়েছে সবার সামনে, প্রতি মুহূর্তে গাম্ভীর্য বাড়ছে ওর, নিজের দেশের কাছে এসে দুশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু করেছে। হাঁটাচলা করায় শরীর গরম হয়ে উঠল অভিযাত্রীদের, তা ছাড়া হালকা বাতাসে কুয়াশাও সরে যাচ্ছে মাঝে মাঝে, নদীর পানিতে প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে সূর্যের। মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই চলতে পারল ওরা। হাঁটল সারাদিন, চোখকান খোলা রাখল, কিন্তু রহস্যময় তীরন্দাজ, বা তার সঙ্গীসাথীদের ছায়া দেখল না।

আঁধার ঘনিয়ে আসতেই থামল দলটা। লিওনার্ড আর অটার এগিয়ে গেল ক্যাম্পিঙের জন্য সুবিধাজনক জায়গা খুঁজতে। হঠাৎ বামনের ডাক শুনল লিওনার্ড, কাছে যেতেই দেখল—কুয়াশার ওপারে, একশো গজ দূরে একটা ঝাপসা কাঠামো উদয় হয়েছে।

'দেখুন, বাস,' বলল অটার। 'একটা বাড়ি! পাথরের তৈরি, ছাতের উপরে ঘাস জন্মেছে।'

'ধ্যাত! বাড়ি আসবে কোত্থেকে?' বলল লিওনার্ড। 'নিশ্চয় বড় পাথরকে বাড়ি বলে ভুল করছ। চলো, কাছে গিয়ে দেখি।'

সন্তর্পণে ভৌতিক অবয়বটার কাছে এগিয়ে গেল দুজনে। একটু পরেই বোঝা গেল, অটার ভুল করেনি। সত্যিই ওটা একটা বাড়ি। দেয়ালগুলো পাথরের, ছাত কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয়েছে—ওটার উপর পুরু হয়ে জন্মেছে আগাছার স্তর। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে চল্লিশ ফুট বাই বিশ ফুটের মত, উচ্চতায় প্রায় সতেরো ফুট। জানালা আর দরজা অস্বাভাবিক রকমের বড়। সোওয়াকে ডেকে ওটা দেখাল লিওনার্ড।

www.BanglaBook.org

'বোধহয় কোনও রাখাল-সর্দারের বাড়ি,' বলল প্রৌঢ়া দাসী। 'রাজা, কিংবা পুরোহিতদের গরু-ছাগলের দেখাশোনা করে। কাল যে-লোকটাকে দেখলাম আমরা, সে-ই হয়তো থাকে ওখানে।'

'দেখে আসি, ভিতরে কেউ আছে কি না,' বলে হামাগুড়ি দিতে শুরু করল অটার।

'অ্যাই অটার, দাঁড়াও!' চাপা গলায় বলল লিওনার্ড।

শুনল না বামন। চুপিসারে চলে গেল দরজার কাছে। কান পেতে বসে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ভিতরে উঁকি দিল। সবশেষে উঠে দাঁড়াল ও।

'সব ঠিক আছে, বাস। বাড়িটা খালি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়াল লিওনার্ড, ভৃত্যকে নিয়ে ঢুকল বাড়িতে। কৌতূহলী চোখে জরিপ করল ভিতরটা। দেয়ালগুলো নগ্ন, প্লাস্টার করা হয়নি, আর্দ্রতার ফলে ভেজা ভেজা। ছাতে একটা ফুটো আছে, ওটা চিমনির কাজ করে। তবে রান্নাঘরটা আলাদা নয়। পুরো বাড়িটা মাত্র দু'ভাগে বিভক্ত—একটা পাশ হলো শোবার ঘর, অন্যপাশটা লিভিং রুম কাম কিচেনের মত ব্যবহৃত হয়। একেবারে পরিত্যক্ত নয় বাড়িটা, মানুষ বাস করবার চিহ্ন আছে। চুলায় এখনও ধিকিধিকি জ্বলছে অঙ্গার, চারপাশে পড়ে আছে মাটির তৈরি এঁটো বাসন-কোসন। শোবার ঘরে একটা কাঠের তৈরি খাট আছে, তাতে গরুর চামড়ায় বানানো একটা চাদর বিছানো। সবকিছু দেখা হলে দলের কাছে ফিরে গেল ওরা, আর তখুনি ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি।

'বাড়ি পেয়েছ?' উত্তেজিত গলায় বলল জুয়ানা। 'তা হলে এখুনি ওখানে চলো। বৃষ্টিতে ভিজলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে।'

'মন্দ বলোনি,' মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'আসল মালিক এসে পড়লে অবশ্য একটু ঝামেলা হতে পারে, তবে সেটা নিয়ে পরে

www.BanglaBook.org

ভাবা যাবে। চলো।'

রাতটা ওই অদ্ভুত বাড়িতেই কাটাল অভিযাত্রীরা. সৌভাগ্যক্রমে ওটার আসল বাসিন্দা উদয় হলো না। চুলায় আগুন জ্বালানো হলো, সেই উত্তাপ পোহাল সবাই মিলে। ক্লান্তি ছেঁকে ধরতেই শোবার ঘরে জুয়ানাকে পাঠিয়ে দিল লিওনার্ড, বিছানাটা ওকেই দিল। ওরা সবাই ঘুমাল সামনের ঘরের মেঝেতে, পোকামাকড়ের অত্যাচার সহ্য করে।

সকাল হতেই আবার বেরিয়ে পড়ল ওরা। বৃষ্টি আর কুয়াশার অত্যাচার সহ্য করে নদীর তীর ঘেঁষে এগোল। নিয়মমাফিক রাত নামতেই আবার ক্যাম্প করা হলো, তবে এবার আর মাথা গোঁজার মত কোনও ঠাঁই মিলল না। রাতের খাবার শেষ হতেই মাংস ফুরিয়ে গেল, তীরন্দাজের ভয়ে সাদা ষাঁড়টার সমস্ত মাংস কেটে নিতে পারেনি ওরা। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা-এর মত আগুন জ্বালাবার তেলও শেষ হয়ে গেছে। লিওনার্ড বুঝতে পারল, শীঘ্রি একটা ব্যবস্থা নিতে না পারলে মরতে শুরু করবে ওরা।

সোওয়াকে আলাদা করে ডেকে নিল ও। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দেশের লোকেরা কি শহরে থাকে?'

'হ্যাঁ, উদ্ধারকর্তা শহরই ওটা, বিরাট শহর!' বলল সোওয়া। 'তবে ঢুকতে পারবেন কি না, সেটা বলা কঠিন।'

'যে-অবস্থা দেখছি, তাতে শহরে পৌঁছুনোর আগেই তো মারা পড়ব মনে হচ্ছে। আর কতদূর?'

'আরও একদিনের পথ। কুয়াশা না থাকলে এখান থেকেই দেখতে পেতেন ওটা। বিশাল একসারি পাহাড়ের গোড়ায় অবস্থিত আমাদের শহর, বেশ উঁচুতে। কিন্তু কুয়াশার কারণে কেউ দেখতে পায় না। কাল যদি কুয়াশাটা কাটে, তা হলে দেখাতে পারব আপনাদের।'

'আশপাশে কোনও বাড়িঘর আছে? থাকলে মাথা গোঁজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেত।'

'কী করে বলব?' কাঁধ ঝাঁকাল সোওয়া। 'চল্লিশ বছর আগে দেশ ছেড়েছি আমি। তখন এদিকটায় রাখাল ছাড়া আর কেউ বাস করত না। ওদের ঘরবাড়ি অনেক দূরে দূরে হয়। হাতের কাছে কোনোটা পাব বলে মনে হচ্ছে না।'

'হুম!' বলে দলের কাছে ফিরে এল লিওনার্ড। দুশ্চিন্তায় মাথা ভারী হয়ে আছে। আরও চব্বিশ ঘণ্টার ধকল রয়েছে সামনে। তারপরও যে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। খাবার আর জ্বালানি পাওয়া না গেলে মহাবিপদ! কী করবে ভেবে পেল না।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল ও, ঘুমাতে পারল না। বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকল সহযাত্রীদের দিকে। গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে কুলিরা, একে-অন্যকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, ভাগাভাগি করতে চাইছে দেহের উত্তাপ। এই প্রথমবারের মত জুয়ানাকেও কাবু দেখা গেল। যেচে নিজেদের কম্বলদুটো ওকে দিল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, ভাব দেখাল যেন বাড়তি কম্বল খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ওতে বিশেষ লাভ হলো না। বৃষ্টিতে ভিজে থাকা কম্বলগুলো খুব সামান্যই কাজে এল জুয়ানার। পুরো দলের এই বিপর্যস্ত হালের ব্যতিক্রম হলো সোওয়া আর অটার। প্রৌঢ়া দাসীর নিজের এলাকা এটা, আবহাওয়াটা তার জন্য নতুন কিছু নয়। আর অটার সম্পূর্ণ অন্য ধাতে গড়া। অনেকটা দার্শনিক ঢঙে জানাল, হৃদয় উত্তপ্ত থাকলে নাকি শরীরটাও উত্তপ্ত থাকে ওর।

যা হোক, শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাতটা পোহাল। ভোরের সূর্য নিয়ে এল সৌভাগ্য। বৃষ্টি থেমে গেল পুরোপুরি, রোদ উঠল বেশ ক'দিনের বিরতির পর। নদীর ধারে একটা হরিণও শিকার করতে পারল অটার। সেটা দিয়ে পেটপুরে নাশতা সারল অভিযাত্রীরা।

ধীরে ধীরে কুয়াশা কেটে যেতেই চারপাশটা প্রথমবারের মত

www.BanglaBook.org

পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল ওরা। ঢালু একটা সমতলভূমি ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা, ওটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে মিশেছে একটা পর্বতশ্রেণীর গায়ে। পরে ওরা জেনেছিল, ওটা *বিনা* পর্বতমালা।

পুরো এলাকাটা অর্ধচন্দ্রাকার, কিংবা ধনুকের মত। চক্রটার সবচেয়ে সরু অংশটা ঠিক ওদের উল্টোদিকে, তুষারে মোড়া অনেকগুলো শৃঙ্গের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। মোটামুটি বিশ মাইলের মধ্যে রয়েছে প্রতিটা পাহাড়—আঁকাবাঁকা ঢেউয়ের মত দখল করে রেখেছে দিগন্তকে। সমতলভূমিটা একেবারে বিরান, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পাথর ছাড়া কিছুই নেই। ওগুলোর মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো প্রাণীরা—হরিণের সংখ্যা বেশি। পর্বতশ্রেণীর গোড়া ঢাকা জুনিপার গাছের জঙ্গলে, মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা আছে—ওগুলো সম্ভবত ফসলের খেত।

তীক্ষ্ণ চোখে দৃশ্যটা জরিপ করছিল অটার। হঠাৎ বলল, 'ওই দেখুন, বাস! কুয়াশা-মানবদের শহর! বুড়িটা দেখছি মিথ্যে বলেনি!'

তাকাল লিওনার্ড, জায়গাটা ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল শুরুতে। পাহাড়ের গোড়ায় দেখা যাচ্ছে বাড়িঘরের সারি—ধূসর পাথরে গড়া, ছাতগুলোতে জন্ম নিয়েছে আগাছা... ঠিক ওই রাখাল-সর্দারের বাড়ির মত! রঙগুলো বাছাই করা হয়েছে খুব যত্নের সঙ্গে, পাহাড় আর সামনের সমতলের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে শহরটা, সেজন্যেই প্রথমবার বুঝতে পারেনি।

'হুম, খুব চতুর লোকজন বাস করে ওখানে,' বলল অটার। 'প্রতিরক্ষার কী চমৎকার ব্যবস্থা, দেখেছেন, বাস? পাহাড়ের কারণে পিছন দিক থেকে আক্রমণ চালানো সম্ভব নয় শহরটাতে, নদীটাও পরিখার মত ঘিরে রেখেছে পুরো জায়গাটাকে—সীমানা-প্রাচীরের চারপাশ দিয়ে বইছে! কেউ যদি ওই শহর দখল করার চেষ্টা করে, তার কপালে খারাবি আছে!'

মন্ত্রমুগ্ধের মত কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকল সবাই।

www.BanglaBook.org

কিংবদন্তির শহরটা চোখের সামনে দেখতে পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে ওরা। ওখানে কী ধরনের অভ্যর্থনা পাবে, সেটাই এখন প্রশ্ন। একটা কথা ঠিক, এখন আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কী অপেক্ষা করছে ভাগ্যে, সেটা এগিয়ে গিয়েই দেখতে হবে। কুলিরাও বুঝতে পারছে তা; একজন গলা উঁচু করে বলল, 'ঠাণ্ডা আর কুয়াশায় জমে মরার চেয়ে ওখানে গিয়ে মরা ভাল।'

'খামোকা মরার প্রসঙ্গ তুলছ কেন?' মৃদু ভর্ৎসনা করল লিওনার্ড। 'এখনও তো বেঁচে আছি আমরা! কী চমৎকার রোদ উঠেছে, দেখেছ? এটা একটা শুভ লক্ষণ।'

বিশ্রাম নিল ওরা, রোদে কাপড় শুকাল; তারপর ক্যাম্প গুটিয়ে শুরু করল যাত্রা। সবার মনে স্বস্তি—যে-গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ওরা, তা এখন নাগালের মধ্যে। বিপদ-আপদ কতটা পোহাতে হবে, তা শীঘ্রি জানা যাবে; অন্তত অনিশ্চয়তায় ভুগতে হবে না আর।

দুপুর নাগাদ পনেরো মাইল পেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা। শহরের খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে এখন। বাইরেটা দৈত্যাকার পাঁচিলে ঘেরা, সীমানায় প্রাকৃতিক পরিখার মত বইছে নদীর ধারা। পাঁচিলের উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরবাড়ির একাংশ। পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো, প্রতিটা বাড়ির পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা; ঢালু জমিতে তৈরি হওয়ায় দূরের কাঠামোগুলো ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। একেবারে শেষ মাথায় আছে ব্যতিক্রমী দুটো ইমারত। একটা দেখতে অন্যান্য বাড়িঘরের মত, তবে ওটায় আলাদা বৈশিষ্ট্য দেয়া আছে। অন্যটা দেখতে অনেকটা রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের মত—বড়, খোলামেলা, ছাত নেই। ওটার শেষপ্রান্তে কালো রঙের একটা দীর্ঘ মনুষ্য-মূর্তি মাথা উঁচু করে রেখেছে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, দৈত্যাকার আকৃতি।

'ওগুলো কী, সোওয়া?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

www.BanglaBook.org

'নীচেরটা রাজার প্রাসাদ, উদ্ধারকর্তা,' জানাল প্রৌঢ়া দাসী। 'আর অন্যটা গভীর পানির মন্দির—নদীটা ওখান থেকেই বইতে শুরু করেছে।'

'মূর্তিটা কীসের?'

'আমাদের দেবতার। অনন্তকাল থেকে ওখানে বসে আমাদের উপর নজর রাখছেন তিনি।'

'খুবই দায়িত্বশীল দেবতা মনে হচ্ছে!' হালকা রসিকতা করল লিওনার্ড।

'হ্যাঁ,' তিক্ত গলায় বলল সোওয়া। 'দায়িত্বশীল এবং মহান! কিন্তু ওঁর চেহারা দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাই আমি!'

দু'ঘণ্টার জন্য যাত্রাবিরতি করল লিওনার্ড। অবসাদ দূর হতেই আবার শুরু করল পথচলা। সরু একটা হাঁটাপথ ধরে এগোচ্ছে ওরা। কিছুদূর যেতেই প্রথমবারের মত প্রাণের আভাস পাওয়া গেল, বোঝা গেল—ওদের উপর নজর রাখা হচ্ছে। একটু পরেই পথের দু'পাশে ছড়ানো-ছিটানো পাথরগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন প্রহরী। সবার পরনে সেই তীরন্দাজের মত পোশাক, তীর-ধনুকও আছে তাদের কাছে। থামল না লিওনার্ড, এগিয়ে চলল। প্রথম লোকটার একশো গজের মধ্যে যেতেই সে একটা তীর ছুঁড়ল, দলটার সামনের মাটিতে গেঁথে গেল ওটা। সেই একই রকম তীর—লাল পালক গোঁজা। নিঃসন্দেহে একটা সতর্কবাণী!

ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিল না লিওনার্ড। এগিয়ে গিয়ে তীরটা তুলে ফেলল মাটি থেকে। চোখের সামনে এনে নেড়েচেড়ে দেখতে শুরু করল। আচরণটাকে অবজ্ঞা হিসেবে নিল বোধহয় প্রহরী, একটা শিঙা মুখে ঠেকিয়ে বিকট আওয়াজ করল সে, তারপরই সবাই হারিয়ে গেল পাথরের আড়ালে।

হঠাৎ করেই হট্টগোলের শব্দ কানে ভেসে এল। সেদিকে চোখ ফেরাতেই অন্তত এক হাজার লোকের একটা বাহিনী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে পেল অভিযাত্রীরা, নৌকা আর ভেলায় চড়ে নদী পার হচ্ছে। এ-পারে এসেই একত্র হলো তারা, তারপর হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে আসতে শুরু করল অনুপ্রবেশকারীদের দিকে।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিওনার্ড। ঝামেলার শুরু হলো এবার!

বিশ

আকা-র প্রত্যাবর্তন

সঙ্গীদের দিকে ফিরল লিওনার্ড। চেহারায় বিমূঢ় ভাব।

'এবার কী?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কাছে আসুক ওরা,' জুয়ানা বলল। 'তারপর আমি আর অটার গিয়ে দেখা করব ওদের সঙ্গে। সোওয়ার শেখানো গানটা গাইব আমি। চিন্তা করবেন না, সবকিছু ভালমত শিখে নিয়েছি। গোলমাল না হলে ওরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে, আমরাই ওদের হারানো দেব-দেবী... অন্তত সোওয়ার তেমনটাই ধারণা।'

'বুঝলাম। কিন্তু যদি গোলমাল হয়ে যায়?'

'তা হলে আর কী! এখানেই বিদায়!' কাঁধ ঝাঁকাল জুয়ানা। 'যাক গে, অত ভেবে লাভ নেই। দেখিই না কী হয়! সোওয়া, বোঁচকাটা নিয়ে এসো। ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম... মি. অট্রাম, আপনার ওই রুবিটা আমার দরকার।'

নির্দ্বিধায় পাথরটা বের করে দিল লিওনার্ড। রুবির চাইতে জুয়ানার ভবিষ্যৎ এখন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

www.BanglaBook.org

দাসীকে নিয়ে বড় একটা পাথরের আড়ালে চলে গেল জুয়ানা। ওদের সঙ্গে একটা বোঁচকা রয়েছে—ভিতরে কী, কে জানে! দশ মিনিট আড়ালে থাকল ওরা, তারপর যখন বেরিয়ে এল, জুয়ানাকে চেনাই যাচ্ছে না। মুগ্ধ চোখে লিওনার্ড দেখল, পেরেইরার ক্যাম্পের সেই নকশাদার আরব আলখাল্লাটা আবার পরেছে মেয়েটা—ইতোমধ্যে মেরামত করা হয়েছে ওটা, ধুয়ে পরিষ্কারও করা হয়েছে। সেই রাতের মত আজও বহুগুণ বেড়ে গেছে জুয়ানার রূপ ওই চমৎকার পোশাকটার কারণে। হালকা প্রসাধনও মেখেছে ও, চুল ছেড়ে দিয়েছে—কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে ওর দীঘল কালো কেশ। এক টুকরো লিনেন দিয়ে জড়িয়েছে কপাল, তার ঠিক মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে রক্তলাল রুবিটা। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে, নিজের অজান্তেই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল লিওনার্ডের।

'দেবীর বন্দনা করো সবাই!' কাছে এসে কপট হাসি দিয়ে বলল জুয়ানা।

লিওনার্ডও হাসল। 'তোমরা ঠিক কী করতে যাচ্ছ, জানি না। তবে সাজটা দারুণ হয়েছে।' সপ্রশংস দৃষ্টি বোলাল ও জুয়ানার উপর।

লজ্জায় মুখে রক্ত জমল জুয়ানার। অপ্রস্তুত ভাবটা এড়াতে তাড়াতাড়ি ফিরল অটারের দিকে। বলল, 'অটার, তৈরি হও। সোওয়া যা যা শিখিয়েছে, তা মনে রেখো। যা-ই দেখো, কিংবা শোনো... কিছুতেই মুখ খুলবে না, ঠিক আছে? আমার পাশে পাশে থেকো।'

মাথা ঝাঁকাল বামন। ইতোমধ্যে ও-ও প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে—গায়ের পোশাক খুলে ফেলে শুধু নেংটি পরেছে। ছোটখাট দেহটা কেমন যেন বিসদৃশ দেখাচ্ছে তাতে।

'এসবের মানে কী, ছোট খোকিন?' ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল পিটার।

www.BanglaBook.org

'আমি আর অটার ওই লোকগুলোর দেব-দেবী সাজতে যাচ্ছি, পিটার,' জুয়ানা জানাল। 'তোমার লোকজনকে সাবধান করে দাও, বোকামি করে যেন আমাদের পরিচয় ফাঁস করে না দেয়, তা হলে মরতে হবে সবাইকে। মুখ বন্ধ রাখতে বলো ওদেরকে, আমি যা বলি, তার বাইরে যেন কোনও কিছু করতে না যায়।'

হতবাক অবস্থায় সঙ্গীসাথীদের কাছে চলে গেল পিটার। লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো দৃষ্টি ফেরাল কুয়াশা-মানবদের অগ্রসরমান বাহিনীর দিকে। খুব একটা তাড়াহুড়ো করছে না ওরা, সু-প্রশিক্ষণের ছাপ দেখা যাচ্ছে, হাঁটছে শৃঙ্খলা বজায় রেখে... দৃপ্ত পদক্ষেপে। অভিযাত্রীদের দেড়শো গজ সামনে এসে থেমে দাঁড়াল বাহিনীটা। ভীতি-জাগানো একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটল।

প্রায় হাজারখানেক লোক... যতদূর চোখ যায়, তার ভিতর ছ'ফুটের কম উচ্চতার একজনও নেই। পেশিবহুল, ভীমের মত শরীর প্রত্যেকের। চামড়ার রঙ কালো নয়, আবার শ্বেতাঙ্গও বলা চলে না; মাঝামাঝি একটা বর্ণ ওদের। ঘন চুল-দাড়িতে ঢাকা মুখ। চেহারা-সুরতে সুদর্শন নয় কেউ, মূর্তির মত মুখগুলোতে এক ধরনের হিংস্রতা ফুটে আছে। সু-শৃঙ্খল ওরা, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রতিটার দায়িত্বে রয়েছে একজন করে নেতা, তার কাছে অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি ষাঁড়ের শিং দিয়ে তৈরি একটা করে ট্রাম্পেট আছে।

ছোটখাট একসারি বোল্ডারের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে অভিযাত্রীরা, সেদিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল বিশাল বাহিনীটা। ওদের ঠিক মাঝখানে অপেক্ষাকৃত কমবয়েসী একজনকে লক্ষ করল লিওনার্ড—লোকটা সঙ্গীদের তুলনায়ও বিশাল দেহের অধিকারী। তাকে ঘিরে রেখেছে কয়েকজন দেহরক্ষী। হাবভাবে তাকেই এদের সর্দার, বা রাজা বলে মনে হচ্ছে। পিছনে রয়েছে চাকর-বাকর, আর সামনে তিনজন বয়স্ক মানুষ। এই তিনজনের

www.BanglaBook.org

ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, বুকে বড় করে নীল রঙে কুমিরের উল্কি আঁকা; অস্ত্রও তেমন কিছু নেই, একটা করে ছুরি ঝুলছে শুধু কোমরে। এদেরকে চেহারা-সুরত অনেকটা ওঝা, কিংবা পুরোহিতের মত।

অভিযাত্রীদের চোখের সামনে কী যেন নির্দেশ প্রচার করল রাজা। কয়েকজন বার্তাবাহক সেই নির্দেশ নিয়ে ছুটে গেল বাহিনীর আনাচে-কানাচে। একটু পর রাজা তার হাতের বর্শাটা উঁচু করতেই হৈহৈ করে উঠল গোটা বাহিনী, শিঙা আর মানব-কোলাহলে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হলো। তার ফাঁকে পুরোহিতরা সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা সেরে নিল রাজার সঙ্গে। আবার নীরবতা নেমে এল বাহিনীর ভিতরে।

'যা করার এখুনি করতে হবে,' বলে উঠল জুয়ানা। 'ওরা হামলা করে বসলেই সব শেষ। এসো, অটার!'

'না, দাঁড়ান!' ওর হাত খামচে ধরল লিওনার্ড। 'ওই অসভ্যদের মাঝে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না। ঝুঁকিটা বড্ড বেশি!'

'আর এখানে বসে থাকলে বুঝি ঝুঁকি নেই?' বলল জুয়ানা। 'ওরা তীর ছুঁড়তে শুরু করলে আমরা সবাই লাশ হয়ে যাব। হাত ছাড়ুন, আমাকে যেতে দিন। ভয় পেয়ে লাভ নেই। যদি পরিস্থিতি খারাপের দিকেই মোড় নেয়, তা হলে... বিষের শিশিটা এখনও আছে আমার কাছে!'

হাতটা সরিয়ে নিল লিওনার্ড।

'অটার, তোমার ভয় করছে না তো?' জানতে চাইল জুয়ানা।

'না, মালকিন,' মাথা নাড়ল বামন। 'আমি এত সহজে ভয় পাই না।'

'তা হলে চলো।'

'তাড়াতাড়ি করুন, মালকিন,' বলে উঠল সোওয়া। 'ওরা তীর ছোঁড়ার পাঁয়তারা করছে। তার আগেই যা করার করতে হবে। অ্যাই বামন, দয়া করে মুখটা বন্ধ রাখিস। নইলে সব

www.BanglaBook.org

গুবলেট হয়ে যাবে।'

ততক্ষণে নতুন নির্দেশ চলে গেছে আগ্রাসী বাহিনীটার কাছে। তীর-ধনুক হাতে তুলে নিয়েছে সৈন্যরা, তাক করেছে অনুপ্রবেশকারীদের দিকে। ব্যাপারটা লক্ষ করে প্রায় লাফ দিয়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জুয়ানা, পিছু পিছু অটার। ওদেরকে দেখামাত্রই থমকে গেল কুয়াশা-মানবেরা, গুঞ্জন উঠল সবার মাঝে। গলা চড়িয়ে কী যেন বলল রাজা, তীর-ধনুক নামিয়ে ফেলল সৈন্যরা।

কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল জুয়ানা, সাহস সঞ্চয় করল, তারপর ধীর পদক্ষেপে অটারকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল বাহিনীটার দিকে। মুখে ধরল গান। সুরেলা কণ্ঠ ওর, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ছন্দময় একটা ধ্বনি। অজানা এক আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল সশস্ত্র মানুষগুলো, চোখে-মুখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে রইল অপরূপা শ্বেতাঙ্গিনী আর তার কালো-কুৎসিত বামন সহচরের দিকে।

হাঁটতে হাঁটতে একেবারে লোকগুলোর সামনে গিয়ে থামল জুয়ানা। আগের গানটা থামিয়ে নতুন আরেকটা গান ধরল। সেটার অর্থ অনেকটা এরকম:

তোমরা কি আমাকে স্বাগত জানাবে না, সন্তানেরা?
অতীতের প্রতিশ্রুতি কি তোমরা ভুলে গেছ?
যে-জগৎ থেকে এসেছি, সেখানেই কি ফিরে যাব তবে?
কুমিরের মাতাকে কি তোমরা প্রত্যাখ্যান করবে?

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সৈন্যরা, পরস্পরের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল; ওর কথা লোকগুলো বুঝতে পারছে দেখে স্বস্তি অনুভব করল জুয়ানা। বহুদিন আগে ভাষাটা শিখিয়েছিল সোওয়া, গত তিনমাস চর্চাও করেছে... তারপরও একটু শঙ্কা ছিল মনে। কিন্তু লোকগুলোর অভিব্যক্তি সেই শঙ্কা দূর করে দিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খানিক পরেই রাজাকে নিয়ে তিন পুরোহিত ভিড় ঠেলে এগোল, এসে দাঁড়াল দুই আগন্তুকের সামনে। সবচেয়ে বয়স্কজনের বয়স নব্বুইয়ের কম হবে না, দেহের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। মুখ খুলল সে, কথাগুলো বুঝতে অসুবিধে হলো না জুয়ানার।

'কে তুমি? নারী, নাকি আত্মা?'

'দুটোই,' বলল জুয়ানা। 'আমি নারী এবং আত্মা।'

'আর তোমার সঙ্গের জন? ওর চেহারা আমরা অবশ্য চিনি... কিন্তু বলো, ও কি দেবতা, নাকি মানুষ?'

'দেবতা এবং মানুষ... দুটোই ও।'

'পিছনে যাদের দেখতে পাচ্ছি?'

'আমাদের দূত এবং ভৃত্য। সাদার জন্য সাদা, কালোর জন্য কালো। আমাদের পথচলার সঙ্গী ওরা—মানুষ, আত্মা নয়।'

তিন পুরোহিত শলাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে গেল। রাজা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল জুয়ানার দিকে।

খানিক পরে আবার ওর দিকে ফিরল বৃদ্ধ পুরোহিত। 'আমাদের ভাষায় কথা বলছ তুমি, উচ্চারণ করছ এমন সব জিনিস... যা বাইরের কারও জানার কথা নয়। কিন্তু হে সুন্দরী, জেনে রাখো, যদি এগুলো কোথাও থেকে শিখে এসে থাকো, যদি আমাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করো, তা হলে সেই পবিত্র কুমিরের খাদ্য হবে তোমরা, যার নামে অনাচার করতে এসেছ। আর যদি সত্যিই তোমরা আমাদের দেবী আর দেবতা হও, তা হলে পাবে শ্রদ্ধা আর উপাসনার অর্ঘ্য। এখন তোমার নাম বলো, বলো তোমার বামন সঙ্গীটিরও পরিচয়।'

'মানুষের মাঝে স্বর্গের রাখালবালিকা বলে পরিচিত আমি, আর আমার সঙ্গী পরিচিত অটার... জলের বাসিন্দা বলে। তবে আরেকটা পরিচয় আছে আমাদের... বহুকাল আগের পরিচয়!'

'আমাদের সে-পরিচয় জানাও, স্বর্গের রাখালবালিকা!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দূর অতীতে আমার নাম ছিল উজ্জ্বলতা, ভোর... এমনকী দিবালোক! আর এই বামন... সেই অতীতে ওকে লোকে ডাকত নৈঃশব্দ্য, আতঙ্ক আর অন্ধকার বলে। তবে শুরুতে আমাদের যে-নামদুটো ছিল, তা নিশ্চয়ই তোমরা জানো, কুমিরের পূজারী?'

'হয়তো জানি, স্বর্গের রাখালবালিকা। কিন্তু কালের প্রবাহে সে-নাম ভুলে গেছে অনেকে। সহজে সে-সব নাম উচ্চারিত হয় না আমাদের মাঝে, শুধু দুঃখ-দুর্দশার অমানিশাতেই আমরা স্মরণ করি তাঁদের। তুমিই বলো, কী সেই প্রাচীন নাম?'

'দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া উচ্চারণ করো না?' হাসল জুয়ানা। 'তোমাদের সেই অমানিশা কেটে গেছে সন্তানেরা। এখন থেকে প্রতি পলে উচ্চারণ করবে তোমরা আমাদের নাম... সুখ, আনন্দ আর শান্তির মাঝে। কারণ ফিরে এসেছি আমরা। *আকা* আমার নাম, কুমিরের মাতা! আর এ হলো *যাল*... স্বয়ং পবিত্র কুমির! কী, তোমরা চেনো আমাদের?'

ভয়ার্ত গুঞ্জনে ফেটে পড়ল গোটা বাহিনী। বৃদ্ধ পুরোহিত চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথা নত করো, কুমিরের সন্তানেরা! পুজো করো, বর্শার সৈনিকেরা... কুয়াশার বাসিন্দারা! আকা, আমাদের অমর রানী, ফিরে এসেছেন তাঁর সন্তান যাল-কে নিয়ে, মানুষের রূপ ধরে! ওলফান, তোমার বর্শা নামাও, রাজত্ব সমর্পণ করো... সব এখন যালের! পুরোহিত ভাইয়েরা, মন্দির খুলে দাও, সব এখন ওঁদের! মাতার পুজো করো, দেব-দেবীকে সম্মান দেখাও!'

তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেনারা, 'জীবনের দেবী আকা, আর মৃত্যুর দেবতা যাল ফিরে এসেছেন! মাতার পুজো করো, দেব-দেবীকে সম্মান দেখাও!'

চোখের পলকে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ল হাজারখানেক সৈন্যের বাহিনীটা, যেন আচমকা মৃত্যু থাবা বসিয়েছে তাদের উপর। খোলা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল শুধু জুয়ানা,

www.BanglaBook.org

অটার... আর রাজা ওলফান। ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে নেই তার, সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে দুই নবাগতের দিকে—বোঝার চেষ্টা করছে, এদের ভিতর কোনও খুঁত আছে কি না। লোকটার এই বেয়াড়া মনোভাব লক্ষ করে হাত তুলল অটার, আসলে জুয়ানাকে দেখাতে চাইল রাজার অবাধ্যতা; কিন্তু ওই ভঙ্গিটাই সমস্ত সাহস কেড়ে নিল রাজার, ভাবল বুঝি শাস্তি দিতে চলেছেন দেবতা। ক্ষমতার দম্ভ হার মানল কুসংস্কারের কাছে, হাঁটু মুড়ে তাড়াতাড়ি মাটিতে শুয়ে গেল সে।

কয়েক মিনিট লোকগুলোকে প্রার্থনা করতে দিল জুয়ানা, তারপর বৃদ্ধ পুরোহিতের উদ্দেশে বলল, 'ওহো, আমার সন্তান!' বলতে বলতে হাসি পেয়ে গেল... কাঁসের সন্তান, এই বুড়োর বয়স ওর বাপ-দাদার চাইতেও বেশি! কোনোমতে চাপা দিল হাসিটা। 'ওহো তোমরা সবাই। বর্শার সৈনিক, আর কুমিরের ভৃত্যরা, আমার কথা শোনো। পবিত্র নামে আমাকে চিনে নিয়েছ তোমরা, আমার চেহারায় চিনেছ... চিনেছ কপালের এই লাল পাথরটা দিয়ে! হ্যাঁ, আমারই রক্ত জমে সৃষ্টি হয়েছে এসব পাথরের, যা দিয়ে প্রতি বছর তোমরা অর্ঘ্য সাজিয়ে চলেছ; আমার সন্তানের হাতে মৃত্যু হয়েছিল আমার, তবে সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা শেষ হয়েছে ওর। আবার আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে ও, আমার সামনে হাঁটু গাড়তে শুরু করেছে। আজও তোমাদের দেবতা এই যাল, তাই আমি ওর সঙ্গে এসেছি।

'যা হোক, এ-গল্প তোমাদের জানা আছে। তাই আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন মনে করছি না। আমরা এখন তোমাদের শহরে যাব, ওখানে কিছুদিন তোমাদের মাঝে অবস্থান করব, আমাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করো ওখানে... মন্দিরের কাছে। খাবারের আয়োজন করো, যাতে আমাদের ভৃত্যরা খেতে পারে। শহরের ফটকে আমাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা

www.BanglaBook.org

করো। আর খবরদার, কেউ যেন আমাদের উপর নজর রাখার চেষ্টা না করে, তাতে ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে সবার উপর। যতদিন আমরা স্বপ্ন আর মৃত্যুর জগতে আবার ফিরে না যাচ্ছি, ততদিন কেউ যেন আমাদের অবাধ্য না হয়। হতে পারে, খুব বেশিদিন থাকব না আমরা: তোমাদের আশীর্বাদ করে, সুখ-শান্তি এনে দিয়ে চলে যাব স্বর্গের ঠিকানায়। কাজেই ততদিন কেউ আমাদের তাড়াতে চেষ্টা কোরো না। এখন যাও, যা যা নির্দেশ দিলাম, সেগুলো পালন করো। আপাতত বিদায়, আমার সন্তানেরা। যথাসময় অভ্যর্থনা পাবার জন্য তোমাদের দুয়ারে হাজির হব আমরা।'

ভারিক্কি গলায় কথাগুলো বলে আবার গান ধরল জুয়ানা। অটারকে নিয়ে উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

একুশ

অটারের কাণ্ড

পাথরসারির আড়াল থেকে বিস্মিত চোখে কুয়াশা-মানবদের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল অভিযাত্রীরা, ওখানে ফিরে এল জুয়ানা আর অটার। সবাই হতভম্ব, ব্যতিক্রম কেবল সোওয়া—বুকের উপর হাত ভাঁজ করে বিজয়ীর হাসি হাসছে ও। তবে মনে মনে দুশ্চিন্তাও দূর করতে পারছে না। প্রথম বাধাটা খুব সহজে পার হওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু সামনে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে ওদের জন্য। দেব-দেবীর নাটকটা শহরে ঢোকার পর কতক্ষণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চালিয়ে যাওয়া যাবে, সেটাই প্রশ্ন। যদি কোনোক্রমে ধোঁকাটা ধরা পড়ে কুয়াশা-মানবদের হাতে, তা হলে আর বাঁচতে হবে না কাউকে।

দূর থেকে সবকিছু দেখার পর ঘটনা আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না লিওনার্ডের, কিন্তু খুঁটিনাটি জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে ও। জুয়ানা ফিরতেই কৌতূহলী ভঙ্গিতে জানতে চাইল, 'কী ঘটল, বলো তো?'

'কুলিদের একটু দূরে যেতে বলুন, তারপর বলছি।'

ইশারায় পিটার আর ওর লোকজনকে সরে যেতে বলল লিওনার্ড। ওরা পিছিয়ে যেতেই হাসিতে ভেঙে পড়ল জুয়ানা। বলল, 'আমাদের সম্মান দেখান, মি. অট্রাম। দেবত্ব অর্জন করেছি আমি আর অটার।' ফ্রান্সিসকোর দিকে তাকাল ও। 'অবাক হচ্ছেন, ফাদার? কী করব, বলুন? দেখেননি ওরা কী করল?' আবার ফিরল লিওনার্ডের দিকে। 'সব চমৎকারভাবে এগিয়েছে, মি. অট্রাম। আমাদেরকে আকা আর যাল হিসেবে মেনে নিয়েছে কুয়াশা-মানবেরা। ওই দেখুন!'

জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে যাচ্ছে সৈন্যরা : 'মাতার জয় হোক! পবিত্র কুমিরের জয় হোক!'

ধীরে ধীরে পুরো ঘটনা খুলে বলল জুয়ানা। ওর কথা শেষ হতেই লিওনার্ড বলল, 'ভালই দেখিয়েছেন আপনি, মিস রড। বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার মত সাহসী আর বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি আর কোনোদিন দেখিনি। অন্য কেউ হলে তো এই পরিস্থিতিতে অবশ হয়ে যেত, মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারত না, সব ভুলে যেত!'

'ধ্যাত, কী যে বলেন না!' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জুয়ানা। 'এতে আমার কৃতিত্ব কোথায়? সোওয়া যা শিখিয়েছে, তা-ই তোতা পাখির মত আউড়ে গেছি। প্রাণের মায়া আছে না? ভুল করব কেন?' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তবে একটা ব্যাপার,

www.BanglaBook.org

পুরোহিতদের বুকে কুমিরের যে-ছবি দেখলাম, যদি আসলেই প্রাণীটা অমন ভয়ঙ্কর হয়, তা হলে ওটার ধারে-কাছে ঘেঁষতে চাই না। এমনিতেই সাপ আর কুমির জাতীয় সব প্রাণীকে ভয় পাই আমি।'

লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা করল ওকে, কিন্তু পারল না। জুয়ানা বাধা দিয়ে বলল, 'যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, তা হলে সোওয়াকে দিন। ওর জন্যই তো সফল হয়েছি আমরা!'

'তা অবশ্য ঠিক বলেছেন,' বলে প্রৌঢ়া দাসীর দিকে ফিরল লিওনার্ড। 'সোওয়া, তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এতদিন সব সত্যি বলেছ তুমি, ব্যাপারটা সামালও দিয়েছ দারুণভাবে!'

'তারমানে আগে বিশ্বাস করোনি আমার কথা?' বাঁকা সুরে বলল সোওয়া। 'আমি তো বলেছিলামই, ছোট মালকিন আর এই বামন কুকুরটাকে দেব-দেবী হিসেবে মেনে নেবে কুয়াশা-মানবরা। ওটা যখন সত্যি হয়েছে, এবার আরেকটা সত্যি কথা শোনাই। আমাদের বাকিদের জন্য ওখানে মৃত্যু অপেক্ষা করছে, উদ্ধারকর্তা! কারণ ওরা দুজন ছাড়া আর কেউই আমরা *দেব-দেবী* নই! কুমিরের কামড়ে যখন মরবে, তখন দয়া করে স্মরণ কোরো আমার এই কথা। লাল পাথরগুলো চাইছ তো? কুমিরের পেটের ভিতরেই ওগুলো তোমাকে খুঁজতে হবে, সাদা মানুষ!'

'থামো, সোওয়া!' ধমকে উঠল জুয়ানা।

লিওনার্ডের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে পিছিয়ে গেল প্রৌঢ়া দাসী।

'এই বুড়িকে দেখি পছন্দ করবার উপায় নেই,' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'ভাল কথা বলতে গেলাম, আর ও কিনা আমাদের অভিশাপ দিচ্ছে?'

'ওর যে কী হয়েছে, বুঝতে পারছি না,' বলল জুয়ানা। 'দেশের হাওয়া বোধহয় মেজাজটাই বিগড়ে দিচ্ছে ওর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওর মেজাজের থোড়াই পরোয়া করি আমি!' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'সাপ-কুমির যাই থাকুক, এই অভিযানের শেষ না দেখে আমি ফিরছি না।' অটারের দিকে তাকাল ও। 'অ্যাই অটার, কী ঘটছে বুঝতে পারছ তো? তোমাকে কুয়াশা-মানবরা দেবতা ভাবছে।'

'দেবতা আবার কী জিনিস, বাস?' সরল গলায় জানতে চাইল বামন।

'আরে, বুদ্ধু, তোমাকে বুঝিয়েছি না আগে? তোমাকে মানুষ ভাবছে না ওরা, ভাবছে অত্যন্ত ক্ষমতাবান এক আত্মা। ওদের ধারণা, বহুকাল আগে এই দেশ শাসন করেছ তুমি; এতদিন পর আবার ফিরে এসেছ রাজত্ব বুঝে নিতে। তোমরা দুজনেই এখন ওদের দেব-দেবী। মিস রড হলো তোমার মা!'

'কী যে বলেন না, বাস! উনি আমার মা হতে যাবেন কেন? আমার মা তো ছিল কালো-কুৎসিত এক মহিলা।'

'উফ্ফ্, ফালতু কথা বন্ধ করবে? নইলে কিন্তু মার খাবে আমার হাতে!' হুমকি দিল লিওনার্ড। 'ভাল করে শোনো, এখন থেকে মিস রড ছাড়া সবাই তোমার চাকর। কাজেই মনিবের মত আচরণ করবে আমাদের সঙ্গে। খবরদার, যদি এদিক-সেদিক করো, তা হলে ঈশ্বরের কিরে, তোমার খবর করে দেব আমি! আর হ্যাঁ, কথাবার্তার তো লাগাম নেই তোমার, কুয়াশা-মানবদের সামনে মুখ বন্ধ রেখো; কাজ চালিয়ো আভাসে-ইঙ্গিতে।'

'ঠিক আছে, বাস,' মাথা ঝাঁকাল অটার। 'আপনি যদি বলেন, তা হলে আমি এখন থেকে দেবতার মতই আচরণ করব। তবে কুলিদেরকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়া দরকার, নইলে ওরা বোকামির বশে সব ফাঁস করে দিতে পারে।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো লিওনার্ড। পিটারকে ডেকে কুলিদের জমায়েত করল ও। ছোট্ট একটা ভাষণ দিয়ে পরিস্থিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পর্কে জানাল, করণীয় সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করল ওদের। একটা গল্পও শিখিয়ে দিল—কুয়াশা-মানবরা যদি জানতে চায়, তা হলে বলতে হবে, এক রাতে লিওনার্ডের নেতৃত্বে শিকারে বেরিয়েছিল ওরা, হঠাৎ চাঁদের আলোয় জুয়ানা আর অটারকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে। নিজেদের শক্তির নমুনা দেখায় দুই দেব-দেবী, ফলে ওদের প্রতি সম্মান জাগে ওদের মনে, সাদা-কালো... সবাই পুজো করতে শুরু করে ওদেরকে। আকা আর যালের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়।

গল্পটা সবাইকে মুখস্থ করতে বাধ্য করল লিওনার্ড। পরীক্ষাও নিল নিশ্চিত হবার জন্য; শেষে যখন নিশ্চিন্ত হলো, তখন ইশারা করল জুয়ানাকে।

পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল অভিযাত্রীরা, হাঁটতে শুরু করল শহরের দিকে। সবার সামনে লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, তারপর জুয়ানা আর অটার, ওদের পিছনে সোওয়া, সবশেষে কুলির দল। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর নদীর পারে পৌঁছে গেল ওরা। নৌকা তৈরি ছিল, ওরা চড়ে বসতেই নিয়ে যাওয়া হলো নদীর অন্যপাশে।

নদীতীরে হাজার হাজার উৎসুক দর্শকের ভিড় চোখে পড়ল অভিযাত্রীদের—নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ... সব ধরনেরই আছে। সবাই একনজর দেখতে চায় দেব-দেবীকে। নৌকা ঘাটে পৌঁছুতেই উল্লাসধ্বনি করে উঠল তারা, চেঁচিয়ে স্বাগত জানাল। বাড়তি গাম্ভীর্য নিয়ে নৌকা থেকে নামল জুয়ানা আর অটার, ফিরেও তাকাল না জনগণের দিকে, ইচ্ছাকৃত তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করছে। ফটকের সামনে দুটো পালকি অপেক্ষা করছিল, জুয়ানা আর অটারকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল শহরের ভিতরে। পালকিদুটোকে অনুসরণ করল অভিযাত্রীরা, কুয়াশা-মানবরা মিছিল করে পিছু নিল দলটার।

সূর্য পাটে বসেছে ততক্ষণে, তবে যতটুকু আলো আছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতেই আশপাশের বিচিত্র পরিবেশটা দেখতে পেল অভিযাত্রীরা। রাখাল-সর্দারের যে-বাড়িটাতে রাত কাটিয়েছিল ওরা, ঠিক সে-রকম বাড়িঘরই দখল করে রেখেছে পুরো শহরটাকে। কোথাও বৈসাদৃশ্য নেই। তবে প্রতিটা বাড়ির সামনে রয়েছে বাগান, সীমানায় রয়েছে নিচু বেড়া। রাস্তাগুলো প্রশস্ত, ঢালাই করা। দোকানপাট বলতে রয়েছে কিছু মদ্যশালা—ওগুলো অনেকটা বুথের মত দেখতে। ঢালু পথ বেয়ে চলার সময় একটা বাজার চোখে পড়ল, ওখানে বিনিময়-প্রথার মাধ্যমে কেনাবেচার কাজ চলে। কুয়াশা-মানবদের দেশে কোনও মুদ্রার প্রচলন নেই।

শহরটার উপর নজর বুলিয়ে লিওনার্ড বুঝতে পারল, প্রাচীন কোনও সভ্যতার অংশ ছিল কুয়াশা-মানবরা। অন্তত পাথুরে বাড়িঘর আর হাট-বাজারের আদিম দশা সেই সাক্ষ্যই দেয়। আলো-আঁধারের রাজত্ব, আর পুনর্জন্ম-ভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসও কেবল পৃথিবীর বিলুপ্ত সভ্যতাগুলোতেই প্রচলিত ছিল। এরা কীভাবে আজও টিকে আছে, সেটা একটা বড় রহস্য তো বটেই।

সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো কুয়াশা-মানবদের দৈহিক গড়ন। নৃতাত্ত্বিক বিবর্তন খুব একটা ঘটেনি এদের মাঝে, আদিম মানুষদের মত আজও এরা বিশালদেহী, বুনো প্রকৃতির। হয়তো সেটা বাইরের জগতের সংস্পর্শে না আসার কারণেই। পুরুষদের কেউই ছ'ফুটের কম লম্বা নয়। নারীরা অবশ্য ছোটখাট, সেটা প্রকৃতির অবদান। চেহারাও পুরুষদের তুলনায় ভাল। চোখগুলো বড় বড়, দৈহিক স্থূলতা নেই কারও মধ্যে। ছাগলের চামড়ায় জড়ানো দেহগুলোকে প্রায় নগ্নই বলা চলে। নবাগতদের প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়ে দেখছে তারা, এত ছোট আকারের মানুষ হতে পারে, সেটা বোধহয় ভাবতেই পারেনি।

বাজারটা পেরুনোর পর নির্জন, ঢালু একটা রাস্তা ধরে উঠতে শুরু করল শোভাযাত্রাটা। ওটার শেষ মাথায় রয়েছে বড় ইমারতদুটো, দূর থেকে যেগুলো দেখেছিল ওরা। ওখানকার

www.BanglaBook.org

সীমানা-প্রাচীরে একটা বড় ফটক আছে, সেটা পেরিয়ে শেষ হলো পথযাত্রা। মশাল হাতে পুরোহিতরা অপেক্ষা করছিল ওখানে, অভিযাত্রীরা পৌঁছুতেই ওদেরকে নিয়ে গেল বড় বাড়িটাতে। বরাবরের মত বড় বড় পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওটা, অনেকটা ইংরেজি বর্ণমালার ইউ আকৃতিতে। মাঝখানের খোলা জায়গাটা হলো দরবার—মাঝখানে রয়েছে একটা ঝর্ণা, আর একপ্রান্তে একটা ছাউনির তলায় সিংহাসন। ওটাও একটা দেখার মত জিনিস—কালো রঙের কাঠ আর হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি আসনটা, পায়াগুলো মানুষের পায়ের ছাঁচে খোদাই করা। এ-ছাড়া বাড়ির বাকি সব আসবাবপত্রও মোটামুটি উন্নতমানের... মানে, আদিম একটা সভ্যতার স্ট্যাণ্ডার্ডে যতটা উন্নত হয় আর কী! সোওয়ার কথা মনে পড়ে গেল লিওনার্ডের—এটা আসলে রাজ-প্রাসাদ, নিশ্চয়ই রাজা ওলফানের বাসস্থান। মনে হচ্ছে, দেব-দেবীর থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বেচারাকে ঘরছাড়া করেছে পুরোহিতরা।

সবাইকে থাকার জায়গা বরাদ্দ করা হলো। কুলিরা গেল প্রাসাদের একটা শাখায়, অন্যটাতে পাঠানো হলো লিওনার্ড, ফ্রান্সিসকো আর সোওয়াকে। জুয়ানা আর অটারকে মাঝখানের অংশের দুটো বড় কামরা দেয়া হলো। দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এর ফলে, কিন্তু প্রতিবাদের কোনও সুযোগ দেখতে পেল না লিওনার্ড। একটু পরেই স্থানীয় মেয়েরা সেদ্ধ গম, দুধ আর মাংসের রোস্ট নিয়ে এল; সেগুলো দিয়ে পেটপুরে খাওয়াদাওয়া সারল অভিযাত্রীরা।

ঘুমাতে যাবার আগে প্রাসাদের ভিতরে একটু ঘোরাফেরা করল লিওনার্ড। বিস্মিত হয়ে লক্ষ করল, প্রতিটা দরজার সামনে পাহারা বসানো হয়েছে। বিশেষ করে জুয়ানা আর অটারের কামরার সামনে পুরোহিতরা স্বয়ং দাঁড়িয়ে গেছে পাহারায়, হাতে মশাল আর বর্শা নিয়ে দরজা আগলে রেখেছে ছোট ছোট দুটো

www.BanglaBook.org

দল। জুয়ানার সঙ্গে দেখা করতে চাইল ও, পারল না। বর্শা তুলে ওকে বাধা দিল পুরোহিতরা, বুঝিয়ে দিল—জোরাজুরি করলে বিপদে পড়বে। অগত্যা তখনকার মত চেষ্টাটাতে ক্ষান্ত দিল ও।

ফিরে এসে সোওয়াকে ডাকল লিওনার্ড। কড়া পাহারার কথা বলে কারণটা জানতে চাইল।

'ওটাই তো স্বাভাবিক,' বলল সোওয়া। 'দেবতাকে পাহারা দিতে হবে না?'

'তাই বলে কামরার দরজায় বসে থাকতে হবে?' লিওনার্ড ভুরু কোঁচকাল।

'দেবতার অনুমতি ছাড়া কেউ যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে, সেজন্যই এ-ব্যবস্থা।'

'হুম!' মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আচ্ছা সোওয়া, এই যে নিজের দেশে ফিরে এলে... ভয় করছে না?'

'তা তো করছেই, উদ্ধারকর্তা,' বলল প্রৌঢ়া দাসী। 'যদি আমাকে চিনে ফেলে কেউ, তা হলেই সর্বনাশ! তবে স্বস্তির ব্যাপার একটাই—পালানোর পর বহু বছর কেটে গেছে, সে-আমলের লোকজন বেশিরভাগই আর বেঁচে নেই। আমারও বয়স বেড়েছে... চেহারা পাল্টেছে, কুয়াশা-মানবদের মত সাজগোজ করি না, বা পোশাক পরি না। যাঁরা বেঁচে আছে, তারাও সহজে আমাকে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। ভয় শুধু পুরোহিতদের জাদুকে, তার সামনে আমি অসহায়। তাই শান্তি পাচ্ছি না একটুও। এখন তা হলে যাই, উদ্ধারকর্তা। আমি ঘুমাব।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জাগার পর পাহারায় কিছুটা ঢিল দেখতে পেল লিওনার্ড। প্রহরীর সংখ্যা কমেছে, তবে জুয়ানা আর অটারের দরজায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে পুরোহিতরা। পাদ্রী

www.BanglaBook.org

আর সোওয়াকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ও, জুয়ানার সঙ্গে কথা বলা দরকার। পুরোহিতদের সামনে গিয়ে ইশারায় বোঝাল, দেবী-মাতাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। কিন্তু লাভ হলো না কোনও। হড়বড় করে উত্তেজিত ভাষায় একগাদা কথা শুনিয়ে দিল এক পুরোহিত, ঢুকতে দিল না জুয়ানার কামরায়।

'কী বলছে ও?' নিচু গলায় সোওয়াকে জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড।

'বলছে, দেবী তাঁর আপন গৃহে ফিরে এসেছেন,' অনুবাদ করল সোওয়া 'আমাদের কলুষিত দৃষ্টির সামনে তাঁর আর আসার প্রয়োজন নেই।'

'বলে কী?' চটে গেল লিওনার্ড। 'আমাদেরকে দেখা করতে দেবে না?'

গায়ের জোরে কামরাতে ঢুকতে চাইল ও, পারল না। দুজন পুরোহিত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ওকে মেঝেতে, বুক বরাবর তুলে ধরল হাতের বর্শা। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সোওয়া, আর সেই চিৎকার শুনে দরজা খুলল জুয়ানা নিজেই। আর একটা মুহূর্ত দেরি করলে চরম সর্বনাশটা ঘটে যেত। ওকে দেখেই বর্শা নামিয়ে ফেলল পুরোহিতরা, মাথা নিচু করে কুর্নিশ করল।

'ব্যাপার কী, গোলমাল কীসের?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

মেঝের সঙ্গে মাথা ঠুকে গেছে লিওনার্ডের, চোট পাওয়া জায়গাটা ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়াল ও। ইংরেজিতে বলল, 'ভালই একটা সমস্যায় পড়েছি, মিস রড। আপনি কিছু একটা না করলে আমাদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ থাকবে না।' পুরোহিতদের ইশারায় দেখাল। 'এরা তো দেবীকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার মতলব করেছে!'

ঝট করে পুরোহিতদের দিকে ফিরল জুয়ানা। রাগী গলায় কুয়াশা-মানবদের ভাষায় বলল, 'কার এত সাহস, আমার একান্ত

www.BanglaBook.org

ভৃত্যদের আমারই কাছে আসতে বাধা দেয়! শোনো, এই দুই সাদা মানুষ, আর কালো বুড়িটা যখন খুশি আসতে পারে আমার কাছে। আর কখনও ওদের পথ আটকিয়ো না, বুঝেছ?'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মাতা,' বিড়বিড় করে জানাল পুরোহিতরা।

লিওনার্ড, ফ্রান্সিসকো আর সোওয়াকে নিজের কামরায় ঢোকাল জুয়ানা, দরজার পর্দা টেনে দিল। বলল, 'আপনাদের দেখে বড়ই ভাল লাগছে। সারাটা রাত এই ঘরে একা একা থাকতে খুব খারাপ লাগছিল। পুরোহিতরা বাড়াবাড়ি রকমের সম্মান দেখাচ্ছে: খাবার দিতে চারটা মেয়ে এসেছিল, ওরা চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে কুকুরের মত ঢুকেছে-বেরিয়েছে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য!'

'বুঝতে পারছি, কিন্তু করার তো কিছু ছিল না,' বলল লিওনার্ড। 'এক কাজ করতে পারেন, সোওয়াকে আপনার সঙ্গে রাখা যায় কি না, সেটা বলে দেখুন। ভাল কথা, অটার কোথায়? দেবত্বের সঙ্গে নিজেকে কতটা মানিয়ে নিয়েছে ও, সেটা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছি আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার কাছে গেল জুয়ানা, পুরোহিতদের ডেকে বলল, পবিত্র কুমির... যালের সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। ভৃত্যদের সহ ওকে যেন এখুনি নিয়ে যাওয়া হয় তার কাছে। নিচু গলায় ফিসফিস করল পুরোহিতরা, তারপর ওদের চারজনকে গাইড করে এগোতে শুরু করল। দরবার-আঙিনায় নেয়া হলো ওদেরকে, তবে সেখানে কেউ নেই। আঙিনার ওপারে রাজার ছাউনিটা ঘিরে ফেলা হয়েছে শামিয়ানা দিয়ে, সেখানে ঢুকতেই দেখা গেল এক বিচিত্র দৃশ্য। রাজার প্রাচীন সিংহাসনটাতে নাক-মুখ কুঁচকে বসে আছে অটার—চরম বিরক্তি খেলা করছে চেহারায়। সামনে হাঁটু মুড়ে বসে আছে চারজন পুরোহিত—বিহ্বল তারা, দেবতা এমন রুষ্ট হয়ে আছেন কেন,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটাই ধরতে পারছে না।

মনিবকে সঙ্গীসাথী নিয়ে ঢুকতে দেখে হাসি ফুটল বামনের মুখে। উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'স্বাগতম, বাস! স্বাগতম, রাখালবালিকা!'

হাঁটু গেড়ে সম্মান জানানোর ভঙ্গিতে বসল লিওনার্ড। গলায় মধু ঢেলে ডাচ ভাষায় বলল, 'গাধা কোথাকার! দেবতার মত আচরণ করছ না কেন? কেন আমাদের দেখে এত খুশি হয়ে উঠছ? ঈশ্বরের দোহাই, অটার, আবার যদি বেকুবের মত আচরণ করো, আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না!'

নিজের ভুলটা ধরতে পারল অটার। তাড়াতাড়ি মুখে গাম্ভীর্য ফোটাল।

'তোমার পুরোহিতদের চলে যেতে বলো,' নির্দেশ দিল লিওনার্ড। 'মিস রড তোমার কথার অর্থ বুঝিয়ে দেবে ওদেরকে।'

'যাও, কুকুরের দল!' খেঁকিয়ে উঠল অটার। 'আমার জন্য খাবার নিয়ে এসো! মা আকা আর আমার ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলব আমি।'

'পবিত্র কুমিরের নিজস্ব ভাষা ওটা,' পুরোহিতদের বলল জুয়ানা, তারপর অনুবাদ করে শোনাল আদেশটা।

মাথা ঝাঁকিয়ে চার হাত-পায়ে ভর দিল চার পুরোহিত, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল ছাউনি থেকে। ওরা অদৃশ্য হতেই লাফ দিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে পড়ল অটার, ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পা ঠুকল মাটিতে। আচরণটায় কৃত্রিমতা নেই, তারপরও এতই হাস্যকর দেখাল যে, হোঃ হোঃ করে হেসে ফেলল তার সঙ্গীরা।

'হাসছেন আপনারা, বাস?' গোমড়ামুখে বলল অটার। 'আমার অবস্থায় পড়লে আর হাসি বেরুত না আপনাদের। সারাটা রাত ঘুমাতে দেয়নি ওরা আমাকে, এই সিংহাসনে বসিয়ে রেখে নাকের কাছে বিচ্ছিরি গন্ধের প্রদীপ জ্বালিয়েছে,

www.BanglaBook.org

পুজো-অর্চনা করেছে। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাচ্ছে আমার... আর কিছুক্ষণ যদি এভাবে থাকতে হতো, তা হলে না জানি কী ঘটিয়ে বসতাম!'

বাইরের পায়ের শব্দ হতেই হাসি থামাল লিওনার্ড। চাপা গলায় বলল, 'কে যেন আসছে! কুইক, অটার! সিংহাসনে বসে পড়ো আবার। মিস রড, ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ান! বাকিরা... হাঁটু গেড়ে মাথা নিচু করো!'

নির্দেশটা পালন হতে না হতে একজন পুরোহিত ঢুকল ছাউনির ভিতরে। হাতে একটা কাঠের পাত্র, কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাঁটুতে ভর দিয়ে সিংহাসনের কাছে গেল সে, পাত্রটা তুলে ধরে বলল, 'আপনার খাবার, মহানুভব। খেয়ে তৃপ্ত হোন।'

আগ্রহ নিয়ে পাত্রটা গ্রহণ করল অটার, কাপড়টা সরিয়ে উঁকি দিল তলায়, পরমুহূর্তে খেপে গেল।

'কুত্তার বাচ্চা!' হিসিয়ে উঠল ও। 'কী এনেছিস এসব?' খাবারটা নিচু করে বাকিদের দেখতে দিল।

কাঁচা সবজি আর ঘাস-পাতা দেখতে পেল অভিযাত্রীরা, সেদ্ধও করা হয়নি। ওগুলোর ঠিক মাঝখানে রাখা হয়েছে একটা রক্তলাল রুবি—আকারে খুব একটা বড় নয়। সোওয়া যেটা লিওনার্ডকে দিয়েছে, তার চেয়ে আকারে ছোটই হবে, তারপরও দাম খুব একটা কম নয়। পুলকিত দৃষ্টিতে পাথরটার দিকে তাকাল লিওনার্ড, কিন্তু সেদিকে মন নেই অটারের। খিদেয় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে ও। রুবিটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল পুরোহিতের মুখে।

খেপাটে গলায় বলল, 'ভেবেছিস কী আমাকে? কাদাপানির মাছ? ঘাস-পাতা আর পাথর খেয়ে বেড়াব আমি?'

ভয়ার্ত ভঙ্গিতে রুবিটা তুলে নিল পুরোহিত, পড়িমরি করে ছুটে পালাল ছাউনি থেকে। তার এই পালানো দেখে আরেকদফা হাসিতে ভেঙে পড়ল অভিযাত্রীরা, কিন্তু লিওনার্ড হাসল না।

www.BanglaBook.org

অটারের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলল, 'তুমি একটা গাধা ছাড়া আর কিছু না, অটার। কী মনে করে পাথরটা ছুঁড়ে ফেললে? আর কখনও ওই পাথর আনবে না ওরা। ইশশ, মাথাটা যদি একটু ঠাণ্ডা রাখতে পারতে, তা হলে প্রতি বেলার খাবারের সঙ্গে একটা করে রুবি পাওয়া যেত। ঝামেলা-টামেলা ছাড়াই কিছুদিনের মধ্যে বেশ কিছু পাথরের মালিক হয়ে যেতাম আমরা। আর এখন? ওফ, তোমাকে নিয়ে কী যে করি!'

'মাফ করবেন, বাস,' লজ্জিত গলায় বলল অটার। 'আসলে আমার মাথার ঠিক ছিল না। কিন্তু দেবতা হলে যদি গরু-ছাগলের মত ঘাস খেতে হয়, তা হলে আমার বদলে আপনিই এই সিংহাসনে বসলে ভাল হতো। দরকার নেই বাপু রাজত্বের বা অনুসারীর!'

'যা দিয়েছে, তা-ই খেয়ে ফেলো, অটার,' বলল জুয়ানা। 'এরপর আবার কখন খেতে পাবে কে জানে! খাবারের পরিমাণ দেখে তো মনে হচ্ছে না, খুব শীঘ্রি কিছু দেবে। নিশ্চয়ই ভাবছে তুমি কম খাও।'

চেহারায় তিক্ততা ফুটল অটারের, কিন্তু খিদের কাছে হার না মেনে পারল না। নীরবে কাঁচা পাতাগুলো মুখে পুরে চিবুতে শুরু করল ও।

বামনের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার খানিক পরেই আবার পদশব্দ হলো বাইরে, সঙ্গী-সাথীতে পরিবেষ্টিত হয়ে গতকালের সেই বৃদ্ধ পুরোহিত উদয় হলো ছাউনিতে। ইতোমধ্যে তার পরিচয় জানতে পেরেছে অভিযাত্রীরা। এখানকার প্রধান পুরোহিত—নামটা বেশ দীর্ঘ, সংক্ষেপে নাআম বলে তাকে ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা।

বৃদ্ধ পুরোহিতকে উদয় হতে দেখেই কেন যেন জড়সড় হয়ে গেল সোওয়া, সন্তর্পণে সরে গেল সিংহাসনের ছায়ায়। ব্যাপারটা নজর এড়াল না লিওনার্ডের, অবাক হলো—এমন করছে কেন

www.BanglaBook.org

বুড়িটা?

সিংহাসনের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল প্রধান পুরোহিত। হড়বড় করে বিরাট এক ভাষণ দিয়ে ফেলল, জুয়ানা সেটা অটারের সুবিধার্থে অনুবাদ করে শোনাল। নাআম বলল, লাল পাথরটা খাবার হিসেবে যালের পাতে দেয়া কত বড় অবমাননাকর কাজ হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছে ওরা। মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটেছে দেবতার, এ-অবস্থাতে আকার রক্ত কিংবা অশ্রু দেখিয়ে তাঁকে অতীতের সেই লজ্জাজনক ঘটনাটা মনে করিয়ে দেয়া ঘোর অন্যায়! যে-লোক এর জন্য দায়ী, তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। ইতোমধ্যে আদেশও জারি করা হয়েছে—সমস্ত লাল-নীল পাথর ওই দোষী লোকটা নিয়ে যাবে দুর্গম এক স্থানে, লুকিয়ে ফেলবে চিরদিনের মত। মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা করছে ওই অভিশপ্ত মানুষটির জন্য—হয় পাথরগুলো লুকাতে গিয়ে সেই দুর্গম স্থানে মারা যাবে সে, নয়তো ফিরে আসার পর জল্লাদের মুখোমুখি হবে। আগামীতে কেউ যেন আকার রক্ত বা অশ্রু নিয়ে কোনও ধরনের উচ্চবাচ্য না করে, সেজন্য একটা আইনও পাশ করেছে ওরা। আইন অমান্য করলেও মৃত্যুদণ্ড পাবে কুয়াশা-মানবেরা। এসবের বিনিময়ে কৃপা ভিক্ষা চাইল নাআম, পবিত্র কুমির যেন নিরীহ প্রজাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ না করেন।

'অটারের বাচ্চা,' দাঁত কিড়মিড় করল লিওনার্ড। 'এর জন্য যদি তোকে না ভুগিয়েছি তো আমার নাম অট্রাম না!'

পাথর সংক্রান্ত প্রসঙ্গ শেষ করে নতুন আরেকটা সংবাদ দিল নাআম। দেব-দেবীর সম্মানে আজ রাতে আকার মন্দিরে বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণ দেখবে তাঁদের, আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের শাসনভারও সমর্পণ করবে দেবতার হাতে। মাতা আর পবিত্র কুমিরকে নিমন্ত্রণ জানাল প্রধান পুরোহিত, বলল—ওঁরা রাজি থাকলে চাঁদ ওঠার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একঘণ্টা আগে পথপ্রদর্শক পাঠিয়ে দেয়া হবে চাকরবাকর-সহ আকা আর যালকে ওই মন্দিরে নিয়ে যেতে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জুয়ানা। তারপর বলল, 'আমার ভৃত্যদের ব্যাপারে একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমার প্রহরীদেরকে, সেটা শুনেছ?'

'জী, মাতা,' বলল নাআম। 'ওদেরকে আর কখনও বাধা দেয়া হবে না।'

'ওদের খাওয়াদাওয়াতেও যেন কোনও অসুবিধে না হয়। যখন-যখন আমি আর আমার ছেলে খেতে বসব, তখন ওদেরকেও খাবার দেয়া চাই। আর হ্যাঁ, পবিত্র কুমির ঘাস খাবেন না এখন থেকে। মানুষের রূপ নিয়েছে ও, মানুষের খাবারই চাই।'

'আপনার আদেশ শিরোধার্য, মাতা!'

'আরেকটা ব্যাপার... ওই দোষী লোকটাকে শাস্তি দেবার প্রয়োজন নেই। নিজের অজান্তে ভুল করে ফেলেছে ও, আমরা মাফ করে দিয়েছি। পাথরগুলোও যেমন আছে থাকুক। ওখান থেকে বেছে বেছে কিছু বরং নিয়ে এসো আমার কাছে। বহুদিন আগে যে-রক্ত ঝরিয়েছিলাম, তা দেখার ইচ্ছে জেগেছে।'

'হায়! তা আর হবার নয়, মাতা!' হতাশ গলায় বলল নাআম। 'দেরি হয়ে গেছে। যাল তার ক্রোধ দেখানোর পর পরই আমাদের জমানো সমস্ত লাল-নীল পাথর বস্তায় ভরে ফেলেছি, তারপর ওই দোষীর পিঠে তুলে এমন এক জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি, যেখান থেকে ওগুলো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আরও পাথরের সন্ধান অবশ্য জানা আছে আমাদের, কিন্তু এই শীতের মৌসুমে ওগুলো তুলে আনা অসম্ভব। তবে গরমকাল এলে বরফ গলে যাবে, তখন কিছু পাথর নাহয় সংগ্রহ করে দেখাব আপনাকে! তাতে চলবে?'

নেতিবাচক জবাব দিয়ে লাভ নেই, তাই মাথা ঝাঁকাল

www.BanglaBook.org

জুয়ানা। দেব-দেবীকে কুর্নিশ করে সঙ্গীসাথী নিয়ে বেরিয়ে গেল প্রধান পুরোহিত। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিওনার্ড। রাগে চেহারা লাল হয়ে গেছে।

ও বলল, 'গর্দভ অটারের কাণ্ডটা দেখেছ? সবকিছু ওলোট-পালোট করে দিয়েছে ও। না চাইতেই কোটিপতি হয়ে যেতে পারতাম আমরা, আর এখন? কোটিপতি হওয়া তো দূরের কথা, রুবি আর স্যাফায়ারের চেহারা দেখতে হলেই কয়েক মাস হাঁ করে বসে থাকতে হবে।'

'এমন যে হবে, তা কে জানত, বাস?' অনুশোচনার সুরে বলল অটার। 'আসলে ঘাস আর লতাপাতা দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। জেনেশুনে কি আর কাজটা করেছি; আমাকে মাফ করে দিন।'

বামনের কথায় রাগটাতে একটু ভাটা পড়ল লিওনার্ডের। বলল, 'থাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। তোমার জন্যই সব হারালাম আমরা, অটার: চেষ্টা করে দেখো, এখন তুমিই সব আবার ফিরিয়ে আনতে পারো কি না।' সোওয়ার দিকে ফিরল ও। 'আচ্ছা, নাআমকে দেখে তুমি অমন করলে কেন?'

'ভয় পেয়েছিলাম আমি, উদ্ধারকর্তা,' ইতস্তত কণ্ঠে বলল প্রৌঢ়া দাসী। 'কারণ উনি আমার জন্মদাতা... পিতা!'

থমকে গেল লিওনার্ড। নতুন একটা সমস্যার মাঝে পড়ে গেছে ওরা। প্রধান পুরোহিত তার মেয়েকে চিনে ফেলেনি তো?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইশ

যালের মন্দির

জুয়ানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুলিদের খোঁজখবর নিতে গেল লিওনার্ড, কাল সন্ধ্যার পর থেকে ওদের সঙ্গে আর দেখা নেই। প্রাসাদের বিশাল একটা কামরাতে পাওয়া গেল ওদের—ভালই আছে, রাতে ঠিকমত খাবার আর কম্বল দেয়া হয়েছিল। তারপরও ভয়ে কুঁকড়ে আছে সবাই। পিটার জানাল, সারারাত অস্ত্রধারী একদল সৈন্য পাহারা দিয়েছে ওদেরকে; হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, যে-কোনও মুহূর্তে খুন করে ফেলবে। খামারকর্মীদের অভয় দিল লিওনার্ড, বলল বুকে সাহস রাখতে। সেই সঙ্গে সতর্ক করে দিল, কেউ যেন অভিনয়ে ভুল না করে; জুয়ানা আর অটারকে পুজো করার ভান দেখিয়ে যেতে হবে সবাইকে।

দিনের বাকি সময়টা অলসভাবে কেটে গেল। করার মত কোনও কাজ না থাকায় বাজে চিন্তা জেঁকে বসল অভিযাত্রীদের মনে, বিপদের কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল ওরা। এদিকে আবার নেমে এসেছে কুয়াশা, রোদের অভাবে চারদিক ঢেকে গেছে আলো-আঁধারিতে, পরিবেশটা গুমোট। হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উপায় নেই, নাটক চালিয়ে যাবার জন্য গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হচ্ছে জুয়ানা আর অটারকে, লিওনার্ডরাও বসে আছে নতজানু হয়ে। সারাক্ষণ কানে ভেসে আসছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরোহিতদের সম্মিলিত প্রার্থনার আওয়াজ, দেব-দেবীর প্রত্যাবর্তনে একযোগে পূজা-অর্চনায় মেতে উঠেছে ওরা। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা লিওনার্ডের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ও, শহরটা ঘুরে-ফিরে দেখার ইচ্ছে। কিন্তু পারল না, প্রাসাদ-তোরণের রক্ষীরা বর্শা তুলে বাধা দিল, আভাস-ইঙ্গিতে বোঝাল—বাইরে যাবার অনুমতি নেই কারও।

অগত্যা বাগানে বসে রইল লিওনার্ড, অলস চোখে তাকিয়ে রইল প্রাসাদের পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্ফিথিয়েটারের আকৃতির মন্দিরটার দিকে। দেয়ালগুলো ভীষণ উঁচু, পঞ্চাশ ফুটের কম হবে না। ওপাশ থেকে নানা রকম আওয়াজ ভেসে আসছে—বোঝা যাচ্ছে, রাতের অনুষ্ঠানটার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে মন্দিরে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাগানে কাটাল লিওনার্ড, তারপর ফিরে এল সঙ্গীদের কাছে।

সন্ধ্যা নামার এক ঘণ্টা পর জুয়ানার সামনে হাজির হলো বারোজন পুরোহিতের একটি পরিষদ। নেতৃত্বে রয়েছে প্রধান পুরোহিত নাআম। সবার হাতে বড় আকারের একটা করে মোমবাতি ধরা। জুয়ানা আর অটারের সামনে এসে প্রণাম করল তারা।

'বলো,' মৃদু গলায় মুখ খোলার অনুমতি দিল জুয়ানা।

নাটকীয় ভঙ্গিতে নাআম বলল, 'হে মাতা, হে পবিত্র কুমির, আমরা এসেছি আপনাদের মন্দিরে নিয়ে যেতে, যাতে আপনাদের তুচ্ছ প্রজারা দেবদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে।'

'ঠিক আছে, পথ দেখাও।'

'তার আগে আপনাকে উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরতে হবে, মাতা। আপনার এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য শুধুমাত্র খাঁটি অনুসারী ছাড়া আর কারও জন্য নয়।'

উঠে দাঁড়িয়ে এক সহকারীর হাত থেকে কালো রঙের একটা পোশাক নিল নাআম, বাড়িয়ে ধরল জুয়ানার দিকে। ওটা নিয়ে

www.BanglaBook.org

আড়ালে চলে গেল ও। মিনিটখানেক পর যখন বেরিয়ে এল, তখন সারা শরীর ঢাকা পড়ে গেছে কালো আলখাল্লাতে, মুখটাও অদৃশ্য বড় ঘোমটার আড়ালে। উন্মুক্ত রয়েছে শুধু কনুইয়ের পর থেকে বাহুদুটো। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, যেন কালো একটা মূর্তির শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে তুষারশুভ্র দুটো হাত।

দুটো ফুল দেয়া হলো জুয়ানাকে। একটা লাল, অন্যটা সাদা—দু'হাতে ধরে রাখার জন্য। অটারের মাথায় একটা লোমশ কাপড় বাঁধা হলো, হাতে দেয়া হলো হাতির দাঁত খোদাই করা একটা ছড়ি—সেটার আকৃতি লেজের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা সাপের মত।

'প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে,' ঘোষণা করল নাআম।

'তা হলে চলো,' বলল জুয়ানা। 'আমার ভৃত্যদেরও সঙ্গে নাও... কালো দাসীটা ছাড়া। ও এখানেই আমার ফেরার অপেক্ষায় থাকবে।' সোওয়াকে যতদূর সম্ভব তার পিতার চোখের আড়ালে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা খানিকক্ষণ আগে।

'জী, মাতা,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল প্রধান পুরোহিত। 'আপনার ভৃত্যদের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

সুরটা ভাল লাগল না লিওনার্ডের। কী ব্যবস্থা নিয়েছে এরা?

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ফটকের কাছে দুটো পালকি অপেক্ষা করছে দেবতাদের জন্য, পঞ্চাশজন সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কুলিরাও—সবার চোখে-মুখে ভয়। জুয়ানা আর অটার পালকিতে চড়তেই রওনা হয়ে গেল শোভাযাত্রাটা। পালকির পিছনে রইল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, তারপর কুলিরা; ওদেরকে অনুসরণ করল মশাল হাতে সৈন্যরা। পুরোহিতরা রয়েছে সবার সামনে, পুরোটা পথ নানা রকমের মন্ত্র আউড়ে গেল ওরা।

কিছুটা সময় পর প্রাসাদের সীমানা পেরিয়ে মন্দিরে পৌঁছে গেল শোভাযাত্রাটা। ওখানে পালকি থেকে নামানো হলো জুয়ানা

www.BanglaBook.org

আর অটারকে. তারপর নিভিয়ে দেয়া হলো মশাল। চারদিক ঢেকে গেল ঘন অন্ধকারে। কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। কেউ একজন লিওনার্ডের হাত চেপে ধরল অন্ধকারে, টান দিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করল ওকে। বাকিদেরও একইভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চোখের সামনে যেন কালো রঙের একটা চাদর ঝুলে আছে. অনেক চেষ্টা করেও লিওনার্ড বুঝতে পারল না. কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের। এই আঁধারে পুরোহিতরা যে কীভাবে এগোচ্ছে. সেটাই আশ্চর্য! দু-একবার পিছন থেকে কুলিদের ভয়ার্ত গুঞ্জন কানে ভেসে এল, তার পিছু পিছু ভেসে এল চাপা ধমক. কিংবা লাঠির বাড়ির আওয়াজ। বোঝা যাচ্ছে. নীরবতা বজায় রাখার ইচ্ছে পুরোহিতদের।

একটু পরেই লিওনার্ড টের পেল, মন্দিরের সামনের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে ওরা. দু'পাশে দেয়ালের অস্তিত্ব অনুভব করা যাচ্ছে। বাতাসটাও গুমোট। পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাথুরে মেঝেতে।

'মনে হচ্ছে টানেলে ঢুকেছি,' ফিসফিস করে উঠল ফ্রান্সিসকো।

সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশে শোনা গেল পুরোহিতের ধমক। ভাষাটা জানা না থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না—চুপ থাকতে বলছে।

অশুভ একটা অনুভূতি ছেঁকে ধরল লিওনার্ডকে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের? রাইফেল আর রিভলভার নিয়ে এসেছে ও আর ফ্রান্সিসকো, পুরোহিতরা বাধা দেয়নি. অস্ত্রগুলো যে কী জিনিস—সেটা জানেই না এই আদিম মানুষেরা। তারপরও স্বস্তি পেল না ও। নার্ভাস ভঙ্গিতে শুধু আঁকড়ে ধরল রাইফেলের বাঁট। হিসেব রাখতে শুরু করল দূরত্বের।

টানেলটা ধরে দেড়শো কদম এগোল ওরা—প্রথমে ঢালু একটা পথে, নীচের দিকে। তারপর আবার সমতল হয়ে এল

www.BanglaBook.org

মেঝে। শেষে পৌঁছুল একটা সিঁড়িতে। মোট একষট্টি ধাপ বেয়ে উপরে উঠল, একেকটা ধাপের উচ্চতা কমবেশি দশ ইঞ্চি করে। সিঁড়ির উপরে ওঠার পর আরেকটা টানেল পড়ল—ছাত একেবারে নিচু, মাথা নুইয়ে এগোতে হলো। দৈর্ঘ্যও খুব কম, মাত্র এগারো কদম যেতেই একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসা গেল। পাথরের তৈরি একটা সংকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম ওটা, সম্পূর্ণ খোলা, নাকে-মুখে ঝাপটা মারল পরিষ্কার-ঠাণ্ডা বাতাস।

জায়গাটা উন্মুক্ত হলেও আঁধার কাটেনি, আশপাশের কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। শ্রবণশক্তি কাজ করছে অবশ্য, নীচ থেকে ভেসে আসছে পানির কুলুকুল আওয়াজ, সেই সঙ্গে একটা চাপা গুনগুনানি... যেন হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে ফিসফাস করছে। পরিবেশটা ভীতিকর ঠেকল, চাপ সৃষ্টি হলো স্নায়ুর উপর। মনে হচ্ছে একদল অশরীরীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হচ্ছে ওদের উপর।

নীচে কোথাও থেকে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল একজন মানুষ। পুরোহিতরা ধমক দিয়ে চুপ করতে বলল তাকে। কিন্তু তাতে শুধু অদৃশ্য কণ্ঠস্বরগুলোই থেমে গেল, মানুষটার চিৎকার থামল না। ধুপ করে প্রচণ্ড একটা আঘাতের শব্দ ভেসে এল, তারপর একটা দেহ আছড়ে পড়ল। চাপা একটা গোঙানি শোনা গেল চিৎকারের বদলে। কয়েক মুহূর্তের বিরতির পরই আবার সেই সহস্র কণ্ঠের গুনগুনানি দখল করল চতুর্পাশ!

'কেউ খুন হলো,' লিওনার্ডের কানের কাছে ফিসফিস করল ফ্রান্সিসকো। 'ভাবছি, কে হতে পারে?'

কিছু বলতে পারল না লিওনার্ড, গা-টা শিরশির করে উঠল ওর।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর শোনা গেল প্রধান পুরোহিতের কণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল গুঞ্জন। পিনপতন নীরবতার মাঝে ভরাট কণ্ঠে ভাষণ দিয়ে চলল না'আম, তারপরও

www.BanglaBook.org

কেন যেন আওয়াজটা খুব আস্তে শোনাল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকোর কানে। যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে প্রধান পুরোহিত। লোকটার ভাষণের বিন্দুবিসর্গও তাৎক্ষণিকভাবে বুঝল না ওরা, তবে অনুষ্ঠানের পরে জুয়ানা ওদেরকে অনুবাদ করে শোনাবে সব।

'আমার কথা শোনো, কুমিরের সন্তান আর কুয়াশার বাসিন্দারা!' উদাত্ত কণ্ঠে বলল নাআম। 'আমি নাআম বলছি... তোমাদের পুরোহিত। এই পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বহু সময় পেরিয়ে গেছে, আর আমরা শুনেছি—শুরুতে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় দেবী-মাতা, তাঁর সন্তান পবিত্র কুমিরকে নিয়ে। আমাদের আলোর পথ দেখিয়েছিলেন, তারপরই ঘটেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধটা—অন্ধকার হত্যা করেছিল আলোকে। সেই থেকে দুঃখের অমানিশায় পতিত হয়েছি আমরা, আমাদের দেশ ঢেকে গেছে কুয়াশার চাদরে। অন্ধকারের মাঝে আমরা বাধ্য হয়েছি আঁধারের দেবতাকে পুজো করতে, বিনিময়ে পেয়েছি শুধু মৃত্যু আর যন্ত্রণা। দেবতা তাঁর বাহনের মাধ্যমে পেট পুরিয়েছেন আমাদেরই মাংস দিয়ে, নিয়মিত আমাদের প্রিয়জনদের তাঁর কুমিরের মুখে তুলে দিয়েছি আমরা।

'তবে আশার বাণী ছিল একটাই—আমাদের দেবী-মাতা বলে গেছেন, আবার ফিরবেন তিনি সন্তানদের মাঝে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবেন, পবিত্র কুমিরকে প্রায়শ্চিত্ত করাবেন মানুষের রূপ দিয়ে। বহুদিন পর সুন্দরী এক নারীর বেশে ফেরার কথা তাঁর, আর আঁধারের দেবতার ফেরার কথা কুৎসিত-কদর্য এক কালো বামন হয়ে—নিজের কুকর্মের শাস্তি হিসেবে। এমনটাই বলে গিয়েছিলেন মাতা তাঁর তৎকালীন প্রধান পুরোহিতকে, সে-বাণী লোহার পাতে খোদাই করে লেখা আছে এখানে... আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি। কালের প্রবাহে সেই

www.BanglaBook.org

লেখাটা পড়ার রহস্য আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু মৌখিকভাবে দেবী-মাতার আশ্বাসবাণী প্রবাহিত হয়েছে আমাদের প্রধান পুরোহিতদের কাছে। আমিও তা পেয়েছি আমার পূর্বতনের কাছ থেকে। কিন্তু ওঁদের তুলনায় আমি ভাগ্যবান, কারণ বহু-প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্তটি এসে গেছে, আর দেবী-মাতার বাণী আমাকে বহন করতে হবে না, তা তিনি নিজেই প্রচার করবেন।

'হ্যাঁ, আমার ভাই ও বোনেরা! গতকাল ছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন আমাদের মাতা আমাদের মাঝে তাঁর সন্তানকে নিয়ে ফিরেছেন। প্রাচীন সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিটা অক্ষর সত্যি হয়েছে, দেবী আমাদের শুনিয়েছেন এক গোপন গান, বলেছেন নিজের ভুলে যাওয়া নামগুলো... আর আমরাও তাঁকে স্বাগত জানিয়েছি। তোমরা অনেকেই তাঁদের আসতে দেখেছ। এবার নতুন করে দেখে নাও—আমাদের দেবী-মাতা *আকা*, আর পবিত্র কুমির *যাল*-কে!'

তুমুল হর্ষধ্বনি ভেসে এল নীচ থেকে।

একটু এগোবার চেষ্টা করল লিওনার্ড, ঠিক কোথায় ওদের দাঁড় করানো হয়েছে, সেটা দেখার ইচ্ছে। কিন্তু এক গজ যেতেই থমকে গেল ও। ডান পায়ের নীচে কোনও অবলম্বন পাচ্ছে না—জায়গাটা শূন্য! বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুঁকে যাচ্ছিল সামনে, কোনোমতে তাল সামলে ফ্রান্সিসকোর পাশে ফিরে এল।

'কী বুঝলেন?' নিচু স্বরে জানতে চাইল পাদ্রী।

'যদি মরতে না চান, তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাই ভাল,' নার্ভাস গলায় বলল লিওনার্ড। 'ওখানটা একেবারে ফাঁকা, নীচে কিছু নেই।'

ঠিক তখুনি আকাশের কালচে আভা সরে যেতে শুরু করল, ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে আসছে—চাঁদ ওঠার সময় হয়েছে। কয়েক মিনিট পর পাহাড়শ্রেণীর উপরে ভেসে উঠল সাদা একটা চাকতি, কোমল দ্যুতি দিয়ে ভরিয়ে দিল বিশ্বচরাচরকে। আস্তে আস্তে

www.BanglaBook.org

দৃষ্টিগোচর হলো অদ্ভুত দৃশ্যটা।

নিজেদের বামদিকে বিশাল একটা কালো আকৃতি দেখতে পেল লিওনার্ড, উঠে গেছে আকাশের দিকে; আর নীচে... চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে পানি। স্রোতটা ফেনা তুলে ভেঙে যাচ্ছে একটা পাশে। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ও, সংবিৎ ফিরে পেল ফ্রান্সিসকোর মুখ থেকে আঁতকে ওঠার মত একটা শব্দ হতে। চোখ তুলতেই দেখল, থালার মত আকৃতি পেয়েছে চাঁদ, আকাশে উঠে এসেছে পুরোপুরি, আলোটা হয়ে উঠেছে অনেকগুণ উজ্জ্বল। এবার সমস্ত খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে।

লিওনার্ড দেখল—ওদের নীচে, প্রায় দুই একর জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের আদলে গড়া মন্দিরের ইমারতটা। পার্থক্য একটাই—মাঝখানে মাঠের বদলে রয়েছে একটা জলাশয়। মাটি থেকে ওটার সারফেস প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে। জলাশয়টাকে ঘিরে বসানো হয়েছে পাথরের তৈরি আসনের সারি, ধাপে ধাপে উপর দিকে উঠে গেছে... ঠিক যেন স্টেডিয়ামের দর্শক-গ্যালারি। এ-মুহূর্তে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ... সব ধরনের দর্শকে টইটম্বুর পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার; তাদের সম্মিলিত গুঞ্জনই শোনা যাচ্ছিল অন্ধকারে। মন্দিরের পশ্চিম পাশটায় দাঁড়িয়ে আছে যালের বিশাল মূর্তি—উচ্চতায় প্রায় আশি ফুট উঁচু; সম্ভবত কোনও ছোট পাহাড় কুঁদে তৈরি করা হয়েছে ওটা। মূর্তির পিছনে, একশো কদমেরও কম দূরত্ব থেকে শুরু হয়েছে আকাশছোঁয়া আরেক পাহাড়ের ঢাল—চূড়োটা তুষারের মুকুটে ঢাকা।

যালের মূর্তিটার বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত কুৎসিত এক বামনের আদলে গড়া হয়েছে মুখটা। উবু হবার একটা ভঙ্গিতে বসে আছে বামনটা, হাঁটুর উপর কনুই রেখে দু'হাত প্রসারিত করে দিয়েছে সামনে, তালুদুটো আকাশমুখী। পাথরের একটা বেদি আছে মূর্তির তলায়, তবে সেটা খুব ছোট। ফলে বাড়িয়ে

www.BanglaBook.org

রাখা হাত, আর একটু ঝুঁকে থাকা মাথাটা ঝুলছে তলার প্রায় ত্রিশ গজ চওড়া জলাশয়টার উপরে। জলাশয়ে পানি গজরাচ্ছে, যে-নদীটা ধরে এতদিন এগিয়েছে ওরা, এখানেই তার উৎস। ফেনা উঠছে যেখানটায়, সেখান দিয়ে মাটির নীচে চলে গেছে পানি। ভূ-গর্ভ দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে আবার বেরিয়েছে, দুটো শাখা হয়ে শহরের সীমানার দু'পাশ দিয়ে সৃষ্টি করেছে পরিখা, তারপর আবার মিলিত হয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে নীচের সমতলভূমির দিকে। তবে জলাশয়ের মধ্যে পানিটা কোথেকে আসছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

জলাশয়ের শান-বাঁধানো তীর, আর মূর্তির পায়ের মাঝামাঝি রয়েছে ছোট্ট একটা সমতল জায়গা, সেখানে একটা বেদি বসানো হয়েছে: তার সামনে হাত-বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ। দু'পাশ থেকে কয়েকজন পুরোহিত পাহারা দিচ্ছে তাকে। ভাল করে তাকাতেই কুয়াশা-মানবদের প্রাক্তন রাজা ওলফানকে চিনতে পারল লিওনার্ড, চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গতকাল পর্যন্ত যে-লোক পুরো জাতিটাকে নেতৃত্ব দিয়েছে, আজ তার এ-দশা কেন? বন্দি রাজার পিছনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে লিওনার্ডদের কুলি-বাহিনী। ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে ওদের, একজন কুলির লাশ অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে তাদের পায়ের কাছে। ওই লোকটাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, পুরোহিতরা ধমক দেবার পরও চুপ না করায় চিরদিনের মত থামিয়ে দেয়া হয়েছে বেচারাকে।

তবে এতক্ষণ যে-সবের কথা বলা হলো, ঐ-সব লিওনার্ড দেখল অনেক পরে। মন্দিরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হতেই সবার আগে ওর দৃষ্টি আটকে গেল বামনের মূর্তিটার মাথার উপরে। ওখানে একটা সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে... আর মাটি থেকে আশি ফুট উপরের সেই সিংহাসনে নিঃশব্দে বসে আছে জুয়ানা। কালো আলখাল্লাটা খুলে ফেলেছে ও, গলায় পরা সাদা

www.BanglaBook.org

রঙের আরব পোশাকে প্রতিফলিত হচ্ছে ধবল রশ্মি। মুখ আর হাতদুটো অত্যন্ত ফর্সা ওর, কালো চুলের ঢেউ নেমেছে যেন কাঁধের উপর দিয়ে। কপালে আটকানো রক্তলাল রুবি আর দু'হাতে দু'রঙের ফুল নিয়ে বসে থাকা অবয়বটাকে আর মানবী বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে স্বর্গের অপ্সরা। যেন কৃষ্ণকায় বামন মূর্তিটার উপরে বসে অন্ধকারের রাজ্যকে ভরিয়ে দিচ্ছে আলো দিয়ে। অদ্ভুত সে-দৃশ্য দেখে কুয়াশা-মানবরাও মুখের ভাষা হারাল, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল উপরদিকে। দেবী-মাতা যে সত্যিই ধরণীতে নেমে এসেছেন, এ-ব্যাপারে আর সামান্যতম সন্দেহ নেই কারও মাঝে।

অটারকে দেখবার আশায় নজর বোলাল লিওনার্ড—জুয়ানার কাছ থেকে চল্লিশ ফুট নীচে, মূর্তির দু'হাটুর মাঝখানে দেখা গেল ওকে। ওখানে মঞ্চের মত ছোট্ট একটা জায়গা আছে, তাতে আরেকটা সিংহাসন পেতে বসানো হয়েছে বামনকে... ঠিক মূর্তিটার ভঙ্গিমায়। সারা গা খালি, কোমরে পেঁচানো নেংটিটা ছাড়া আর কোনও কাপড় নেই।

নীরবতা নামায় পানির গর্জন বড় বেশি কানে বাজছে। তাই চুম্বকের মত জলাশয়ের দিকে দৃষ্টি ঘুরে গেল লিওনার্ডের। পরমুহূর্তে বুক খামচে ধরল কী যেন। ভয়ানক একটা জায়গায় নিজেকে আবিষ্কার করল। দুজন পুরোহিতের পাহারায় মানবীর মূর্তির ডানহাতের তালুতে দাঁড়িয়ে আছে ও আর পাদ্রী ফ্রান্সিসকো—বাহুটার ভিতর দিয়ে তৈরি করা একটা টানেল ধরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে জায়গাটা ছয়ফুটের বেশি হবে না... চারজন মানুষের জন্য একেবারেই সংকীর্ণ। তা ছাড়া কিনারগুলোয় রেইলিং বা কোন ধরনের অবলম্বন নেই, হাতটা শূন্যে ঝুলে থাকায় পরিস্থিতিটা ভীতিকর। প্রায় নব্বুই ফুট তলায় গজরাতে থাকা পানি ছাড়া মাঝখানে কিছু নেই... পড়ে যাবার মত একটা অনুভূতি হচ্ছে সারাক্ষণ। বুক

www.BanglaBook.org

ঢিবঢিব করছে।

নীচে চোখ পড়তেই কেমন যেন ঘোলা হয়ে এল দৃষ্টি, হাঁটু কাঁপতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি রাইফেলটাকে ছড়ির মত ব্যবহার করে নিজেকে সামলাল লিওনার্ড। মনে পড়ে গেল, অন্ধকারে আরেকটু হলে মূর্তির হাতের তালু থেকে নীচে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল ও। ফ্রান্সিসকোর দিকে মাথা ঘোরাল, ওর চেয়েও খারাপ দশা পাদ্রীর—উচ্চতাভীতি আছে সম্ভবত। বেচারাকে টলতে দেখল লিওনার্ড, তারপর হঠাৎ কাত হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। সাপের মত ছোবল দিল লিওনার্ডের হাত, পাদ্রীকে কলার ধরে খামচে ধরল, নইলে কিনারা টপকে নীচেই চলে যেত দেহটা। টান দিয়ে ফ্রান্সিসকোকে একটু ভিতরদিকে নিয়ে এল ও, বসিয়ে দিল টানেলটার মুখে। এবার লোকটা নিরাপদ।

পাহারাদার দুই পুরোহিত অবশ্য নির্বিকার রইল, লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকোর নার্ভাস দশা দেখে একটুও নড়ল না তারা, বরং যেন মুখে হালকা হাসির রেখা ফুটল। আচমকা দুশ্চিন্তা ভর করল লিওনার্ডের মাথায়, ব্যাটারা ওদের দু'জনকে নীচে ফেলে দেবার জন্য এখানে নিয়ে আসেনি তো? কে জানে, হয়তো বা সঙ্কেত পাবার জন্য অপেক্ষা করছে! সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। ইতোমধ্যেই তো ওরা জানতে পেরেছে, কুয়াশা-মানবরা নরবলি দেয় এই জলাশয়ে।

কপালে ঘাম জমল লিওনার্ডের, হাতের রাইফেলটার দিকে তাকাল। বিপদে পড়লে অস্ত্রটা কতটা কাজে লাগবে, বুঝতে পারছে না। যে-হারে শরীর কাঁপছে, তাতে নিশানাই তো স্থির রাখতে পারবে না। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না ও, ধপ করে বসে পড়ল যালের বুড়ো আঙুলটাতে পিঠ ঠেকিয়ে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তেইশ

রক্তের অর্ঘ্য

বেশ কিছুক্ষণ বিরাজ করল নীরবতা। তারপর আবার পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার ভরে গেল প্রধান পুরোহিত নাআমের গমগমে কণ্ঠে। পাশ ফিরে তাকাল লিওনার্ড, দেখার চেষ্টা করল লোকটা কোত্থেকে ভাষণ দিচ্ছে। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল সহজে। লিওনার্ডের সঙ্গে একই সমান্তরালে, মূর্তির বাম হাতের তালুতে তিনজন সঙ্গী নিয়ে বীরের মত দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত, চাঁদের আলোয় ভয়ানক দেখাচ্ছে পাথরের মত মুখটা।

'শোনো, কুয়াশার বাসিন্দারা!' বলে উঠল নাআম। 'সবাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের দেবী-মাতা আর পবিত্র কুমিরকে। ফিরে এসেছেন তাঁরা আমাদের শাসন করতে: শান্তি, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা আর বিজয় দেখাতে। ঠিক সেখানেই তাঁরা এখন অবস্থান করছেন, যেখানে তাঁদের দিকে শ্রদ্ধাভরে তাকানো যায়। বলো এখন, তোমরা কি তাঁদের বিশ্বাস করছ? রাজ্যের শাসন তাঁদের হাতে সমর্পণ করছ? জবাব দাও সবাই, চেঁচিয়ে জবাব দাও!'

প্রচণ্ড চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল গোটা অ্যাম্ফিথিয়েটার। 'হ্যাঁ, আমরা বিশ্বাস করছি! দেব-দেবীর শাসন মেনে নিচ্ছি!'

কণ্ঠগুলো থেমে যেতেই আবার মুখ খুলল নাআম। বলল, 'খুব ভাল।' তারপর ফিরল মূর্তির দিকে। 'হে আকা! হে যাল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাদের ভৃত্যদের কথা শুনুন। দয়া করে পরিচালিত করুন আমাদের! আজ থেকে আমাদের রাজ্যের শাসনভার আপনাদের। আমাদের যা আছে, সবকিছুর মালিক আপনারা। মানুষের জীবন, রাজার সম্পদ, দেশের সেনাবাহিনী... স-অ-ব! আজ থেকে আপনাদের নামে পূজার বেদিতে রক্ত ঝরবে, মৃতের আর্তনাদ সঙ্গীত হয়ে বাজবে আপনাদের কানে। বহুকাল আগে যে-বাহনকে রেখে গিয়েছিলেন আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করতে, আজ থেকে সে-ও আপনাদেরই হুকুমে পরিচালিত হবে। হে মাতা! হে দেবতা! দয়া করে এই দায়িত্ব আর আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন।'

গ্যালারির দিকে তাকিয়ে জয়ধ্বনি দিল প্রধান পুরোহিত। 'জয়... আকা-র জয়! যালের জয়!'

ভিড়টাও তার পুনরাবৃত্তি করে উঠল।

এবার সঙ্গীদের দিকে ফিরল নাআম। 'কুমারী মেয়েটাকে নিয়ে এসো, যাল ওকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবেন। আর এই পাথুরে মূর্তির সঙ্গে বিয়ে হওয়া পুরনো মেয়েটিকেও নিয়ে এসো, তাকে আমরা বিদায় জানাব।'

নির্দেশটা দেয়া হতেই দুটো মেয়েকে নিয়ে আসা হলো বেদির সামনে। কুয়াশা-মানবদের হিসেবে দুজনই অপূর্ব সুন্দরী। একটা মেয়ে প্রায়-উলঙ্গ—কোমরে এক টুকরো জাগুয়ারের চামড়া ছাড়া অন্য কোনও পোশাক নেই। মাথায় লাল ফুলের তৈরি একটা মুকুট আছে মেয়েটির। কালো চুলে ঢেকে আছে উন্নত দুই স্তন। অন্য মেয়েটির পরনে একটা কালো রঙের আলখাল্লা, তাতে লাল রঙের সুতো দিয়ে পাখিরের নকশা করা হয়েছে। নগ্ন মেয়েটিকে দাঁড় করানো হলো বেদির ডানদিকে, অপরজনকে বামে—দুজনেরই মুখ মূর্তির দিকে, মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে অটারের পানে। একটা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল লিওনার্দের—ফুলের মুকুট পরা মেয়েটি হাসিখুশি, উচ্ছল; কিন্তু

www.BanglaBook.org

আলখাল্লা পরা মেয়েটি কী এক অজানা ভয়ে কুঁকড়ে আছে।

পুরোহিতদের ইশারায় একটু পর হাসিখুশি মেয়েটি বেদির সামনে এসে দাঁড়াল। পর পর তিনবার হাঁটু গেড়ে বসে অটারকে সম্মান জানাল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দেবতার জবাবের অপেক্ষায় রইল। তবে বামন ভৃত্যটি এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না। চুপচাপ বসে রইল ও, আর সেই নীরবতাকেই সম্মতি বলে ধরে নিল পুরোহিতরা।

'দেবতা গ্রহণ করেছেন ওকে,' বলে উঠল নাআম। 'সাগা-র রূপ মুগ্ধ করেছে তাঁকে। সরে দাঁড়াও, সাগা... হে সৌভাগ্যবতী, দেবতার পত্নী! সবাই জয়ধ্বনি করো! জয়... সাগা-র জয়! দেবতার পত্নীর জয়!'

দর্শকদের দিকে ফিরে বিজয়ীর ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়ল সাগা নামের মেয়েটি। উল্লাসে ফেটে পড়ল কুয়াশা-মানবেরা।

হৈ-হল্লা থামতেই নিজের জায়গায় ফিরে গেল সাগা, বেদির সামনে এবার নিয়ে আসা হলো কালো আলখাল্লা পরা মেয়েটিকে। নিয়মমাফিক তিনবার হাঁটু গেড়ে অটারকে সম্মান জানাল সে। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'দেবতার সেবায় তোমার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে,' বলল নাআম। 'এবার তুমি অন্যভুবনে নতুন স্বামীর খোঁজ করো।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই এগিয়ে এল দুজন পুরোহিত, এক টানে ছিঁড়ে নিল আলখাল্লাটা, তারপর অসহায় মেয়েটিকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল জলাশয়ে!

পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পলকে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই! লিওনার্ড আর ওর সঙ্গীরা তো প্রধান পুরোহিতের কথার অর্থ ধরতে পারছিল না, কিন্তু জুয়ানা সবকিছু শোনা ও বোঝার পরও হতবাক হয়ে গেল।

তীব্র আতঙ্কের একটা চিৎকারের সঙ্গে ঝপাস করে পানিতে আছড়ে পড়ল হতভাগ্য মেয়েটি। গ্যালারির সমস্ত দর্শক একসঙ্গে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামনে ঝুঁকল তার পরিণতি দেখতে। সংবিৎ ফিরতেই লিওনার্ডও উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মূর্তির হাতের তালুতে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথা বের করে দিল কিনারা থেকে, তাকাল নীচে।

পানির মাঝখানে ভাসতে দেখা গেল মেয়েটিকে, হাত-পা ছুঁড়ে কিনারার দিকে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না স্রোতের কারণে। কয়েক মুহূর্ত পরই তার নীচে পানিতে আলোড়ন সৃষ্টি হলো, এরপর আচমকা স্রোত ভেদ করে বেরিয়ে এল অতিকায় এক কুমির—ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে হা করে রেখেছে মুখটা। অবিশ্বাসে দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল লিওনার্ডের। এত বড় কুমির জীবনে কোনোদিন দেখেনি ও, কুমিরের আকার যে এত বড় হতে পারে, সেটাই শোনেনি।

বিশালদেহী একজন মানুষের ঊর্ধ্বাঙ্গের সমান হবে কুমিরের মাথাটা, হলুদ দাঁতগুলো অসম্ভব রকমের তীক্ষ্ণ, চোখদুটো হাতের মুঠির চাইতে কোনও অংশে ছোট নয়। নীচের চোয়ালের তলায় শুঁড়ের মত কী যেন ঝুলছে—লাগছে দাড়ির মত। প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা দেহটা, উচ্চতায় চার ফুট। চাঁদের আলোয় চামড়াটা মনে হলো জং-ধরা লোহার মত, তাতে এখানে-সেখানে জমে আছে নানা রকম ফাঙ্গাস আর শ্যাওলা—প্রাণীটার দীর্ঘ বয়সকালের নিদর্শন। সবমিলিয়ে চেহারাটা বীভৎস! আধুনিক প্রাণী হতে পারে না ওটা, লিওনার্ডের মনে হলো—ওটা কোনও প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের শেষ বংশধর।

মূর্তির পায়ের তলার গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে কুমিরটা পানিতে খাবার পড়তে দেখে। এক মুহূর্ত দেরি করল না। দর্শকদের বিস্মিত চোখের সামনে বিশাল চোয়াল দিয়ে খপ করে কামড়ে ধরল অসহায় মেয়েটিকে, তারপর ডুব দিল।

বমি পেয়ে গেল লিওনার্ডের, সোজা হয়ে চোখ বন্ধ করল। নৃশংস দৃশ্যটা ভুলে যেতে চাইছে। পারল না। চোখ খুলে তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখার চেষ্টা করল অন্যদের প্রতিক্রিয়া। টানেলের মুখে বসে ঈশ্বরকে ডাকছে ফ্রান্সিসকো, যদিও নীচের ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখার দুর্ভাগ্য তার হয়নি। জুয়ানার দৃষ্টি বিস্ফারিত, সিংহাসন ছেড়ে প্রায় উঠে পড়েছে ও—বিশ্বাসই করতে পারছে না, এভাবে একজন মানবসন্তানকে খুন হতে দেখেছে। এমনকী সহজে অবাক হয় না যে অটার, সে-ও বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

'যালের বাহন আমাদের ভেট গ্রহণ করেছেন,' সন্তুষ্ট গলায় বলে উঠল নাআম। 'কিন্তু আমাদের অর্ঘ্য এখনও শেষ হয়নি, এ তো কেবল শুরু। ভাইয়েরা, আমাদের প্রাক্তন রাজা ওলফানকে এবার উৎসর্গ করা হবে দেবতার নামে। উৎসর্গ করা হবে দেবী-মাতা আর পবিত্র কুমিরের সাদা-কালো সমস্ত ভৃত্যকে। আরও উৎসর্গ করা হবে শহরের বাইরে দেব-দেবীকে বাধা দিতে যাওয়া সমস্ত অবাধ্যদের। বন্ধুগণ, বন্দি করো সবাইকে... নিবেদন করো যালের পবিত্র বাহনের সামনে! এভাবেই তাঁদের ক্ষমতাগ্রহণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করব আমরা প্রাচীন নিয়মানুসারে, যাতে প্রীত হন ওঁরা। সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তোলেন আমাদের দেশকে।'

সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল লিওনার্ডের ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। প্রধান পুরোহিতের কথাবার্তা বুঝতে না পারলেও ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তারস্বরে জানান দিচ্ছে—মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে ওদের সবার উপর। আড়চোখে তাকাল দুই প্রহরী-পুরোহিতের দিকে—দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওদের, উন্মাদ হয়ে উঠেছে রক্তের নেশায়। দাঁতে দাঁত পিষে রাইফেলটা তুলল লিওনার্ড, অবস্থা বেগতিক দেখলে ব্যবহার করতে দ্বিধা করবে না।

ততক্ষণে নীচে হাত-বাঁধা রাজাকে আঁকড়ে ধরেছে কয়েকজন পুরোহিত, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে বেদির দিকে। একজনের হাতে বিশাল একটা ছুরি দেখা গেল, রাজাকে বেদিতে শুইয়ে জবাই করার মতলব।

www.BanglaBook.org

ঠিক তখুনি শোনা গেল জুয়ানার চিৎকার। 'কুয়াশা-মানবেরা, থামো!!'

জাদুমন্ত্রের মত একটা প্রভাব পড়ল এতে, সবাই যে-যার জায়গায় স্থির হয়ে গেল মূর্তির মত। নীচের দিকে একবার দৃষ্টি বোলাল জুয়ানা, তারপর বলল, 'আমার কথা শোনো তোমরা—কুয়াশার সন্তান, আর দেবতার পূজারীরা! হ্যাঁ, আকা আর যাল ফিরে এসেছে তোমাদের মাঝে; আমাদের হাতে নিজেদের ধনপ্রাণ সব সঁপেও দিয়েছ তোমরা। আমি বুঝতে পারছি, আমাদের সম্মান দেখানোর জন্য এতকিছু করছে আমার প্রিয় সন্তানেরা—সবই পুরনো নিয়ম মেনে। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, পুরনো দিন শেষ হয়ে গেছে; শুরু হয়েছে নতুন যুগের। যাল এবং আমার মাঝে এখন আর কোনও বিভেদ নেই, হাতে হাত রেখে পথ চলছি আমরা। কাজেই পুরনো রীতিনীতিও আর পালন করার দরকার নেই : এখন যাল তার পুরনো কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, ধ্বংস আর ঘৃণার পথ ছেড়ে মাতার পাশে শান্তির পথে হাঁটতে শুরু করেছে ও। এখন আর মানুষের রক্তে তাকে খুশি করবার দরকার নেই। এই দেখো, আমার হাতে দুটো ফুল।' হাত তুলে দেখাল জুয়ানা। 'লালটা ধ্বংস আর আতঙ্কের, সাদাটা শান্তির। লালটা ফেলে দিচ্ছি আমি, এটা আর কখনও আমার হাতে উঠবে না।' ফুলটা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়াল জুয়ানা। 'এখন থেকে এই দেশ পরিচালিত হবে শান্তি দিয়ে। কাজেই নতুন আইন... নতুন নিয়ম চালু করছি আমি—আজ থেকে মানুষের রক্তে দেবতাদের ভেট দেয়া নিষিদ্ধ। এর পরিবর্তে দিতে হবে শুধু ফলমূল আর ফুলের অর্ঘ্য। তোমরা কি আমার এই দয়া আর ভালবাসা নেবে না, সন্তানেরা?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল জনতা। তারপরই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। 'রক্ত আর মানবহত্যার দিন শেষ, এসেছে শান্তির দিন।

www.BanglaBook.org

ধন্যবাদ, মাতা। আপনার দয়া আর ভালবাসা আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। জয়... মাতা আকার জয়!'

জনতার শ্লোগান থামতেই শোনা গেল প্রধান পুরোহিতের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার: 'এ-সব কী শুনছি আমি। কুয়াশার বাসিন্দারা, তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? নাকি মাতার কথার জাদুতে সবকিছু ভুলে গেছ তোমরা? শত-সহস্র বছরের পুরনো ঐতিহ্য কি এত সহজে পাল্টানো যায়? কী অধিকার আছে দেবতাদের, আমাদের উপাসনায় হস্তক্ষেপ করবার? তাঁদেরকে কীভাবে শ্রদ্ধা জানাব, সেটা সম্পূর্ণ আমাদের ব্যাপার। পুরোহিত ভাইয়েরা, বাজে কথায় কান দিয়ো না, খতম করো সবাইকে! রক্তের নহর বইয়ে দাও!'

হুকুমটা পেতেই আবার ওলফানকে বেদির দিকে টানতে শুরু করল পুরোহিতরা।

'লিওনার্ড! লিওনার্ড!' ইংরেজিতে ডেকে উঠল জুয়ানা; উত্তেজনায় নিজের আবেগ লুকাতে ভুলে গেছে ও, ভালবাসার মানুষটিকে এই প্রথমবারের মত নাম ধরে ডাকছে, বদলে ফেলল সম্বোধনও: 'এই অসভ্য পুরোহিতরা তোমাদের সবাইকে খুন করতে চাইছে! একটাই উপায় আছে ওদেরকে ঠেকানোর। আমার ইশারা পেলেই রাজার গলায় যে-লোক ছুরি চালাতে যাবে, তাকে গুলি কোরো!'

মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। মূর্তির বুড়ো আঙুলটায় পিঠ ঠেকিয়ে নিজের পজিশন ঠিক করে নিল ও, নীচের বেদি আর মঞ্চটা এখন ওর রাইফেলের নাগালের মধ্যে।

'খামোশ, রক্তের পূজারীরা!' গলা চড়িয়ে ধমক দিল জুয়ানা কুয়াশা-মানবদের ভাষায়। 'এত বড় সাহস তোমাদের, আমার অবাধ্যতা করো! এর জন্য কঠিন শাস্তি পাবে তোমরা! আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, যার নাম উদ্ধারকর্তা, আমারই হয়ে ধ্বংস করে দেবে তাদের।' লিওনার্ডের দিকে ফিরল ও। 'হে ভৃত্য, কেউ

www.BanglaBook.org

যদি বন্দি রাজার দিকে একটা আঙুলও তোলে, তা হলে তৎক্ষণাৎ ওকে খতম করে দাও!'

'ভাইয়েরা, সাহস হারিয়ো না!' পাল্টা চিৎকার করল নাআম। 'নিজেদের দায়িত্ব পালন করো।'

ইতোমধ্যে জুয়ানার হুমকিতে ভয় পেয়ে গেছে পুরোহিতরা, বেদির পিছনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রধান পুরোহিতের উৎসাহ পেয়ে হঠাৎ একজন দুঃসাহসী হয়ে উঠল, ছুরি হাতে ছুটে গেল ওলফানের দিকে। ঝট করে লোকটার দিকে আঙুল তুলল জুয়ানা। আর তখুনি উপর থেকে গর্জে উঠল লিওনার্ডের রাইফেল। আগুনের একটা ঝলকানি তুলে ছুটে এল বুলেট, খুনে পুরোহিতের বুক ফুটো করে দিল। দড়াম করে লাশটা আছড়ে পড়ল পাথুরে মেঝেতে।

আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কিছুই জানে না কুয়াশা-মানবেরা, এমন ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথম। আক্ষরিক অর্থেই আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেল তাদের মাঝ দিয়ে। একজন পুরোহিত হাহাকার করে উঠল, 'দেবতারা আগুন আর বজ্রের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছেন... এবার আমাদের রেহাই নেই!'

'চুপ করো! তোমাকে ভূতে ধরেছে!' গর্জে উঠল নাআম। পাশ ফিরে মূর্তির ডান হাতের দিকে তাকাল। ওখানকার দুই পুরোহিতকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অ্যাই, তোমরা উদ্ধারকর্তা নামের ওই জাদুকরটাকে নীচে ফেলে দাও। দেখি, উড়বার কোনও জাদু জানে কি না ও!'

আদেশটা শুনে একজন পুরোহিত খপ করে আঁকড়ে ধরল লিওনার্ডের হাত, হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওকে ফেলে দেবার চেষ্টা করল। তাতে আতঙ্কিত হলো না লিওনার্ড, আলতো করে রাইফেলের নল ঘুরিয়ে ফেলল লোকটার দিকে, তারপর ট্রিগার চাপল। বুলেটের ধাক্কায় মুখমণ্ডল উড়ে গেল পুরোহিতের, একরাশ রক্ত ছিটকাল; লিওনার্ডের বদলে সে নিজেই কিনার

www.BanglaBook.org

থেকে খসে পড়ল। লাশটা অবশ্য পানিতে পড়ল না, পড়ল বেদির মঞ্চটার ধারে। থ্যাঁচ করে একটা বিশ্রী শব্দ তুলে থেঁতলে গেল দেহটা, ভেজা কাপড়ের মত লেপ্টে গেল জলাশয়ের শান বাঁধানো পাড়ে।

উল্লাস করে উঠল অটার। সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা তাক করল মৃত পুরোহিতের দিকে। বলল, 'দারুণ, বাস, দারুণ! এবার বুড়ো কুকুরটাকেও গুলি করে ফেলে দিন। ওর ঘেউ ঘেউ শুনে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি!'

বামনের চিৎকারে আরও বেশি আতঙ্কিত হয়ে গেল জনতা। নৈঃশব্দ্যের দেবতা আচমকা মুখ খুলেছেন, হৈচৈ করছেন অদ্ভুত ভাষায়... বোঝাই যাচ্ছে, প্রজাদের উপর খেপে গেছেন তিনি! হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অনেকে, ক্ষমা চাইতে শুরু করল।

লিওনার্ড অতকিছু দেখছে না। প্রথম পুরোহিতকে ঘায়েল করেই রাইফেলটা দ্বিতীয়জনের দিকে ফিরিয়েছে ও। তবে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে লোকটা। *আগুনের লাঠি*-টা তার দিকে ঘুরে যেতে দেখেই সমস্ত সাহস হারিয়ে ফেলল, উল্টো ঘুরে টানেল ধরে ছুটে পালিয়ে গেল পড়িমরি করে।

'এবার বুঝতে পারছ, আমি মিথ্যে হুমকি দিইনি?' জনতার উদ্দেশে বলে উঠল জুয়ানা। 'অবাধ্য-রা এখন কোথায়? সাহস থাকে তো সামনে এসো! দুজনকে শাস্তি দিয়েছি, বাকিদেরও দিতে দ্বিধা করব না! নাআম, চুপ কেন? বলো, আমার পূজা নিয়মিত চলবে, নাকি মৃত্যুর জগতে পাড়ি জমাতে চাও দুই সাঙ্গাতের সঙ্গে?'

ভিড়ের দিকে তাকাল প্রধান পুরোহিত। সবাই ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে তার দিকে। বহুদিন ধরে তার পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হয়েছে নিরীহ জনতা, কিন্তু নতুন এক শক্তি তাদের বুকে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। নাআমকে আর ভয় পাচ্ছে না তারা। নিজের পুরোহিতদের দিকে তাকাল, কিন্তু সেখানেও

www.BanglaBook.org

তার পক্ষ নেবার মত কেউ নেই, সবাই আতঙ্কিত ভেড়ার পালের মত জড়সড় হয়ে আছে। শেষ ভরসা হিসেবে অটারের দিকে তাকাল নাআম। বলল, 'মাতার কথা শুনছি, কিন্তু তিনি আমার কর্ত্রী নন। যাল, দেবতা আমার, বলুন আপনার কী ইচ্ছে?'

অটার চুপ করে রইল, প্রশ্নটা বুঝতেই পারেনি। তাড়াতাড়ি জুয়ানা বলল, 'আমি যালের কণ্ঠ, আর যাল আমার হাত: তোমার কি ধারণা, আমরা দুটো ভিন্ন সত্তা? আমাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করো, অবাধ্য চাকর কোথাকার, নইলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও!'

অঘোষিত লড়াইটার সমাপ্তি ঘটল ওখানেই। নাআম বুঝতে পারল, জীবনে প্রথমবারের মত তার মাথার উপর প্রভুর সৃষ্টি হয়েছে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস হলো, এই প্রভুদের সে নিজেই আবিষ্কার করেছে, নিজ হাতে তাদেরকে বসিয়েছে সিংহাসনে!

'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত বলল নাআম। 'পুরনো নিয়ম চলে যাক, নতুন নিয়মের সূচনা হোক। হে আকা, হে যাল, খাঁটি বান্দার প্রতি এই-ই বুঝি আপনাদের প্রতিদান? এতকাল আপনাদের পুজো করেছি আমি, আপনাদের বেদিতে চড়িয়েছি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য... অথচ তার বিনিময়ে আজ আমার কপালে অসম্মান ছাড়া আর কিছু জুটল না! আমার উপহার আপনারা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, হুমকি দিলেন মৃত্যু আর ধ্বংসের! এরপর আমার আর কী-ই বা বলার থাকতে পারে?' নীচের দিকে তাকাল সে। 'ভাইয়েরা, আমাদের প্রাক্তন রাজাকে মুক্ত করে দাও। কুয়াশার বাসিন্দারা, যা খুশি করো তোমরা, যুগ-যুগান্তের নিয়ম ভাঙো... কিন্তু জেনে রেখো, এর ফল কিছুতেই ভাল হবে না।'

উল্টো ঘুরে সবার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল প্রধান পুরোহিত। নীচের মঞ্চে ওলফানের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। মুক্ত হয়েই দেব-দেবীর দিকে ফিরল প্রাক্তন রাজা, হাঁটু গেড়ে শ্রদ্ধা জানাল।

www.BanglaBook.org

'ওলফান,' বলল জুয়ানা। 'তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম আমরা, বিনিময়ে নিঃশর্ত আনুগত্য চাইছি।'

'চিরদিন আমি আপনাদের চরণের দাস হয়ে থাকব, মাতা!' কথা দিল ওলফান।

'বেশ। তা হলে দেশের যোদ্ধা-বাহিনীর কর্তৃত্ব আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ভালমত আমাদের সেবা কোরো। এখন লোক ডাকো, আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও প্রাসাদে। ওখানে আমাদের পাহারা দেবার দায়িত্বও তোমার উপর থাকল। প্রজারা, আপাতত বিদায়। শান্তিতে থেকো তোমরা, ভাল থেকো।'

চব্বিশ

ওলফানের বক্তব্য

এতক্ষণ যেন ঘোরের মধ্যে ছিল ফ্রান্সিসকো। জুয়ানার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেতেই সচেতন হয়ে উঠল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল লিওনার্ডের দিকে।

'কী ঘটল?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমরা কি মরতে যাচ্ছি?'

'না, ফাদার,' হাসল লিওনার্ড। 'এত সহজে মরছি না আমরা। ওখানেই থাকুন, নড়াচড়া করবেন না। নীচে তাকালে আবার মাথা ঘোরাবে আপনার।'

একটু পরেই দুজন পুরোহিত হাজির হলো টানেলের মুখে। কুর্নিশ করে ইশারায় বোঝাল, পথ দেখাতে এসেছে।

www.BanglaBook.org

'সামনে থাকো ভোমরা,' রাইফেল নেড়ে বলল লিওনার্ড। 'আমরা পিছন পিছন এগোব।'

ভাষাটা না বুঝলেও লিওনার্ডের ইচ্ছেটা বুঝতে পারল ওরা। মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। ওদের পিছু নিল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো। অন্ধকার টানেল ধরে ফিরে চলল ওরা। মূর্তির শরীরের ভিতর দিয়ে তৈরি করা সুড়ঙ্গটা পেরিয়ে খুব শীঘ্রি অ্যাম্ফিথিয়েটারের বাইরে বেরিয়ে এল চারজনে। চাঁদের আলোয় চারপাশটা এবার ভাল করে দেখার সুযোগ মিলল। লিওনার্ড খেয়াল করল, যে-পথটা ধরে ওরা ভিতরে গিয়েছিল, সেটার মুখ খুব চমৎকারভাবে লুকানো। ভালমত খেয়াল না করলে বোঝারই উপায় নেই, ওখানে কোনও সুড়ঙ্গ আছে।

একটু পরে জানা গেল, টানেল ওই একটাই নয়। আরও আছে। সেগুলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জুয়ানা, অটার আর কুলিরা। মৃত কুলির লাশটাও নিয়ে আসা হয়েছে সৎকারের জন্য। একদল পুরোহিত আছে ওদের সঙ্গে, তবে নাআমকে কোথাও দেখা গেল না।

লিওনার্ডকে দেখেই ছুটে এল জুয়ানা। 'লিওনার্ড! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ঠিক আছ!'

'একা আমার জন্য ধন্যবাদ দেয়াটা উচিত হচ্ছে না, জুয়ানা,' মুচকি হেসে বলল লিওনার্ড। মনে পুলক অনুভব করছে—ভয়ানক অভিজ্ঞতাটা দুজনের সম্পর্কটা অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে, ওকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে মেয়েটা। ও-ও ডাকতে পারছে সহজে। 'ঈশ্বর আমাদের সবাইকে রক্ষা করেছেন।'

পুরোহিতরা পালকি নিয়ে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে ওদেরকে চলে যেতে ইশারা করল জুয়ানা। 'পালকির দরকার নেই, আমরা হেঁটে যেতে পারব।'

www.BanglaBook.org

প্রাসাদের ফটকের কাছে পৌঁছুতেই দেখা পাওয়া গেল ওলফানের। একদল সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। জুয়ানা আর অটারকে দেখতে পেয়ে বর্শা তুলে সম্মান জানাল।

'এদিকে এসো, ওলফান,' বলল জুয়ানা। 'শোনো, আজ থেকে এই প্রাসাদের পাহারা তুমি আর তোমার সৈন্যরা দেবে। খবরদার, ওই বিশ্বাসঘাতক পুরোহিতরা যেন ঢুকতে না পারে এখানে। সবক'টা প্রবেশপথে লোক বসাবে, ঠিক আছে?'

'জী, মাতা,' মাথা ঝাঁকাল ওলফান। তারপর পিছন ফিরে কিছু নির্দেশ জারি করল। পুরোহিতদের মাঝে হতাশ গুঞ্জন উঠল, পিছিয়ে গেল তারা।

প্রাসাদে ঢুকে নিজের কামরায় চলে গেল জুয়ানা, সঙ্গে লিওনার্ড, ফ্রান্সিসকো আর অটার। কুলিরা গেল নিজেদের থাকার জায়গায়। অভিযাত্রীদের স্বাগত জানাল সোওয়া, রাতের খাবার তৈরি করে রেখেছে সে। কৌতূহলী চোখে তাকাল মালকিনের সঙ্গীদের দিকে। বোঝা গেল, ওদেরকে আবার দেখতে পাবে, এমনটা আশা করেনি।

ওলফান এসেছে দেব-দেবীকে এগিয়ে দিতে, কামরায় ঢুকে তার দিকে ফিরল জুয়ানা। 'এবার তুমি যেতে পারো, ওলফান। ভালমত পাহারা দিয়ো। ভুলে যেয়ো না, নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করেছ তুমি আমাদের প্রতি।'

'ভুলিনি, ভুলবও না, মাতা,' বলল ওলফান। 'আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি, এখন থেকে এ-জীবন আপনারই সম্পত্তি। আপনার জন্য বাঁচব আর মরব আমি।'

কথাটা বলার সময় প্রাক্তন রাজার কণ্ঠে অদ্ভুত একটা সুর ফুটল—তাতে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মানবিক আবেগও মিশে আছে। একটু ভয় করে উঠল জুয়ানার—লোকটা দেবীর পূজা আর নারীর স্তুতিকে মিশিয়ে ফেলছে না তো? কে জানে, হয়তো সন্দেহই করতে শুরু

www.BanglaBook.org

করেছে—রূপসী মেয়েটা আসলে কোনও দেবী নয়! চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেকল।

'চিন্তা করবেন না,' বলে চলল ওলফান, 'দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অন্তত হাজারখানেক সৈন্য পাহারা দেবে আপনাদের। নাআমের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে গেছে, আপনারা শান্তিতে ঘুমাতে পারেন।'

'শুনে খুশি হলাম। যাও তা হলে। কাল সকালে আমাদের নাশতা শেষ হলে আবার এসো। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কুর্নিশ করল ওলফান, তারপর উল্টো ঘুরে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'চলো খেতে বসি,' বলল লিওনার্ড। 'খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কথাবার্তা পরে বলা যাবে।'

উত্তেজনার ধকলেই কি না কে জানে, সবাই প্রচুর খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে জুয়ানা নাআমের সমস্ত বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাল সঙ্গীদেরকে। সেগুলো শোনার ব্যাপারে সোওয়াকে সবচেয়ে উৎসাহী মনে হলো।

'কী, সোওয়া?' বাঁকা সুরে বলল লিওনার্ড। 'আমাদেরকে বেঁচে থাকতে দেখে অবাক হওনি? আমার তো ধারণা, কী ঘটবে, সেটা জানা ছিল তোমার, সেজন্যই সঙ্গে যেতে খুব একটা আগ্রহ দেখাওনি।'

'আপনার ধারণা ভুল,' গম্ভীর গলায় বলল প্রৌঢ়া দাসী। 'হ্যাঁ, বলি দেবার ব্যাপারে আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছিলাম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভয় পেয়ে এখানে রয়ে গেছি। আসলে কুমিরটাকে দেখার ইচ্ছে ছিল না আমার, বহুকাল আগে আমারও বিয়ে হয়েছিল ওটার সঙ্গে। যদি না পালাতাম, তা হলে ওই মেয়েটার মত পরিণতি হতো আমারও।'

'পালিয়ে ভালই করেছিলে,' বলল লিওনার্ড। 'কিন্তু যাবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে আমাদেরকে তো তুমি সাবধান করে দিতে পারতে!'

'কী লাভ হতো? এখানে রয়ে যেতেন? ভেবেছেন তাতে বাঁচতে পারতেন? পুরোহিতরা ঠিকই অন্য কোনও ছুঁতো বের করে খতম করে দিত আপনাদের।'

'বাস, ওই বদের হাড্ডি বুড়োটাকে গুলি করে দিলেন না কেন?' বলে উঠল অটার। 'চমৎকার একটা সুযোগ ছিল আপনার হাতে। সাপও মরত, লাঠিও ভাঙত না। এখন লোকটা প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে আছে, সুযোগ পেলেই আমাদেরকে খুন করবে!'

'কথাটা ভুল বলোনি,' মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'কিন্তু কী করব, নিরস্ত্র একজন বৃদ্ধের উপর গুলি চালাতে বিবেকে বাধল। ভাল কথা... আগামীতে দয়া করে মনে রেখো, তোমার নাম *নীরবতা!* যা-ই ঘটুক, ঈশ্বরের দোহাই, মুখটা বন্ধ রেখো। ভাগ্যিস ওরা আমাদের ভাষা জানে না, নইলে আজই সব শেষ হয়ে যেত।'

লজ্জার হাসি ফুটল অটারের ঠোঁটে।

'আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই, উদ্ধারকর্তা,' বলল সোওয়া। 'নাআমকে গুলি না করার জন্য। হাজার হোক, লোকটা আমার বাবা।'

'দেখো, কে কার বাবা, সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আমার,' লিওনার্ডের গলায় বিরক্তি ফুটল। 'লোকটা যদি আবার গোলমাল পাকাতে আসে, তখন আর দয়া দেখাব না আমি।'

'কুয়াশা-মানবদের এত ছোট করে দেখবেন না,' থমথমে গলায় বলল সোওয়া। 'যদি ভেবে থাকেন, এই দেব-দেবীর নাটক করে সারাজীবন ওদের দমিয়ে রাখা সম্ভব, তা হলে বিরাট ভুল করবেন।'

দাসীর কথায় প্রচ্ছন্ন হুমকির আভাস পেল লিওনার্ড। ভিতরে ভিতরে কোনও মতলব আঁটছে না তো! কে জানে, হয়তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতকাল পরে পিতার চেহারা দেখতে পেয়ে বুকের মধ্যে দরদ উথলে উঠেছে ওর। ব্যাপারটা বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে ওদের জন্য। বাপের কাছে ফিরে যেতে পারে সোওয়া, ওদের গোমর ফাঁস করে দিতে পারে। আনমনে মাথা দোলাল লিওনার্ড। এমনিতেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে ওরা, তার সঙ্গে আরেকটা দুশ্চিন্তা যোগ হলো।

'আমার ঘুম পেয়েছে,' হাই তুলে বলল জুয়ানা। 'যদি কিছু মনে না করো, তা হলে শুয়ে পড়তে চাই।'

'না, না, মনে করার কী আছে?' তাড়াতাড়ি বলল লিওনার্ড। 'শান্তির একটা ঘুম তোমার পাওনা হয়েছে। যা কাণ্ড দেখালে... তোমার সাহস আর বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছি আমরা।'

'দেখেছ তো,' হাসল জুয়ানা, 'সঙ্গে আসার জন্য যে জেদ ধরেছিলাম, সেটা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই।'

'আমাদের মঙ্গল হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার কতটা হয়েছে, সেটা বুঝতে পারছি না। সবচেয়ে ভাল হতো, এই অভিযানে কেউই না এলে। চারদিকে শুধু বিপদ আর বিপদ। নাআম আর ওর খুনে পুরোহিতদের ঠেকানো গেছে বটে, কিন্তু যে-জিনিসের জন্য এসেছি, সেই রুবিগুলোই তো চোখে দেখলাম না।'

'হ্যাঁ। কথাটা ঠিক বলেছ। প্রার্থনা করো, যাতে ওই রুবি উদ্ধার করতে গিয়ে আমাদেরকে ওই কুমিরটার পেটে যেতে না হয়। শুভরাত্রি।'

জুয়ানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের কামরায় ফিরে এল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো। সোওয়া তার মালকিনের সঙ্গে থাকবে।

কম্বল মুড়ি দিয়ে লিওনার্ড শুতেই ফ্রান্সিসকো বলল, 'মি. অট্রাম, আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। আরেকটু হলেই আজ সন্ধ্যায় আমি মারা যেতাম। ভাগ্যিস আপনি ধরে

www.BanglaBook.org

ফেলেছিলেন...

'বাদ দিন তো!' হাত নাড়ল লিওনার্ড। 'এই অবস্থায় আমার জায়গায় থাকলে আপনিও একই কাজ করতেন।'

'কী যে বলেন না! আমার মোটেই সাহস নেই, মি. অট্রাম। বিপদ দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যাই আমি। যদ্দূর বুঝতে পারছি, আগামীতে আমার এই দুর্বলতা আপনাদের জন্য ঝামেলাই বাড়াবে। তারচেয়ে আজ মরে গেলেই বোধহয় ভাল হতো।'

'বাজে কথা বন্ধ করবেন?' কপট রাগ দেখাল লিওনার্ড। 'কীসের দুর্বলতা? শুনুন, আপনার *দুর্বলতাগুলো* যদি সবার মধ্যে থাকত, তা হলে পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে যেত। রীতিমত স্বর্গে বাস করতাম আমরা। এখন চুপচাপ ঘুমান। সকালে উঠলে দেখবেন, বাজে চিন্তা সব দূর হয়ে গেছে মাথা থেকে।'

মলিন একটা হাসি ফুটল ফ্রান্সিসকোর মুখে। 'আপনি ঘুমান; আমি একটু প্রার্থনা করব।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

সকালে বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙল লিওনার্ডের। চোখ মেলে দেখল, চারদিক ধবধবে ফর্সা। ঘড়িতে ন'টা বেজে গেছে। ফ্রান্সিসকো কখন ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না, তবে আগেভাগেই উঠে গেছে সে। পরিষ্কার পোশাক পরে অপেক্ষা করছে লিওনার্ডের জেগে ওঠার জন্য।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে পোশাক পাল্টাল লিওনার্ড। পাদ্রীকে নিয়ে চলে গেল জুয়ানার কামরায়। নাশতা তৈরি হয়ে গেছে, খেতে বসে অটারকে খুব বিমর্ষ দেখাল।

'কী হয়েছে?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'আর বলবেন না, বাস,' বিতৃষ্ণা ফুটল অটারের কণ্ঠে। 'মেয়েটা এসে বসে আছে, কিছুতেই তাড়াতে পারছি না।'

www.BanglaBook.org

'কোন্ মেয়ে?' লিওনার্ড অবাক।

'ওই যে, সাগা না কী যেন নাম... কাল সন্ধ্যায় যাকে বিয়ে দেয়া হলো যালের সঙ্গে! একা আসেনি, সঙ্গে এক পাল দাসী নিয়ে এসেছে... সবমিলিয়ে বিশজনের কম হবে না। বাপরে! কী সাইজ একেকজনের! দেখলেই ভয় করে। বাইরে বসে আছে ওরা। কী করব, বলুন তো, বাস? আমি তো আপনার সঙ্গে লাল পাথরের খোঁজে এসেছি এখানে, তিনগুণ সাইজের কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে নয়!'

'দেখো, এসবের মধ্যে আমাকে টেনো না,' বলল লিওনার্ড। 'দেবতা হয়েছ যখন, অনুসারীদের কিছুটা অত্যাচার তো সহ্য করতেই হবে। একটা পরামর্শই শুধু দিতে পারি, জিভ সামলে রেখো। এই মেয়ে তোমাকে ওদের ভাষা শেখাবার চেষ্টা করবে। পুরোহিতদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও করতে পারে আমাদের উপর।'

'খামোকা চিন্তা করছেন, বাস,' বলল অটার। 'আমার মুখ থেকে কিছুই বের করতে পারবে না ওরা। মেয়েরা আমার দু'চোখের বিষ, কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার নাম *নীরবতা* রেখেছেন তো? হাতে-কলমে দেখিয়ে দেব, নীরবতা কাকে বলে! তবে ইয়ে... বাস যদি চান, মেয়েটাকে নিতে পারেন। আসল দেবতা তো আপনি, আপনার কথাতেই দেবতা সেজেছি আমি। মেয়েটা আসলে আপনারই প্রাপ্য...'

'ফালতু কথা বললে মার খাবে!' চোখ রাঙাল লিওনার্ড। 'যাও, সিংহাসনে গিয়ে বসে থাকো। নাটকটা চালিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই সোওয়া আমাদের, ওলফান বাইরে অপেক্ষা করছে। তাকে ভিতরে আসতে বলল জুয়ানা।

'সুপ্রভাত, ওলফান,' প্রাক্তন রাজা ঘরে ঢুকতেই বলল ও। 'সব খবর ভাল?'

হাঁটু গেড়ে সম্মান জানাল ওলফান। 'জী, মাতা। সব ভাল।

www.BanglaBook.org

আজ ভোরে নাআম তার বাড়িতে তিনশো অনুসারী নিয়ে সভা করেছে, সেটা নিয়ে খুব আলোচনা চলছে গোটা শহরে; তবে ভয়ের কিছু নেই। সাধারণ লোকজন ওদেরকে আর পরোয়া করছে না।'

'হুম, ভাল খবর,' বলল জুয়ানা। তারপর ওলফানকে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করল, সেসবের উত্তর থেকে কুয়াশা-মানবদের সভ্যতা সম্পর্কে জানা গেল অনেক কিছু।

লিওনার্ডের ধারণাই ঠিক, অত্যন্ত প্রাচীন এই সভ্যতা, স্মরণাতীত কাল থেকে কুয়াশায় ঢাকা এই রহস্যময় এলাকায় বাস করছে ওরা। তবে বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বলা যাবে না ওদেরকে। মাঝে মাঝেই স্থানীয় বিভিন্ন আদিবাসী গোত্রের সঙ্গে যুদ্ধ হয় ওদের... যোগাযোগ বলতে ওটুকুই। তবে সেসব গোত্রের সঙ্গে কোনও ধরনের মেলামেশা নেই ওদের; যুদ্ধবন্দিদের উৎসর্গ করা হয় কুমিরের খাবার হিসেবে। ওদের সমাজের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে পবিত্র কুমিরের পুরোহিত-পরিষদ, বংশ-পরম্পরায় সেই পরিষদের সদস্যদেরকে স্থান দেয়া হয়। বাইরের কাউকে সদস্য বানানোর নজির নেই বললেই চলে। এই পরিষদই সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে রাজা নির্বাচন করে, রাজার মেয়াদের কোনও নির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই, যতদিন পুরোহিতদের ভাল লাগল তো রাখল, এরপর পুরানো রাজাকে কুমিরের কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে নতুন আরেকজনকে বসায় ক্ষমতাতে। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যা স্বাভাবিক... ঠিক তেমনই একটা অবস্থা বিরাজ করছে কুয়াশা-মানবদের দেশে—রাজা এবং পুরোহিতদের মধ্যকার সম্পর্কটা কখনোই ভাল হয় না। নামে রাজা হলেও আসলে কিছুই করতে পারে না শাসকরা, সর্বময় ক্ষমতা রয়েছে শুধু পুরোহিতদের হাতে, তাদের অনুমতি ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না।

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার—এই-ই হলো

www.BanglaBook.org

রাজার বাস্তবতা। পুরোহিতদের হাতের পুতুলের মত থাকতে হয় তাকে। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকলেও সেটা সত্যিকার অর্থে কোনও ক্ষমতা নয়, কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন যোদ্ধারা কখনোই রাজার আদেশে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আঙুল তোলার সাহস পায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে-রাজা তার অধীনস্তদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে, তাকে হটিয়ে দেয়া হচ্ছে দৈব-ইচ্ছের অজুহাত দেখিয়ে।

কুয়াশা-মানবদের দেশ সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য জানা গেল। এলাকাটা অনেক বড়, তবে মূল শহর ছাড়া অন্যত্র লোকজন বাস করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সেনাবাহিনীতে প্রায় চার হাজার সৈনিক আছে, অর্ধেক থাকে শহরে, ওরাই রাজধানীর মূল বাসিন্দা। সামাজিকভাবে পুরুষরা একগামী, তবে পুরোহিতদের জন্য বহু-বিবাহের সুযোগ রাখা হয়েছে। নরবলির রীতি চালু থাকায় জনসংখ্যা কখনোই খুব একটা বাড়তে পারে না। নিষ্ঠুর ঐতিহ্যটা পুরোহিতদেরকেও করে তুলেছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা এবং অতুল ধনসম্পদের অধিকারী; তাদেরকে সম্ভবত দেবতাদের চেয়েও বেশি ভয় পায় সাধারণ মানুষ। সারা দেশের সমস্ত লোকজনের সম্পদ একত্র করলেও একেকজন পুরোহিতের সমান ঐশ্বর্য পাওয়া যাবে না। প্রায়ই নানান ছুতোয় নিরীহ লোকজনকে বলি দেয় ওরা, দেবতার নামে বাজেয়াপ্ত করে সমস্ত জমি-জমা আর গবাদি পশু—আসলে নিজেরা দখল করে নেয়। এ ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিককে তার বাৎসরিক আয়ের এক-চতুর্থাংশ জমা দিতে হয় মন্দিরের কোষাগারে। বলা বাহুল্য, ওগুলো পুরোহিতদের পকেটে যায়।

বছরে দু'বার যালের মন্দিরে বিশাল উৎসব হয়—একটা বসন্তে, অন্যটা শরতের শুরুতে... ক্ষেতের ফসল ঘরে তোলার পর। প্রতি উৎসবেই বহু মানুষকে বলি দেয়া হয়—তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে জবাই করা হয় বেদিতে শুইয়ে, বাকিদের ছুঁড়ে

www.BanglaBook.org

ফেলা হয় কুমিরের জলাশয়ে। বসন্তের উৎসর্গগুলো করা হয় যালের উদ্দেশে, তার অভিশাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য; আর শরতের উৎসর্গ করা হয় দেবী-মাতাকে... তাঁর আশীর্বাদের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ। একটা পার্থক্য অবশ্য আছে এই দুই ঋতুর নরবলিতে, বসন্তের উৎসবে শুধু মেয়েদেরকে উৎসর্গ করা হয়; শরতেরটায় পুরুষদের। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় কুমিরটার উদরপূর্তির জন্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের ফেলে দেয়া হয় জলাশয়ে। জানা গেল, আর দু'দিন পরেই বসন্তের উৎসব শুরু হবার কথা; উৎসবে নরবলির পাশাপাশি আরও বিভিন্ন রকমের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে পুরোহিতরা, সেগুলো সচক্ষে দেখবার সুযোগ পাবে অভিযাত্রীরা... যদি উৎসবটা নিয়মমাফিক হয় আর কী!

'না, কোনও উৎসব হবে না,' রাগী গলায় বলল জুয়ানা। মানবহত্যার এই নিষ্ঠুর রীতির কথা শুনে গা কাঁপছে ওর।

লিওনার্ডের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। বোঝাই যাচ্ছে, এখানকার পুরোহিতরা সর্বময়... প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি। তারপরও ওরা কী মনে করে এত সহজে আকা আর যালের প্রত্যাবর্তনকে মেনে নিল? নিজেদের ক্ষমতা যেখানে খর্ব হতে চলেছে, সেখানে দুই দেব-দেবীকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করবার আগে তো ওদেরকে অনেকটাই বাজিয়ে দেখার কথা। দেখেনি কেন? জুয়ানার মাধ্যমে প্রশ্নটা করল ও।

'এর পিছনে দুটো কারণ আছে, মাতা,' বলল ওলফান। 'প্রথমত দেব-দেবীকে অস্বীকার করে লাভ হবে না, তারা ফিরে এলে সেটা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই পুরোহিতদের। দ্বিতীয় কারণটা একটু জটিল। সম্প্রতি আজটেকদের প্রধান পুরোহিত নাআমের আসন নড়বড়ে হয়ে গেছে, অন্যান্য পুরোহিতরা তাকে গদিচ্যুত করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আসলে, ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর পুরোহিত-নেতা এই নাআম, অত্যন্ত লোভী। গত

www.BanglaBook.org

তিন বছরে নরবলির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছে সে। জনগণও এ-কারণে ভিতরে ভিতরে বেশ রুষ্ট তার উপর। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে অন্যেরা তাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করবার মতলব এঁটেছে। এ-অবস্থায় আপনাদের আগমন একটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে প্রধান পুরোহিতের জন্য। ভেবেছে, আপনাদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। এখন অবশ্য সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। নরবলির প্রথা বাতিল করে শান্তির শাসন কায়েম করায় বাজ পড়েছে ওর মাথার উপর। অবশ্য এতে কিছুটা লাভ যে ওর হয়নি, তা নয়। পুরোহিতরা সব একাট্টা হয়েছে। যতকিছুই হোক, ভয় দেখিয়েই তো এতদিন সবার উপর ছড়ি ঘুরিয়েছে ওরা, এখন যদি লোকের মনে মৃত্যুভয় না থাকে, তা হলে ওদের ক্ষমতাও শেষ হয়ে যাবে।'

'অপছন্দ হলেও নতুন নিয়ম মানতে হবে নাআমকে,' বলল অটার। 'নইলে ওর ওষুধ ওকেই খাওয়াব। আমি নিজে কুমিরের মুখে ছুঁড়ে ফেলব বদমাশটাকে।'

ওলফানকে জুয়ানা হুমকিটা অনুবাদ করে শোনাতেই প্রাক্তন রাজার মুখে হাসি ফুটল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সে।

'আচ্ছা ওলফান,' জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড। 'মন্দিরের ওই বিরাট মূর্তিটা কারা তৈরি করেছে? পানির মধ্যে যে-কুমিরটাকে দেখলাম, সেটাই বা এসেছে কোত্থেকে?'

'এসব তো আমি জানি না!' বলল ওলফান। ইশারা করল অটারের দিকে। 'দেবতা নিজেই বলতে পারবেন, তাঁর বাহন কোত্থেকে এসেছে। আর মূর্তিটা... ওটা বহুকাল আগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা খোদাই করেছিলেন বলে শুনেছি।'

'ইশশ!' বিড়বিড় করল লিওনার্ড। 'কুমিরটা যদি জুয়োলজিক্যাল সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া যেত, তা হলে খুব ভাল হতো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বাস, আমি এখনও বলব—ওকে গুলি করে দিন,' অটার বলল। 'ব্যাটার হাবভাব ভাল ঠেকছে না আমার কাছে।'

'বাহ্, ভালই তো বলেছ!' ভর্ৎসনার সুরে বলে উঠল সোওয়া, পিতা আসায় সিংহাসনের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল ও, এখন বেরিয়ে এসেছে। 'একটা কুকুরের মুখে এমন কথাই মানায়! সহজ-সরল লোকটাকে দেবতা সেজে ঠকাচ্ছ, আবার ওকে খুনও করে ফেলতে চাইছ! চমৎকার!'

'কী বললে, বুড়ি?' চটে উঠল অটার।

'ঠিকই তো বলছি!' সমান তেজে জবাব দিল সোওয়া। 'তোমরা হলে ভণ্ড, আর নাআম হচ্ছে দেবতার খাঁটি ভৃত্য। সাবধান, বামন। ভণ্ডামির শাস্তি হিসেবে দেবতারা হয়তো সত্যিকার ভৃত্যের হাতেই তোমার মরণ লিখে রেখেছেন। তেমনটা ঘটলে নাআমই উল্টো খতম করবে তোমাদেরকে!'

অটারকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ও। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'তোমার ওই দাসীকে দেখলে আমার গা শিরশির করে, জুয়ানা!' তিক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'একটা জিনিস পরিষ্কার, ওকে আর আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতে দেয়া যাবে না। এমনিতেই গোমর ফাঁস করবার মত যথেষ্ট তথ্য জানে ও।'

'ওর যে কী হয়েছে, তা-ই বুঝতে পারছি না,' জুয়ানা কাঁধ ঝাঁকাল। 'কেমন যেন বদলে গেছে!'

'বদলায়নি ও,' গম্ভীর গলায় বলল লিওনার্ড। 'আগে বরং বদলে যাওয়া অবস্থায় দেখেছ। আমার ধারণা—নিজের দেশে ফিরে, বাবাকে দেখতে পেয়ে ওর সত্যিকার রূপটা আবার বেরিয়ে আসছে। কুয়াশা-মানবদের একজনে আবার পরিণত হচ্ছে ও। খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে।'

www.BanglaBook.org

পঁচিশ

বসন্তের উৎসব

নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল দুটো দিন। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। পিটার-সহ কয়েকজন কুলিকে নিয়ে শহরে ঘুরল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, ঘটনা বলতে এটুকুই।

ঘোরাঘুরি করলেও খুব বেশি কিছু দেখার সুযোগ পেল না ওরা। যেখানেই গেল, সেখানেই ভিড় জমল জনতার। আগে কখনও সাদা চামড়ার মানুষ দেখেনি শহরের লোকেরা, তাই তাদের কৌতূহলের সীমা নেই। কিছুটা ভয়, আর কিছুটা শ্রদ্ধা নিয়ে আগন্তুকদের ঘিরে থাকল ওরা; অতি-উৎসাহীরা সারাক্ষণ পিছু পিছু ঘুরল। শেষে বিরক্ত হয়ে প্রাসাদে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

সঙ্গীরা ঘোরাফেরা করে সময় কাটালেও জুয়ানা আর অটারের পক্ষে তা সম্ভব হলো না। দেবতারা সাধারণ মানুষের মাঝে দেখা দেন না, তাই প্রাসাদের ভিতর বন্দি হয়ে থাকতে হলো ওদের। করার মত কোনও কাজ না থাকায় তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল দুজনে। অবস্থাটা প্রথম দিন কোনোমতে সহ্য করল বামন, তারপর আর থাকতে না পেরে সাগা নামের মেয়েটির কাছে চলে গেল, সময় কাটাতে শুরু করল তার সঙ্গে। কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করলেও ওকে নিষেধ করতে পারল না লিওনার্ড। হাজার হোক, হাত-পা গুটিয়ে আর কতক্ষণই বা বসে থাকা সম্ভব একজন মানুষের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারে? অটারকে শুধু সতর্ক করে দিল নিজেকে সামলে চলতে। সেই সঙ্গে পরামর্শ দিল, মেয়েটির কাছ থেকে কুয়াশা-মানবদের ভাষাটা শিখে নিতে, তাতে সুবিধে হবে। লিওনার্ড নিজেও জুয়ানা আর সে'ওয়ার কাছ থেকে শিখতে শুরু করেছে ভাষাটা।

যা হোক, উৎসবের দিন দুপুরে ওলফানের সৈন্যদল আর বেশ কিছু পুরোহিত পরিবেষ্টিত হয়ে যালের মন্দিরে গেল অভিযাত্রীরা। সঙ্গে গেল কুলিরাও। মূর্তির মাথা আর কোলের সিংহাসনে বসতে রাজি হলো না জুয়ানা আর অটার, ওটার পায়ের কাছে... জলাশয়ের কিনারায় আসন পাতা হলো ওদের জন্য। লিওনার্ড-সহ অন্যান্যরা দাঁড়াল দু'পাশে। দিনটা ঠাণ্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন। আকাশ থেকে মাঝে মাঝেই নেমে আসছে পেঁজা তুলোর মত সাদা তুষার।

দেব-দেবীর কাছ থেকে একটু দূরে স্থাপন করা হয়েছে ভাষণ-মঞ্চ। সেখানে দাঁড়িয়ে নাআম চেঁচিয়ে উঠল, 'কুয়াশার বাসিন্দারা, বরাবরের মত আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি যালের উৎসব পালন করতে... তবে পার্থক্য এই-ই যে, দেবতা নিজে আজ হাজির আছেন আমাদের সঙ্গে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমাদের দেবী মাতা এবং পরমজ্ঞানী দেবতা পুরনো নিয়মকানুন পাল্টে দিয়েছেন। পঞ্চাশজন মেয়েকে নির্বাচন করা হয়েছিল দেবতার কাছে সমর্পণের জন্য, কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্য—যাল আমাদের এই ভালবাসার উপহার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার পরিবর্তে নতুন উপহার চেয়েছেন তাঁরা... সেগুলো নিয়ে আসা হোক।'

মূর্তির পিছন থেকে কয়েকজন রাখাল উদয় হলো, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে দুটো করে মহিষ, ষাঁড় আর ছাগলকে। মূর্তির গোড়ার পাথুরে জায়গায় পা ফেলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে প্রাণীগুলোর, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে রাখালদেরও। দর্শকদের মাঝে হাসির রোল বয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

যা হোক, কষ্টে-সৃষ্টে দুই দেব-দেবীর সামনে আনা হলো প্রাণীগুলোকে, তারপর জবাই করা হলো। সব মিলিয়ে দশ মিনিটও লাগল না কাজটা শেষ হতে।

নাআম এবার ঘোষণা করল, 'আমাদের উৎসব শেষ। এবার তোমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারো, কুয়াশার বাসিন্দারা। আকা আর যাল আমাদের কৃপা করুন, সুখ-সমৃদ্ধির বন্যা বইয়ে দিন তাঁরা আমাদের মাঝে!'

অসন্তোষের একটা গুঞ্জন বয়ে গেল দর্শকদের মাঝে। সাধারণত রাতভর চলে এ-অনুষ্ঠান। নির্ধারিত তরুণীদের এক এক করে বলি দেয়া হয়, সেই সঙ্গে চলে নানান রকম বন্দনা। হতভাগ্য মেয়েগুলোর আর্তনাদ শুনে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ পেতে অভ্যস্ত ওরা, আর আজ? দুটো ষাঁড় আর দুটো ছাগল জবাইয়ের দৃশ্য দেখিয়েই শেষ করে দেয়া হচ্ছে সব! এতে আনন্দ কোথায়? অসন্তোষটা ধীরে ধীরে ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে পরিণত হলো।

'মেয়েগুলোকে নিয়ে এসো!' চেঁচিয়ে উঠল কেউ ভিড়ের মাঝ থেকে। 'পুরনো দিনের মত যালের কাছে নিবেদন করো!' বাকিরা হৈহৈ করে সম্মতি দিল তাতে।

ধূর্ত ভঙ্গিতে আগুনে রসদ জোগাল নাআম; বলল, 'ভাইয়েরা আমার, দেবতারা নতুন আইন দিয়েছেন, তোমরা সেটা গ্রহণও করেছ। নারী-পুরুষের রক্তের বদলে এ-মন্দিরে এখন থেকে গরু-ছাগলের রক্ত বইবে। চাঁদের আলোয় প্রার্থনা করবার অধিকারটুকুও আর নেই আমাদের। এই পবিত্র মন্দির এখন স্রেফ একটা দর্শনীয় স্থান, আর কিছু নয়। আমার তো বয়স হয়ে গেছে, বাঁচব আর ক'দিন! সেই ভাল, আমাদের পূর্বপুরুষদের পালন করা নিয়মনীতির এই চরম অবমাননা বেশিদিন দেখতে হবে না। কপাল খারাপ তোমাদের, এখন থেকে এই-ই তোমাদের নিয়তি। যাও, এভাবেই সুখ-শান্তির খোঁজ করো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁকা একটা হাসি দিল প্রধান পুরোহিত জুয়ানার দিকে তাকিয়ে, তারপর উল্টো ঘুরে চলে গেল।

ততক্ষণে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে জনতা। চিৎকার উঠল, 'রক্ত চাই... রক্ত! গরু-ছাগলের জবাই দেখিয়ে ধোঁকা দেয়া চলবে না আমাদের। এমন দেবতা থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। বন্ধুরা, সবাইকে পানিতে ছুঁড়ে ফেলো! দেবতার সত্যিকার দাসীদের এনে নিবেদন করো যালের সামনে!'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জুয়ানা। 'থামো!' ধমকে উঠল ও। 'এমন অবাধ্যতা দেখাবার সাহস কে দিয়েছে তোমাদের? নিজেদের ভাল চাও তো থামাও এসব, নইলে অভিশাপ আর মৃত্যু উপহার পাবে। আর আমরা মানুষের রক্ত চাই না। বুঝতে পেরেছ তোমরা?'

এক মুহূর্তের জন্য নীরব হলো জনতা, তারপর আবার দ্বিগুণ ক্রোধে হৈচৈ শুরু করে দিল। শুরু হলো ঠেলাঠেলি, সবাই ছুটে আসছে অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে। সৈন্যদের প্রতিরক্ষা-ব্যূহ তার বিরুদ্ধে খুব একটা সুবিধে করতে পারল না... হয়তো বা ইচ্ছে করেই ক্ষিপ্ত জনগণকে ঠেকাল না ওরা।

'আমার মনে হয়, এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল,' বলে উঠল ওলফান। 'দেবতারা হয়তো নিজেকে রক্ষা করতে জানেন, কিন্তু আমাদের বাকিদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা।'

'চলো তা হলে,' বলল জুয়ানা। উন্মত্ত জনতার সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি উল্টো ঘুরে বেরিয়ে যাবার টানেলের দিকে এগোতে শুরু করল ও, অন্যেরা পিছু নিল।

নির্বিবাদে সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছুতে পারল না ওরা, জনতার একাংশ সৈন্যদের কর্ডন ভেদ করে পৌঁছে গেল ওদের কাছে। লিওনার্ড লক্ষ করল, দুজন পুরোহিত নেতৃত্ব দিচ্ছে মিছিলটাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিযাত্রী-দলের পিছনের অংশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। কোনোমতে ধস্তাধস্তি করে নিজেদের ছাড়াল আক্রান্তরা, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল টানেলে। বড় একটা দরজা আছে প্রবেশপথে, দলের সদস্যরা ভিতরে ঢুকে যেতেই লিওনার্ড আর ওলফান ওটা বন্ধ করে দিল। কাজটা সহজ হলো না, ওপাশ থেকে খ্যাপা লোকজন পাল্টা ঠেলা দিচ্ছে। ভাগ্যিস মুখটা বেশি বড় নয়, একসঙ্গে বেশি লোক ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না দরজার উপরে। শরীরের সমস্ত শক্তি খাটিয়ে ওদেরকে পরাস্ত করল লিওনার্ড আর ওলফান, দরজাটা চেপে আটকে দিল হুড়কো। ওপাশ থেকে ভেসে এল চাপা শাপ-শাপান্ত।

'ওদেরকে মানা করলেন কেন, রাখালবালিকা?' জিজ্ঞেস করল অটার। 'দিত নাহয় নরবলি, তাতে আমাদের কী এসে-যায়? অসভ্য-বর্বরের জাত... বলি-টলি দিয়ে নিজেরাই খতম হয়ে যাক—সেটাই ওদের উপযুক্ত শাস্তি!'

'না, না,' বলে উঠল ফ্রান্সিসকো। 'সেনিয়রা ঠিক কাজটাই করেছেন। অমন অন্যায় নীরবে সহ্য করলে আমরাই বরং ঈশ্বরের চোখে অপরাধী হয়ে যেতাম।'

ঠিক তখুনি দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এল হল্লোড়—এবার আর তাতে ক্রোধের চিহ্ন নেই। আনন্দ করছে যেন জনতা।

বোকা বনে গেল অভিযাত্রীরা। ওলফানের দিকে তাকিয়ে জুয়ানা জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার, ওরা হঠাৎ আনন্দ করছে কেন?'

'যাদের উদ্দেশে মানুষ উৎসর্গ করছে ওরা, মাতা,' বলল ওলফান। 'আমাদের সবাই এ-সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারেনি। আপনার দুজন কালো চাকরকে পিছন থেকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। ওদেরকে নিশ্চয়ই ছুঁড়ে ফেলেছে কুমিরের মুখে। কুমারী মেয়েগুলোকেও নিয়ে আসবে খুব শীঘ্র।'

তাড়াতাড়ি কুলিদের গুনল লিওনার্ড, প্রমাণ পেল ওলফানের

www.BanglaBook.org

কথার সত্যতার। দুজন কম। জুয়ানার কাছে ফিরতেই দেখল, ওলফান তড়োহুড়ো করে চলে যাচ্ছে টানেল ধরে।

'কোথায় যাচ্ছে ও?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

'ফটকের কাছে, সৈন্যদের শান্ত রাখতে,' বলল জুয়ানা। 'আমাদেরকে পিছু পিছু যেতে বলেছে।'

'তা হলে চলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। ওরা দরজা ভেঙে চলে আসতে পারে।'

'কুলিরা? সত্যিই কি...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'দুজনকে হারিয়েছি আমরা। চলো এখন।'

ফুঁপিয়ে উঠল জুয়ানা। 'সব আমার দোষ,' খামারের শ্রমিকদের নিজের পরিবারের সদস্যের মত ভাবে ও। 'কেন যে ওদেরকে এই নরকে টেনে আনলাম...'

'নিজেকে সামলাও!' কড়া গলায় বলল লিওনার্ড। 'তোমার কিছু করার ছিল না। দোষ দিতে হলে রক্তপিপাসু ওই কুয়াশা-মানবদের দাও। শয়তান পুরোহিত নাআমকে দাও!'

জবাব দিল না জুয়ানা। দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ফেরার পথে কোনও সমস্যা হলো না। ওলফানের যোদ্ধারা পাহারা দিয়ে অভিযাত্রীদের ফিরিয়ে আনল প্রাসাদে। পাহারাটা অব্যাহত রইল পুরো সন্ধ্যা আর রাতভর। সবাই আক্রমণের আশঙ্কা করলেও দুষ্ট পুরোহিত বা উন্মত্ত জনতার চেহারা দেখা গেল না। সকাল নাগাদ খবর নিয়ে এল ওলফান। মন্দিরে মনের সাধ মিটিয়ে নরবলি দেয়ার পর শান্ত হয়ে এসেছে জনগণ, কোথাও কোনও গোলমালের আভাস নেই। তারপরও দুশ্চিন্তা দূর করতে পারল না অভিযাত্রীরা।

ঋতুটা শস্য বোনার—ফলন কেমন হবে, সেটা নির্ভর করছে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ কেমন যায়, তার উপর। বসন্ত আসতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যদি দু'এক সপ্তাহও দেরি হয়, তা হলে সেটা গোটা কৃষিকাজের উপর ভয়ানক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে... বোনার আগেই নষ্ট হয়ে যাবে সব বীজ। ভাল ফলন পাওয়া যাবে না। বলে রাখা ভাল, এক ধরনের গম ছাড়া আর কোনও কিছুর চাষ করে না কুয়াশা-মানবেরা, অন্য কোনও ধরনের চাষ সম্পর্কে ওরা একেবারেই অজ্ঞ। কাজেই একটা ফসল নষ্ট হলেও যে আরেকটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে, তেমনটা ঘটার সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়া এবং কৃষিকাজ সংক্রান্ত এই বিশেষ ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বসন্তের উৎসবে যালকে খুশি করার রেওয়াজটা সৃষ্টিই হয়েছে বীজ বোনার সময় ভাল আবহাওয়া পাবার উদ্দেশে। যুগ-যুগান্তের সেই রেওয়াজ বদলে দিয়েছে জুয়ানা আর অটার, তাই কুয়াশা-মানবরা কৌতূহলী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে অপেক্ষা করতে থাকল ফলাফল কী হয় দেখবার জন্য। ভাল হলে অভিযাত্রীদের জন্য ভাল, আর খারাপ হলে...

ওপরঅলা নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর রসিকতা করতে ভালবাসেন, তাই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরেই যেন ভয়ানক শীত নামিয়ে আনলেন সে-বছর। স্মরণকালের ইতিহাসে এমন বাজে আবহাওয়ার নজির নেই কুয়াশা-মানবদের দেশে। দিনের পর দিন কেটে গেল, কিন্তু সূর্য মুখ দেখাল না। পুরো এলাকা ঢাকা পড়ে রইল ঘন কুয়াশায়, রাতের বেলায় বইল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। ফলে যখন বসন্তের একটা মাস পেরিয়ে যাবার কথা, তখনও মধ্য-শীতের মত চরম শীতল তাপমাত্রা বিরাজ করতে থাকল, খেত-খামারির তো প্রশ্নই ওঠে না।

এই ভয়াবহ আবহাওয়া কী বিপর্যয় ডেকে আনছে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হলো না লিওনার্ড আর জুয়ানার। প্রতিদিন সকালে প্রবল প্রত্যাশা নিয়ে বাইরে তাকায় ওরা, প্রতিদিনই নতুনভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত দেব-দেবীর সম্মান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাচ্ছে জুয়ানা আর অটার, ফ্রান্সিসকো আর লিওনার্ডও পাচ্ছে যথেষ্ট শ্রদ্ধা... তবে সেটা শুধুই প্রাসাদ সীমানার ভিতরে। বাইরে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে মাত্র দু'বার শহরে ঘুরতে গিয়েছিল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, তার বেশি আর পারেনি। প্রথমবার ক্ষিপ্ত জনতা গালাগাল দিয়েছে ওদের, জানতে চেয়েছে—আবহাওয়ার উন্নতির জন্য দেবতারা কী করছেন... ওরা জবাব দিতে পারেনি। দ্বিতীয়বার তো লোকজন ওদেরকে ধাওয়া-ই করে বসল। প্রায় পালিয়ে আসতে হয়েছে ওদের, এরপর থেকে আর প্রাসাদের বাইরে যাবার সাহস পায়নি। অথচ কেটে গেছে পুরো পাঁচটা সপ্তাহ।

অসহ্য একটা পরিস্থিতি। করার কিছু নেই, সময় কাটাবার কিছু নেই, সারাদিন খালি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকা ছাড়া। দিনের বেশ কিছুটা সময় জুয়ানার তত্ত্বাবধানে কুয়াশা-মানবদের ভাষার চর্চা করে লিওনার্ড। বাকিটা সময় দুজনে কাটায় গল্প করে। নিজেদের অতীত সম্পর্কে কথা বলে ওরা, আলাপ করে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। পাঁচটা সপ্তাহ এভাবে গল্পগুজব করায় অদ্ভুত একটা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হলো ওদের মাঝে। পরস্পরকে বুঝতে শিখল ওরা, মন পড়তে শুরু করল। মুখ খুলবার আগেই একে অন্যের বক্তব্য আঁচ করতে পারে এখন ওরা। বলে রাখা ভাল, হৃদয়ের কথা কখনোই উচ্চারিত হয় না ওদের মুখ দিয়ে। সারাক্ষণ একে অন্যের কাছে অন্তরের অনুভূতি গোপন রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে থাকে। আলাপ করে ভিন্ন বিষয় নিয়ে। ফলে মনে মনে দুজন পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা হলেও বাহ্যিকভাবে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকল।

লিওনার্ডের সঙ্গে জুয়ানার যতটা ঘনিষ্ঠতা বাড়ল, ততটাই কমল সোওয়ার সঙ্গে। প্রৌঢ়া দাসী মোটেই সুখে নেই। সে বুঝতে পারে, ছোট মালকিন এখন আর তাকে আগের মত বিশ্বাস করেন না। দুই প্রেমিক-প্রেমিকা যখন গল্পগুজবে মত্ত হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে, তখন সোওয়াকে ওদের পিছনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় মিশরীয় মমির মত—স্রেফ একটা ঘর-সাজানোর উপকরণ হয়ে। তীব্র ঈর্ষা নিয়ে লিওনার্ডকে দেখে ও, মনের ভিতর জ্বলতে থাকে ঘৃণার আগুন।

ফ্রান্সিসকোর দিন কাটছে ভয়-ভীতির মধ্যে। তার নিশ্চিত ধারণা, এই নরক থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা হবে না ওদের কারও। ভয়টা লুকানোরও চেষ্টা নেই তার মাঝে। আপনমনে ঈশ্বরকে ডেকে চলে ও সারাটা দিন।

মৃত্যুভয় অটারের মধ্যেও আছে, কিন্তু মোটেই বিচলিত নয় ও। শেষ দিনক'টা আমোদ-ফুর্তির মধ্যে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—সময় কাটাচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে, দেদারসে গিলে চলেছে মদ। ব্যাপারটা এতই বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেল যে, শেষ পর্যন্ত লিওনার্ড একদিন ওকে ডেকে সতর্ক করে দিতে বাধ্য হলো।

মনিবের কথায় মোটেই ভাবান্তর হলো না বামনের মাঝে। বলল, 'আজ আমি দেবতা, বাস। কাল হয়তো থাকব না। এমনিতেও নাআম বদমাশটা আমাদের খুন করবার জন্য ছুরিতে শান দিচ্ছে, খামোকা চিন্তা করে লাভ কী? তারচেয়ে জীবনটা উপভোগ করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়? আমি কুৎসিত বলে সারাটা জীবন মেয়েদের ঘৃণা পেয়েছি, কিন্তু এখন আমার বউ আমাকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষের মত সম্মান দিচ্ছে, জেনেশুনে সেই সম্মান কি পায়ে দলা ঠিক? আমার তো মনে হয়, বাস, আপনারও কিছুটা আমোদ-ফুর্তি দরকার।'

'কী মনে করো আমাকে?' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'তোমার মত বোকা আর গাধা? যা খুশি করো তুমি, কিন্তু দয়া করে মাতাল হয়ো না। কুয়াশা-মানবদের ভাষা শিখে ফেলেছ তুমি, এখন যদি নেশার ঘোরে ওই ভাষাতে বেফাঁস কিছু বলে ফেলো, আমাদের সবার মাথার উপর বিপদ ঘনিয়ে আসবে। তা

www.BanglaBook.org

ছাড়া আমি খবর পেয়েছি... সাগা মেয়েটা নাআমেনের দূর-সম্পর্কের নাতনি নিঃসন্দেহে ও প্রধান পুরোহিতের গুপ্তচর!'

'আমাদের কপালে এমনিতেই মরণ লেখা আছে, বাস,' উদাস গলায় বলল অটার। 'কিন্তু সেটার অপেক্ষায় সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে বসে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'ধ্যাত্তেরি! তোমাকে কিছু বলতে যাওয়াই বৃথা।'

রাগ করে অটারের সামনে থেকে চলে এল লিওনার্ড। তবে মনে মনে খুব একটা দোষও দিতে পারছে না ভৃত্যকে। হাজার হোক, অসভ্য আফ্রিকানদের একজন ও। শ্বেতাঙ্গ মনিবের সঙ্গে থেকে কিছুটা উন্নতি হয়তো হয়েছে, কিন্তু সেটাকে খুব বড় কোনও উন্নতি বলা চলে না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এর চাইতে বেশি কিছু আশা করা চলে না অটারের কাছ থেকে।

বামনের আচরণ একটা সমস্যা বটে, তবে তারচেয়েও বড় একটা সমস্যা দেখা দিল কয়েকদিনের মধ্যে। সেটা কুলিদের নিয়ে। প্রায়ই কুয়াশা-মানবেরা প্রাসাদের ফটকে এসে নানা রকম প্রলোভন দেখায় ওদেরকে। একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হয়ে একদিন বিকেলে ওরা বেরিয়ে গেল লিওনার্ডের অনুমতি না নিয়ে। ফিরল রাতে, পাঁড়-মাতাল অবস্থায়; তাও সবাই নয়। দু'জন অদৃশ্য হয়েছে দলটা থেকে। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও নিখোঁজ দুই কুলির সন্ধান পাওয়া গেল না। শুধু জানা গেল, সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা শহরের বিভিন্ন বাড়িতে ঢুঁ মেরে বেড়িয়েছে ওরা, মেজবানদের কাছ থেকে মদ নিয়েছে, আর গিলেছে। কোন ফাঁকে যে দুজন সঙ্গী গায়েব হয়ে গেছে, তা বুঝতেই পারেনি কেউ।

নিখোঁজ দুই কুলি আর ফিরে এল না। কড়াকড়ি শুরু করল লিওনার্ড, প্রাসাদের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। তবে নিয়মটার তেমন কোনও সুফল পাওয়া গেল না। কুলিরা প্রাসাদে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকা সত্ত্বেও এক সকালে দেখা গেল, আরও তিনজন কুলি গায়েব। প্রাসাদের সবক'টা প্রবেশপথে পাহারা থাকার পরও ওরা কীভাবে অদৃশ্য হলো, সেটা কিছুতেই বোঝা গেল না। শেষ পর্যন্ত ওলফানকে ডাকল লিওনার্ড, তাকেই জিজ্ঞেস করল বিষয়টা নিয়ে। জবাব যেটা পাওয়া গেল, সেটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

ওলফান জানাল, প্রাসাদে অসংখ্য গুপ্তপথ আছে, সেগুলোর হদিস পুরোহিতরা ছাড়া আর কেউ জানে না। ইচ্ছে করলেই গোপনে ঢুকতে বা বেরুতে পারে ওরা। খবরটা শুনে স্থবির হয়ে গেল লিওনার্ড। ওদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যে কতটা ঠুনকো, সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। সঙ্গে একদল সৈন্য থেকেও কোনও লাভ নেই। পুরোহিতদের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ওরা; যখন খুশি দলবল নিয়ে উদয় হতে পারে ওরা, চুপিসারে খুন করে রেখে যেতে পারে সবাইকে!

এমন অসহায় জীবনে কোনোদিন বোধ করেনি লিওনার্ড।

ছাব্বিশ

ভৌতিক অন্তর্ধান

যেদিন সকালে তিন কুলি অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিনই বিকেলে প্রাসাদে হাজির হলো প্রধান পুরোহিত নাআম। সপ্তাহে একবার দেব-দেবীকে *শ্রদ্ধা* নিবেদন করতে আসে লোকটা, সেদিনও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ইতোমধ্যে কাজ চালানোর মত কুয়াশা-মানবদের ভাষাটা শিখে নিয়েছে লিওনার্ড, নাআমকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখতে পেয়ে কথা দিয়ে আক্রমণ করল, জানতে চাইল হারানো কুলিদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।

'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?' বাঁকা হাসি দিয়ে বলল প্রধান পুরোহিত। 'একান্ত ভৃত্যদের কপালে কী ঘটেছে, তা কি আমাদের দেবতারা জানেন না?' জুয়ানার দিকে ফিরল সে। 'হে মাতা, জনগণ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ওরা জানতে চায়, কবে আপনি এই ভয়াবহ ঠাণ্ডা দূর করে দেবেন? কবে আবার সূর্যের হাসি দর্শন করাবেন আমাদের? কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করলে ভাল হয়, নইলে আগামী মৌসুমে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। এমনিতেও ফসল বোনার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

বলা বাহুল্য, এ-প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারল না জুয়ানা। এ-কথা সে-কথা বলে পাশ কাটিয়ে গেল প্রসঙ্গটা। নাআমও আর উচ্চবাচ্য করল না। বোধহয় বুঝতে পেরেছে, ওদের তথাকথিত দেব-দেবীর হাতে নেই ব্যাপারটা। কুর্নিশ করে বিদায় নিল সে।

সেদিন থেকে সতর্ক হয়ে গেল লিওনার্ড। প্রধান পুরোহিতের হাবভাব ভাল ঠেকেনি ওর কাছে। মনে হয়েছে, কোনও মতলব আঁটছে লোকটা। কুলিদের থাকার জায়গা বদলে দেয়া হলো। দুটো দিন তাতে শান্তিপূর্ণভাবেই কেটে গেল। তৃতীয় রাতে ঘটল অঘটন। আবার দুজন কুলি গায়েব হয়ে গেল প্রাসাদ থেকে। যারা রয়ে গেছে, তাদের একজন কসম কেটে বলল, রাতে মেঝের একটা অংশ ফাঁকা হয়ে যেতে দেখেছে সে, ওখান দিয়ে কয়েকটা শক্তিশালী হাত বেরিয়ে এসে টেনে নিয়ে গেছে ওদের ঘুমন্ত দুই সঙ্গীকে।

কথাটা শুনেই মেঝের ওই অংশটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল লিওনার্ড। গুপ্তপথ, বা সুড়ঙ্গ তো দূরের কথা, মেঝের পাথরগুলোর মাঝখানে কোনও ফাঁক-ই আবিষ্কার করতে পারল না। ভেদ করা গেল না রহস্যটা।

সে-রাতের পর থেকে ঘুম-টুম সব হারাম হয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিযাত্রীদের। অজানা আতঙ্কে দিন কাটাতে শুরু করল ওরা। লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো দায়িত্ব নিল জুয়ানার নিরাপত্তার—দুজনেই ঘাঁটি গাড়ল ওর কামরার বাইরে, পালা করে রাতে একজন ঘুমাতে শুরু করল, অপরজন পাহারা দিতে থাকল। কুলিদের মাঝে ধীরে ধীরে ফিসফিসানি শুরু হলো, এক পর্যায়ে সামনাসামনি তাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের বিরুদ্ধে কথাও বলতে লাগল ওরা। এই শয়তানের দেশে ওদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আসায় লিওনার্ডকে শাপ-শাপান্ত করতে শুরু করল কুংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো।

ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে মোড় নিল পিটারের কারণে। এতদিন তাকে শান্তশিষ্ট, অনুগত মানুষ বলে জানত ওরা। সেই লোকই হঠাৎ একদিন পাগল হয়ে গেল। প্রাসাদের আঙিনায় ছোটাছুটি করতে করতে উচ্চকণ্ঠে গালাগাল দিতে শুরু করল জুয়ানা আর লিওনার্ডকে। তারপর... সবাইকে বিস্মিত করে আত্মহত্যা করল—ছুরি ঢুকিয়ে দিল নিজের পেটে। ওকে আর বাঁচানো গেল না। ভয়াবহ এই দৃশ্য দেখে মনের শেষ সাহসটুকুও উবে গেল বাকি কুলিদের। ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করল লিওনার্ড, লাভ হলো না। দুঃখ-কষ্ট আর আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে মদের নেশায় ডুবে গেল সবাই।

কিন্তু বাঁচা হলো না ওদের। প্রতি রাতে রহস্যময়ভাবে একজন-দু'জন করে উধাও হয়ে যেতে থাকল কুলিরা। হাজারটা সতর্কতা অবলম্বন করার পরও ঠেকানো গেল না এই ভৌতিক আক্রমণ। শেষ পর্যন্ত রইল না আর কেউ। [illegible] সপ্তাহের এক সকালে শেষ দু'জন কুলিকে আর খুঁজে পেল না লিওনার্ড। ওদের থাকার কামরাটা খালি... মাটিতে বিছানো কম্বলের উপর পাওয়া গেল ক্রসের আকারে রাখা দুটো ছুরি—ঠিক যেমন পুরোহিতরা তাদের কোমরে ঝুলিয়ে রাখে!

অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল লিওনার্ডের দৃশ্যটা দেখে, প্রায়

www.BanglaBook.org

ছুটতে ছুটতে জুয়ানার কামরায় ফিরে এল ও। ওর পাংশু চেহারা দেখে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'শেষ দুজনকেও নিয়ে গেছে ওরা,' থমথমে গলায় বলল লিওনার্ড। 'ফেলে গেছে এগুলো।' ছুরিদুটো বের করে দেখাল।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না জুয়ানা, কেঁদে ফেলল বলল, 'ওরা... ওরা আমার বাবার আপনজন ছিল, লিওনার্ড! ছোটবেলা থেকে ওদের মাঝেই বড় হয়েছি আমি। আর আজ কিনা আমারই কারণে এমন দশা হলো বেচারাদের! ওহ, আমি আর পারছি না, লিওনার্ড! এখান থেকে যাবার একটা ব্যবস্থা করো। নইলে ভয়েই আমি পাগল হয়ে যাব। রাতে আমার ঘুম হয় না। সারাক্ষণ মনে হয়, কারা যেন আমার উপর নজর রাখছে। কাল রাতে মনে হলো, কে যেন ঘরের ভিতর হেঁটে বেড়াচ্ছে। সোওয়াকে ডেকে তুললাম... কিন্তু ও বলল, সব আমার চোখের ভুল।'

'তা-ই হবে,' লিওনার্ড বলল। 'রাতে কেউ আসবে কী করে? আমরা সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছি না? কাল রাতে ফাদার ফ্রান্সিসকো পাহারা দিয়েছে। দাঁড়াও, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

বলতে না বলতে ঘরে ঢুকল পাদ্রী, মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে আছে।

লিওনার্ডের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'কী ব্যাপার, ফাদার, এমন চেহারা করে রেখেছেন কেন?'

'একটা খারাপ খবর আছে,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'কাল রাতে এ-ঘরে কেউ ঢুকেছিল। সমস্ত রাইফেল গায়েব—আমাদেরগুলো, সেইসঙ্গে কুলিদেরগুলোও!'

'কী বলছেন!' চমকে গেল লিওনার্ড। 'আপনি না রাতে পাহারায় ছিলেন? তা হলে রাইফেল চুরি যায় কী করে?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল পাদ্রী। 'হয়তো তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। খুব বাজে একটা ব্যাপার হয়ে গেল। আমরা এখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরস্ত্র।'

'পুরোপুরি নিরস্ত্র নই,' বলল লিওনার্ড। 'একটা পিস্তল এখনও আছে আমার কাছে।'

'গোটা একটা শহরের বিরুদ্ধে একটামাত্র পিস্তল?' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রান্সিসকো। 'ওটা থাকা আর না-থাকা একই কথা।'

'হা ঈশ্বর!' আঁতকে উঠল জুয়ানা। 'তা হলে? এখান থেকে পালানোর কোনও উপায় আছে।'

'সেটা এক কথায় অসম্ভব,' তিক্ত গলায় জানাল লিওনার্ড। 'বন্ধু বলতে কেবল ওই ওলফানই আছে। যদ্দুর বুঝেছি, পুরোহিতরা ইতোমধ্যে ওর সৈন্যদের মনে আমাদের ব্যাপারে অবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এখন পালাবার চেষ্টা করলে বরং ওদের সন্দেহ বেড়ে যাবে। তারচেয়ে চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। ধৈর্য ধরলে হয়তো রত্নগুলোর সন্ধান পেতে পারি।'

'বাহ্! ভালই তো বলেছ!' বিদ্রূপ ভেসে এল পিছন থেকে। 'এখনও দেখছি লাল পাথরের আশা ছাড়োনি তুমি, উদ্ধারকর্তা! ভুলেই গেছ, তোমার রক্তেই এখানকার পাথর লাল হবে খুব শীঘ্রি। আসলেই... সাদা মানুষদের লোভের কোনও সীমা নেই!'

ঝট্ করে উল্টো ঘুরতেই সোওয়াকে দেখতে পেল লিওনার্ড, কখন যেন জুয়ানার ঘরে এসে ঢুকেছে। ওদের কথাবার্তা চুপচাপ শুনছিল, সুযোগ বুঝে একটা বাঁকা কথার তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। দু'চোখে দপদপ করে উঠছে তীব্র বিদ্বেষ। হঠাৎ করেই একটা চিন্তা উদয় হলো লিওনার্ডের মাথায়—কুলিদের উধাও হবার পিছনে এই ডাইনিটার হাত নেই তো!

'সোওয়া,' থমথমে গলায় বলল ও। 'লুকিয়ে পেতে আমাদের কথা শোনার অনুমতি কে দিয়েছে তোমাকে?'

'কী বললে? অনুমতি?' রেগে গেল প্রৌঢ়া দাসী। 'এতদিন আমার মুখে কুয়াশা-মানবদের কথা শুনতে উতলা ছিলে তোমরা, আর এখন আমাকেই তোমাদের কথা শুনতে অনুমতি নিতে

www.BanglaBook.org

হবে?'

জবাব দিল না লিওনার্ড, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'বাহ, চমৎকার প্রতিদান দিচ্ছ বটে আমাকে!' বলল সোওয়া। 'নিজের গোপন কথা ফাঁস করেছি, তোমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছি এখানে... আমার কারণেই অক্ষত শরীরে শহরে ঢুকতে পেরেছ তোমরা। আর এখন? আমাকে আমার মালকিনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছ তুমি, উদ্ধারকর্তা; ওঁর মনে বিষ ভরে দিয়েছ আমার ব্যাপারে! ভেবেছ সব চুপচাপ সহ্য করব আমি? ভুলে যেয়ো না, আমার শরীরে কুয়াশা-মানবদের রক্ত বইছে। ঘৃণার বদলে ঘৃণা দিই আমরা, নিই কঠিন প্রতিশোধ!'

রাগে রীতিমত কাঁপুনি উঠে গেছে প্রৌঢ়া দাসীর শরীরে। জুয়ানা ওকে শান্ত করতে চাইল, কিন্তু ইশারায় মানা করল লিওনার্ড। সোওয়ার দিকে বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, আমার ধারণাই ঠিক। তুমিই সমস্ত নষ্টের গোড়া। আমাদের কুলিরা সব গায়েব হয়ে গেল, অথচ তুমি রয়ে গেলে বহাল তবিয়তে... এর কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারো?'

'আমাকে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছ তুমি, সাদা মানুষ!' সোওয়া বলল। 'কুলিদের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। শুধু ধারণা করতে পারি, ওদের সবাইকে যালের উদ্দেশে বলি দেয়া হয়েছে। নিশ্চিত থাকো, এখন পর্যন্ত তোমাদের ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনি আমি।'

'তা হলে তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যায়নি কেন?'

'তোমাকে আর ওই সাদা পাদ্রীকেও ছোঁয়নি। তার মানে কি তোমরাও দোষী? শোনো, আমরা তিনজন হচ্ছি দুই দেব-দেবীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচর। আমার ধারণা, সেজন্যেই আমাদের দিকে হাত বাড়ায়নি ওরা। তবে জেনে রাখো, আমাদের আয়ু-ও খুব একটা বেশি বাকি নেই। খুব শীঘ্রি

www.BanglaBook.org

আমাদের প্রতারণা আবিষ্কার করে ফেলবে পুরোহিতরা। তখন ছোট মালকিন আর তোমার কালো কুকুরটার সঙ্গে মরতে হবে আমাদেরকেও।' জুয়ানার দিকে তাকাল দাসী। 'মালকিন, একটাই পথ আছে বাঁচার। আসুন, উদ্ধারকর্তা আর পাদ্রীকে তুলে দিই পুরোহিতদের হাতে। কথা দিচ্ছি, আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। বরং অক্ষত শরীরে এই নরক থেকে বেরিয়ে যাবার একটা উপায় করে দেব। কিন্তু যদি আমাকে ত্যাগ করেন, আর আঁকড়ে ধরেন এই সাদা শয়তানটাকে, তা হলে আপনার প্রতি আমার ভালবাসা পরিণত হবে ঘৃণাতে। আপনাদের সবার মরণ ডেকে আনব আমি!'

কথাটা শুনেই সাবধানে পোশাকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল লিওনার্ড; মুঠো করে ধরল সার্বক্ষণিক সঙ্গী পিস্তলটার বাট।

'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সাহস তোমার কী করে হলো, সোওয়া?' ফুঁসে উঠল জুয়ানা। 'ভেবেছ কী নিজেকে? হ্যাঁ, আমাকে মানুষ করেছ তুমি, আমার উপর তোমার অধিকার আছে। তার বিনিময়ে আমিও তো ভালবেসেছি তোমাকে, মায়ের মত দেখেছি... বিশ্বাস করেছি। সেই তুমিই কিনা আজ ঈর্ষায় জ্বলছ? মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বলছ এমন একজন মানুষকে, যে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে চরম অসম্মানের হাত থেকে উদ্ধার করেছে... আমার জীবন বাঁচিয়েছে। ওকে মেরে আমার হৃদয়ের দখল একাই নিতে চাও? তা হবার নয়, ডাইনি কোথাকার! আমি মরে যাব, তাও কৃতঘ্ন হতে পারব না।'

'জানতাম, এ-কথাই বলবেন,' মুখ বাঁকাল সোওয়া। 'এ আর আশ্চর্য কী? সাদা শয়তানটা আপনাকে জাদু করেছে, ওর ভালবাসার জালে পা দিয়েছেন আপনি। ওকে আপনি এত বড় বীর ভাবছেন... একটা স্বার্থান্বেষী চোরকে? রত্নের লোভে যে-লোক আপনাকে উদ্ধার করেছে? সেই রত্ন চুরি করবার জন্য যে আপনাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে? মালকিন,

www.BanglaBook.org

সেদিন কোথায় ছিল আপনার খামারের লোকেরা? কেউ একটা পা ফেলেছিল আপনাকে উদ্ধার করতে? বিশ্বাসঘাতকের দল... ওরা মরেছে, তাতে খুশিই হয়েছি আমি। যা-করার সব আমি একা করেছি, মালকিন! নিজের গোমর ফাঁস করেছি, একমাত্র সম্পদ লাল পাথরটা দিয়ে দিয়েছি এই সাদা চোরটাকে, ওকে ভাড়া করে নিয়ে গেছি আপনাকে উদ্ধার করবার জন্য। হায়, এখন আমার বদলে ওকেই কিনা বেছে নিচ্ছেন আপনি? আমাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন? তারচেয়ে হলুদ শয়তানের আস্তানায় আপনাকে মরতে দেয়াটাই ভাল হতো আমার জন্য!'

আর সহ্য করতে পারল না লিওনার্ড। ঝট করে পিস্তলটা বের করে তাক করল প্রৌঢ়া দাসীর বুকে।

'না-আ!' চেঁচিয়ে উঠল জুয়ানা। 'কী করছ তুমি, লিওনার্ড?'

'আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছি,' শীতল গলায় বলল লিওনার্ড। 'আমাদের সবার ভালর জন্য!'

'না, প্লিজ! ও আমার মায়ের মত। আমি ওকে এভাবে খুন হতে দেব না!'

'ও বেঁচে থাকলে আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করবে, জুয়ানা,' বলল লিওনার্ড। 'ভেবে দেখো, এতেই আমাদের সবার মঙ্গল।'

'করুক বেঈমানী। তাও ওকে মরতে দেব না আমি।'

'বাধা দেয়ার দরকার নেই, মালকিন,' চোখদুটো জ্বলছে সোওয়ার। 'শয়তানকে তার কাজ করতে দিন। ও শুধু চোর নয়, একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনি-ও। আমি মরি, তাতে ক্ষতি নেই। অন্তত ওর সত্যিকার চেহারাটা তো প্রকাশ পেয়ে যাবে আপনার সামনে!'

থমকে গেল লিওনার্ড, দ্বিধা ভর করল ওর মধ্যে। সোওয়ার প্রতি ঘৃণার অন্ত নেই, তারপরও ট্রিগার চাপতে পারছে না।

'পিস্তলটা সরান, মি. অট্রাম,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'দোহাই আপনার, অকারণে নরহত্যা করে মহাপাপের ভাগীদার হবেন

www.BanglaBook.org

না!'

'সাহস না থাকলে, তোমার কালো কুকুরটাকে ডাকো,' বলল সোওয়া। 'আমার বাবাকে খুন করার জন্য তো মুখিয়ে আছে ও, আমাকেও নাহয় করল!'

'লিওনার্ড, প্লিজ!' অনুনয় করল জুয়ানা।

হার মানল লিওনার্ড, কিন্তু নামাল না পিস্তলটা। বলল, 'ঠিক আছে, বাঁচতে দিচ্ছি ওকে। কিন্তু তাই বলে এমনি এমনি ছেড়ে দেব না। ফাদার, একটা দড়ি নিয়ে আসুন। ওকে বেঁধে রেখে দিনরাত পাহারা দেব আমরা। এখানে করার মত তো কিছু নেই, একটা কাজ পাব তাতে।'

দড়ির খোঁজে চলে গেল ফ্রান্সিসকো, ফিরে এল খানিক পরে। অটারকেও সঙ্গে ডেকে নিয়ে এসেছে। পা টলছে বামনের, হাত কাঁপছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে।

'অটার!' রাগী গলায় বলল লিওনার্ড। 'এই সাত সকালেও মদ গিলে এসেছ? দূর হয়ে যাও চোখের সামনে থেকে। তোমার মত মাতালের চেহারা দেখতে চাই না আমি। ফাদার, দড়িটা দিন।'

'বাস কি রাগ করেছেন?' জড়ানো গলায় বলল অটার। 'মরার আগে নাহয় একটু মাতাল হলাম-ই, পরে তো আর হতে পারব না।' জুয়ানার দিকে তাকাল ও। 'স্বর্গের রাখাল, শুনো, আমি তো শুনেছি আপনি বৃষ্টি নামাতে পারেন। এবার কুয়াটা দূর করবার চেষ্টা করুন না! আর তো ভাল লাগছে না...' আবোলতাবোল বকতে শুরু করেছে।

'অটার, মাতলামি বন্ধ করো!' ধমকে উঠল লিওনার্ড। 'দিন-দুনিয়ার খবর কিছু রাখো? আমাদের শেষ দুজন কুলিও উধাও হয়ে গেছে। দেখো, কী রেখে যাওয়া হয়েছে তার বদলে।' ইশারায় ছুরিদুটো দেখাল ও।

'গর্দভগুলো গেছে, ভালই হয়েছে,' বলল অটার। 'থেকেও

www.BanglaBook.org

তো লাভ হচ্ছিল না। খামোকা বোঝার মত চেপে বসে ছিল আমাদের ঘাড়ে। আমি চিন্তা করছি শুধু ওই বুড়ো পুরোহিত নাআমের ব্যাপারে। ব্যাটার টুঁটিটা যদি চেপে ধরতে পারতাম...'

'যে-অবস্থা তোমার, ওর টুঁটি ধরবে কী... তোমার টুঁটিই বরং চেপে ধরবে ও। বাজে কথা বন্ধ করো এখন।'

'করলাম বন্ধ,' চোখ রগড়াল বামন। এতক্ষণে খেয়াল করল ওর মনিবের কাণ্ড। 'কী ব্যাপার, বাস? বুড়ি গাভীটাকে বাঁধছেন কেন?'

'কারণ শিঙের ভয় দেখাচ্ছে ও,' বলল লিওনার্ড। 'হুমকি দিচ্ছে বেঈমানী করার।'

'হাহ, হুমকি? আমার তো ধারণা, এর মধ্যে বেঈমানী করে ফেলেছে ও। বেটিকে খুন করছেন না কেন?'

'জুয়ানার তাতে আপত্তি আছে। আমিও একজন নিরস্ত্র বুড়িকে গুলি করতে চাই না।'

'হুকুম দিন, আমিই করে দেব কাজটা। বুড়ি যথেষ্ট যন্ত্রণা দিয়েছে আমাদেরকে, মরণই ওর প্রাপ্য।'

'আবার বাজে কথা শুরু করলে? বললাম না, ওকে মারতে চাই না? এখন থেকে ওকে পাহারায় রাখব আমরা... পালা করে। রাতের শিফটটা তোমার, অটার। দেখা যাক, অন্তত পাহারার অজুহাতে তোমাকে মদের কাছ থেকে দূরে রাখা যায় কি না।'

'চিন্তা করবেন না, অত নেশা নেই আমার। তবে এখনও বলব, বেটিকে মেরে ফেললে ঝামেলামুক্ত হওয়া যেত।'

কথাটার সত্যতা অনুধাবন করতে পারছে লিওনার্ড, কিন্তু করার কিছু নেই। সোওয়াকে বেঁধে কামরার এক কোণে ফেলে রাখল ওরা, সারাদিন ও আর ফ্রান্সিসকো পালা করে নজর রাখল বন্দিনীর উপর। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বন্দিদশা-টা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিল প্রৌঢ়া দাসী। টুঁ শব্দটিও বেরুল না ওর মুখ দিয়ে। খাবারের সময় খেল, বাকি সময় পড়ে-পড়ে ঘুমাল...

www.BanglaBook.org

কিংবা ঘুমের ভান করল।

ঘটনাবিহীনভাবে কাটল দিনটা। নিয়মমাফিক ওলফান একবার দেখা করতে এল। জানাল, শহরে উত্তেজনা বাড়ছে। বিরূপ আবহাওয়াটা প্রলম্বিত হওয়ায় বিচলিত হয়ে পড়েছে কুয়াশা-মানবরা, ওদের মনকে আরও বিষিয়ে তুলছে পুরোহিতরা। যে-কোনও মুহূর্তে বিক্ষোভ আর আন্দোলন দেখা দিতে পারে।

সূর্য ডোবার পর আঙিনায় গেল লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো, আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে কি না, দেখার জন্য। তবে বরাবরের মত হতাশ হতে হলো। আগের মতই বইছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, আকাশ মেঘে ঢাকা, চারদিক ছেয়ে আছে কুয়াশায়।

'এর কি কোনও শেষ নেই?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লিওনার্ড, তারপর পাদ্রীকে নিয়ে ফিরে এল প্রাসাদের ভিতরে।

রাতের খাওয়া শেষে অটারকে চোখকান খোলা রাখতে বলে শুয়ে পড়ল ওরা। ঘুমিয়ে পড়ল খানিক পরেই। গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল প্রত্যেকে। প্রাসাদকে গ্রাস করল নিশ্ছিদ্র নীরবতা। প্রহরীদের পায়ের আওয়াজ শুধু ক্ষণে ক্ষণে প্রতিধ্বনি তুলছে।

হঠাৎ অন্য একটা শব্দ শুনে জেগে উঠল লিওনার্ড। চোখ মেলে দেখল, কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি—এক হাতে মশাল, অন্য হাতে একটা মাটির জগ। সাগা... পবিত্র কুমিরের পত্নী। মশালের আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে একহারা দেহটাকে।

'অ্যাই, তুমি এখানে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল লিওনার্ড।

'সব ঠিক আছে, বাস,' জবাব দিল অটার। মেয়েটার পায়ের কাছে বসে আছে ও। 'সাগা আমার জন্য পানি নিয়ে এসেছে, আর কিছু না।'

'মদ না তো?'

'না, না! কী যে বলেন! ডিউটির সময় মদ খাই না আমি।'

'ডিউটির সময় বউকেও কাছে রাখা ঠিক না,' বিরক্ত গলায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল লিওনার্ড. 'ওকে বিদেয় করো। তেষ্টা পেলে নিজেই পানি এনে খেয়ো।'

'জী, বাস।'

কম্বলমুড়ি দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল লিওনার্ড। পরেরবার ঘুম ভাঙল ভোরে... অটারের উত্তেজিত চিৎকারে।

'বাস! বা-আ-স!! দেখে যান!!!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিওনার্ড, ছুটে গেল ভৃত্যের কাছে। কামরার কোনায়, যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল সোওয়াকে, সেখানে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে অটার, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে মেঝের দিকে... কারণ বন্দিনী হাওয়া! পড়ে আছে শুধু দড়িটা!

খপ করে বামনের কলার চেপে ধরল লিওনার্ড। 'বদমাশ কোথাকার! পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছ, না? বুড়ি পালাল কী করে?'

'হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বাস,' স্বীকার করল অটার। 'চাইলে খুন করুন আমাকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ইচ্ছে করে ঘুমাইনি। আমার চোখে ঘুমের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু পানিটা খাবার পর কী যে হলো... কিছুতেই আর চোখ খোলা রাখতে পারলাম না!'

বামনকে ছেড়ে দিল লিওনার্ড। রহস্যটা ধরতে পেরে তিক্ততায় ছেয়ে গেল মন। বলল, 'ভালই একটা বউ বাগিয়েছ বটে, অটার! তোমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে ও!'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল অটার। 'হারামজাদীকে পেলে পিটিয়ে লাশ বানাতাম। কিন্তু বুড়ির সঙ্গে ভেগেছে ও-ও, আমাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে!'

'শুধু সর্বনাশ না। চরম সর্বনাশ।'

'এ-কথা কেন বলছেন, বাস?'

'কারণ,' দুঃখের হাসি ফুটল লিওনার্ডের মুখে, 'সোওয়া গেছে ওর বাবা... নাআমের কাছে!'

www.BanglaBook.org

সাতাশ

পিতা-কন্যা

লিওনার্ডের ধারণা ভুল নয়, মাত্র তিনশো গজ দূরে ওর আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। যালের মন্দিরের দেয়ালের তলায় একটা গোপন চেম্বারে আলাপচারিতা চলছে প্রধান পুরোহিত নাআম, জুয়ানার দাসী সোওয়া এবং কুমিরের স্ত্রী সাগার মধ্যে।

খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগা নাআমের অভ্যাস। তবে ইদানীং রাতে ভাল ঘুম হয় না তার। যে-দিনটার কথা বলা হচ্ছে, সেদিন তো মোটেই ঘুমায়নি; সূর্য ওঠার আগেই এসে বসেছে গোপন চেম্বারটাতে, ডুবে গেছে নানা রকম চিন্তায়। বলা বাহুল্য, এসব চিন্তা দুই দেব-দেবীকে ঘিরে।

ধর্মবিশ্বাসের কারণে দু'হাত বাড়িয়ে আকা আর যালকে বরণ করে নিয়েছিল নাআম, ভেবেছিল ওদের সেবক হিসেবে নিজের টলায়মান আসনকে সুসংহত করতে পারবে। কিন্তু মাত্র দুদিনেই পাল্টে গেছে চিত্রটা। আসন বাঁচানো তো দূরের কথা, উল্টো তাকে আরও ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছে দেব-দেবী। শত-সহস্র বছর ধরে যে-আতঙ্ক আর নিষ্ঠুরতার জোরে পুরোহিতরা তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে, সেটাকেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে! কেন? তবে কি ভুল ঐতিহ্যের ধারক ছিল ওরা? নাকি এর পিছনে আরও গূঢ় কোনও কারণ আছে? যদি থাকে... কী সেই কারণ?

ইদানীং ধর্মবিশ্বাস কিছুটা নড়বড়ে হয়ে গেছে নাআমের। দেবভক্তির জায়গাকে গ্রাস করেছে জাগতিক লোভ আর ক্ষমতার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিপ্সা। নির্বিকার ভঙ্গিতে তাই পরম পূজনীয় দেব-দেবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে চলেছে সে, তাঁদেরকে ধ্বংস করবার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে আকা আর যালকে সম্পূর্ণ অসহায় দেখাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নাআমের মাথায়। তবে কি এরা দেবতা নয়? কিন্তু প্রশ্নটার সদুত্তর পাচ্ছে না।

অতীতের ভবিষ্যদ্বাণীকে সঠিক বলে ধরে নিলে দুই আগন্তুককে আকা আর যাল বলেই মেনে নিতে হয়; চেহারা-সুরত মিলছে, উদয়ও হয়েছে প্রত্যাশিত গানটা গাইতে গাইতে। কিন্তু এ-ছাড়া এখন পর্যন্ত আর কোনও ঐশ্বরিক ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে না তাদের ভিতর—না আছে ক্ষমতা, না আছে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য! প্রাসাদে পাঠানো গুপ্তচর মারফত যদ্দূর জানা গেছে, তাতে ওদেরকে স্রেফ সুন্দরী এক সাদা রমণী আর তার সহচর এক কালো বামন ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না। পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রের সামনে অসহায় ওরা; নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে জনগণ উৎসবের দিনে নরবলি চালিয়ে গেল, বাধা দিতে পারল না; আর এখন যেখানে ফল-ফলাদি আর শস্যের বন্যা বয়ে যাবার কথা, সেখানে ওরা আসামাত্র নেমে এসেছে ভয়াবহ দুর্যোগ... দেব-দেবী সেটা দূর করতে পারছে না।

সন্দেহের পাল্লা এই দ্বিতীয় ভাগটাতেই ভারী। তবুও নিশ্চিত হতে পারছে না নাআম, তার মাথাতেই ঢুকছে না—কেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কেউ এ-দেশে এসে দেব-দেবীর নাটক করবে? তাতে লাভটা কী? বাইরের জগতে রুবি আর স্যাফায়ারের দাম সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই প্রধান পুরোহিতের, তাই বুঝতে পারছে না—তাদের দেশে বহিরাগতদের আকৃষ্ট করবার মত কী রয়েছে। ফলে দো-টানার মধ্যে রয়েছে সে, মনস্থির করতে পারছে না দুই আগন্তুকের ব্যাপারে।

www.BanglaBook.org

আজও এসব নিয়েই চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে, ধ্যান ভাঙল মশাল হাতে একজন পুরোহিত উদয় হওয়ায়—পিছনে দুজন নারী। একজনকে চেনে নাআম, দ্বিতীয়জনের দিকে আঙুল তুলে জানতে চাইল, 'ওটা কে?'

'দেবী-মাতার দাসী, হুজুর,' বলল পুরোহিত।

'ও এখানে কেন?' ভুরু কোঁচকাল নাআম। 'ওকে ধরে আনবার জন্য তো অনুমতি দিইনি আমি!'

'স্বেচ্ছায় এসেছে ও, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'কথা বলতে চায় মানে? আমাদের ভাষা-ই তো জানে না ও!' চরম বিরক্তি দেখাল নাআমকে। পুরোহিতকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না। 'সরাও ওকে। আমি আগে জরুরি কথা সেরে নিই।' প্রথম মেয়েটির দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, সাগা, খবর বল! আবহাওয়ার কী অবস্থা?'

'এখনও আগের মতই খারাপ, দাদু,' বলল সাগা। 'সূর্যের দেখা নেই।'

'হুম! আর যালের কী খবর?'

'যাল তার নিজের মত আছে। মাতলামি করছে সারাক্ষণ। আমাদের ভাষা কিছুটা শিখেছে, ভাঙা ভাঙাভাবে কথাও বলতে পারে। সেদিন মদের নেশায় একটা গল্প শুনিয়েছে আমাকে... ও আর ওই সাদা চাকর... উদ্ধারকর্তা যার নাম... দেবী-মাতাকে নাকি উদ্ধার করে এনেছে। কারা যেন তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল! প্রলাপ হতে পারে, তবে অমনটাই বুঝেছি আমি।'

'নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছিস, দেবীকে কেউ কি ধরে নিয়ে যেতে পারে?' বলল নাআম। 'যাক গে, তুই কি এখনও ওই মাতালটাকে পুজো করছিস?'

'দেবতা যালের পূজারী আমি,' সাগা বলল। 'তবে ওর মানুষ-রূপটাকে একদমই সহ্য করতে পারছি না।'

'সে কী! ক'দিন আগেই না বললি ওকে ভালবাসিস? ওর মত

www.BanglaBook.org

মানুষ বা দেবতা হয় না?'

'সেটা তখনকার কথা, দাদু। আজকাল আর আমাকে ওর কাছে টানছে না ও. আমার চেহারা দেখতে দেখতে নাকি বিরক্ত হয়ে গেছে। তাই একটা চাকরানীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি শুরু করেছে; চাকরানীটার প্রাণ চাই আমি, দাদু!'

'আর যালের প্রাণ?' মুচকি হাসল নাআম। 'পারলে ওটাও নিতে চাস না?'

'হ্যাঁ,' রাগী গলায় বলল সাগা। 'সম্ভব হলে ওকেও খুন করা হোক!'

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল নাআম। 'একেবারে আমার বোন... মানে, তোর দাদীর মেজাজ পেয়েছিস তুই। তিনটে যুবককে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল ও, ওরা ওকে ভালবাসত না বলে! থাক সে-কথা...' ইশারায় সোওয়াকে দেখাল সে। 'এই মেয়ের ব্যাপারটা কী? তোর সঙ্গে কেন?'

'আকার নির্দেশে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। মনে হলো আমাদের কাজে লাগতে পারে, তাই যালকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে মুক্ত করেছি ওকে। ও বলল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

'ওর কথা বুঝেছিস কী করে?'

'নিজেই শোনো। আমাদের ভাষাতে কথা বলতে পারে ও, মনেই হয় না বাইরের কারও কথা শুনছি।'

অবাক হয়ে সোওয়ার দিকে তাকাল নাআম। 'এদিকে এসো। কী বলার আছে তোমার?'

'এদের সামনে কিছু বলব না,' পুরোহিত আর সাগাকে দেখাল সোওয়া। 'একান্তে কথা বলতে চাই। ওদেরকে চলে যেতে বলুন।'

ইতস্তত করল নাআম।

'ভয়ের কিছু নেই, প্রভু। আমি নিরস্ত্র। আপনার কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। দয়া করে বিশ্বাস রাখুন আমার উপর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিধা থাকলেও পুরোহিত আর সাগাকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করল নাআম। তারপর ফিরল সোওয়ার দিকে। 'হ্যাঁ, এবার বলো।'

'দেখুন তো, আমাকে চিনতে পারেন কি না।' মাথার ঘোমটা ফেলে দিল সোওয়া।

ভুরু কোঁচকাল নাআম। 'তোমাকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। চিনব কী করে?'

'ভাল করে দেখুন, প্রভু। স্মৃতির পাতা হাতড়ান। তা হলে মনে পড়বে, বহুকাল আগে একটিমাত্র সন্তানের পিতা ছিলেন আপনি। সবার চাপে তাকে পবিত্র কুমিরের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের করুণ মৃত্যু চাননি আপনি, এক রাতে নিজেই সাহায্য করেছিলেন তাকে এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে...'

'আর বলতে হবে না,' থমথমে গলায় বলল নাআম। 'নিজের মেয়ের কথা খুব ভালই মনে আছে আমার। কিন্তু ও তো শুনেছি পালাবার সময় মারা গেছে!'

'ভুল শুনেছেন, প্রভু। কারণ আমিই আপনার সেই মেয়ে। বহু বছর কেটে গেছে এর মাঝে, তাই হয়তো চিনতে পারছেন না আমাকে। কিন্তু আপনাকে আমি চিনতে ভুল করিনি।'

'কাছে এসো, তোমার জন্মদাগ দেখাও। আমার কানে ফিসফিস করে শোনাও আমাদের মধ্যকার গোপন শব্দটা।'

পিতার কাছে গেল সোওয়া, জামার হাতা সরিয়ে একটা কালো দাগ দেখাল, তারপর একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে কিছু বলল তার কানে। যখন সোজা হলো, তখন বয়োবৃদ্ধ পুরোহিতের চোখে পানি।

'সোওয়া, মেয়ে আমার!' কন্যাকে জড়িয়ে ধরল নাআম। 'ভেবেছিলাম আমার রক্তের আর কেউ নেই এই দুনিয়ায়। তুই ফিরে এসে বাঁচালি আমাকে!'

www.BanglaBook.org

সোওয়াও কাঁদছে। 'আমাকে এখন কুমিরের মুখে ফেলে দেবে না তো?'

'কক্ষনো না! অভিশাপ নামুক আমার উপর, ধ্বংস হয়ে যাব, কিন্তু তোকে মরতে দেব না।'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ কাঁদল পিতা-কন্যা। মর্মস্পর্শী একটা দৃশ্যের সূচনা হলো তাতে। নিষ্ঠুর, নির্দয় দুজন মানুষের ভিতর যে এমন ভালবাসা লুকানো থাকতে পারে—সেটা না দেখলে বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন। যা হোক, একসময় শান্ত হলো দুজনে। চেম্বার থেকে বেরিয়ে পুরোহিত-সহকারী আর সাগাকে চলে যেতে বলল নাআম, তারপর ফিরে এল মেয়ের কাছে।

'এবার বল, মা, দেবী মাতার বহরে তুই জুটলি কীভাবে?'

'বলব, বাবা,' সোওয়া বলল, 'তবে তার আগে তোমাকে একটা শপথ করতে হবে। আমার মাথা ছুঁয়ে কথা দাও, সব শোনার পর ওই দেবী মাতার কোনও ক্ষতি করবে না তুমি... ওঁর প্রাণ নেবে না। বাকিদের নিয়ে যা খুশি করতে পারো, কিন্তু সাদা মেয়েটার গায়ে ফুলের টোকাও দেয়া চলবে না।'

'এমন অদ্ভুত শপথের কারণ জানতে পারি?'

'মেয়েটাকে আমি ভালবাসি, বাবা। ওঁকে আমি নিজের সন্তানের মত মনে করি। সন্তানের প্রতি ভালবাসা যে কী জিনিস, তা নিশ্চয়ই তোমাকে বলে দিতে হবে না?'

'ঠিক আছে, করলাম শপথ। দেবী আকার দিব্যি, আমি যদি শপথভঙ্গ করি, তা হলে তিনি যেন যালের হাতে আমায় কঠিন শাস্তি দেন।'

বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গেল সোওয়ার। এই শপথ রক্ষা করতে বাধ্য হবে নাআম। জুয়ানার আর কোনও ভয় নেই, তাই ও-ও নিশ্চিন্ত মনে পুরো ঘটনা খুলে বলল পিতাকে। গত চল্লিশ বছর কীভাবে কাটিয়েছে, তারপর কীভাবে ওর

www.BanglaBook.org

মালকিন ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ল, কীভাবে তাকে উদ্ধার করা হলো... তারপর কেনই বা ওরা এখানে এসেছে।

শুনতে শুনতে থ হয়ে গেল নাআম। সোওয়ার কথা শেষ হতেই বলল, 'সাদা মেয়েটার ভাগ্য, আমি শপথ করে ফেলেছি ওর ক্ষতি করব না বলে। নইলে দেবী-মাতাকে যে-মেয়ে এভাবে অসম্মান করেছে, আমাদের সম্পদ চুরি করতে এসেছে, তাকে আমি ভয়ানক শাস্তি দিতাম। যাক গে, ও বেঁচেছে তো কী হয়েছে, বাকিগুলোকে তো বাগে পাচ্ছি!' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

খপ করে পিতার বাহু ধরে ফেলল সোওয়া। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কোথায় যাচ্ছি মানে? বিরাট ভুল করেছি, এখন সেটা শোধরাব। ভণ্ডগুলোকে এখুনি আমি মন্দিরে নিয়ে যাব। ছুঁড়ে ফেলব যালের বাহনের মুখে!'

'তাতে তোমার কী দশা হবে, সেটা ভেবেছ?' বলল সোওয়া। 'তুমিই তো ওদেরকে দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছ, রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়েছ একদল ভণ্ডের হাতে। এখন যদি ব্যাপারটা কোনোক্রমে ফাঁস হয়ে যায়... তোমার মান-সম্মান কিছু অবশিষ্ট থাকবে? ওদের উধাও হবার ব্যাপারটাই বা সামাল দেবে কীভাবে?'

'কী করতে বলিস তা হলে?'

'কৌশলে কাজ সারতে হবে।' সোওয়া বলল। 'একটা কাজ করো। সকাল হলে স্বাভাবিকভাবে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাও। আমার ব্যাপারে কিছু বুঝতে দিয়ো না ওদেরকে। শুধু বোলো, শহরের লোকজন অস্থির হয়ে উঠেছে। আগামীকালের মধ্যে যদি দেবতারা আবহাওয়ার উন্নতি ঘটাতে না পারেন, তা হলে তাঁরা যেন ওদের মুখোমুখি হন। নইলে বিরাট গোলমাল দেখা দেবে!'

'কিন্তু আবহাওয়া যদি সত্যি সত্যি বদলে যায়?' সংশয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রকাশ করল নাআম।

'যে-অবস্থা দেখছি, তার কোনও সম্ভাবনাই নেই।'

'আচ্ছা, নাহয় সবার সামনে করলামই ওদেরকে হাজির, তাতে লাভ কী হবে?'

'জনগণের সামনে ওদের মুখোশ খুলে দেব আমরা,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল সোওয়া। 'বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।'

'বিচার! দেবতাদের বিচার?'

'অবশ্যই! তুমি ভণ্ড বলে প্রমাণ করবে ওদের, বাকি কাজ সারবে জনতা। ওরাই বিচার করবে ওদের। তাতে তোমার উপর থেকে নজরটা সরিয়ে রাখা যাবে, উল্টো একটা কৃতিত্ব পাবে—ভণ্ড দেব-দেবীদের ধরিয়ে দেবার কৃতিত্ব! মান-সম্মান, প্রধান পুরোহিতের পদ... সব অক্ষত রাখতে পারবে।'

'তোর কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মেয়েটাকে তো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিস। শহরের লোকে যখন ওকে ভণ্ড-দেবী বলে অভিযুক্ত করবে, তখন কীভাবে বাঁচাবি ওকে? আমি নাহয় শপথ করেছি, ওরা তো করেনি!'

হাসল সোওয়া। 'মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে ঠিকই, কিন্তু সেটা যে ছোট মালকিনেরই হতে হবে, এমন কোনও কথা আছে? ওদের সঙ্গে দুজন সাদা পুরুষ আছে না? উদ্ধারকর্তার কথা বলছি না, বেঁটে মতন আরেকটা যেটা আছে... মানে পাদ্রীটার কথা বলছি। ওকে আকা-র পোশাক পরিয়ে যদি যালের মূর্তির মাথায় বসিয়ে রাখো, তা হলে চাঁদের আলোয় কেউই পার্থক্যটা ধরতে পারবে না। ওখান থেকেই পবিত্র কুমিরের মুখে ফেলে দেয়া যাবে ওকে... সবাই ভাববে, বুঝি মেয়েটাই মারা গেল!'

'হুম!' মাথা ঝাঁকাল নাআম। 'আর উদ্ধারকর্তা? ওকে কীভাবে মারবি?'

www.BanglaBook.org

'মারব না ওকে... অন্তত এখুনি নয়। আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার আগ পর্যন্ত ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমি। ভালবাসা হারানোর ব্যথা মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিতে চাই ওকে... ঠিক আমারই মত!'

'মানে?'

'ছোট মালকিনকে ভালবাসে ও, বাবা। তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু ওর সে-স্বপ্ন ভেঙে দেব আমি। ওর চোখের সামনে আরেকজনের ঘরণী হবে ছোট মালকিন।'

'কার?'

'ওলফানের। প্রাক্তন রাজার চোখে ছোট মালকিনের জন্য ভালবাসা দেখতে পেয়েছি আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল নাআম। 'সত্যি কথা বলব? তোর এই পরিকল্পনাটার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, এত ঝামেলা করবার দরকার কী? তারচেয়ে ওদের হাতে কিছু লাল পাথর ধরিয়ে গোপনে শহর থেকে বের করে দিলে ক্ষতি কী? সবাইকে বলব যে, দেব-দেবী আবার ফিরে গেছেন স্বর্গে। তাতে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচব, ঝুট-ঝামেলাও এড়ানো যাবে ওতে।'

'না-আ!' প্রতিবাদ করল সোওয়া। 'ছোট মালকিনকে দেখতে না পেলে পাগল হয়ে যাব আমি। ওকে এখানেই থাকতে হবে... আমার কাছাকাছি! তা ছাড়া, পালাতে দিলেই যে ওরা বেঁচে যাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। সংখ্যায় মাত্র চারজন ওরা, জিনিসপত্র বইবার জন্য কুলি নেই, পথে হাজারটা বিপদ, অস্ত্রগুলোও তো চুরি করে এনেছ তুমি, বাবা। ভাল কথা... ওগুলো কোথায়?'

'মন্দিরের পুকুরে ফেলে দিয়েছি।'

'তারমানে উঠিয়ে আনার কোনও সুযোগ নেই,' মাথা নাড়ল সোওয়া। 'নাহ্, নিজের দেশে ফিরে যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব

www.BanglaBook.org

নয় ওঁদের পক্ষে। তারচেয়ে ছোট মালকিন এখানেই থাকুন। লোক হিসেবে ওলফান খারাপ নয়, তার বউ হয়ে সুখেই থাকবেন তিনি। তাতে তোমারও ভাল হবে, বাবা। ছোট মালকিনকে ওর হাতে তুলে দেবার বদলে ওলফানের কাছ থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করতে পারবে তুমি। আমিও জুড়াতে পারব মনের জ্বালা। উদ্ধারকর্তার হৃদয় খান খান হয়ে যেতে দেখব, তারপর খুন করব ওকে, পাঠিয়ে দেব বামন কুকুর আর পাদ্রীটার সঙ্গী হতে—নরকের ঠিকানায়!'

উত্তেজনায় হাঁপাতে শুরু করল সোওয়া।

'শুনতে তো ভালই লাগছে তোর বুদ্ধিটা,' স্বীকার করল নাআম। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে কি না, সেটাই প্রশ্ন। সবকিছু নির্ভর করছে ভাগ্যের উপর। ঠিক আছে, সময় এলেই দেখা যাবে কী হয়। চল এখন, বাড়িতে চল। বিশ্রাম নিবি, তারপর তোর সঙ্গে আরও কথা আছে আমার।'

সারাটা সকাল চাপা একটা আতঙ্কের মধ্যে কাটাল চার অভিযাত্রী। প্রায় নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল ওরা সিংহাসন-কক্ষে, সারাক্ষণ আশঙ্কা করল—এই বুঝি দলবল নিয়ে হাজির হয় পুরোহিতরা ওদের ধরে নিয়ে যেতে। স্নায়ুর চাপ অসহ্য হয়ে উঠল, প্রকট হয়ে উঠল অসহায়ত্ব।

এক পর্যায়ে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে শুরু করল ফাদার ফ্রান্সিসকো—ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইল। হাতে হাত ধরে নীরবে তার আকুতি শুনল লিওনার্ড আর জুয়ানা। অটার অবশ্য শান্ত থাকতে পারল না, ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকল ও—ক্রমাগত অভিশাপ দিয়ে চলল সোওয়া, সাগা আর দুনিয়ার গোটা নারীজাতিকে। এক পর্যায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, লিওনার্ড ধারণা করল—সম্ভবত মদ গিলতে যাচ্ছে।

তবে মদের জন্য যায়নি বামন, গেছে প্রতিশোধ নিতে।

www.BanglaBook.org

একটু পরেই আঙিনা থেকে ভেসে এল ভয়ার্ত চিৎকার। সেটা শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল লিওনার্ড, দেখল—চাকরানীরা জড়োসড়ো হয়ে আছে একপাশে, তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাগাকে কবজা করেছে অটার... মেয়েটা কখন যেন ফিরে এসেছে প্রাসাদে। বউকে মাটিতে উপুড় করে ফেলে দিয়েছে বামন, চামড়ার একপ্রস্ত দড়ি গলায় পেঁচিয়ে একহাতে টানছে নিষ্ঠুরভাবে, অন্যহাতে মুঠো করে ধরেছে চুল। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে শুরু করেছে মেয়েটা, দড়িটা চামড়া কেটে বসে যাচ্ছে গলায়, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

'অটার!' গর্জে উঠল লিওনার্ড। 'কী করছ তুমি?'

'আমার বউকে শেখাচ্ছি, স্বামীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে কত বড় ভুল করেছে!' দাঁতে দাঁত পিষল অটার।

'থামাও এসব! ওকে খুন করে কোনও ফায়দা হবে না। খামোকা মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ো না।'

ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলল অটার। তারপর ছেড়ে দিল সাগাকে। 'যা ভাগ! তোর নোংরা চেহারা যেন আর কখনও না দেখি!'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল মেয়েটা। ভৃত্যকে নিয়ে সিংহাসন-কক্ষে ফিরে এল লিওনার্ড। আর তখুনি একজন বার্তাবাহক এসে খবর দিল, প্রধান পুরোহিত নাআম এসেছে দেব-দেবীর সঙ্গে দেখা করতে।

'সঙ্গে আর কেউ আছে?' শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল জুয়ানা।

'জী না, মাতা।'

'ঠিক আছে, আসতে বলো।'

যার যার সিংহাসনে গিয়ে বসল জুয়ানা আর অটার। একটু পরেই হাত কচলাতে কচলাতে উদয় হলো প্রধান পুরোহিত। নিচু হয়ে কুর্নিশ করল।

'উঠে দাঁড়াও,' বলল জুয়ানা। 'বলো, কী বক্তব্য তোমার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হে আকা, হে যাল! আমি এসেছি কুয়াশার বাসিন্দাদের হয়ে আপনাদের পরামর্শ নিতে,' বলল নাআম। 'জানি না কেন, আমাদের দেশের উপর ভয়ানক দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। আপনারা আসার আগে যেভাবে সূর্য দেখা যেত, এখন আর যাচ্ছে না। শস্য বোনার সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে বলে ভয় পাচ্ছে সবাই। এখন যদি আপনারা ওদেরকে শান্ত করবার জন্য দুটো বাণী দিতেন...'

'বাণী দেয়ার কিছু নেই। সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলো। যথাসময়ে দুর্যোগ কেটে যাবে। সূর্যের আলো আর সোনালি ফসলে ভরে যাবে তোমাদের রাজ্য।'

'তা হলে একটা আর্জি পেশ করতে চাই,' পরিকল্পনা মোতাবেক বলল নাআম। 'দয়া করে কাল রাতে মন্দিরে আসুন আপনারা। সবার সামনে উপস্থিত হয়ে নিজমুখে আশ্বাস দিন।'

'তোমাদের ওই মন্দির পছন্দ নয় আমাদের, নাআম। আমরা যেতে চাই না।'

'সেক্ষেত্রে জোর খাটাতে বাধ্য হব আমরা, মাতা... আপনারা তাতে যতই রুষ্ট হোন না কেন!' শান্ত গলায় বলল প্রধান পুরোহিত। 'বাঁচা-মরার প্রশ্ন এটা, প্রজারা আপনাদের দেখা পেতে চায়।'

থমকে গেল জুয়ানা। অজানা ভয়ে কুঁকড়ে গেল ভিতরে ভিতরে। বুঝতে পারছে, পুরোহিতের মতলব ভাল নয়। কিন্তু প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিলেও নিজেদের পায়ে কুড়াল মারা হবে। প্রকাশ্যে ওদেরকে অবমাননা করবার অজুহাত পেয়ে যাবে নাআম। তাই কোনোমতে নিজেকে সামলে বলল, 'বেশ, ব্যাপারটা যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলে আসব আমরা। কিন্তু সাবধান, কোনও বদ-মতলব আঁটার চেষ্টা কোরো না। এমনিতেই আমরা যথেষ্ট রুষ্ট হয়ে আছি। আমাদের ভৃত্যরা গায়েব হয়ে গেছে, তার জায়গায় পাওয়া গেছে এমন দুটো ছুরি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা কেবল তোমার পুরোহিতরাই ব্যবহার করে।' পুরোহিতের কোমরে ঝোলানো খাপবদ্ধ ছুরিটা দেখাল ও। 'এরপর যদি নতুন কোনও কাণ্ড ঘটাও, তা হলে ভয়ানক অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের সবার উপর।'

'দেবতার ভৃত্যরা কোথায় উধাও হয়েছে, সেটা তো দেবতাদেরই ভাল জানা থাকার কথা,' বলল নাআম। গলায় তীব্র বিদ্রূপ। 'নিজেদের শক্তি দিয়ে তাদেরকে রক্ষাও করতে পারেন সত্যিকার দেবতারা। যা হোক, ওদের ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই, মাতা। দয়া করুন অধম প্রজাদের প্রতি, বিনা কারণে অভিশাপ নামিয়ে আনবেন না! আজ্ঞা দিলে আমি যেতে পারি, তবে তার আগে আরেকটা আর্জি আছে... সুবিচারের আর্জি! আসার পথে আমার দূর-সম্পর্কের নাতনি সাগার সঙ্গে দেখা হলো, কে যেন ওকে মারধর করেছে। আপনার কাছে এর প্রতিকার চাই, দেবী মাতা!'

'ঠিক আছে, আমি দেখব ব্যাপারটা,' জুয়ানা বলল। 'তুমি এখন আসতে পারো।'

নিচু হয়ে কুর্নিশ করল নাআম, তারপর উল্টো ঘুরল। সিংহাসন-কক্ষ থেকে বেরুবার পথে লিওনার্ডের দিকে বাঁকা একটা দৃষ্টিতে তাকাল—তাতে তীব্র বিদ্বেষ। শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল লিওনার্ডের—পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মন্দিরে ওদেরকে ভাল কোনও উদ্দেশ্যে নিতে চাইছে না প্রধান পুরোহিত, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনও ষড়যন্ত্র আছে। ইচ্ছে হলো লোকটাকে গুলি করতে—সঙ্গে পিস্তল আছে, নাআমকে খতম করা কোনও ব্যাপারই নয়। কিন্তু ফলাফলটা ভেবে পিছিয়ে যেতে হলো। রক্ত ঝরিয়ে সমাধান হবে না ওদের সমস্যার, প্রধান পুরোহিত খুন হলে বরং আরও অশান্ত হয়ে পড়তে পারে কুয়াশা-মানবেরা। তারচেয়ে ভবিষ্যৎকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দেয়াই ভাল। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কী ঘটে।

www.BanglaBook.org

আটাশ

জুয়ানার স্বীকারোক্তি

সময় দ্রুত গড়িয়ে চলল। রাত পোহাল, সকাল হলো। এগিয়ে আসতে থাকল সন্ধ্যা। বরাবরের মত আজকের দিনটাও কুয়াশায় মোড়া, ঠাণ্ডা। পার্থক্য বলতে রয়েছে কেবল তুষারপাত, সেটা ভাল লক্ষণ নয়। বিকেল নাগাদ আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে এল, তবে পাহাড়ের দিক থেকে বেড়ে গেল শীতল বায়ুপ্রবাহ। কুয়াশা তাতে সরে গেলেও আবহাওয়ার উন্নতি হবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। সূর্যাস্তের সময় প্রাসাদের ফটকের কাছে গেল লিওনার্ড, লক্ষ করল—মন্দিরে জমায়েত হতে শুরু করেছে শহরের লোকজন। ফটক পেরুবার সময় ওর উপর নজর পড়ল তাদের, দূর থেকে বাজে ভাষায় কিছু গালাগাল করে গেল।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল লিওনার্ডের বুক চিরে, আজ রাতে ওদের জন্য যা অপেক্ষা করছে, তার একটা স্বাদ দিয়ে গেল খ্যাপা লোকগুলো। বোঝাই যাচ্ছে, ঝামেলা পোহাতে হবে। নিজের জন্য ভাবছে না, জুয়ানার জন্য ভয় হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, কে জানে।

সিংহাসন-কক্ষে ফিরে এল লিওনার্ড। ফ্রান্সিসকো হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছে ওখানে, অটার বসে আছে মেঝেতে—চেহারা বিমর্ষ, গত চব্বিশ ঘণ্টায় আর মদ স্পর্শ করেনি ও, পরিস্থিতি সম্পর্কে তাই সচেতন হয়ে উঠেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পায়চারি করছিল জুয়ানা, লিওনার্ডকে ফিরতে দেখে ছুটে এল। 'কোনও খবর আছে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লিওনার্ড। 'তবে আজ রাতের জন্য প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। লোকজন জড়ো হচ্ছে মন্দিরে। ফটক পেরুবার সময় চেঁচামেচি করে গাল দিচ্ছে আমাদের।'

মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ করল অটার। বলল, 'ওদেরকে আশ্বাস দিলে কেমন হয়? যদি আমরা বলি, খুব শীঘ্রি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে, বৃষ্টি নামবে... তা হলে হয়তো শান্ত হবে ওরা। আমরাও বেঁচে যাব।'

'মিথ্যে আশ্বাস দিলে বিপদ শুধুই বাড়বে, অটার,' বলল জুয়ানা। 'কখন বৃষ্টি হবে, সেটা টের পাই আমি। তাই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আজ রাতে... কিংবা আগামীকালের মধ্যে বর্ষণের কোনও সম্ভাবনা নেই।'

নীরব হয়ে গেল অটার। খানিক পরেই সিংহাসন-কক্ষে উদয় হলো ওলফান, কুর্নিশ করে সম্মান জানাল। যখন সোজা হলো, তার মুখে দুশ্চিন্তার ভাব পরিষ্কার লক্ষ করা গেল।

'কিছু বলতে চাও, ওলফান?' জিজ্ঞেস করল জুয়ানা।

'জী, মাতা,' ওলফান মাথা ঝাঁকাল। 'বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনগণ আপনাদের উপর ভীষণ খেপে গেছে। আমি জানতে পেরেছি, আজ রাতে মন্দিরে সাধারণ পুজো-অর্চনা হবে না, তার বদলে পুরোহিতরা বিচার করবে আপনাদের!'

'সেটা আমরাও আন্দাজ করতে পেরেছি,' বলল জুয়ানা। 'আচ্ছা, রায় যদি আমাদের বিপক্ষে যায়, তা হলে কী ঘটবে?'

'ভয়াবহ একটা ব্যাপার, দেবী! আপনাদের সবাইকে পবিত্র কুমিরের মুখে ফেলে দেয়া হবে!'

'তুমি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না?'

'আমি শুধু জীবন দিতে পারব, রানী, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হবে না। একা একজনের পক্ষে কী-ই বা আর করা সম্ভব? সৈন্যরা

www.BanglaBook.org

যদি আমাকে সাহায্য করত, তা হলে হয়তো কিছু করা যেত। সমস্যা হলো, ওদেরকে আগে থেকেই উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে রেখেছে পুরোহিতরা। এই বাজে আবহাওয়া, আর দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ওরা। এখন আর আপনাদের জন্য কেউ ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।' একটু ইতস্তত করল ওলফান। 'কিন্তু আপনারা আমার সাহায্য চাইছেন কেন, মাতা? দেব-দেবীরা কি নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে জানেন না? পারেন না শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে?'

থমকে গেল জুয়ানা। প্রশ্নটা অত্যন্ত যৌক্তিক, সরাসরি মুখের উপর করা হয়েছে। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সাহায্যের আশায় লিওনার্ডের দিকে তাকাল।

'আমার মনে হয়, ওকে সব খুলে বলাই ভাল,' ইংরেজিতে বলল লিওনার্ড। 'এমনিতেও কয়েক ঘণ্টা পর ঠিকই জেনে যাবে আমরা আসলে মিথ্যে-দেবতা। কে জানে, হয়তো এর মধ্যে আন্দাজও করে ফেলেছে। তারচেয়ে ব্যাপারটা আমাদের মুখ থেকেই জানুক। হাজার হোক, আমাদের জন্যই রাজত্ব গেছে ওর, খুন হয়ে যেতে বসেছিল, তারপর আবার আমাদের সেবাও করেছে এতদিন। সবচেয়ে বড় কথা, লোকটা ভাল। সত্যটা আমাদের কাছ থেকে জানার অধিকার আছে ওর।'

'খেপে গিয়ে যদি কিছু ঘটিয়ে বসে?' জুয়ানা শঙ্কিত।

'কী আর হবে তাতে? আমাদের বিপদ বাড়বে না, কমবেও না। বলো, সব খুলে বলো ওকে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল জুয়ানা। তারপর তাকাল প্রাক্তন রাজার দিকে। 'ওলফান, তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। কাছে এসো।'

দেবীর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল ওলফান। 'জী, রানী। বলুন।'

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে জুয়ানা বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে আর রানী, মাতা, বা দেবী বলে ডাকতে হবে না তোমাকে। ওসবের কিছুই নই আমি, স্রেফ একজন মরণশীল মানুষ।' অটারকে দেখাল, 'ও-ও দেবতা নয়। একজন বামন... ঘটনাক্রমে তোমাদের দেবতার সঙ্গে যার চেহারার মিল আছে।'

সোজা হয়ে রাজার চেহারার দিকে তাকাল জুয়ানা—এক পলকের জন্য বিস্ময় ভর করল তাতে। তবে সেটা সত্যটা জানতে পেরে নয়, বরং জুয়ানার মুখে এমন সরল স্বীকারোক্তি শোনার কারণে। কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল ওলফান। তারপর মৃদু হাসল।

'ব্যাপারটা আমিও খানিকটা আন্দাজ করেছি,' বলল সে। 'তবে এখনও আপনাকে রানী বলেই ডাকতে চাই আমি। দেবী না হলেও মানুষের রানী হবার মত যোগ্যতা আছে আপনার। অন্তত আমি কোনোদিন এমন সুন্দরী এবং সাহসী মেয়ে দেখিনি জীবনে।' ঠিক ইয়োরোপিয়ান ভদ্রলোকদের কায়দায় ঝুঁকে সম্মান দেখাল ওলফান।

এবার লিওনার্ডের অবাক হবার পালা। এতদিন ধরে ঠকানো হয়েছে তাকে, অথচ রাজার হাবভাবে সামান্যতম ক্রোধও লক্ষ করা যাচ্ছে না। উল্টো গদগদ ভাষায় কথা বলছে লোকটা। কারণটা কী? লোকটার পরের কথাতেই অবশ্য সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সত্যটা আপনি নিজ মুখে স্বীকার করায় ভাল হলো,' বলল ওলফান। 'কারণ দেবীরা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। কিন্তু একজন নারীকে ভালবাসতে বাধা নেই।'

'অ! তা হলে এই-ই ব্যাপার?' বিড়বিড় করল লিওনার্ড। 'ব্যাটা তা হলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইছে? বেচারি জুয়ানা, কী জবাব দেবে ও?'

জুয়ানার গাল লাল হয়ে গেছে। ওলফানের ইশারাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ওর। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে বলল,

www.BanglaBook.org

'শোনো ওলফান, অর্থহীন কথাবার্তা বলে এখন কোনও লাভ নেই। ভোর হবার আগেই হয়তো মারা যাব আমি, চলে যাব পুজো আর ভালবাসার ঊর্ধ্বে। তার আগে পুরো ঘটনাটা তোমাকে জানিয়ে যেতে চাই। আমরা আসলে অভিযাত্রী, তোমাদের দেশে এসেছি *আকার রক্ত* বলে পরিচিত ওই পাথরগুলোর আশায়: কারণ সাদাদের দেশে ওগুলো অত্যন্ত মূল্যবান রত্ন বলে বিবেচনা করা হয়। বলতে পারো অনেকটা আমার জেদেই উদ্ধারকর্তা তার দলবল নিয়ে এখানে এসেছেন। আর আমারই কারণে ওদের সবার জীবন এখন বিপন্ন...'

'মাফ করবেন, রানী,' বাধা দিয়ে বলল ওলফান। 'একটা প্রশ্ন করি? এই সাদা মানুষটা আপনার কী হয়?'

থমকে গেল জুয়ানা। কী বলবে বুঝতে পারছে না। সত্যিই তো, কে এই লিওনার্ড? কী ওদের সম্পর্ক? পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, কিন্তু সে-ভালবাসা তো এখনও কেউ প্রকাশ্যে স্বীকার করেনি। ওলফানের দিকে তাকিয়ে ভয় হলো ওর, লোকটা নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছে লিওনার্ডের ব্যাপারে: ওর দিকে হাত বাড়াবার আগে বুঝে নিতে চাইছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা আছে কি না। নিজেকে বাঁচানোর জন্য ও তাই বলল, 'ও আমার স্বামী।'

কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। সত্যিই তো পেরেইরার আস্তানায় বিয়ে হয়েছিল ওদের! হোক সেটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

ভুরু কুঁচকে গেছে ওলফানের। কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না সে। পালা করে তাকাল জুয়ানা আর লিওনার্ডের দিকে। লিওনার্ডের বিস্মিত চেহারাটাই তার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছে।

'ও আমার স্বামী,' গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলল জুয়ানা। ফ্রান্সিসকোকে দেখাল। 'এই মানুষটা আমাদের দেশের একজন ধর্মযাজক। আজ থেকে ছয় চাঁদ আগে সাদাদের ধর্মমতে ও আমাদের দুজনের বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছে। বিশ্বাস না

www.BanglaBook.org

হলে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

'কথাটা কি সত্যি?' থমথমে গলায় জানতে চাইল ওলফান।

'হ্যাঁ, রাজা,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'আমিই বিয়ে পড়িয়েছি ওদের। এরা দুজন স্বামী আর স্ত্রী।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বলে উঠল অটার। 'আমি সেই বিয়েতে সাক্ষী ছিলাম।' হাসল ও। 'অনুষ্ঠানটার পর বিরাট একটা উৎসবও হয়েছে। বহু মানুষের জীবন উৎসর্গ করেছি আমরা দেবতাদের উদ্দেশে।'

'চিন্তা কোরো না,' বাঁকা সুরে বলল ওলফান। 'আজ রাতেও বহু মানুষের জীবন উৎসর্গ করা হবে।' জুয়ানার দিকে ফিরল। 'আপনাদের সবার কথা শুনলাম, কিন্তু স্বামীপ্রবরই তো মুখ খুলছেন না। সত্যি করে বলুন তো, ওকে কি আপনি ভালবাসেন? ও মারা গেলে দুঃখ পাবেন?'

'এ-ধরনের প্রশ্ন করবার কোনও অধিকার নেই তোমার, ওলফান,' বিরক্ত গলায় বলল জুয়ানা। 'তারপরও করেই যখন ফেলেছ, তখন জেনে রাখো—ওকে আমি ভালবাসি। ও মারা গেলে আমারও বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।'

আরেকটু চমকে উঠল লিওনার্ড ওর এই দৃঢ় স্বীকারোক্তি শুনে।

'আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছি, রানী,' মন খারাপ করা গলায় বলল ওলফান। 'ঠিক আছে, আপনার কাহিনি শেষ করুন।'

'বলার মত আসলে আর বেশি কিছু নেই। আমার দাসীটাকে তো দেখেছ? ওর নাম সোওয়া... ও আসলে তোমাদের দেশেরই এক মেয়ে। প্রধান পুরোহিত নাআম ওর বাবা। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওর। কুমিরের মুখে পড়ার আগেই পালিয়ে গিয়েছিল।'

'কোথায় এখন ও?' ওলফান জানতে চাইল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জানি না। কাল রাতে অন্যান্য ভৃত্যদের মত ও-ও গায়েব হয়ে গেছে।'

'হুম, সম্ভবত না'আম বলতে পারবে, ওর মেয়ে কোথায় গেছে। আমার তো মনে হয়, আবার ওর দেখা পাবেন আপনারা। যাক গে, তারপর?'

সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে বলে চলল জুয়ানা, 'পালানোর সময় সোওয়া একটা লাল পাথর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল... ওটাই আমার কপালে বাঁধা দেখেছ তুমি এতদিন। বিয়ের পর পাথরটা আমাকে উপহার দেয় ও, কুয়াশা-মানবদের গল্প শোনায়। জানায়, নিজের দেশে ফিরে আসতে চায় ও, এখানেই মরতে চায়। আমিও কিছুটা লোভী হয়ে উঠেছিলাম, আমার স্বামীর কাছে আবদার ধরেছিলাম এখানে আসার জন্য। বেচারা কী আর করবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার পীড়াপীড়িতে রাজি হয়েছে এই অভিযানে বেরুতে। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে, হাজারটা বিপদ সামলে অবশেষে তোমাদের দেশে পৌঁছুই আমরা। তখনই কেবল সোওয়া আমাদের জানায়, তোমরা অপরিচিত মানুষ দেখলে বলি দিয়ে ফেলো। বাঁচার উপায় নাকি একটাই আছে... সেটা আমাদের শিখিয়ে দেয় ও, আমরাও জীবন বাঁচানোর তাগিদে মিথ্যে দেব-দেবীর অভিনয় করতে বাধ্য হই। তবে এসবই সোওয়ার চাল। শহরে ঢোকার জন্য একটা বাহানা দরকার ছিল ওর। আমার তো মনে হয়, আমাদের ধরিয়ে দিয়ে বাবার মনে আবার জায়গা পাবার জন্যই পুরো ষড়যন্ত্রটা করেছে ও।

'যা হোক, এই-ই আমাদের কাহিনি, ওলফান। হ্যাঁ, আমরা অভিনয় করেছি, এবং ধরাও পড়ে গেছি। এখন আমাদের কপালে মৃত্যু ছাড়া আর কোনও গতি নেই... মানে, তুমি যদি আমাদেরকে সাহায্য না করো আর কী!'

চোখ নামিয়ে ফেলল ওলফান, যেন জুয়ানার সুন্দর মুখটার দিকে তাকালে অন্যায় হবে। ওটার সম্পূর্ণ অধিকার এখন সাদা

www.BanglaBook.org

মানুষটার... জুয়ানার স্বামীর।

'আগেই বলেছি, রানী, আমার ক্ষমতা খুব কম,' তিক্ত গলায় বলল সে। 'তা ছাড়া যারা আমাদের ধোঁকা দিতে এসেছে, দেবতাদের ক্রোধ নামিয়ে এনেছে আমার দেশের উপর... তাদের আমি সাহায্য করব কেন?'

'কারণ আমরা তোমার জীবন বাঁচিয়েছি, ওলফান। তুমি আমাদের অনুগত থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ!'

'আপনারা না এলে তো বিপদেই পড়তাম না আমি! তা ছাড়া... আমি দেবতাদের কাছে অনুগত থাকার প্রতিজ্ঞা করেছি, সাধারণ ক'জন মানুষের কাছে নয়।'

'তা হলে বন্ধুত্বের খাতিরে সাহায্য করো আমাদের... আমার খাতিরে!'

'আপনার খাতিরে?' নিষ্প্রাণ একটা হাসি ফুটল ওলফানের ঠোঁটে। 'তাতে লাভ কী? আপনি বিবাহিতা, এই সাদা মানুষটাকে ভালবাসেন। যদি তা না হতো... যদি আপনি আমাকে বরণ করে নেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন... তা হলে নাহয় একটা কথা ছিল! আপনিই বলুন, কেন আমি খামোকা আপনাদের জন্য নিজের প্রাণের উপর ঝুঁকি নেব?'

'আমাদের বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিচ্ছ না?' হতাশ গলায় বলল জুয়ানা। 'হ্যাঁ, ধোঁকা দিয়েছি আমরা, কিন্তু তোমার জীবনও তো বাঁচিয়েছি! তোমাকে বিশ্বাস করে আমাদের সত্যিকার পরিচয়ও খুলে বলেছি... কোনও রকম জোর-জবরদস্তি ছাড়া। সেই বিশ্বাসের মূল্য দেবে না তুমি? তা ছাড়া ভেবে দেখো, আমাদেরকে সাহায্য করলে তোমারও লাভ হবে। নাআম আর ওর পুরোহিত-বাহিনীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চাও তুমি। আমাদেরকে সাহায্য করলেই কেবল সম্ভব হতে পারে ওটা। আমরা যদি ওদের বিপক্ষে বিজয়ী হই, তা হলে আর কখনও তোমাকে, বা তোমার প্রজাদেরকে পুরোহিতদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে না।

www.BanglaBook.org

এখন নিজেই ভেবে দেখো কী করবে। শুধু মাথায় রেখো, আজ যদি আমাদেরকে কুমিরের মুখে পড়তে দাও, তা হলে একই ভাগ্য খুব শীঘ্রি তোমারও হবে। এতদিন আমাদের সেবা করেছ তুমি, নাআম তার প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।'

চিন্তায় ডুবে গেল ওলফান। একটু পর যখন মুখ তুলল, চোখদুটো জ্বলজ্বল করতে শুরু করেছে। বলল, 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, চমৎকার যুক্তি দিতে জানেন আপনি, রানী। কোনও মেয়েমানুষের ভিতর এমন বুদ্ধি, বা জ্ঞান থাকতে পারে—তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আপনি সত্যিই আমাদের রানী হলে বড়ই ভাল হতো। নাআমের মত লোকেরা তখন আর শোষণ করতে পারত না আমাদের, উল্টো তাদেরকেই প্রাসাদের দরজায় কড়া নাড়তে হতো দু'বেলার খাবার জোটাবার জন্য। যাক গে, ওসব নিয়ে আপাতত আলোচনা না করাই ভাল।

'বুদ্ধিমতী আপনি, বন্ধুত্বের দাবি জানিয়েও ভুল করেননি, ভুল করেননি আমাকে প্রতিজ্ঞার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েও। আনুগত্যের শপথ আমি নিয়েছিলাম আপনার কাছে—আপনি মানুষ, কিংবা দেবী, যা-ই হন, তাতে ওটার নড়চড় হওয়া উচিত নয়। আপনার চেনাজানা পুরুষদের তুলনায় আমি অশিক্ষিত হতে পারি, কিন্তু একটা জিনিস গুরুজনেরা শিখিয়ে গেছেন আমাকে—কখনও কোনও কথার বরখেলাপ করতে নেই, বিপদে বন্ধুকে ত্যাগ করতেও শিখিনি আমি। তাই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করব—জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করব আপনাদের। সেটা কর্তব্যের খাতিরে... বন্ধুত্বের খাতিরে।

'এখন অনুমতি দিন, আমি যাই। মেম্ফিসে ক্ষমতাবান কিছু বন্ধু আছে আমার—পুরোহিতদের ঘৃণা করে। ওদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখি, কিছু করা যায় কি না। মন্দিরে আপনাদের পক্ষ নিতে হয়তো রাজি করাতে পারব ওদের। তবে সময় খুব কম, কতটুকু কী সম্ভব হবে, সেটা বলতে পারছি না।

www.BanglaBook.org

আপনারা এখানেই থাকুন। আমি ফিরে এসে মন্দিরে নিয়ে যাব আপনাদের।'

মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেল ওলফান।

রাজার পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লিওনার্ড। তারপর তাকাল জুয়ানার দিকে।

'যা বললে, তার কতটুকু সত্যি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কীসের কথা বলছ?' জুয়ানা যেন বুঝতে পারছে না।

'ওই যে... আমাদের বিয়ে, আর ভালবাসার ব্যাপারটা যে বললে...'

'প্লিজ, ওসব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ো না। ওলফানকে রাজি করাবার জন্য একটু ছলনার আশ্রয় নিয়েছি। যদি দরকার হতো, এই অটারকেও আমার স্বামী বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করতাম না।'

লিওনার্ডের মুখে মেঘ জমল। 'কী! মিথ্যে কথা বলেছ? আমাকে স্বামী বলে ভাবো না? ভালও বাসো না?'

'কেন, তাতে কী হয়েছে?'

'আমাদের বন্ধুত্বের ভালই সুযোগ নিচ্ছ তুমি,' রাগী গলায় বলল লিওনার্ড। 'যখন যেভাবে খুশি ব্যবহার করছ আমাকে। কখনও চাকর, কখনও স্বামী, কখনও বা দেহরক্ষী! এ তো পরিষ্কার অপমান, জুয়ানা! কেন তুমি এমন করছ আমার সঙ্গে?'

'তুমি বড্ড ছেলেমানুষি করছ, লিওনার্ড,' শান্ত গলায় বলল জুয়ানা। 'আমি যা করেছি, সবার মঙ্গলের জন্যই করেছি। আলাদাভাবে তোমাকে অপমান করার জন্য কিছুই করিনি। খামোকাই রেগে যাচ্ছ। দেখো, আর কয়েক ঘণ্টা পর সম্ভবত মারা যাব আমরা, ধরে নিতে পারো আমরা এখন মৃত্যুশয্যায়... এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রাগারাগি না করলেই কি নয়?'

'মৃত্যুশয্যায় আমাকে নিয়েও মিথ্যাচার করাটা কি উচিত হয়েছে তোমার?' ফোঁস ফোঁস করে বলল লিওনার্ড। 'থাক সে

www.BanglaBook.org

কথা। আচ্ছা, তোমার ওই বিষের শিশিটা কোথায়? আমাদেরকে একটু বিষ দিতে পারো? যদি সত্যিই মরণ থাকে কপালে, তা হলে কুমিরের পেটে যাবার চাইতে বিষ খাব আমি।'

চুলের ভিতরটা হাতড়ে একটা চামড়ার শিশি বের করল জুয়ানা। ওটা থেকে বেরুল একটা বড়সড় বড়ি।

'যথেষ্ট বিষ আছে এটায়,' বলল ও। 'ভাগ করে বিশজনে খেলেও মৃত্যু নিশ্চিত।'

ছুরি দিয়ে বড়িটা থেকে তিনটা টুকরো কেটে নিল লিওনার্ড। একটা নিজে রাখল, অন্যদুটো দিল ফ্রান্সিসকো আর অটারকে। পাদ্রী একটু দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে নিল বিষটা, কিন্তু বামন রাজি হলো না।

'ওটা আপনিই রাখুন, বাস,' বলল অটার। 'আর যেভাবেই মরি, আমি আত্মহত্যা করতে পারব না। তারচেয়ে হাসতে হাসতে কুমিরটার মুখে ঢুকে পড়ব।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। টুকরোটা নিজের কাছেই রেখে দিল ও।

ঊনত্রিংশ

দেবতাদের বিচার

বিষের শিশিটা চুলের ভিতর লুকাতে না লুকাতে শোনা গেল পায়ের শব্দ, তারপরই সিংহাসন-কক্ষে ঢুকল নাআম। নিয়মমাফিক সম্মান প্রদর্শন করে জানাল, চাঁদ উঠেছে, মন্দিরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জমায়েত হয়েছে আমজনতা, দেবতাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী ওরা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে তাকাল জুয়ানা।

'সময় হয়েছে যাবার,' বলল ও। 'চলো।'

দ্রুত পোশাক পাল্টে নিল দুই দেব-দেবী। জুয়ানা ওর সাদা পোশাকটার উপর পরল কালো আলখাল্লাটা। অটার নেংটি পরে বেরুতে রাজি হলো না আজ, তার বদলে ছাগলের চামড়ার একটা আলখাল্লা জড়াল গায়ে। লিওনার্ডকে বলল, 'জলাশয়ের পানি ভীষণ ঠাণ্ডা, বাস। জমে মরার শখ নেই আমার, মরার আগে গা-টা নাহয় একটু গরম থাকুক।'

রওনা হলো ওরা। প্রাসাদ-ফটকের কাছে একজন রক্ষী-সহ দেখা গেল ওলফানকে, কিন্তু কথা বলার সুযোগ হলো না। একদল পুরোহিত অপেক্ষা করছিল ওখানে। অভিযাত্রীরা পৌঁছুতেই সামনে-পিছনে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা তৈরি করল, তারপর শুরু করল এগোতে।

একটু পরেই মন্দিরের সীমানায় পৌঁছে গেল ওরা। এবার আর গুপ্ত-সুড়ঙ্গ দিয়ে নেয়া হলো না অভিযাত্রীদের, তার পরিবর্তে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো জলাশয়ের উল্টো পাশে, যালের বিশাল মূর্তিটার ঠিক মুখোমুখি... ওখানেই বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের। বরাবরের মত পুরো গ্যালারি লোকে-লোকারণ্য, অভিযাত্রীরা তাদের পেরুবার সময় নিশ্চুপ হয়ে গেল সবাই, পুরোহিতরা শুধু গুনগুন করে আউড়ে চলল মন্ত্র।

শুরুতে লিওনার্ড বুঝতে পারল না, কেন ওদেরকে আজ জলাশয়ের উল্টোপাশে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে একটু পরেই পরিষ্কার হয়ে গেল কারণটা। মূর্তির পায়ের কাছের মঞ্চটাতে চোখ পড়ল ওর, সেখানে ত্রিশটা আসন অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো হয়েছে—সম্ভবত গোত্রপ্রধানদের বসার জন্য, ওরাই বিচার করবে ওদের। বিচারকদের কথা যেন দর্শকরা ঠিকমত শুনতে পায়,

www.BanglaBook.org

সেজন্যই বদলানো হয়েছে বসার আয়োজন।

নিজ নিজ সিংহাসনে বসল জুয়ানা আর অটার। লিওনার্ড আর ফ্রান্সিসকো দাঁড়াল ওদের পিছনে। গোত্রপ্রধানরা তাদের আসন গ্রহণ করল। এরপর সবার সামনে এগিয়ে এল নাআম। ভাষণ দেয়ার সুরে বলল, 'কুয়াশার বাসিন্দারা, তোমাদের ইচ্ছে আমি দেবতাদের জানিয়েছি; সেই মোতাবেক আজ তাঁরা হাজির হয়েছেন তোমাদের সামনে। কথা বলবেন খোলাখুলিভাবে। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মনের ভিতর কোনও কিছু চাপা দিয়ে রেখো না, প্রশ্ন করো... জেনে নাও দেবতাদের জবাব।'

গুঞ্জন শুরু হলো দর্শকদের মাঝে। একজন গোত্রপ্রধান উঠে দাঁড়ালেন আসন থেকে। বললেন, 'একটাই প্রশ্ন আমাদের, হে আকা, হে যাল! আমাদের দেশ থেকে সূর্য বিদায় নিয়েছে কেন? পরিস্থিতি খুবই গুরুতর, নিশ্চিতভাবে দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা খুব শীঘ্রি। কিছুদিন আগে আপনারাই তো বসন্তকে বরণের নিয়ম পাল্টে দিয়েছেন, নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন মানব-উৎসর্গ। তার পর থেকে বসন্ত আর আসছে না আমাদের মাঝে। এর কারণ কী? আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, হে আকা, হে যাল। সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছি, যে-দেবতারা বসন্তকে হত্যা করেন, তেমন দেবতার দরকার নেই আমাদের। এখন আপনারাই বলুন, এমন ভয়ঙ্কর অভিশাপ নেমে আসার কারণ কী?'

'কারণ জানতে চাও?' শান্ত গলায় বলল জুয়ানা। 'এই অভিশাপের জন্য তোমরাই দায়ী, আমার সন্তানেরা। তোমাদের অবাধ্যতা আর নিষ্ঠুরতাই ডেকে এনেছে এই দুর্যোগকে। আমরা নির্দেশ দেয়ার পরও নরবলি থামাওনি তোমরা, চরম বেয়াদবি করেছ বসন্তের উৎসবের সময়... এমনকী আমাদের একান্ত ভৃত্যদের অপহরণ করেও খুন করার মত দুঃসাহস দেখিয়েছ। এই অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি পাচ্ছ তোমরা এখন। দেবতারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠোর হয়ে উঠেছেন, সরিয়ে নিয়েছেন তাঁদের কৃপার দৃষ্টি। এই-ই আমার জবাব।'

সঙ্গীদের সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গোত্রপ্রধান, তারপর আবার ফিরল জুয়ানার দিকে। বলল, 'আপনার কথা আমরা শুনলাম, দেবী। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পেলাম না। মানুষ-উৎসর্গ করাটা তো আমাদের বহু পুরনো ঐতিহ্য! কই, এতদিন তো তার জন্য কোনও অভিশাপ নেমে আসেনি আমাদের উপর। তারপরও যদি কোনও অপরাধ হয়ে থাকে, তার জন্য সাধারণ মানুষ নয়, পুরোহিতরা দায়ী। ওরাই নরবলির দায়িত্বে থাকে। আপনাদের ভৃত্যদের পরিণতি সম্পর্কেও ভাল বলতে পারবে ওরাই। শাস্তি যদি দিতে চান, ওদেরকে দিন; কেন নিরীহ প্রজাদের আপনারা দগ্ধ করছেন অভিশাপের আগুনে? নাআম, তুমি কিছু বলতে চাও? দেবতারা একটা অভিযোগ এনেছেন, পুরোহিতদের হয়ে কী জবাব দেবে তুমি?'

গলা খাঁকারি দিল নাআম। বলল, 'প্রিয় ভাই ও বোনেরা, সন্দেহ নেই, অভিযোগটি গুরুতর। কিন্তু ওই অভিযোগের জবাব দেবার আগে আমার কিছু বলার আছে. তোমরা সবাই জানো, কীভাবে আমাদের দেব-দেবী হাজির হয়েছেন আমাদের মাঝে। মানুষের শরীর নিয়ে ফিরে আসবার কথা তাঁদের, পবিত্র গান গাইবার কথা... সবই ঠিকঠাকমত ঘটেছে; তাই আদর্শ ভৃত্যের মত তাঁদেরকে বরণ করে নিই আমি, তোমাদের সামনে উপস্থিত করি, তোমরাও পরম বিশ্বাসে তাঁদের হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দিয়েছ। কিন্তু এরপর কী ঘটল? আমাদের যুগ-যুগান্তের নিয়মকানুন পাল্টে দিলেন তাঁরা, মানব-উৎসর্গ নিষিদ্ধ করলেন, লাথি মেরে সরিয়ে দিলেন তাঁদেরই পরম অনুগত ভৃত্য... আমাকে! আকার নির্দেশে আমাদের দুই পুরোহিতকে হত্যা করল তাঁরই অনুচর... উদ্ধারকর্তা যার নাম। তোমরা কেউ তার প্রতিবাদ করোনি। আমিও দেবতাদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মুখ

www.BanglaBook.org

বুজে মেনে নিয়েছি সব। কিন্তু ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে? ভয়ানক অভিশাপ নেমে এসেছে আমাদের উপর। বলো তোমরা, সত্যিকার দেবতারা কি এর প্রতিকার করতে পারতেন না? পারতেন, কিন্তু এঁরা পারেননি। উল্টো দোষ দিচ্ছেন নিরীহ প্রজাদের... বলছেন আমাদের অপরাধেই নাকি এমন দুর্যোগ নেমে এসেছে! এর কোনও মানে হয়? অভিযোগ তুলছেন ওঁরা পুরোহিতদের বিরুদ্ধে... হ্যাঁ, সেই অভিযোগ সত্যি। দেবতাদের কালো ভৃত্যগুলোকে অপহরণ করেছি আমরা, একজন-দুজন করে নিক্ষেপ করেছি পবিত্র কুমিরের মুখে। কিন্তু ওটা ছিল সম্পূর্ণই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। আমরা দেখতে চাইছিলাম, দেবতারা তাঁদের ভৃত্যদের রক্ষা করতে পারেন কি না। দেখতেই পাচ্ছ তোমরা, পারেননি ওঁরা। উল্টো আস্ফালন জুড়েছেন, জবাব চাইছেন আমাদের কাছে। কীসের জবাব? সর্বজ্ঞানী, অন্তর্যামী দেবতারা কেন প্রশ্ন করবেন আমাদেরকে, জবাব তো তাঁদের এমনিতেই জানবার কথা।

'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কুয়াশার বাসিন্দারা, এসব দেখে সন্দেহ জেগে উঠল আমার মনে। অন্যায়... অনৈতিক একটা কাজ করলাম আমি—গুপ্তচর ঢোকালাম রাজ-প্রাসাদে। যালের পত্নী—আমারই নাতনি সাগা... আর ওর চাকরানীদের দায়িত্ব দিলাম, ওখানে কী ঘটছে, সেটা জানবার জন্য। ওরা নিবিড়ভাবে দেখেছে দুই দেব-দেবীকে, আমাকে জানিয়েছে—বামনটা একান্তে মোটেই দেবতার মত আচরণ করে না। তাকে দেখে বরং নিচু জাতের একটা মানুষ বলে মনে হয়। মদের নেশায় মাতাল হয়ে সে প্রায়ই গল্প শোনায়—দূরদেশে উদ্ধারকর্তার সঙ্গে মিলে কী নাকি বীরত্ব দেখিয়ে এসেছে।

'এসব শোনার পর আমার বিশ্বাসের ভিত নড়ে গেল, বন্ধুরা। তারপরও দেবতার কাছে শক্তি চাইলাম, আলো চাইলাম... আর সেটা অবশেষে সেই আলো আমায় দেখিয়েছেন

www.BanglaBook.org

ওপরঅলা। গতকাল দেবীর নিজস্ব দাসীটা আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছে, স্বীকারোক্তি দিয়েছে... আর তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে রহস্যটা। এরা দেব-দেবী নয়, আমার ভাই ও বোনেরা। তোমার-আমার মতই সাধারণ মানুষ। ওই দাসী আসলে আমাদের জাতির এক নারী, এক পুরোহিতের মেয়ে, বহুকাল আগে এই দেশ ছেড়ে কোনও এক কারণে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই চাকরানীর মুখেই আমাদের গল্প শুনেছে এই সাদা মহিলা আর তার সঙ্গীরা। আমাদের পবিত্র লাল-নীল পাথরগুলো চুরি করবার মতলব এঁটেছে, তারপর হানা দিয়েছে ভণ্ড-দেবদেবী সেজে! চাকরানীর মনে অনুশোচনা জেগেছে, সে নিজেই সব শোনাবে তোমাদের সামনে। অ্যাই, নিয়ে এসো ওকে!'

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে গোটা অ্যাম্ফিথিয়েটারে। ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে, কথা বলতে ভুলে গেছে সবাই। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সাক্ষীর বক্তব্য শুনতে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বিশাল মূর্তিটার পায়ের কাছে উদয় হলো সোওয়া, দাঁড়াল সবার দিকে ফিরে।

'বলো তোমার কাহিনি,' নির্দেশ দিল নাআম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোওয়া। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমাদেরই একজন, ভাই ও বোনেরা। আমিও একজন কুয়াশা-মানব, আমায় দেখে তোমরা নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারছ। এক পুরোহিতের সন্তান আমি, চল্লিশ বছর আগে ব্যক্তিগত এক কারণে এই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। বাইরের জগতে এতকাল কাটিয়েছি আমি। শেষ বিশ বছর কেটেছে এক সাদা মনিবের অধীনে। তাঁর স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাই বাচ্চাটার দায়িত্ব নিতে হয়েছিল আমাকে। তোমাদের সামনে যে-ভণ্ড দেবী বসে আছে, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সে-ই ওই বাচ্চা। ওকে আমরা স্বর্গের রাখালবালিকা বলে ডাকি।

www.BanglaBook.org

'দেখতেই পাচ্ছ, বয়স হয়েছে আমার, নিজ দেশে ফিরে তাই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাতে ইচ্ছে হয়েছে। তাই আমার মালকিনকে জানিয়েছিলাম জন্মভূমির খবর। একা ফিরবার সাহস হয়নি, তাই সাহায্য চেয়েছিলাম মালকিন আর তাঁর স্বামী... ওই উদ্ধারকর্তার। কিন্তু অযথা এই ভ্রমণ করতে রাজি হননি ওঁরা, তাই দুষ্টবুদ্ধি চাপল আমার মাথায়, ওঁদেরকে আমাদের লাল-নীল পাথরের গল্প শোনালাম। বোঝালাম, কীভাবে আকা আর যাল সেজে ঢোকা যাবে এই দেশে। আসলে উদ্ধারকর্তার চাকর ওই বামনটাকে দেখেই অভিশপ্ত ইচ্ছেটা জেগে উঠেছিল মাথায়। একদম যালের মত ওর চেহারা, তোমরা সবাই সেটা স্বীকার করবে। যা হোক, এখানে এলাম আমরা, তারপর সত্যিকার দেবতারা স্বপ্নে দর্শন দিলেন আমাকে, বোঝালেন—কত বড় অন্যায় করেছি। অনুতাপ সৃষ্টি হলো আমার মনে, পালিয়ে তাই চলে গেলাম প্রধান পুরোহিতের কাছে, সব খুলে বললাম তাঁকে। এই-ই হলো আমার কাহিনি। এখন আমি সবার কাছে করুণা এবং ক্ষমা ভিক্ষা করছি।'

সোওয়া থামার পরও চুপ রইল জনতা। গল্পটা হজম করতে সময় নিচ্ছে তারা।

জুয়ানার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে লিওনার্ড বলল, 'জলদি কিছু বলো। চমক ভাঙতে সময় লাগবে না ওদের, হৈচৈ শুরু হবার আগেই যদি কিছু বলতে না পারো, তা হলে এখানেই সব শেষ!'

মাথা ঝাঁকাল জুয়ানা, তারপর গলা তুলে বলল, 'কুয়াশার বাসিন্দারা! আমার কথা শোনো। ভালই একটা গল্প শুনিয়েছে নাআম আর আমাদের প্রাক্তন দাসী। এখন তোমরাই ভেবে দেখো, আমাদের দেবত্বের প্রমাণ দেবে কি না। বলে রাখছি, সেই প্রমাণ তোমাদের কারও জন্যই সুখকর হবে না। সত্যি বলতে কী, কোনও ধরনের প্রমাণ দিতেও আগ্রহী নই আমরা।

www.BanglaBook.org

দেবতারা কখনও অনিচ্ছুক মানুষের উপর চেপে বসে থাকতে চান না, তারচেয়ে স্বর্গে ফিরে যাওয়াই ভাল আমাদের জন্য। প্রত্যাখ্যান করো আমাদের, তাতে অসুবিধে নেই। আমরা চলে যাব। কিন্তু মনে রেখো, দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষণটি তোমাদের জন্য বিভীষিকাময় হয়ে থাকবে। কারণ যাবার সময় তিনটা জিনিস উপহার দিয়ে যাব তোমাদেরকে—দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর গৃহযুদ্ধ! ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা, কুয়াশা-মানব বলে কোনও জাতির নাম-নিশানাও আর থাকবে না পৃথিবীর বুকে। আমাদের ভৃত্যদের খুন করেছে পুরোহিতরা, তোমরা বাধা দাওনি; আমাদের অবাধ্য হয়েছ, আর এ-কারণেই তো দেখতে পাচ্ছ, কী বিপদ নেমে এসেছে! এখন নিজেরাই ভাবো, যদি আমাদের আনুগত্য স্বীকার না করো, তা হলে কী ঘটতে পারে। পূর্ণ করো তোমাদের পাপের পাত্র, নিক্ষেপ করো আমাদেরকে ওই পবিত্র কুমিরের মুখে... কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনো, তাতে আমাদের নয়, তোমাদের মৃত্যু ঘটবে।

'আর ওই বিশ্বাসঘাতিনী দাসীর কথা কী বলব? আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে ও, শয়তান ভর করেছে ওর উপরে। তবে সেটা নতুন কিছু নয়। এতকিছু বলেছে হারামজাদী, অথচ আসল কথাটাই তো বলেনি! ওর আসল পরিচয়... এই দাসী আসলে নাআমেরই মেয়ে, কুয়াশার বাসিন্দারা! কেন পালিয়ে গিয়েছিল ও, জানো? যালের কাছে উৎসর্গ হবার হাত থেকে বাঁচবার জন্য! এই অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমরা, পায়ের তলায় স্থান দিয়েছিলাম, যাতে অগ্নিদেবের সেবা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে, অথচ কী তার প্রতিদান-ই না দিল ও!

'ধরে নিলাম, সত্য কথাই বলছে দাসীটা। তার মানেটা কী দাঁড়াল? তোমাদের কি ধারণা, নিজের মেয়েকে চিনতে পারেনি নাআম, ধরতে পারেনি প্রতারণার ব্যাপারটা? আমরা যদি ভণ্ড

www.BanglaBook.org

দেব-দেবীই হই, তা হলে সেটা জেনেশুনেই আমাদের শহরে ঢুকতে দিয়েছে নাআম। ভেবেছে, দেব-দেবীর একান্ত ভৃত্য হয়ে নিজের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নেবে। যদি ষড়যন্ত্রই থাকে এখানে, সেটা সম্পূর্ণই নাআম আর তার মেয়ের! আর কিছু বলার নেই আমাদের। এখন তোমরাই ভেবে দেখো, কাকে বেছে নেবে। পাপ আর ষড়যন্ত্রের এই দেশে আমরা আর থাকতে চাই না।'

থামল জুয়ানা। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে ও, মুখ লাল হয়ে গেছে, জ্বলছে দু'চোখ। চাঁদের আলোয় সেই দৃশ্য দেখে থমকে গেল জনতা, ওর কথাবার্তা আশ্চর্য এক প্রভাব ফেলেছে ওদের উপর। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে ছায়ায় সরে গেল সোওয়া, নাআম এগিয়ে এল সামনে।

'এসব মিথ্যে!' চেঁচাল প্রধান পুরোহিত। 'আমি কোনও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নই। আমার মেয়ের মুখে গতকালই সব প্রথমবারের মত শুনেছি।'

এই কথাটাই যেন বারুদে আগুন ধরিয়ে দিল। সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল জনতা।

একদল বলল, 'ওর মেয়ে! নাআম দাসীটাকে ওর মেয়ে বলে স্বীকার করছে! তার মানে আকার কথা সত্যি!'

আরেকদল চেঁচাল, 'ভণ্ড-দেবতাদের বলি দাও!'

'না! না! ওরা ভণ্ড নয়!' তৃতীয় একটা পক্ষ চেঁচাল, তার ভিতর ওলফানের গলা চিনতে পারল লিওনার্ড। 'দেবতাদের গায়ে কেউ হাত দিয়ো না, তা হলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব!'

পুরো দশ মিনিট চলল এই হৈচৈ। এই ফাঁকে গোত্রপ্রধানরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল, তারপর তাদের মুখপাত্র উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে শান্ত হতে বললেন সবাইকে।

'কুয়াশার বাসিন্দারা, শান্ত হও তোমরা। সন্দেহ নেই, একটা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের সামনে। আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোত্রপ্রধানরা ভেবেচিন্তে তার একটা সমাধান বের করেছি। তোমাদের সবাইকে সেটা মেনে নিতে হবে। আমাদের সামনে বসা আকা আর যাল সত্যিকার দেবতা কি না, সে-বিষয়ে এখুনি কোনও মতামত দেব না আমরা। তাঁরা নিজেরাই সেটার প্রমাণ দেবেন। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা, এর মধ্যে যদি তাঁরা সূর্যের হাসি দেখাতে পারেন আমাদের, তা হলে মেনে নেব, সত্যিই তাঁদের দৈব ক্ষমতা আছে, আমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা আর পূজা পাবেন ওঁরা। কিন্তু যদি না পারেন, তা হলে যালের মূর্তির উপর থেকে পবিত্র কুমিরের মুখে নিক্ষেপ করা হবে ওঁদের, আর তখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে—ওঁরা অমর, নাকি মরণশীল। নাআমের ব্যাপারেও এখুনি কোনও রায় দিচ্ছি না আমরা, কাল সকাল পর্যন্ত ওর ব্যাপারটাও মুলতবি থাকবে; দেবতাদের মামলাটা ফয়সালা হবার পর ওর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর বিচার করা হবে। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিজের পদ আর ক্ষমতা বজায় থাকবে ওর।'

আবার গুঞ্জন শুরু হলো। একদল সন্তুষ্ট হয়েছে ব্যবস্থাটাতে, অন্যদল নাখোশ—এখুনি একটা কিছু হয়ে গেলে শান্তি পেত ওরা।

জুয়ানা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তোমাদের সিদ্ধান্ত শুনলাম আমরা। মানবো কি না, সেটা ভেবে দেখি। কাল সকালে আবার দেখা পাবে তোমরা আমাদের, প্রিয় সন্তানেরা। সূর্যকে ডেকে তুলব, নাকি জলাশয়ের পানিতে মিশে স্বর্গে ফিরে যাব, সেটা তখনই দেখা যাবে। সত্যি বলতে কী, আমরা দ্বিতীয় পন্থাটাই পছন্দ করছি। তোমাদের উপর আমরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছি। এমন সন্দিহান সন্তানদেরকে নিজেদের উপস্থিতির আশীর্বাদে সিক্ত করবার কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না। তারচেয়ে চলে গিয়ে তোমাদের ধ্বংস করে দেয়াটাই ভাল বলে মনে হচ্ছে। যা হোক, এখুনি শেষ কথা বলে দিতে চাই না। সকাল আসুক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখন সিদ্ধান্ত নেব। ওলফান, নিয়ে চলো আমাদের।'

রক্ষীদের নিয়ে এগিয়ে এল ওলফান, অভিযাত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল রাজ-প্রাসাদে। সিংহাসন-কক্ষে ঢুকে লিওনার্ড বলল, 'এসো, খাওয়া-দাওয়া করে নিই। আগামীকাল শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োজন হবে আমাদের।'

'তা তো বটেই,' মলিন হাসি হেসে বলল জুয়ানা। 'কাল যে আমরা মারা যাব!'

ত্রিশ

ফ্রান্সিসকোর প্রায়শ্চিত্ত

খাওয়া-দাওয়া শেষে আলোচনায় বসল অভিযাত্রীরা।

জুয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'কোনও আশা দেখতে পাচ্ছ?'

মাথা নাড়ল লিওনার্ড। 'উহুঁ। কাল সকালে সূর্য দেখা না গেলে আমাদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'তা হলে মরতেই হবে আমাদের,' বলল অটার। 'গত পাঁচ সপ্তাহের তুলনায় আজকের রাতটার কোনও পরিবর্তন নেই। সকালটাও একই রকম হবে। কুয়াশা-মানবদের অবশ্য খুব একটা দোষ দিতে পারছি না, এমন বিচ্ছিরি অবস্থায় পড়লে আমিও খেপে যেতাম!'

জুয়ানার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া আরও গাঢ় হলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। তারপর অনিশ্চিত গলায় বলল, 'লিওনার্ড, ফ্রান্সিসকো, তোমাদের বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগ করেনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা। হয়তো বেঁচে যাবে তোমরা!'

'আমার তা মনে হয় না,' লিওনার্ড বলল। 'দেবতাদের যদি শাস্তি হয়, তা হলে অনুচররাই বা বাদ যাবে কেন? তা ছাড়া... সত্যি বলতে কী, তোমার কিছু হয়ে গেলে আমিও বাঁচতে চাই না।'

'ধন্যবাদ, লিওনার্ড,' মোলায়েম গলায় বলল জুয়ানা। 'আমার সঙ্গে মরতে চাইছ বলে সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু তাতে লাভ কী? আচ্ছা, কী করবে ওরা আমাদের সঙ্গে? মূর্তির মাথা থেকে জলাশয়ে ফেলে দেবে?' বলতে বলতে কেঁপে উঠল ও।

'সম্ভবত তেমনটাই ওদের ইচ্ছে,' লিওনার্ড মাথা ঝাঁকাল। 'তবে ব্যাপারটা এড়াবার উপায় আছে আমাদের হাতে। বিষটা... ওটা কাজ করতে কতটা সময় নেয়, তা জানো?'

'আধ মিনিট,' বলল জুয়ানা, 'কমও হতে পারে। অটার, তুমি কি এখনও বিষটা নেবে না? ভেবে দেখো ভালমত।'

'না, রাখালবালিকা,' দৃঢ় গলায় বলল অটার। বিপদের মুখে আবারও পুরনো রূপ ফিরে পেয়েছে ও—সাহসী, ধৈর্যশীল, এবং ঠাণ্ডা মাথার মানুষ হয়ে উঠেছে। 'জোর করেও আমাকে ওই জলাশয়ে ফেলতে হবে না ওদেরকে। সময় এলে আমি নিজেই ঝাঁপ দেব। মৃত্যুকে মাথা পেতে বরণ করব না, লড়াই করব ওই পানির দানবটার সঙ্গে।' উঠে দাঁড়াল ও। 'যাই, এখন মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে ওই লড়াইটার জন্য।'

'পাগল একটা!' বিড়বিড় করল লিওনার্ড ওর কথা শুনে।

অটার বেরিয়ে যেতেই ফ্রান্সিসকোও উঠে দাঁড়াল। চলে গেল নিভৃতে প্রার্থনা করতে। সিংহাসন-কক্ষে এখন লিওনার্ড আর জুয়ানা একা। সঙ্গিনীর অপরূপ অবয়বটার দিকে তাকিয়ে মুখের ভাষা হারাল ইংরেজ যুবক। মোমবাতির আলোয় কী অদ্ভুত সুন্দরই না লাগছে জুয়ানাকে! মনটা ছেয়ে গেল কষ্টে—এই অপূর্ব রূপটার স্থায়িত্ব খুব বেশি সময়ের জন্য হতে যাচ্ছে না।

www.BanglaBook.org

সকাল হলেই মৃত্যুর করাল থাবা কেড়ে নেবে জুয়ানার সমস্ত সৌন্দর্যকে।

'আমাকে ক্ষমা করো,' বিড়বিড় করে উঠল লিওনার্ড।

'কীসের জন্য, লিওনার্ড?' বলল জুয়ানা। 'ক্ষমা তো বরং আমারই চাওয়া উচিত। গত কয়েক মাসে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি আমি তোমার সঙ্গে।'

'বাজে কথা, জুয়ানা! আমার কারণেই আজ তোমার এই দশা। অল্প বয়সেই মৃত্যুর মুখে এসে পড়েছ তুমি আমারই ইচ্ছে পূরণ করতে গিয়ে। আমি তোমার খুনি, জুয়ানা... ক্ষমা করো আমাকে।' একটু ইতস্তত করল লিওনার্ড। 'আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে, সত্যকে গোপন করবার চেষ্টা করে লাভ নেই। তাই সেটা জানাতে চাই এখুনি। আ... আমি তোমাকে ভালবাসি, জুয়ানা!'

চমকে উঠল জুয়ানা। 'কী বললে? তুমি আমাকে ভালবাসো? তা হলে জেন বিচ...'

'জেন আমার অতীত, জুয়ানা। বহু বছর আগেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে। আমি নিশ্চিত, এর মাঝে আমাকে ভুলে গিয়ে ও অন্য কাউকে বিয়েও করে ফেলেছে। তোমাকে ঈর্ষান্বিত করবার জন্যই শুধু ওর নাম বলেছিলাম আমি। আসল সত্যটা হলো, আমি শুধু তোমাকেই ভালবাসি। হ্যাঁ, জুয়ানা... প্রথম যেদিন তোমাকে পেরেইরার আস্তানায় দেখেছি, সেদিন থেকেই আমি প্রেমে পড়েছি তোমার। আজ পর্যন্ত সে-প্রেমে ভাটা পড়েনি। কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়ায় মুখ ফুটে বলতে পারিনি কথাটা। আমি জানি, তুমি আমাকে পছন্দ করো না; হয়তো জীবনের এই সময়টাতে আমার এসব কথা শুনে বিরক্তও হচ্ছ... কিন্তু সত্যটা তোমাকে না জানিয়ে আমি মরতে চাই না...'

কী যেন হয়ে গেল জুয়ানার ভিতরে। আচমকা লিওনার্ডকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরল, মাথা রাখল ওর বুকে। দু'চোখ বেয়ে পানি পড়তে শুরু করেছে। লিওনার্ড হতভম্ব, ব্যাপারটা আশা করেনি ও। বিস্মিত গলায় বলল, 'কী করছ তুমি, জুয়ানা?'

'বোকা কোথাকার!' কাঁদতে কাঁদতে বলল জুয়ানা। 'তোমরা পুরুষরা সবাই অন্ধ, নইলে চোখ থাকার পরও কেন কিছু দেখতে পাও না? কেন বুঝতে পারোনি, আমিও তোমাকে ভালবাসি? প্রথম দেখায় আমিও তো তোমার প্রেমে পড়েছি, লিওনার্ড। সেদিন থেকে রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে আমার, তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। কিন্তু জেন বিচের কথা বলে তুমিই আমার ভালবাসার সামনে দেয়াল তুলে দিয়েছ, তাই সাবধানে নিজেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম দূরে। তোমাকে বুঝতে দিইনি আমার মনের খবর। জানি না, সত্যিই আমার জন্য এখন ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে কি না তোমার মনে; জেনকে দেখলে হয়তো আবার সেই প্রথম প্রেম ফিরে আসবে। কিন্তু ওসবের ভয় আমি আর করি না। মরার আগে আমিও তোমাকে আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে যেতে চাই।'

'জেনের কথা ভুলে যাও,' জুয়ানার পিঠে পরম মমতায় হাত বোলাল লিওনার্ড। 'আর কোনোদিন আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়াবে না ও।'

'ঠিক তো?' সোজা হয়ে চোখ মুছল জুয়ানা।

'আমি কথা দিচ্ছি,' হাসল লিওনার্ড। 'ওর প্রসঙ্গ এখন বাদ দাও। অন্য কিছু বলো।'

'আমি কিছু বলতে চাই না, তুমি বলো।'

'ওমা! আমি কী বলব?'

'বলো তুমি আমায় ভালবাসো। বার বার বলো! ওই কথাটা শোনার জন্য কতকাল থেকে অপেক্ষা করছি আমি, জানো?'

'একা আমিই বলব?'

হেসে ফেলল জুয়ানা। লিওনার্ডকে জড়িয়ে ধরল আবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, লিওনার্ড।'

'আমিও, জুয়ানা!'

রাতে আর ঘুম হলো না ওদের। হাত ধরাধরি করে বসে রইল ওরা। গল্প করল। জীবনের গল্প... ভালবাসার গল্প। দুজনের মধ্যকার সমস্ত পর্দা সরে গেল, একে অন্যের মনের গহীনে উঁকি দিল নির্ভাবনায়।

ভোর ঘনাতেই সচকিত হয়ে উঠল লিওনার্ড। সময় এগিয়ে আসছে মন্দিরে যাবার। জোর করে জুয়ানাকে নিয়ে গেল কামরায়, বিছানায় শুতে বাধ্য করল। মন্দিরে কী ঘটবে, তা এখনও সঠিক বলা যায় না, তার আগে মেয়েটার একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। শোয়ার ব্যাপারে অনীহা দেখালেও জুয়ানার শরীর ক্লান্তির কাছে হার মানল খানিক পরেই। লিওনার্ড ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতেই দু'চোখ মুদে এল ঘুমে।

জুয়ানার শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে এলে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল লিওনার্ড, ফিরে এল সিংহাসন-কক্ষে। অটার আর ফ্রান্সিসকোকে পাওয়া গেল ওখানে। কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে।

মনিবকে ফিরতে দেখে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অটারের। কাছে এসে বলল, 'দেখুন, বাস!' জামার ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা জিনিস বের করল।

ভাল করে তাকাতেই অস্বাভাবিক একটা অস্ত্র দেখতে পেল লিওনার্ড, রাতভর খেটেখুটে ওটা তৈরি করেছে বামন; কুলিরা উধাও হবার পর পুরোহিতদের রেখে যাওয়া ছুরি দু'টো কাজে লাগিয়েছে ও—চামড়ার দড়ি দিয়ে কষে বেঁধেছে ওগুলোর হাতল। বাঁকানো ফলাদুটো এখন বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, জিনিসটাকে দেখাচ্ছে বিকট একটা দুই-মাথাঅলা বড়শির মত। টেনেটুনে দেখল—খুবই শক্ত, বাঁধন ছেঁড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

www.BanglaBook.org

'কী এটা?' কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল লিওনার্ড।

'কুমিরের খাবার, বাস,' দাঁত বের করে বলল অটার। 'জাম্বেজির পারে লোকজনকে এমন বড়শি দিয়ে কুমির ধরতে দেখেছি আমি। দানবটা আমাকে খেতে আসবে তো? হুঁহ, উল্টো ওকে আমি এটাই খাইয়ে দেব। দেখার মত একটা ঘটনা ঘটবে তখন।'

কামরার এক কোণে চলে গেল বামন, একটা দড়ির গোছা বের করে আনল—দৈর্ঘ্যে প্রায় ত্রিশ ফুট। কোত্থেকে জোগাড় করেছে, কে জানে। দড়ির মাথায় অদ্ভুত বড়শিটা বাঁধল ও। তারপর পুরো জিনিসটা বেল্টের মত পেঁচাল কোমরে... আলখাল্লার তলায়। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই।

'আহ, এবার আবার নিজেকে সত্যিকার পুরুষ বলে মনে হচ্ছে,' বুক চাপড়ে বলল অটার। 'হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, বাস। লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখে বড়ই ভাল লাগছে। আরে... ওটাই তো পুরুষের আসল কাজ! কুমিরকে আমি ভয় পাই না, তা সে যতই বড় হোক না কেন! আগেও কত কুমির মেরেছি! দেখবেন বাস, দানবটাকে ছেড়ে কথা বলব না আমি।'

বামনের উৎসাহ দেখে হেসে ফেলল লিওনার্ড। 'তোমার মত লড়তে জানলে ভালই হতো, অটার। কপাল খারাপ, পানির লড়াইয়ে আমি একেবারেই আনাড়ি; তোমাকে সাহায্য করতে পারব না। তবে শুভকামনা রইল তোমার জন্য। যদি সত্যিই হারাতে পারো দানবটাকে, তা হলে কুয়াশা-মানবদের দেশে আবার দেবতার সম্মান পাবে তুমি। সারাজীবন শাসন করতে পারবে এদেরকে।'

'ওই সম্মান দিয়ে কী করব আমি, যদি আপনিই না থাকেন?' কাঁধ ঝাঁকাল অটার। 'আপনার সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে গেছে, বাস। কথা দিচ্ছি, এই বিপদটা থেকে যদি আমি একা রক্ষা

www.BanglaBook.org

পাই... তা হলে ওই নাআমের বাচ্চা আর ওর সাগরেদগুলোকে খুন করব এক এক করে। আপনার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব! তারপর নিজেই আত্মহত্যা করে যোগ দেব আপনার সঙ্গে।'

'শুনে খুশি হলাম,' লিওনার্ডের হাসি বিস্তৃত হলো।

ঠিক তখুনি খুলে গেল দরজা। চারজন পুরোহিতের পাহারায় সিংহাসন-কক্ষে ঢুকল সোওয়া। ওকে দেখেই লিওনার্ডের চেহারা থেকে হাসি মুছে গেল, সেখানে উদয় হলো ক্রোধের ছাপ।

'কী চাও তুমি?' হিসিয়ে উঠল ও। আক্রমণ করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল বিশ্বাসঘাতিনী দাসীর দিকে।

'শান্ত হও, উদ্ধারকর্তা,' পর্তুগিজে বলল সোওয়া, সঙ্গীদের বুঝাতে দিতে চাইছে না ওর বক্তব্য। 'তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। দয়া করে একটু শোনো!'

'তোমার মুখ থেকে একটা জিনিসই শুধু শুনতে চাই আমি,' সরোষে বলল লিওনার্ড। 'মৃত্যু-চিৎকার! আমি তোমাকে খুন করব, সোওয়া!'

'পাগলামি কোরো না,' বলল সোওয়া। 'সঙ্গে পাহারা আছে, আমাকে খুন করতে এলে তুমি নিজেই খুন হয়ে যাবে। তা ছাড়া, আমি মরলে কোনও লাভ হবে না তোমাদের। বরং বাঁচলে উপকার হতে পারে। শোনো, আমি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি। ভোর হতে বেশি দেরি নেই, কিন্তু কুয়াশা আগের মতই গাঢ় হয়ে আছে। তারমানে সূর্য দেখা যাবে না। ছোট মালকিন আর বামন কুকুরটাকে মূর্তির মাথা থেকে জলাশয়ে ছুঁড়ে ফেলা হবে। পাদ্রী আর তোমাকে দৃশ্যটা অসহায়ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে, উদ্ধারকর্তা। কারণ তোমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, আগামী উৎসবে বলি দেবার জন্য!'

'নতুন কিছু বলছ না তুমি,' বলল লিওনার্ড। 'আমাদের দুজনকে বাঁচিয়ে রাখা হবে... এটুকু ছাড়া। ওটা শুনে খুশিও হচ্ছি না, জুয়ানার সঙ্গেই মরতে চাই আমি। আর কিছু বলার না থাকলে

www.BanglaBook.org

এখন বিদেয় হও। তোমার নোংরা চেহারা দেখার ইচ্ছে নেই আমার।'

'আছে... আরও কিছু বলার আছে আমার। আমাকে ভুল বুঝো না, ওই পাদ্রী আর তুমি আমার মালকিনকে যতটা ভালবাসো, তার চাইতে আমি কম বাসি না। তাই সাহায্য করতে চাই ওঁকে। শোনো, আজ ভোরে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, কিন্তু তাদের ভিতর একজনকে যে আমার মালকিনই হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। কুয়াশার কারণে এমনিতেই কোনও কিছু ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না, মূর্তির মাথাটাও অনেক উঁচুতে। যদি মালকিনের আলখাল্লা পরে অন্য কেউ ওখানে যায়, তা হলে নীচ থেকে পার্থক্যটা ধরতে পারবে না কেউ।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' বিরক্ত হলো লিওনার্ড। 'আকার-আকৃতির ব্যাপার আছে। আমি তোমার মালকিনের চেয়ে অনেক লম্বা...'

'তোমার কথা বলছি না। বলছি ওই পাদ্রীটার কথা!'

থতমত খেয়ে গেল ফ্রান্সিসকো, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল লিওনার্ড আর সোওয়ার দিকে।

'কী বললে? ফ্রান্সিসকো?' লিওনার্ডের ভুরু কুঁচকে গেছে।

'হ্যাঁ, ভাল করে দেখো। মালকিনের চাইতে খুব একটা লম্বা নয় ও। যদি আলখাল্লা পরে মুখটা ঢেকে রাখে... কথা না বলে... তা হলে বোঝার কোনও উপায় থাকবে না। পরেও ধোঁকাটা ধরা পড়বে না। কুমিরের পেট থেকে কোনও প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব নয়।'

'প্রমাণ জোগাড় করা যাবে না মানে? জুয়ানাই তো থেকে যাচ্ছে পিছনে। ওকে নিয়ে কী করবে?'

'মন্দিরের তলায়, পাতালঘরে একটা কয়েদখানা আছে। ওখানেই তোমাকে আর পাদ্রীকে বন্দি করে রাখার কথা। মালকিনকে পাদ্রীর পরিচয়েই আলখাল্লায় মুড়ে ওখানে রাখব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা। কয়েকদিন পর বের করে আনব জনসমক্ষে। লোকে ভাববে, দেবী কুমিরের মুখে পড়েও মারা যাননি। ওঁকে আর সন্দেহ করবে না কেউ, সত্যিকার আকা বলে মেনে নেবে। এতে কোনও ঝুঁকি নেই, উদ্ধারকর্তা। আমার বাবাই এ-পরিকল্পনা করেছেন। উনি কীরকম বিপদে আছেন, তা তো বুঝতেই পারছ। মালকিনকে সত্যিকার দেবী হিসেবে প্রমাণ করেই শুধুমাত্র বাঁচতে পারেন উনি। হ্যাঁ, তোমার বামন চাকরটা মারা যাবে, কিন্তু ওর ব্যাপারে কিছু করার নেই। এখন বলো, বুদ্ধিটা কেমন মনে হচ্ছে?'

'তুমি যে কত বড় ডাইনি, সেটার প্রমাণ পেলাম আরেকবার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল লিওনার্ড। 'এতকিছুর পরও তোমার দেখছি শিক্ষা হয়নি। আবারও নতুন চাল চালছ। ফাঁদে ফেলতে চাইছ আমাদেরকে। উঁহুঁ, সোওয়া, তোমার জালে আর পা দেব না আমরা। এরচেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

'আমি কোনও চাল দিচ্ছি না,' প্রতিবাদ করল সোওয়া। 'শুধু মালকিনের প্রাণ বাঁচাতে চাইছি... ওঁকে ভালবাসি বলে! তোমার নিজের প্রাণও তো বাঁচবে এতে! সেটা ভাবছ না কেন?'

'নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য একজন ভালমানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারব না আমি, জুয়ানাও রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'আমি নিজেই যদি যেতে চাই?' বলে উঠল ফ্রান্সিসকো।

'ফাদার! কী বলছেন আপনি?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লিওনার্ড।

করুণ একটা হাসি ফুটল ফ্রান্সিসকোর ঠোঁটে। 'এটাই আমার নিয়তি, বন্ধু। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এই দেশে এসেছিলাম আমি... এভাবেই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে সুযোগ দিচ্ছেন ঈশ্বর। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারছি, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়ে আরও বড় পাপ করতে পারব না।'

'কিন্তু...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর কোনও কিন্তু নয়, বন্ধু। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। যাব আমি সেনিয়রা রুডের জায়গায়। নিজের জীবন দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করব, আপনাদের দুজনের মিলনের পথ সুগম করে দেব। এমন প্রতিজ্ঞা করেই তো বেরিয়েছিলাম। দয়া করে বাধা দেবেন না আমাকে।'

'জুয়ানা কিছুতেই রাজি হবে না...'

'সোওয়া নিশ্চয়ই কোনও মতলব এঁটেছে,' বলল ফ্রান্সিসকো। তাকাল প্রৌঢ়া দাসীর দিকে। 'কী, ঠিক বলেছি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে আলখাল্লার ভিতর থেকে একটা ছোট্ট থলে বের করে দিল সোওয়া। বলল, 'এই ওষুধটা দিয়েই বামন কুকুরটাকে বেহুঁশ করেছিল সাগা। পানির সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দাও মালকিনকে। কিছুই টের পাবেন না উনি। আমাদের পরিকল্পনায় বাধা দিতে পারবেন না।'

থলেটা নিল ফ্রান্সিসকো। লিওনার্ডকে বলল, 'চলুন।'

পা নড়াতে পারল না লিওনার্ড। ভিতরে ভিতরে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। এ কেমন পরিস্থিতির মধ্যে ও টেনে এনেছে সবাইকে? ওর উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যই তো এ-অভিযানে এসেছে সবাই। আর এখন ওর কারণেই আত্মত্যাগ করতে হচ্ছে নিরীহ একজন মানুষকে। যদি কাউকে প্রাণ দিতে হয়, সবার আগে ওরই দেয়া উচিত। হায়! সে-উপায় নেই!

লিওনার্ডের কাঁধে হাত রাখল ফ্রান্সিসকো। 'খামোকা মন খারাপ করবেন না। ঈশ্বর সবার ভাগ্য লিখে রেখেছেন, চাইলেও আপনি তা বদলাতে পারতেন না। আমাকে নিয়েই বা ভাবছেন কেন এত? এমন একটা কাজ করতে পারছি, সেটা তো আমারই সৌভাগ্য!'

'ফ্রান্সিসকো,' নরম গলায় বলল লিওনার্ড। 'আপনাকে শুধু ভালমানুষ বললে কম বলা হয়। একজন বীর আপনি, জলজ্যান্ত মহাপুরুষ! আমি আপনাকে সম্মান জানাতে চাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাসল ফ্রান্সিসকো। 'থাক, অত সম্মান দেখাতে হবে না। পারলে আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন।' লিওনার্ডের হাতে গুঁজে দিল থলেটা। 'যান, সেনিয়রা রডকে খাইয়ে দিয়ে আসুন ওষুধটা।'

সিংহাসন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে জুয়ানার কামরায় গেল লিওনার্ড। একটা পানপাত্রে পানি ঢেলে তাতে মেশাল থলের ওষুধটা। তারপর ডেকে তুলল জুয়ানাকে।

'কী ব্যাপার... ভোর হয়ে গেছে?' হাই তুলতে তুলতে উঠে বসল জুয়ানা।

'না, এটা খেয়ে নাও,' পানপাত্রটা ওর হাতে তুলে দিল লিওনার্ড। 'শক্তি পাবে।'

চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল জুয়ানা। হঠাৎ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'জানো, স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ! ছোট্ট, সাজানো-গোছানো একটা সংসারের স্বপ্ন। তোমার-আমার সংসার। ইশশ, যদি সত্যি হতো ওটা!'

'কপালে থাকলে হতেও তো পারে। আমরা তো এখনও মরিনি।' লিওনার্ড বলল। 'পানিটা খেয়ে নাও।'

ঢক ঢক করে পুরোটা শেষ করল জুয়ানা, তেষ্টা পেয়েছিল বোধহয়। পানপাত্রটা খালি হতেই বলল, 'এ মা! পানিটার স্বাদ এমন বিচ্ছিরি কেন, লিওনার্ড?'

বলতে বলতেই চোখদুটো মুদে এল ওর, ঢলে পড়ল বিছানায়। সাবধানে ওকে শুইয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল লিওনার্ড। বারান্দাতেই অপেক্ষা করছে সঙ্গীরা। ইশারা করল ওদেরকে।

ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল সোওয়া, আউটার আর ফ্রান্সিসকো। প্রহরী-পুরোহিতদের বাইরে দাঁড়াতে বলল প্রৌঢ়া দাসী, ওরাও আপত্তি করল না। দেবীর কামরাতে সবার ঢোকার অনুমতি নেই। তাই বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোওয়ার সাহায্য নিয়ে দ্রুত অদল-বদল করা হলো জুয়ানা আর ফ্রান্সিসকোর আলখাল্লা। পোশাক পরা শেষে নিজের ডায়েরিটা বের করল পাদ্রী, ওটা সবসময় সঙ্গে রাখে সে। একটা ফাঁকা পৃষ্ঠা খুলে গুটি গুটি অক্ষরে কী যেন লিখল, তারপর ডায়েরি-সহ একটা জপমালা তুলে দিল লিওনার্ডের হাতে।

'সেনিয়রা রডকে পড়তে দেবেন এটা,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'আমি মারা যাবার পর, তার আগে নয়। ঠিক আছে? আর এই জপমালাটাও দেবেন ওঁকে, আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে। ওটা হাতে নিয়েই সবসময় ওঁর জন্য প্রার্থনা করেছি আমি। যদি সম্ভব হয়, উনি যেন ওটা নিয়েই আমার জন্য প্রার্থনা করেন।'

চোখে পানি এসে গেল লিওনার্ডের। পাদ্রীকে জড়িয়ে ধরল ও। কিছু বলতে পারল না।

'প্রস্তুতি শেষ,' কাছে এসে বলল সোওয়া। লিওনার্ডের হাতে তুলে দিল লাল রুবিটা। 'এটা রাখো। এটার জন্য অনেক ঝামেলা সয়েছ, তোমার একটা অধিকার জন্মে গেছে পাথরটার উপর। সামলে রাখো, কিছুতেই যেন না হারায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'এবার আমাদের যেতে হয়, উদ্ধারকর্তা। মালকিনকে কোলে নাও। মুখটা যেন দেখা না যায়। প্রহরীদের আমি বলব, পাদ্রী অজ্ঞান হয়ে গেছে। তোমাদেরকে আর মন্দিরের অনুষ্ঠানে নেয়া যাবে না। সরাসরি পাতালঘরে নিয়ে যেতে বলব।'

'আর ওরা?' ফ্রান্সিসকো আর অটারকে দেখাল লিওনার্ড।

'এখানেই থাকবে মন্দিরে যাবার আগ পর্যন্ত,' বলল সোওয়া। 'বিদায়, পাদ্রী! স্বীকার করতে দোষ নেই, আমিও ভুল বুঝেছিলাম তোমাকে। সত্যিই তুমি সাহসী মানুষ। আত্মত্যাগের যে-দৃষ্টান্ত তুমি দেখাতে যাচ্ছ, তার জন্য আমিও সম্মান জানাচ্ছি তোমাকে। আর হ্যাঁ, আমরা যাবার পর সাবধানে থেকো। কাউকে তোমার চেহারা দেখতে দিয়ো না। শব্দও কোরো না কোনোরকম।'

অটারের দিকে ফিরল লিওনার্ড। বামনকে কিছুটা বিভ্রান্ত

www.BanglaBook.org

দেখাচ্ছে। ও জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কী করতে যাচ্ছি, তা বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল অটার। বলল, 'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। কিন্তু ডাইনিটাকে বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না আপনার, বাস। আপনাকে মন-প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে ও। নিজের মালকিনকে হয়তো বাঁচাবে, কিন্তু আপনাকে খতম করে দেবে বলে ভয় হচ্ছে আমার।'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না,' লিওনার্ড বলল। 'তুমি নিজের খেয়াল রেখো। যদি কোনোভাবে বাঁচতে পারো কুমিরের মুখ থেকে, তা হলে ওলফানের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। কয়েদখানা থেকে আমাদের উদ্ধার করার চেষ্টা চালিয়ো। আর যদি না-ই পারো, তা হলেও অসুবিধে নেই। পরকালে গিয়ে দেখা হবে আমাদের।'

'আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না, বাস,' দুখি গলায় বলল অটার। 'কেন যে বাস টম ওই হতচ্ছাড়া স্বপ্নটা দেখতে গেলেন! নইলে এখন আমরা নেটালে থাকতাম... হালটা গরিবি হলেও অন্তত বেঁচে থাকতেন আপনি। বুড়ো হওয়া পর্যন্ত আপনার সেবা করবার ইচ্ছে ছিল, বাস। তা বুঝি আর হলো না।'

'সেবা-টেবার কথা ভুলে যাও, অটার,' বলল লিওনার্ড। 'তুমি শুধু আমার ভৃত্য নও। আমার আপনজন... আমার একমাত্র বন্ধু। যাবার আগে একটা দায়িত্ব দিয়ে যাই—ফ্রান্সিসকো যেন বিষের বড়িটা ঠিকমত খায়, সেটা খেয়াল রেখো। কুমিরের মুখে ও যেন জীবন্ত অবস্থাতে টুকরো টুকরো না হয়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল অটার।

'তাড়াতাড়ি করুন, সময় নেই!' তাড়া দিল সোওয়া।

জুয়ানার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বিড়বিড় করছিল ফ্রান্সিসকো, বিদায় নিচ্ছিল সম্ভবত। সোওয়ার ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল। হাত মেলাল লিওনার্ডের সঙ্গে। ওকে আশীর্বাদ করল:

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বিদায়, ফ্রান্সিসকো,' ধরা গলায় বলল লিওনার্ড। 'আমি নিশ্চিত, স্বর্গে আপনার জন্য আলাদা জায়গা ঠিক করে রেখেছেন ঈশ্বর।'

'আমার জন্য ভেবো না, বন্ধু,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'ওই স্বর্গে আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।'

অশ্রুসজল চোখে জুয়ানাকে বিছানা থেকে দু'হাতের ভাঁজে তুলে নিল লিওনার্ড। সোওয়ার পিছু পিছু বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

একত্রিশ

ভয়াল ভোর

বারান্দায় অপেক্ষারত চার পুরোহিতের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোওয়া; বলল, 'কাপুরুষ পাদ্রীটা ভয়ের চোটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সাদা চাকরটাও হুঁশ হারাবে যে-কোনও মুহূর্তে। ওদেরকে আর মন্দিরে নিয়ে কাজ নেই। চলো, পাতালঘরে নিয়ে যাই। দরকার হলে ওখান থেকেই পরে আবার অনুষ্ঠানে নেয়া যাবে ওদেরকে... যদি জ্ঞান ফেরে আর কী!'

শলাপরামর্শ করে নিল পুরোহিতরা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ওদেরকে নিয়ে গেল সিংহাসন-কক্ষে। দেয়ালের একটা পাথরে চাপ দিল এক পুরোহিত, ওটা সরে গিয়ে একটা খাজ বেরিয়ে পড়ল। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে গোপন একটা মেকানিজম চালু করতেই নিঃশব্দে দেয়ালের একটা অংশ সরে গেল, উন্মুক্ত হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল একটা গুপ্তপথ। লিওনার্ড বুঝতে পারল, এমন পথ দিয়েই এতদিন অপহরণ করা হয়েছে ওদের কুলিদের। সেদিন রাতে সোওয়াও এভাবেই সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্রাসাদ থেকে।

প্রবেশপথটার ওপাশে একটা ছোট্ট প্যাসেজ, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকার পাতালে। মশাল হাতে আগে ঢুকল সোওয়া, জুয়ানাকে পাঁজাকোলা করে ওর পিছু নিল লিওনার্ড। চার পুরোহিত ঢুকল সবার শেষে। ভিতরে ঢুকে প্রবেশপথটা আবার বন্ধ করে দিল তারা। পিছু তাকিয়ে নিয়মটা শিখে নিল লিওনার্ড, পরে কাজে লাগতে পারে।

শিখল অটারও, বেড়ালের মত নিঃশব্দে দলটার পিছু পিছু সিংহাসন-কক্ষে এসেছে ও। দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল সব, তারপর ফিরে গেল ফ্রান্সিসকোর কাছে।

'কীভাবে এই প্রাসাদ থেকে বেরুনো যায়, সেটা দেখে এসেছি,' বলল বামন। 'যাবেন নাকি?'

'লাভ কী?' কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রান্সিসকো। 'তাতে কেবল পাতাল-কারাগারে পৌঁছুব আমরা। ওখানে আমাদের খোঁজ পেতে অসুবিধে হবে না ওদের। মাঝখান থেকে গোটা প্ল্যানটাই চৌপাট হয়ে যাবে।'

'হুম, ঠিকই বলেছেন,' মাথা দোলাল অটার। 'তা হলে কী আর করা, অপেক্ষা করি।'

মাথা নোয়াল ফ্রান্সিসকো। নিঃশব্দে প্রার্থনা শুরু করল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পনেরো মিনিট পরেই পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। একদল পুরোহিত নিয়ে উদয় হলো নাআম, সঙ্গে পালকি নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি আলখাল্লার ঘোমটায় নিজের মুখ ঢাকল ফ্রান্সিসকো।

দায়সারাভাবে কুর্নিশ করল নাআম। বলল, 'আমি আপনাদের নিতে এসেছি, হে আকা, হে যাল। মন্দিরে সবাই অপেক্ষা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে। চলুন, ওখান থেকেই সূর্যোদয় দেখব আমরা।'

কোনও কথা না বলে উঠে পড়ল ফ্রান্সিসকো আর অটার। চড়ে বসল পালকিতে। ওদেরকে নিয়ে মন্দিরের পথে রওনা হয়ে গেল শোভাযাত্রা। পথিমধ্যে পালকির পর্দা ফাঁক করে বাইরে একটু উঁকি দিল অটার—আবহাওয়ার মতি-গতি বুঝতে চায়। কিন্তু আশাবাদী হবার মত কিছুই দেখতে পেল না। বরাবরের চাইতেও যেন আরও ঘন হয়ে জেঁকে বসেছে কুয়াশা। একটু পরেই গন্তব্যে পৌঁছুল ওরা। মূর্তির গোড়ায় নামানো হলো পালকির দুই আরোহীকে। পুরোহিত আর সৈনিকদের পাহারায় উপরে ওঠার প্যাসেজে নিয়ে যাওয়া হলো।

ফ্রান্সিসকোর কানের কাছে ফিসফিস করল ওলফান। 'দুঃখিত, রানী। আপনার জন্য কিছু করতে পারলাম না। প্রতিশোধ নেয়া ছাড়া আর কোনও কিছু করবার ক্ষমতা নেই আমার। কথা দিচ্ছি, আপনার মৃত্যুর পর নাআম আর ওর পুরোহিতদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধই নেব।'

কথা বলল না ফ্রান্সিসকো, মাথা নিচু করে প্যাসেজ ধরে এগোতে থাকল। একটু পরেই একটা সিঁড়ি উদয় হলো সামনে, সেটা ভেঙে উপরে উঠতে থাকল দলটা। কয়েক মিনিট পর পৌঁছে গেল মূর্তির মাথায়। ওখানে প্রথমবারের মত পা রাখল অটার আর ফ্রান্সিসকো।

জায়গাটা খুব একটা বড় নয়, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আট ফুটের মত। সমতল। কিনারায় কোনও ধরনের রেলিং নেই। নীচে তাকালেই চোখে পড়ে ফেনা উঠতে থাকা গভীর জলাশয়টা। জুয়ানাকে প্রথমদিন যে-সিংহাসনে বসানো হয়েছিল, সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তার বদলে রাখা হয়েছে দুটো কাঠের টুল—ওতেই বসবে ওরা।

মাথা নিচু করে রেখেছে ফ্রান্সিসকো, ঘোমটায় মুখ-ঢাকা থাকায় চারপাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচ্চতা-ভীতিতে আক্রান্ত হলো না। অটারের পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল টুলে। নাআম এমনভাবে দাঁড়াল, যাতে ফ্রান্সিসকোর আলখাল্লায় মোড়া দেহটা ঠিকমত দেখতে না পায় তার সাথীরা।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবতায়। অস্বস্তিবোধটা চরমে উঠে যাওয়ায় ঘোমটার ফাঁক দিয়ে একটু উঁকি দিল ফ্রান্সিসকো, পরমুহূর্তে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল তার। ফিসফিস করে বলল, 'অটার, আমাকে একটু ধরো। মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবো!'

'চুপ!' চাপা স্বরে ধমক দিল অটার। 'চোখ বন্ধ করে রাখুন। আর হাতে নিন বিষটা। সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

'শুরু থেকেই হাতে রেখেছি ওটা। এত উপর থেকে জ্যান্ত অবস্থায় নীচে পড়বার কথা ভাবতেও পারছি না।'

'ভাল, এখন মুখটা বন্ধ করুন।'

উপর-নীচ আর চারপাশে চোখ বোলাল অটার। পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার ছেয়ে আছে ধূসর রঙের কুয়াশায়। হঠাৎ দেখায় ধোঁয়া বলে ভ্রম হয়। কুয়াশার সেই পর্দা ভেদ করে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে নীচের গ্যালারি—মানুষের ভিড় ওখানে। কখন থেকে বসে আছে, কে জানে? অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছে সবাই। উঁচু গলায় কথা বলছে না কেউ, চাপা একটা গুঞ্জন ভাসছে বাতাসে।

জায়গা আর পরিস্থিতি... দুটোই ভয়াবহ; মনে আতঙ্ক জাগিয়ে তুলবার মত। অকুতোভয় বামনও স্নায়ুর চাপ অনুভব করতে শুরু করল। ফ্রান্সিসকো অবশ্য পারিপার্শ্বিকতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে ডাকছে স্রষ্টাকে।

পাঁচ মিনিট পেরুল, এরপর নীচ থেকে ভেসে এল গোত্রপ্রধানদের মুখপাত্রের কণ্ঠ। 'উপরে কি মহান আকা আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাল পৌঁছেছেন, পুরোহিত?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল নাআম। 'মূর্তির মাথায় ওঁরা উপবিষ্ট হয়েছেন।'

'সূর্যোদয়ের সময় হয়েছে?'

'এখনও না।' মন্দিরের পিছনে, আকাশের পানে উঠে যাওয়া তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাল নাআম।

শুধু প্রধান পুরোহিতই নয়, মন্দিরে উপস্থিত প্রতিটি দর্শকের দৃষ্টি আটকে আছে ওদিকে। কুয়াশার মাঝে ঝাপসাভাবে ফুটে আছে বিশাল পাহাড়চূড়ার অবয়ব... যেন বরফের মাঝে আটকা পড়ে আছে ওটা। ভোরের সূর্যকিরণ সবার আগে ওই চূড়াতেই পড়ে, আর ওখানে আলোর প্রতিফলন দেখেই বোঝা যায় দিনটা কেমন হবে—কুয়াশায় ঢাকা, নাকি আলো ঝলমলে। তবে আজকের মত ঔৎসুক্য নিয়ে ওদিকে ইতিপূর্বে তাকায়নি কেউ, কারণ দেবতাদের ভাগ্য-নির্ধারণীর মত ঘটনা তো আর রোজ রোজ ঘটে না।

সময় কাটতে থাকল থমথমে নীরবতায়। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকল আলো। কুয়াশা সামান্য পাতলা হয়ে এল, তবে খুব একটা কাটল না, শুধু পাহাড়ের আকৃতিটা স্পষ্টতর হলো দর্শকদের চোখে। নীচে তাকিয়ে অ্যাম্ফিথিয়েটারের দেয়ালগুলো পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল অটার। দেখতে পেল শত সহস্র মানুষের চোখও, সব যেন আঠার মত সেঁটে আছে দূর পাহাড়ের গায়ে। সবার মনে একই প্রশ্ন—কেমন হবে ভোরটা? আলোকিত, নাকি ছায়ায় ঢাকা? দেবতারা কি বাঁচবেন, নাকি মরবেন? এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থাটা আর সইতে পারল না ও, হঠাৎ করেই গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করল।

গলা খুব একটা মন্দ নয় অটারের, তা ছাড়া গাইছে একটা জুলু রণসঙ্গীত: অদ্ভুত একটা সুর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ধীরে ধীরে গলার স্বর চড়া হতে থাকল ওর, বিস্ময় নিয়ে ওর দিকে

www.BanglaBook.org

ফিরে তাকাল কুয়াশা-মানবেরা, ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল পাহাড়ের দিকে তাকাতে। বিশ্বাসই করতে পারছে না কেউ, মৃত্যুর এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কেউ এমন প্রাণ খুলে গান গাইতে পারে। নিশ্চয়ই লোকটা দেবতা, নইলে ভয়-ডর নেই কেন? চাপা ফিসফিসানি সৃষ্টি হলো ভিড়ের মাঝে।

হঠাৎ করেই আবার চুপ হয়ে গেল সবাই। অটারও গান থামিয়ে ঘাড় ফেরাল। পাহাড়চূড়ায় কুয়াশার স্তর একেবারে হালকা হয়ে গেছে—সূর্যোদয়ের সময় সমাগত। পরম প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও, ধীরে ধীরে পাহাড়ের কিনারাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

...এবং ওখানেই ইতি ঘটল ব্যাপারটার। কুয়াশাকে ভেদ করে ছুটে এল না কোনও আলোকরশ্মি। আবছা আলোটাই কেবল সম্বল হয়ে রইল কুয়াশা-মানবদের দেশের।

'রোদ ওঠেনি! রোদ ওঠেনি!!' চেঁচিয়ে উঠল জনতা। 'ভণ্ড দেবতাদের বিচার করো! খতম করো ওদের!'

'সব আশা শেষ,' ফ্রান্সিসকোকে বলল অটার। 'ওষুধটা খেয়ে ফেলুন, বন্ধু। বিদায়!'

ছলছল চোখে ঘোমটা ফাঁক করে ওর দিকে তাকাল পাদ্রী, চেহারায় তীব্র বিষাদ ফুটে উঠেছে।

'পুরোহিতরা!' নীচ থেকে চেঁচাল গোত্রপ্রধানদের মুখপাত্র। 'ঠিক করে বলো, সূর্য দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না।'

'ভোর হয়ে গেছে, মান্যবর,' জানাল নাআম। 'কিন্তু রোদের দেখা মেলেনি।'

'তাড়াতাড়ি করুন!' তাড়া দিল অটার।

মাথা ঝাঁকিয়ে ডান হাত মুখের কাছে নিল ফ্রান্সিসকো, কিন্তু থমকে গেল ওই অবস্থাতে। পাদ্রীর শরীরে কাঁপুনি দেখতে পেল অটার, কয়েক মুহূর্ত পর নেমে গেল হাতটা।

'আ... আমি পারব না,' বলল ফ্রান্সিসকো। 'আত্মহত্যা করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহাপাপ। ওদের হাতেই খুন হতে হবে আমাকে।'

টলে উঠল সে, আতঙ্কে জ্ঞান হারাল, চিৎ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করল টুল থেকে। ব্যাপারটা লক্ষ করল নাআম, বুঝতে পারল—পাদ্রী পড়ে গেলেই ঘোমটা সরে যাবে মুখ থেকে, ফাঁস হয়ে যাবে ভণ্ড-দেবীর আসল পরিচয়! বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, খপ করে অজ্ঞান দেহটা পিছন থেকে ধরে ফেলল, মুখ থেকে সরতে দিল না আবরণ। সাবধানে অজ্ঞান পাদ্রীকে নিজের শরীরে ভর দিয়ে দাঁড় করাল সে।

ক্রুদ্ধ চোখে প্রধান পুরোহিতের দিকে তাকাল অটার। ইচ্ছে হলো ব্যাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে নিয়েই রওনা দেয় নীচের জলাশয়ের দিকে। কিন্তু ফ্রান্সিসকো থাকায় সেটা সম্ভব নয়। ধস্তাধস্তিতে পাদ্রীর ঘোমটা সরে যেতে পারে। সরোষে উঠে দাঁড়াল বামন, পা ঠুকল মূর্তির মাথায়, তারপর খেপার মত নিজের টুলটা তুলে ছুঁড়ে ফেলল নীচে। সোজা পানির বুকে আছড়ে পড়ল ওটা, কিনারায় বাড়ি খেল না। সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অটার, নিশ্চিন্তে লাফ দিতে পারে। পানিতেই পড়বে, কিনারে নয়।

বামনের আচরণকে ভুল বুঝল পুরোহিতরা, ধরে নিল—পালাতে চাইছে। দু'জন হিংস্র ভঙ্গিতে এগিয়ে এল ওর দিকে, গায়ের জোর খাটিয়ে ওকে কবজা করতে চায়। নড়ল না অটার, কাছে আসতে দিল লোকদুটোকে, তারপর আচমকাই সাপের মত ছোবল দিল ওর হাত, ডানদিকের পুরোহিতকে আঁকড়ে ধরে ফেলল, বলল, 'চলো, একসঙ্গেই যাই নীচে।'

পরমুহূর্তে মূর্তির মাথা থেকে লাফ দিল ও।

আতঙ্কিত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আটকা পড়া পুরোহিতের মুখ দিয়ে, অটারের বজ্রমুষ্ঠি থেকে ছাড়াতে পারেনি নিজেকে, পড়ে যাচ্ছে সে-ও। গ্যালারিতে হুল্লোড় করে উঠল উত্তেজিত জনতা।

www.BanglaBook.org

শূন্যে থাকতেই পুরোহিতকে ছেড়ে দিল অটার, শরীরের ভঙ্গি ঠিক করে নিল, পানির সারফেসে বেমক্কা আছাড় খেয়ে মরতে চায় না। খাড়া একটা বর্শার মত সোজা ছুটে গেল জলাশয়ের দিকে। যেন অনন্তকাল ধরে চলল পতনটা, তারপর হঠাৎই পায়ের পানির স্পর্শ পেল ও, চারপাশে ছিটকে উঠল তরল, জলাশয়ের গভীরে ঢুকে গেল অটার। প্রায় একই সাথে পড়ল পুরোহিতও।

ঠাণ্ডা পানি মুহূর্তেই অটারের ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস টেনে বের করে নিয়ে গেল। প্রস্তুতি থাকলেও কয়েক মুহূর্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল পেশি, শরীর যেন ভারী হয়ে গেছে, ওকে টেনে নীচে নিয়ে যাচ্ছে। সচেতন হতেই হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল ও, উপরে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দ্রুত, কিছুতেই ভাসতে পারছে না। শরীরের কোষে কোষে সঞ্চিত শেষবিন্দু শক্তি একত্র করে আবার লাথি ছুঁড়ল অটার, এইবার পারল উঠে আসতে। ভুস করে মাথা জাগাল পানি থেকে।

ঠিক তখুনি আরেকটা দেহ আছড়ে পড়ল ওর পাশে—অন্তোন ফ্রান্সিসকোকে ফেলে দিয়েছে নাআম। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তলিয়ে গেল হতভাগ্য পাদ্রী। ডুবসাঁতার দিয়ে জলাশয়ের উত্তর দিকটার পানে এগোতে শুরু করল অটার, আগেই খেয়াল করেছে—স্রোত ওখানে তুলনামূলকভাবে দুর্বল। একটু পরেই ওখানে পৌঁছে গেল, পানি থেকে মাথা তুলে দম নিতে শুরু করল ও, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল জলাশয়ের দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসা একটা মাঝারি আকারের পাথর।

চারদিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে উঠল অটার। ছায়ায় ঢাকা একটা অংশে এসে পৌঁছেছে ও, হাত-পাও ছুঁড়তে হচ্ছে না ভেসে থাকার জন্য। উপর দিকে উঁকি দিলেও ওর কালো দেহটাকে ছায়া থেকে আলাদা করতে পারবে না কেউ, পাথরটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরে থেকে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারবে এখানে... মানে কুমিরটা যদি বাগড়া না দেয় আর কী! উঁকি অবশ্য দর্শকদের সবাই দিচ্ছে, বকের মত গলা বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছে জলাশয়ে কী ঘটছে। তবে সবার চোখ আটকে আছে মাঝখানটায়, ওখানে ভেসে উঠেছে অটারের টানে পানিতে পড়া পুরোহিতের মৃতদেহ, পানিতে বেমক্কা আছাড় খেয়ে পটল তুলেছে লোকটা। স্রোতের ঘূর্ণিতে আটকা পড়ে গেছে লাশটা, কর্কের মত ডুবছে-ভাসছে।

'চমৎকার!' চওড়া হাসি ফুটল অটারের মুখে। 'কুমিরটার জন্য একটা টোপ পাওয়া গেল। তাতে আমারই সুবিধে।'

কোমর থেকে দড়িতে বাঁধা ছুরির বড়শিটা খুলে আনল অটার, মুঠো করে ধরল একহাতে। আর তখুনি উপর থেকে ভেসে এল নতুন করে চেঁচামেচি।

'আবার কী হলো?' ভুরু কুঁচকে উপরদিকে তাকাল ও, কান পাতল হৈচৈ-এর বিষয়বস্তু বুঝতে। পরমুহূর্তে তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওর মন।

চেঁচামেচির কারণ আর কিছুই নয়—কুয়াশা-মানবদের ভাষায় একটা *অলৌকিক* ঘটনা ঘটে গেছে। স্মরণকালের ইতিহাসে এই প্রথম কুয়াশায় ঢাকা ভোর পরিণত হয়েছে আলোকিত ভোরে! চোখের পলকে সরে গেছে ধূসর পর্দা, পাহাড়চূড়া এখন ঝলমল করছে সোনালি রোদে—যেন আগুন লেগে গেছে ওখানে!

'অন্যায়ভাবে উৎসর্গ করা হয়েছে দেবতাদের!' চেঁচিয়ে উঠল জনতা। 'ওঁরা সত্যিকার দেবতা ছিলেন! ওই দেখো, পাহাড়ের মাথায় রোদ খেলা করছে!'

চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল গোটা মন্দিরে, পুরোহিতদের রক্ত পেতে হন্যে হয়ে উঠেছে দর্শকরা। কিন্তু দক্ষ হাতে সেটা সামাল দিল নাআম। পঞ্চাশ বছর ধরে পুরো দেশের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছে সে; মাথায় বুদ্ধি না থাকলে, কিংবা জুৎসই

www.BanglaBook.org

কথা বলতে না জানলে সেটা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে নিজের উপস্থিতবুদ্ধির চমৎকার প্রমাণ দেখাল।

'হ্যাঁ, অলৌকিক ঘটনাই বটে!' চেঁচিয়ে বলল নাআম। 'আগে কোনোদিন আমরা এভাবে ভোরকে বদলে যেতে দেখিনি। কিন্তু ভাই ও বোনেরা, এর কারণ তোমরা যা ভাবছ, তা নয়; অন্যায়ভাবে উৎসর্গ করা হয়নি কাউকে। বরং ভণ্ড দেব-দেবীকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি বলেই সত্যিকার আকা আর যাল খুশি হয়ে উঠেছেন আমাদের উপর। ওঁরাই আবার সূর্যের আলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে!'

যেন পানি পড়ল আগুনে, থেমে গেল কোলাহল। ব্যাখ্যাটা একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। তারপরও যে দ্বিধা নেই কারও মধ্যে, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। তবে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে সবাই। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। খানিকক্ষণ জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল জনতা, সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটতে না দেখে ভাটা পড়ল উৎসাহে। আস্তে আস্তে চলে যেতে শুরু করল সবাই। শুধুমাত্র অল্প কিছু কৌতূহলী পুরোহিত আর ওলফান বসে রইল জলাশয়ের পাশে।

উপরের হৈ-হল্লা কমে যেতেই আবার জলাশয়ের দিকে মনোযোগ দিল অটার। বিশাল মূর্তির পায়ের তলায় একটা গুহা নজর কাড়ল ওর—আট ফুটের মত ব্যাস, ভিতরটা অন্ধকার। সারফেস থেকে ছ'ইঞ্চি উপরে ওটার তলা, ভিতর থেকে পানির একটা সরু ধারা বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ ওটার মধ্যে একটা নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল, তারপরই বিকট প্রাণীটা উদয় হলো দৃষ্টিসীমায়।

অল্প একটু সময়ের জন্য ওটাকে দেখল অটার, তাতেই বুকে হাতুড়ির ঘা পড়তে শুরু করল। ভয়ঙ্কর ওটার চেহারা, অবিশ্বাস্য ওটার আকৃতি। যেন নরকের কোনও দৈত্য নেমে এসেছে পৃথিবীতে। তীরের বেগে বেরিয়ে এল কুমিরটা, গুহা থেকে

www.BanglaBook.org

সাপের মত পিছলে নেমে গেল পানিতে। ডুব দিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার ভেসে উঠল মৃত পুরোহিতের পাশে. বিশাল দেহ নিয়ে কীভাবে এত দ্রুত নড়াচড়া করছে, সেটাই অবাক ব্যাপার। সেদিনের মত বিরাট এক হা করে চোয়ালের ফাঁকে আটকে ফেলল লাশটাকে, তারপর আবার ডুবে গেল। গুহার মুখে দৃষ্টি ফেলল অটার, কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখল—নতুন শিকার নিয়ে অন্ধকার গহ্বরটায় হারিয়ে গেল প্রাণীটা।

ঘন ঘন ঢোক গিলল অটার দৃশ্যটা দেখে। স্বীকার করতে দোষ নেই, ভয় পেয়ে গেছে। কাছ থেকে দানবটাকে চাক্ষুষ করার পর লড়াইয়ের ইচ্ছে উবে গেছে ওর। চঞ্চল চোখে জলাশয়ের দেয়ালে দৃষ্টি বোলাল, পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু লাভ হলো না। একেবারে মসৃণ জলাশয়ের দেয়াল, কুয়ার মত। পাক্কা ত্রিশ ফুট উঁচু। খাঁজ-টাজ নেই। লুকানো পথ থাকতে পারে, কিন্তু প্রবল স্রোত ঠেলে সেটা খোঁজা সম্ভব নয়। কুমিরের গুহার উপরে দুটো ফোকর দেখতে পেল... সম্ভবত মূর্তির ভিতরের প্যাসেজগুলোতে গিয়ে মিশেছে, কিন্তু ওগুলো নাগালের বাইরে। তা ছাড়া আকারেও খুব ছোট, ব্যাস এক ফুটের বেশি হবে না। তাই মাথা ঘামাল না।

অস্থিমজ্জায় কামড় বসাতে শুরু করেছে পাহাড়ের বরফ গলা ঠাণ্ডা পানি। ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে দেহ। প্রমাদ গুনল অটার। হাতে সময় নেই, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। নইলে কুমিরের মুখে না পড়লেও ঠাণ্ডায় জমে মরবে। দ্রুত চিন্তা করল ও, শেষে বুঝল—বাঁচার উপায় একটাই। কুমিরের গুহাটায় ঢুকে যেতে হবে। আর সেটার অর্থ... প্রাগৈতিহাসিক দানবটার মুখোমুখি হতে হবে!

দাঁতে দাঁত পিষল বামন। নিয়তি ভালই এক খেলা খেলছে ওর সঙ্গে। কুমিরটার সঙ্গে লড়াই করিয়ে ছাড়বে। কী আর করা, ভাগ্যকে তো এড়ানো সম্ভব না। হাতের অস্ত্রটার দিকে একবার

www.BanglaBook.org

তাকাল ও, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ওটা। তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল গুহাটার দিকে।

বত্রিশ

কুমির এবং অটারের লড়াই

জলাশয়ের কিনার ঘেঁষে সাবধানে এগোল অটার, উপর থেকে যাতে ওকে দেখা না যায়। কিছুদূর যেতেই তলা থেকে পানির প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করল—জলাশয়ের মেঝে ফুঁড়ে প্রস্রবণের মত উঠে আসছে জলধারা। গুহাটা সম্ভবত বৃষ্টির মৌসুমের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ি ঢলের সময় তলদেশের পাশাপাশি ওখান দিয়েও পানি আসে।

বিনা ঝামেলায় গুহার মুখে পৌঁছে গেল অটার। দু'হাতে ভর দিয়ে চট করে ঢুকে গেল ভিতরে। ইতোমধ্যে উপরের দর্শকদের কৌতূহলে ভাটা পড়েছে। কুমিরটা একটা শিকার নিয়ে গেছে, ওটা সাবাড় করার আগে দ্বিতীয়বার জলাশয়ে ফেরার সম্ভাবনা কম। মনোযোগ দিয়ে কেউই আর তাকাচ্ছে না জলাশয়ের দিকে, তাই অটারের কুচকুচে কালো দেহটার নড়াচড়া দৃষ্টিগোচর হলো না তাদের।

গুহার ভিতরে পৌঁছে উঠে দাঁড়াল অটার। পায়ের নীচে পাথরের পরিবর্তে বালির স্পর্শ পেল—পানির সঙ্গে এসে জমে গেছে মেঝের উপর। সামনেটা আঁধারে ঢাকা, তবে সূর্য চড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে জলাশয়ের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপরিভাগ থেকে, একটু একটু করে আলোকিত হয়ে উঠছে ভিতরটা। আবছা আলোতে চারপাশটা ভাল করে জরিপ করে নিল বামন।

খুব বড় নয় গুহাটা, পানির প্রবাহে সৃষ্টি হয়েছে নিরেট পাথরের মাঝখান দিয়ে। দেয়ালগুলো একেবারে মসৃণ। পাইপের মত প্রাকৃতিক একটা নালা আসলে ওটা। এখন পানির প্রবাহ কম, পায়ের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছ'ইঞ্চি উঁচু একটা ধারা। মেঝেতে বালির প্রলেপ ছাড়াও দু'পাশে নানা রকম আবর্জনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে—সবই এসেছে পানির সঙ্গে। গুহাটা কতদূর গেছে, তা এই স্বল্প আলোতে বোঝা গেল না; ওটার অধিবাসীকেও দেখা গেল না ধারে-কাছে। তবে ওটার চিহ্ন রয়েছে মেঝেতে—বালির উপর দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল পায়ের ছাপ, বাতাসেও একটা বোটকা গন্ধ ভাসছে।

গেল কোথায় দানবটা? মনে মনে ভাবল অটার। ভিতরে গেছে... কিন্তু কতটা ভিতরে? মুখের কাছাকাছি থাকলে সুবিধে, আবছা আলোয় দেখা যাবে ওটাকে। কিন্তু যদি অন্ধকারের ভিতরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে, তা হলে বিরাট বিপদ হবে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হয়তো খাবার হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর প্রাণীটার।

আনমনে মাথা নাড়ল অটার, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। হাতের অস্ত্রটা শক্ত করে ধরে সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল। ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সজাগ—সামান্য শব্দ, সামান্য নড়াচড়াও যেন বুঝতে পারে।

দশ গজের মত এগোতেই একটা বড় পাথর চোখে পড়ল ওর। বেদির মত ওটা, মেঝে থেকে প্রায় ছ'ফুট উঁচু হয়ে আছে। পানির প্রবাহে ক্ষয় হয়ে যায়নি, গুহার ভিতরে অতিকায় একটা গোঁজের মত মাথা বের করে রেখেছে। উপরটা সমতল, সেখানে তে-কোণা আরেকটা পাথরের মত কী যেন আছে। লম্বা আরও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে তার সঙ্গে।

সন্দিহান হয়ে উঠল অটার। উপরের পাথরটা টিকে আছে কী করে? পানির ধাক্কায় পড়ে যায়নি কেন? মনের ভিতর কুডাক শুনতে পেল ও। ঠিক করল, একটু অপেক্ষা করে দেখবে ব্যাপারটা কী।

নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকল অটার। কয়েক মিনিট পর গুহাটা আরেকটু আলোকিত হয়ে উঠল—আর সঙ্গে সঙ্গেই আঁতকে উঠল ও। তে-কোণা বস্তুটা পাথর নয়, কুমিরের মাথা! লম্বা জিনিসটা আসলে মৃত পুরোহিতের লাশ, মুখের মধ্যে নিয়ে বসে আছে দানবটা। বড় পাথরটা আসলে কুমিরটার বিশ্রামের জায়গা—ওখানেই উঠে বসে আছে প্রাণীটা... গুহার মুখের দিকে ফিরে।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে অটারের। আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমিরটাও দেখে ফেলেছে ওকে। পৈশাচিক চোখদুটোর দৃষ্টি আটকে আছে ওর উপরে, অটারও চোখ ফেরাতে পারল না। সম্মোহিতের মত তাকিয়ে থাকল ভয়ঙ্কর প্রাণীটার দিকে, নড়তে-চড়তে ভুলে গেল।

পুরোহিতের লাশটা মুখ থেকে ফেলে দিল কুমির, ধীরে ধীরে নেমে আসতে শুরু করল পাথরের উপর থেকে। আতঙ্কে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল অটারের, ইচ্ছে হলো উল্টো ঘুরে ছুটে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পারল না। পা দুটো যেন আঠার মত সেঁটে গেছে মেঝেতে, মস্তিষ্কের নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে দেহের সমস্ত পেশি। জগৎসংসার থেকে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে, ওর সামনে জ্বলজ্বল করছে শুধু দুটো ভয়াল-পৈশাচিক চোখ—নীরবে হাসছে যেন শিকারকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আনন্দে!

অসহায় বোধ করল অটার। কীভাবে লড়াই করা সম্ভব নরকের এই দূতের সঙ্গে... তাও কিনা ওটারই আস্তানায়! বিশাল

www.BanglaBook.org

প্রাণীটার বিরুদ্ধে ওর চার-ফুট দেহটা তো কিছুই নয়। অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিচ্ছু করবার নেই। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, দু'হাতে মুখ ঢাকল। নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করবার সাহস পাচ্ছে না। শুধু কান পেতে শুনল কুমিরটার এগিয়ে আসবার খসখস শব্দ।

তারপর... হঠাৎ করেই যেন কী ঘটে গেল অটারের ভিতরে: হয়তো বা ভয়ঙ্কর চোখদুটোর দিক থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নেবার ফলেই। অদ্ভুত একটা আকুতি জেগে উঠল ওর মনের গহীনে... বাঁচার আকুতি! সেই সঙ্গে জেগে উঠল অদম্য এক ক্রোধ। নিজের উপর রেগে গেল ও—এসব কী করছে! মেয়েমানুষের মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে, মুখ ঢেকেছে... এমন আচরণ কি ওকে শোভা পায়? নাহয় মারাই যাবে, তাই বলে এমন অসহায় আত্মসমর্পণ করবে কেন? সারাজীবন বীরের মৃত্যু কামনা করেছে ও, আজ কেন করছে না? দিব্যচোখে লিওনার্ডের চেহারা ভেসে উঠল—ভর্ৎসনা করছে ওকে এমন কাপুরুষতার জন্য। তবে কি কাপুরুষের মত মরবে ও? মনিবের উপহাসের পাত্র হয়ে থাকবে?

'না, বাস!' চেঁচিয়ে উঠল অটার, ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ওর চিৎকারে কেঁপে উঠল পুরো গুহা।

কুমিরটার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল অটারের হুঙ্কার শুনতে পেয়ে। দৈত্যটার জন্য ব্যাপারটা একেবারেই নতুন—এতকাল প্রতিটা জীবন্ত শিকার তার সামনে এসে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছে, নীরবে মেনে নিয়েছে পরাজয়। অথচ আজ? মানুষের মত বুদ্ধি না থাকলেও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর কুমিরটার। বুঝে ফেলল, সামনের দু'পেয়ে জানোয়ারটা অন্যদের মত নয়।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চোয়াল ফাঁকা করল কুমির, জান্তব হুঙ্কার ছাড়ল। তারপর সরোষে ছুটে এল অটারের দিকে। বামনও আবার চিৎকার করল, তারপর একই ভঙ্গিতে ছুটে গেল শত্রুর

www.BanglaBook.org

দিকে। ওর কাণ্ড দেখে যে-কেউ ভাববে—লোকটা পাগল হয়ে গেছে। সুস্থমস্তিষ্কের কোনও মানুষ এভাবে প্রাগৈতিহাসিক একটা দানবের দিকে ছুটে যেতে পারে না।

কুমিরের ছ'ফুটের মধ্যে পৌঁছেই ঝাঁপ দিল অটার, উড়ে যাচ্ছে সোজা ওটার মুখের দিকে। উড়ন্ত শিকারকে দেখতে পেয়ে আশাবাদী হয়ে উঠল কুমিরটা, বিশাল এক হাঁ করে মাথা তুলে ফেলল, মুখের ভিতর অভ্যর্থনা জানাবে বামন মানুষটাকে। তবে প্রাণীটার খাবার হবার কোনও ইচ্ছে নেই অটারের, শূন্যে থাকতেই শরীরটাকে দর্শনীয় ভঙ্গিতে মোচড় খাওয়াল, বদলে ফেলল গতিপথ। কুমিরের মুখে ল্যাণ্ড না করে ডানপাশে চলে গেল, নামল একেবারে দেয়ালের পাশে... কুমিরের মাথা বরাবর।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় খেপে গেল কুমিরটা, হাঁ করা অবস্থাতেই মাথা ঘোরাল, দেয়ালের দিকে ফিরে কামড়ে ধরতে চাইল অটারকে। তবে আক্রমণটা তেমন জুৎসই হলো না। বাউলি কেটে বিশাল মাথাটাকে ফাঁকি দিল বামন, শরীর বাঁচাল, তারপর একটু নিচু হয়ে ছুরির বড়শি-ধরা হাতটা পুরোপুরি ঢুকিয়ে দিল কুমিরের মুখের ভিতর।

খুশিতে যেন জ্বলে উঠল দানবটার চোখ, প্রচণ্ড এক কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল হাতটা। তবে ততক্ষণে বড়শিটার পজিশন ঠিক করে ফেলেছে অটার। ছুরির একটা ফলা ঠেকিয়েছে কুমিরের জিভে, অন্যটা খাড়া করে ধরে রেখেছে মুখের তালুর দিকে। চোয়ালটা প্রবল বেগে বন্ধ হবার চেষ্টা করতেই দুটো ফলাই ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল দু'পাশের লক্ষ্যবস্তুতে। এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল জিভটা, তালু ভেদ করে অন্য ফলাটা খোঁচা বসাল মগজে।

ব্যথায় একটা জান্তব আর্তনাদ বেরিয়ে এল কুমিরের মুখ দিয়ে। মুখ আর বন্ধ করতে পারল না ওটা, একটা স্তম্ভের মত দুই চোয়ালকে ঠেস দিয়ে রেখেছে বড়শি। জোর দিয়ে ওটা

www.BanglaBook.org

ভাঙার চেষ্টা করতেই পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল, ভালমত গেঁথে গেল ফলাদুটো। ওগুলো আর খুলে আসার ভয় নেই দেখে তাড়াতাড়ি হাত বের করে ফেলল অটার। বড়শির সঙ্গে লাগানো দড়ির প্রান্ত বেঁধে ফেলল কবজিতে, তারপর কয়েক লাফে পিছিয়ে গেল, টানতে শুরু করল দড়িটা... যেন বড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করছে অতিকায় একটা মাছ।

দড়িটা টান টান হয়ে যেতেই ব্যথার পরিমাণ কয়েক গুণ বেড়ে গেল কুমিরটার। দাপাদাপি শুরু করল ওটা—মাথা নড়াতে থাকল ঘন ঘন, লেজের বাড়ি দিতে শুরু করল দেয়ালে, পুরো গুহাটা কেঁপে উঠল তাতে। হ্যাঁচকা টানে কয়েকবার মেঝেতে আছড়ে পড়ল অটার, কিন্তু হাল ছাড়ল না। প্রতিবারই হাঁটু গেড়ে সোজা হলো, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানতে থাকল দড়িটা। কুমিরের ভয়ানক হুঙ্কার, আর মুখ দিয়ে বেরুতে থাকা বিচ্ছিরি গন্ধে ভরে গেল চারপাশ।

মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল বামনের। 'আয় শয়তান,' বিড়বিড় করল ও। 'দেখি কীভাবে মুক্ত করিস নিজেকে।'

কথাটার জবাবেই যেন আচমকা আগে বাড়ল প্রাণীটা, কামানের মুখ দিয়ে ছিটকে বেরুনো হারপুনের গতিতে ছুটে এল অটারের দিকে। একপাশে ডাইভ দিয়ে ওটাকে এড়াল বামন। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েও থামল না কুমির, ছুটতেই থাকল। কবজিতে প্রচণ্ড টান খেল অটার, হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেতে। ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ওকে গুহার মুখের কাছে নিয়ে গেল জলদানব, তারপরই ঝাঁপ দিল পানিতে।

দড়িতে টান খেয়ে অটারও ঝপাস করে আছড়ে পড়ল জলাশয়ের বুকে। হাত-পা ছুঁড়ে ভাসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; ওকে-সহ জলাশয়ের একেবারে গভীরে চলে গেল কুমিরটা।

www.BanglaBook.org

প্রমাদ গুনল অটার, ধরতে পেরেছে দানবের মতলব। নিজের আসল রাজত্বে নিয়ে চলেছে ওকে... পানির গভীরে! ওখানে ডুবিয়ে মারতে চায়। মোচড়ামুচড়ি করে কবজির বাঁধনটা খোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সারা গায়ে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করছে তলা থেকে উঠতে থাকা জলধারা, নড়াচড়া করাই মুশকিল। দাঁতে দাঁত পিষে দড়িটা মুঠো করে ধরল, এ-ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন।

অটারের জায়গায় অন্য কেউ থাকলে নিঃসন্দেহে সফল হতো কুমিরটা। কিন্তু ও সাধারণ মানুষ নয়। প্রায় উভচর বলা চলে লিওনার্ডের এই বামন ভৃত্যটিকে। সাঁতারে যেমন দক্ষ, তেমনি পানির নীচে দম ধরে রাখাতেও ওর জুড়ি মেলা ভার। অদ্ভুত লড়াইটাতে ওর এই অদ্বিতীয় গুণটাই বিরাট ভূমিকা রাখল। নিজের দম ফুরিয়ে যাওয়ায় পর পর দু'বার পানি থেকে শরীর জাগাল কুমির, তারপর আবার ডুব দিল জলাশয়ের গভীরে। কিন্তু তারপরও ঘায়েল করতে পারল না শত্রুকে। কুমিরটার পাশাপাশি অটারও প্রতিবার দম নিতে পারছে, কাজেই দুর্বল হচ্ছে না ও।

তৃতীয়বার ডুব দেবার পর কুমিরটা সম্ভবত আঁচ করতে পারল, এই কৌশলে খতম করতে পারবে না বামনটাকে, তাই নতুন কায়দা বেছে নিল। পানির নীচে গিয়ে আচমকা মুখ ঘোরাল ওটা। দড়ির টান কমে গেল, স্থির হয়ে গেল অটার এক জায়গাতে... আর তখুনি ওর দিকে বুনো ষাঁড়ের মত ধেয়ে এল কুমিরটা। বামনও কম যায় না, ভোঁদড়ের মত পানির তলাতে একটা ডিগবাজি খেল, নেমে গেল একটু গভীরে। মাথার উপর দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট বর্শার মত চলে গেল কুমিরটা। দড়িতে হ্যাঁচকা টান দিয়ে এই হামলার প্রতিদান দিল অটার।

আবার ঘুরল কুমির, আবারও আক্রমণ চালাল একই কায়দায়। আগের কৌশলটার পুনরাবৃত্তি ঘটাল অটার, ডিগবাজি

www.BanglaBook.org

দিয়ে সরে গেল কুমিরের সামনে থেকে। প্রাণীটাকে ফাঁকি দিয়ে টেনে ধরল দড়ি। বুদবুদের সারি বেরুল কুমিরের নাক-মুখ দিয়ে, সেইসঙ্গে বেরুল রক্তের ধারা। স্বচ্ছ পানির মাঝে কালচে ধোঁয়ার মত পাক খেতে থাকল তাজা রক্ত।

হঠাৎ একটা ঘূর্ণির মধ্যে আটকা পড়ে গেল অটার। জলাশয়ের ভূগর্ভস্থ একটা বহির্গমন পথের স্রোত টানতে শুরু করেছে ওকে। উল্টোদিকে টানছে কুমিরটা। মাঝখানে বন্দি দেহটার উপর শুরু হলো প্রবল অত্যাচার। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল বামন, একদিকে দড়িতে বাঁধা হাতটা কাঁধ থেকে ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে, অন্যদিকে স্রোতটা যেন খুবলে তুলে নিয়ে যেতে চাইছে মাংস। প্রায় জ্ঞান হারানোর দশা হলো ওর।

ভাগ্য ভাল, প্রকৃতি আর দানবের এই দ্বন্দ্বে জয় হলো দানবের। দম ফুরিয়ে এসেছে কুমিরটার, তাড়াতাড়ি উঠে যেতে চাইছে সারফেসে। ওটার টানে ঘূর্ণি থেকে মুক্ত হয়ে গেল অটার। তাড়াতাড়ি হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল।

প্রায় এক সঙ্গে ভুস করে ভেসে উঠল কুমির আর বামন। নাক-মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানল অটার, বুকের চাপ কমে যেতেই সচেতন হয়ে উঠল, কানে ভেসে এল হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ। জলাশয়ের পারে জনতার ভিড় জমে গেছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তারা, চেঁচামেচি করে উৎসাহ দিচ্ছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকেই। শিস দেবার আওয়াজও শোনা গেল। এমন কাণ্ড রোজ রোজ ঘটে না।

কুমিরটার দিকে তাকাল অটার—প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে ওটা, মোচড় খাচ্ছে সারা দেহ, লেজের আঘাতে ছিটকে উঠছে পানি। হঠাৎ করেই দেখতে পেল প্রাণের শত্রুকে, রাগে অন্ধ হয়ে ছুটে এল নতুন উদ্যমে আক্রমণ করতে। চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না, ধারালো দাঁতগুলো অকেজো, তাই লেজটাকেই বেছে নিল অস্ত্র হিসেবে—কাছে এসে চাবুকের মত ছুঁড়ল বামনের

www.BanglaBook.org

দিকে।

পর পর দু'বার ডুব দিয়ে আঘাত এড়াল অটার। তবে শক্তি ফুরিয়ে এসেছে ওর, তৃতীয়বার আর ফাঁকি দেয়া সম্ভব হলো না। পানির তলদেশে থাকা অবস্থাতেই হামলা করল দানবটা, লেজ দিয়ে ভয়ানক আঘাত হানল। চোখের সামনে দপ করে কী যেন জ্বলে উঠল অটারের, টের পেল কুমিরের লেজের কাঁটার আঘাতে মাংস ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। পুরো দেহ অবশ হয়ে গেল ওর, দৃষ্টিসীমায় নেমে এল একটা কালো পর্দা। আধো-অচেতন অবস্থায় কবজিতে টান অনুভব করল অটার, আবার ওকে টানতে শুরু করেছে জানোয়ারটা। জ্ঞান হারানোর আগে ফুসফুসে পরিষ্কার বাতাস পেল, পিঠের নীচে অনুভব করল বালি-পাথরের ঘষা। এরপরই চেতনা হারাল ও।

হঠাৎ জ্ঞান ফিরল অটারের। চোখ মেলতেই নিজেকে কুমিরের গুহায় আবিষ্কার করল। কবজিতে দড়িটা বাঁধা আছে এখনও, ওটা অনুসরণ করে পাশে তাকাতেই দেখতে পেল দানবীয় সরীসৃপটাকে—বেঁকেচুরে পড়ে আছে নিস্পন্দভাবে। মারা গেছে! অটারের অদ্ভুত অস্ত্রটা শেষ পর্যন্ত মগজে ঢুকে গেছে ওটার, ইতি ঘটিয়েছে ইহলীলার। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য নিজের প্রাচীন আবাসে ফিরে এসেছিল কুমিরটা, অটারকে একই সঙ্গে টেনে এনে ফেলেছে। বিজয় হয়েছে অকুতোভয় বামনের, ওর চোখের সামনে পড়ে আছে কুয়াশা-মানবদের আতঙ্কের উৎস... তাদের কুমির-দেবতা।

ব্যথায় সারা শরীর টনটন করছে অটারের, তারপরও ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেল সব। অদ্ভুত একটা উল্লাস আর গর্ব অনুভব করল মনে মনে। নিজের কীর্তি দেখে নিজেই মুগ্ধ!

'ইশশ্!' আপনমনে বলে উঠল ও। 'এই দৃশ্য দেখার জন্য বাস যদি এখানে থাকতেন!' মরা কুমিরটার চারপাশে হাঁটতে

www.BanglaBook.org

শুরু করল ও। 'কিন্তু হায়! নেই আমার মনিব! স্বর্গের দেবতাদের দিব্যি, যদি বেঁচে থাকেন, ওঁকে উদ্ধার করব আমি। নয়তো প্রতিশোধ নেব... কঠিন প্রতিশোধ।'

প্রতিজ্ঞাটা নেয়া হলে নিজেকে পরীক্ষা করল ও। শরীরে অসংখ্য কাটাছেঁড়ার দাগ, তবে সৌভাগ্যক্রমে একটা হাড়ও ভাঙেনি। লেজের আঘাতটাও তেমন গুরুতর নয়—পানির তলায় গতি কমে গিয়েছিল কুমিরটার, কাঁটার খোঁচায় বুকের কাছটায় বেশ কিছুটা জায়গা ছিলে যাওয়া ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি। কবজিতে দড়িটা বাঁধা থাকাতেও ভাল হয়েছে, কুমিরটা ওকে টেনে নিয়ে এসেছে গুহার ভিতরে। নইলে জ্ঞান হারিয়ে জলাশয়ের পানিতে ডুবে মরত।

এবার বেরুতে হয়। বাইরে থেকে এখনও ভেসে আসছে দর্শকদের হৈচৈ, তাই জলাশয়ের দিকে যাবার সাহস পেল না অটার। কুমিরের লাশটা বয়ে নিয়ে কুয়াশা-মানবদেরকে দেখানো সম্ভব নয়, নীচে এসে দেখতে বললেও কেউ রাজি হবে বলে মনে হয় না। বলা যায় না, ওর দিকে তীর ছুঁড়তেও শুরু করতে পারে ওরা। তারচেয়ে অন্যপথে বেরুনো যাক... গুহার অন্যপ্রান্ত দিয়ে।

রওনা হবার আগে অস্ত্রটা উদ্ধার করার চেষ্টা করল অটার, সফল হলো না। একেবারে হাতল পর্যন্ত গেঁথে আছে দুটো ছুরিই, টানাটানি করে খোলা গেল না। কী আর করা, দড়িটা কুমিরের ধারালো দাঁতের সঙ্গে ঘষে বিচ্ছিন্ন করল ও। তারপর পেঁচিয়ে রাখল কোমরে। এরপর শুরু করল যাত্রা।

কয়েক পা যেতেই সামনে পড়ল কুমিরের বিশ্রাম নেবার জায়গা... বেদির মত উঁচু পাথরটা। ওটার শরীরটা একদম মসৃণ। কষ্টেসৃষ্টে ওটার উপরে উঠল অটার—কতদূর গেছে গুহাটা, সেটা বোঝার জন্য। উপরে উঠতেই চোখে পড়ল মৃত পুরোহিতের লাশ, ড্যাব ড্যাব করে প্রাণহীন চোখদুটো তাকিয়ে

www.BanglaBook.org

আছে ওর দিকে। গা শিরশির করে উঠল। তাড়াতাড়ি চোখের পাতাদুটো হাত বুলিয়ে বন্ধ করে দিল ও।

পাথরটার উপরে কুমিরটার আকৃতিতে কিছুটা অংশ গর্তের মত হয়ে আছে। ওটা দেখে বিস্ময় জাগল অটারের মনে—কত বছর ধরে এখানে থাকত দানবটা? পাথর ক্ষয়ে এমন গর্ত হতে তো শত শত বছর লাগবার কথা। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সুযোগ পেল না। পাশে... দেয়ালের গায়ে একটা বড় ফোকরে ওর দৃষ্টি কাড়ল। মাথা ঢুকিয়ে ভিতরে উঁকি দিতেই শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের একটা শীতল স্রোত।

বিশাল একটা পাহাড়ি গহ্বর ওটা। তল খুঁজে পাওয়া দায়। কিন্তু আতঙ্কটা সেজন্য জাগল না, জাগল এই অতল গহ্বরটা যে-জিনিসে ভরে আছে, সেটা দেখে। হাড়... মানুষের হাড়! ধবধবে সাদা অগুনতি হাড়গোড়ের স্তূপ ওখানে। শত শত বছরে যত মানুষ নিহত হয়েছে কুমিরটার কবলে, তাদের সবার হাড় জমা হয়ে আছে গহ্বরে। যেন ওটা একটা ময়লা ফেলার ঝুড়ি! তাজা একটা লাশও চোখে পড়ল... কয়েক সপ্তাহের পুরনো, পুরোটা খাওয়া হয়নি, বুক থেকে উপরের অক্ষত অংশটা পড়ে আছে হেলাফেলায়, মাংস গলে থিকথিকে তরল হয়ে গেছে। পরিচ্ছদ যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা পুরোহিতদের। লাশটার পাশে পড়ে আছে একটা চামড়ার থলে। অটার বুঝতে পারল, এ-ই সেই হতভাগ্য লোক, যালকে অপমান করার অপরাধে যাকে পাঠানো হয়েছিল কুমিরের গুহায়—লাল-নীল পাথর ভর্তি একটা বস্তা লুকানোর জন্য। থলেটাই নিশ্চয়ই সেটা!

তবে ওটা তুলে নেয়ার সাহস পেল না বামন। দৃশ্যটা শরীরে কাঁপুনি তুলল, ওখান থেকে ভেসে আসা বোটকা গন্ধে গুলিয়ে উঠল প্রতিটা স্নায়ু। তাড়াতাড়ি মাথা বের করল অটার, পাথরের উপর শুয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে শুরু করল। একটু সুস্থির হতেই ঠিক করল—না, এই অভিশপ্ত জায়গায় আর এক মুহূর্তও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়। এক্ষুণি বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ঠাণ্ডায় সারা শরীর কাঁপছে, ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে দাঁতের পাটি; কী করা যায়, ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ল মৃত পুরোহিতের উপর। লোকটার গায়ে একটা আলখাল্লা আছে; দ্বিধা করল না অটার, ওটা খুলে নিয়ে নিজের গায়ে চড়াল, তারপর নেমে পড়ল পাথরের বেদিটা থেকে। হাঁটতে শুরু করল জলাশয়ের বিপরীত দিক লক্ষ্য করে।

খানিক পরেই গুহামুখ গলে আসা আলোর অবলম্বন হারাল ও—যতই ভিতরে গেল, ততই পৌঁছুল নিকষ কালো আঁধারের রাজত্বে। তবে চলতে খুব একটা অসুবিধে হলো না, গুহার দেয়াল আর মেঝে—দুটোই একেবারে মসৃণ, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা নেই। একটা হাত দেয়ালে ঠেকিয়ে রাখলেই চলে—আঁকবাঁক বোঝা যায় সহজে। মেঝেতে বইতে থাকা পানির ধারাটাও সরু, পায়ের পাতা ভেজাচ্ছে কেবল, বিপদ ঘটাচ্ছে না কোনোরকম। অন্ধকার পথে ঝুঁকি রয়েছে মাত্র দুটো—মেঝেতে ফাটল বা গহ্বর থাকতে পারে, এ ছাড়া থাকতে পারে দ্বিতীয় একটা কুমির। তবে সময় গড়াবার সঙ্গে অটার নিশ্চিত হয়ে গেল—দুটো ভয়ই অমূলক। ফলে মোটামুটি দ্রুত এগোতে থাকল ও; মানে, আহত অবস্থায় যতটা দ্রুত এগোনো যায় আর কী।

গুহাটা ঢালু, ক্রমশ উঠে গেছে উপরদিকে। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর আবার আলোর দেখা পাওয়া গেল। উল্লসিত ভঙ্গিতে সেদিকে ছুটল বামন। একটু পরেই পৌঁছে গেল গুহার দ্বিতীয় মুখটাতে। তবে ওটা জমাট বরফে প্রায় রুদ্ধ হয়ে আছে, সেই বরফ গলে নামছে পানির ধারা। খুঁজে-পেতে বরফের মাঝখানে একটা ফাটল বের করল অটার, সেখান দিয়ে রীতিমত কসরৎ করে বেরিয়ে এল অভিশপ্ত গুহাটা থেকে।

সোজা হতেই নিজেকে একটা পাহাড়ি চাতালে আবিষ্কার করল ও। কুয়াশা-মানবদের শহরের পিছনদিককার পর্বতের

www.BanglaBook.org

শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ওটা, ঝুলে আছে মাটি থেকে কয়েকশো ফুট উপরে। চঞ্চল দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল অটার। কিন্তু নামবার, বা উঠবার কোনও পথ দেখতে পেল না।

চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ—উজ্জ্বল সূর্যালোকে ঝলমল করছে। শুভ্রতার এই রাজত্বের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে ও।

তেত্রিশ

বন্দি

কয়েক ঘণ্টা আগেকার কথা।

অজ্ঞান জুয়ানার দেহটা পাঁজাকোলা করে বুকের কাছে ধরে রেখেছে লিওনার্ড, গোপন সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে চলেছে সোওয়ার পিছু পিছু। ওদেরকে অনুসরণ করছে চার পুরোহিত। জায়গাটা রীতিমত গোলকধাঁধার মত মনে হচ্ছে লিওনার্ডের কাছে, জালের মত শাখা-প্রশাখা বিছিয়ে আছে মাটির তলায়। ঘন ঘন দিক বদলাচ্ছে সোওয়া, মনে মনে মোড়গুলো মুখস্থ করে নেবার চেষ্টা চালাচ্ছে ও, কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছে না।

অনেকক্ষণ চলবার পর একটা ছোট্ট প্রকোষ্ঠের সামনে এসে পৌঁছুল ওরা। ভিতরে রয়েছে কম্বল বিছানো একটা খাটিয়া, পাশে টেবিল—তাতে খাবার সাজানো। বন্দিকে ওখানে ঢুকতে ইশারা করল সোওয়া, লিওনার্ড জুয়ানাকে খাটিয়াতে শুইয়ে দিতেই ঝটপট কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল অজ্ঞান দেহটা, যাতে ওর মুখটা কেউ দেখতে না পায়।

www.BanglaBook.org

সোজা হয়ে চোখের ইশারা করল দাসী, আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দু'জোড়া শক্তিশালী হাত চেপে ধরল লিওনার্ডকে। তৃতীয় এক পুরোহিত এগিয়ে এসে ওর কোমরে লুকানো রিভলবার আর শিকারের ছুরিটা কেড়ে নিয়ে গেল।

'হারামজাদী!' ফুঁসে উঠল লিওনার্ড। 'আবার বেঈমানী করছিস? তোকে আমি খুন করব!'

'আমাকে খুন করলে নিজের মরণই ডেকে আনবে তুমি, উদ্ধারকর্তা,' শান্ত গলায় বলল সোওয়া। 'তা ছাড়া... খামোকাই খেপে যাচ্ছ। অস্ত্রগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছে নিরাপত্তার খাতিরে, তোমার ক্ষতি করবার জন্য নয়। মাথা গরম লোক তুমি, কখন কী ঘটিয়ে বসো, কোনও ঠিক আছে?' পুরোহিতের দিকে তাকাল। 'ভালমত তল্লাশি করো, আরও জিনিস থাকতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল পুরোহিত, কিছুক্ষণের মধ্যেই লিওনার্ডের শরীর-তল্লাশি করে সবকিছু বের করে নিল, সাজিয়ে রাখল টেবিলের উপর। কাছে গিয়ে পরীক্ষা করল সোওয়া। লিওনার্ডের ঘড়ি, ফ্রান্সিসকোর দেয়া ডায়েরি আর জপমালা, কিংবা রুবি-পাথরটা স্পর্শ করল না ও। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল শুধু মোড়কে পেঁচানো বিষাক্ত বড়িটার খণ্ডাংশ। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। পরমুহূর্তে হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

'ক্ষতিকর জিনিসটা ধার নেয়া উচিত হয়নি তোমার, উদ্ধারকর্তা,' বলল দাসী। তারপর এগিয়ে গেল জুয়ানার দিকে। বিছানার উপর ঝুঁকে কী যেন করল ও; যখন ফিরে এল, তখন হাতে শোভা পাচ্ছে বিষের বোতলটা—জুয়ানার চুলের ভিতর থেকে বের করে এনেছে। দেয়ালের একটা ফোকর দিয়ে শিশি-মোড়ক... দুটোই ফেলে দিল প্রকোষ্ঠের বাইরে।

'ব্যস, আর আত্মহত্যা করতে পারবে না তোমরা,' কাছে এসে বলল সোওয়া। পর্তুগিজে কথা বলছে, যাতে পুরোহিতেরা বুঝতে না পারে। 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো—যতক্ষণ চুপচাপ

www.BanglaBook.org

থাকবে, ততক্ষণ তোমাদের ক্ষতি হবার ভয় নেই। কিন্তু যদি গোলামাল পাকাও, কিংবা পালাবার চেষ্টা করো, তা হলে নিজে তো মরবেই... সঙ্গে মালকিনেরও মরণ ডেকে আনবে। কাজেই অমন কিছু করতে যেয়ো না। শান্ত থেকো, বুঝেছ? এখন তুমি আমার কবজায়... ব্যাপারটা যত দ্রুত মেনে নেবে, ততই মঙ্গল তোমার জন্য।'

'মানছি, আমি এখন তোমার কবজায়,' বলল লিওনার্ড। 'কিন্তু প্রার্থনা করো, তোমাকে যেন আমার কবজায় পড়তে না হয়! কোনও ধরনের দয়া পাবে না তুমি আমার কাছে, সোওয়া।'

'মুখ সামলে কথা বলো!' একটু রেগে গেল সোওয়া। 'ভুলে যেয়ো না, আমার কারণে তোমরা দুজন এখনও বেঁচে আছ!'

'দুজন মরতেও গেছে!' যোগ করল লিওনার্ড। 'নিঃস্বার্থভাবে কিছুই করছ না তুমি, আমি জানি। নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে তোমার।'

'শোনো, সাদা মানুষ,' সোওয়া বলল। 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি। এটা জেনে রাখো, শুধুমাত্র মালকিনের কারণে এখনও দম ফেলছ তুমি। তোমার কিছু হলে উনি বাঁচবেন না। আমার যদি কোনও মতলব থাকে, সেটা কেবল মালকিনকে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যা হোক, এখন এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না, আমাকে যেতে হবে। মন্দিরে চমৎকার একটা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে, সেটা না দেখে থাকতে চাই না। যা বলেছি, তা মনে রেখো। শান্ত থেকো। আমি আর বাবা মাঝে মাঝে এসে গোপনে দেখা করব তোমাদের সঙ্গে, আমাদের উপর কখনও হামলা করে বোসো না। এ মুহূর্তে আমরা দুজনই তোমাদের একমাত্র মিত্র...'

'হাহ্, তোমাদের মত মিত্র থাকলে শত্রুর দরকার কী!' বিদ্রূপ করল লিওনার্ড।

পাল্টা কিছু বলতে পারল না সোওয়া, চোখদুটো জ্বলে উঠল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকল প্রতিপক্ষের দিকে। তারপর বলল, 'আমি আবার আসব। এর মাঝে যদি মালকিনের জ্ঞান ফেরে, ওকে শান্ত রেখো। ভয় পাইয়ে দিয়ো না।'

পুরোহিতদের নিয়ে বেরিয়ে গেল প্রৌঢ়া দাসী। বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বিছানার কাছে গেল লিওনার্ড, কম্বল সরিয়ে পরীক্ষা করল জুয়ানাকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে মেয়েটা, চারপাশে কী ঘটছে, তা টেরই পাচ্ছে না। ঠোঁটের কোণা বেঁকে আছে একটু, যেন সুখস্বপ্ন দেখে হাসছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রকোষ্ঠটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখায় মন দিল লিওনার্ড। মোট দুটো দরজা আছে—একটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা, অন্যটা বিপরীত প্রান্তের দেয়ালে। দুটোরই পাল্লা অত্যন্ত শক্ত, মজবুত। এ ছাড়া রয়েছে ছোট্ট ফোকরটা, যেটা দিয়ে বিয়ের বড়ি বাইরে ফেলে দিয়েছে সোওয়া। ফোকরটা কৌতূহলী করে তুলল ওকে। জানালা বলে মনে হচ্ছে না, মাটির তলায় জানালা থাকার কথাও নয়। বরং বায়ু-চলাচলের ভেণ্ট হবারই সম্ভাবনা বেশি।

ফোকরটার কাছে গিয়ে কান পাতল লিওনার্ড, শুনতে পেল পানির কুলুকুলু ধ্বনি। পরক্ষণেই বুঝল, অ্যাম্ফিথিয়েটারের তলায় নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। প্রকোষ্ঠটা জলাশয়ের খুব কাছে... সম্ভবত মূর্তিটার তলায়। পানির আওয়াজের পাশাপাশি আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে মানুষের কোলাহল। নিশ্চয়ই দেবতাদের বিচার দেখতে আসা জনতার চেঁচামেচি! কী ঘটছে ওখানে? অটার আর ফ্রান্সিসকোকে কি ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে পানিতে?

নীরবে বসে রইল লিওনার্ড, শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করল, কী ঘটছে মন্দিরে। তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। চেঁচামেচির বাড়া-কমা শুনে শুধু আন্দাজ করতে পারল দর্শকদের মতিগতি, আর কিছু না।

ঘণ্টাখানেক চলল হৈচৈ, তারপর থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল মন্দিরে। পানির কুলুকুলু আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল

www.BanglaBook.org

না। প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটা তেলের কুপি জ্বলছিল, ওটা নিভে গেল একসময়, ঘন অন্ধকার গ্রাস করল লিওনার্ডকে। তবে বেশিক্ষণ সেই অত্যাচার সহ্য করতে হলো না, ফোকর দিয়ে আস্তে আস্তে আলো ঢুকতে শুরু করল ভূগর্ভস্থ কামরাটাতে। আবছাভাবে ভিতরটা দেখতে পেল লিওনার্ড। একটু বিস্ময় অনুভব করল, গত কয়েক সপ্তাহে যে-রকম প্রাণহীন আলোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তার চেয়ে এটা ব্যতিক্রম... অনেকটাই উজ্জ্বল!

একটা টুল টেনে জুয়ানার বিছানার পাশে বসল লিওনার্ড, মনটা ভারী হয়ে গেছে। সব শেষ। দুঃসাহসী, আত্মত্যাগী ফ্রান্সিসকো মারা গেছে; সঙ্গে মারা গেছে ওর বিশ্বস্ত, দীর্ঘদিনের ভৃত্য অটার। মন্দিরে হৈচৈ থেমে যাবার এই একটা অর্থই হতে পারে। একই ভাগ্য ওকেও বরণ করতে হবে। এমনকী নাম-পরিচয়হীন কবরও কপালে নেই ওর, কুমিরের পেটে যাবে দেহটা। খামোকাই এতদিন আলেয়ার পিছে ছুটেছে, অপচয় করেছে জীবনটা।

ওষুধের প্রভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন জুয়ানা, ভালই হয়েছে তাতে। জেগে উঠলেই তো আবার এই নিষ্ঠুর পৃথিবীটার মুখোমুখি হতে হবে ওকে। যতক্ষণ ঘুমাচ্ছে, ততক্ষণই শান্তি। টুল ছেড়ে উঠে পড়ল লিওনার্ড, খিদে পেয়েছে। হাতের কাছে খাবার থাকা সত্ত্বেও নিয়তির কথা ভেবে পেট খালি রাখার কোনও মানে হয় না। টেবিলের পাশে গিয়ে খেতে শুরু করল ও, পেট ভরাল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে না হতে জুয়ানার ফ্যাকাসে মুখে রক্তের আভা ফিরল। বড় করে শ্বাস ফেলে চোখ খুলল ও, উঠে বসল।

'কোথায় আমি?' বিভ্রান্ত চোখে চারদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল জুয়ানা। 'এটা তো আমার বিছানা না!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শান্ত হও,' কাছে এসে বলল লিওনার্ড। জুয়ানার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। 'এই তো আমি।'

'তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বাকিরা কোথায়? এটাই বা কোন জায়গা? দেখে তো সমাধির মত মনে হচ্ছে। জ্যান্ত কবর দিয়েছে নাকি আমাদেরকে?'

'না,' মাথা নাড়ল লিওনার্ড। 'মাটির নীচের একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে আমাদের। এসো, কিছু মুখে দাও। তারপর সব খুলে বলব।'

মেঝেতে পা রেখেই নিজের পোশাকের উপর নজর পড়ল জুয়ানার। বিস্মিত গলায় বলল, 'এ তো ফাদার ফ্রান্সিসকোর আলখাল্লা! এটা আমার গায়ে কেন? ফাদার কোথায়?'

'আগে খাওয়াদাওয়া করো,' বলল লিওনার্ড। 'নইলে কিচ্ছু বলব না আমি।'

যান্ত্রিক ভঙ্গিতে টেবিলের কাছে গেল জুয়ানা। কিছু সন্দেহ করেছে বোধহয়। দায়সারা ভঙ্গিতে একটু খাবার মুখে দিল, কিন্তু সারাক্ষণই ওর ভয়ার্ত দৃষ্টি আটকে থাকল প্রেমিকের মুখের উপর। লিওনার্ড চেষ্টা করল যতটা সম্ভব নির্বিকার থাকতে।

একটু পরেই খাবারের পাত্র সরিয়ে রাখল জুয়ানা। অনুনয়ের সুরে বলল, 'এবার বলো, ফ্রান্সিসকো আর অটার কোথায়? দোহাই তোমার, কিছু লুকিয়ো না।'

ইতস্তত করল লিওনার্ড। 'ওরা... ওরা মারা গেছে, জুয়ানা!'

'মারা গেছে?' জুয়ানার চোখে নিখাদ বিস্ময় ফুটল। 'তা হলে আমরা বেঁচে আছি কেন?'

গলা খাঁকারি দিল লিওনার্ড। 'মনকে শক্ত করো। সব বলছি আমি। তুমি ঘুমিয়ে যাবার পর সোওয়া একটা ফন্দি নিয়ে দেখা করে আমাদের সঙ্গে। ওই মোতাবেকই...'

'কীসের ফন্দি?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল জুয়ানা।

মুখে কথা আটকে গেল লিওনার্ডের, কেন যেন বাধো বাধো

www.BanglaBook.org

ঠেকছে, ঘটনাটা বলতে পারছে না। ওর হাত চেপে ধরল জুয়ানা, 'প্লিজ, বলো আমাকে! এভাবে কষ্ট দিয়ো না!'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল লিওনার্ড। 'ইয়ে... সোওয়া বুদ্ধি দিয়েছে ফ্রান্সিসকোকে আকা-র পোশাক পরিয়ে উৎসর্গ হবার জন্য অটারের সঙ্গে যেতে। সবার চোখে ধুলো দিয়ে তোমাকে লুকিয়ে ফেলতে চাইছিল ও।'

'তোমরা রাজি হয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'হ্যাঁ। শুধু রাজিই হইনি, ফন্দিটার বাস্তবায়নও হয়ে গেছে। মন্দিরের তলায় তোমাকে-আমাকে নিয়ে এসেছে সোওয়া। এখান থেকে ওখানকার আওয়াজ শোনা যায়। একটু আগে পর্যন্ত হৈচৈ হচ্ছিল ওখানে। মনে হলো, দেবতাদের বলি দিয়ে ফেলেছে ওরা।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল জুয়ানা। রাগে সুন্দর মুখটা লাল হয়ে গেছে। বলল, 'কী করে করলে তুমি কাজটা? কে তোমাকে এমন কাজ করার অধিকার দিয়েছে? আমি তোমাকে সাহসী ভেবেছিলাম... এখন দেখছি উল্টোটা! নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য কাপুরুষের মত ফ্রান্সিসকোকে পাঠিয়েছ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে!'

'খামোকা রেগে যাচ্ছ তুমি,' শান্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'আমি যা করেছি, তা শুধু তোমার কথা ভেবে। নিজের প্রাণের পরোয়া করিনি আমি কখনও, আজ হঠাৎ কেন করব?'

'তা হলে কেন ফ্রান্সিসকোকে পাঠিয়েছ আমাকে না জানিয়ে? বলো... জবাব দাও!'

'পারলে আমি নিজেই যেতাম, জুয়ানা, বিশ্বাস করো! কিন্তু তাতে কোনও লাভ হতো না, ধরা পড়ে যেতাম। ফ্রান্সিসকোকে আমি জোর করে পাঠাইনি... সত্যি বলতে কী, আমি ওকে মানাই করেছিলাম, কিন্তু ও কথা শোনেনি। এখানে আমার কী দোষ? আমি তোমার কথা ভেবে সোওয়ার প্রস্তাবে রাজি

www.BanglaBook.org

হয়েছি... আর তুমি কিনা আমাকে কাপুরুষ বলছ? এরচেয়ে মরে গেলেই ভাল হতো...'

লিওনার্ডের ব্যথিত চেহারা দেখে রাগ পড়ে গেল জুয়ানার। বলল, 'আমি দুঃখিত, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি। কিন্তু ফাদারের মত ভালমানুষটা যা-ই বলুক, তোমারও ভাবা উচিত ছিল—আমার জীবনটা থাকবে কি যাবে, সেটা ঠিক করার অধিকার শুধু আমার। কারও কথায় একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাল করোনি তুমি। কারও মৃত্যুর দায় নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব, বলতে পারো?'

'যা হবার হয়ে গেছে,' কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'যাও, আগামীতে এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে তোমাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেব।' মলিন একটা হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। জামার ভিতর থেকে বের করে দিল ফ্রান্সিসকোর ডায়েরি আর জপমালাটা। 'এ-দুটো জিনিস তোমাকে দিয়ে গেছে ফাদার। একটা চিঠি আছে ডায়েরির মধ্যে।'

ডায়েরি খুলে ফ্রান্সিসকোর চিঠিটা পড়ল জুয়ানা। সেটা এরকম:

প্রিয় সেনিয়রা,

কী পরিস্থিতিতে এ-চিঠি লিখছি, তা আশা করি ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন। যদি সময় নিয়ে পুরো ডায়েরিটা পড়েন, তা হলে আমার লজ্জাজনক দুর্বলতাটা সম্পর্কে জানতে পারবেন। আমি একজন পাদ্রী... ঈশ্বরের দূত। অথচ সমস্ত নিয়মকানুন ভঙ্গ করে সাধারণ এক পুরুষের মত একটা অন্যায় করে বসেছি আমি—আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। দয়া করে ক্ষমা করুন আমাকে, কারণ আপনি ক্ষমা না করলে অন্য কোথাও ক্ষমা পাব না আমি। চমৎকার একজন সাথী পেয়েছেন আপনি আমার চোখের সামনে, প্রার্থনা করি—তাঁকে নিয়ে সুখী হন। ঠিক যেমন

www.BanglaBook.org

ভালবাসা পাওয়া উচিত আপনার, ঠিক তেমনিভাবে মি. অট্রাম ভালবাসেন আপনাকে। হাজারো বিপদ আপনাদের চারদিকে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেসব কাটিয়ে উঠতে পারবেন আপনারা। কাটিয়ে উঠতে পারবেন নিজেদের মধ্যকার বিভেদও। দীর্ঘ, সুখী জীবনযাপন করবেন। আর আমার ব্যাপারে... যদি কখনও মনে পড়ে এই হতভাগাকে, তা হলে একটু প্রার্থনা করবেন। জানবেন, আমি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু ছিলাম। বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বিদায়, ভাল থাকুন।

ইতি, ফ্রান্সিসকো।

পড়া শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল জুয়ানা। 'ওহ্ ফাদার! কেন আপনি এ-কাজ করতে গেলেন! আমি যে এমন ভালবাসা পাবার যোগ্য নই!'

ওকে জড়িয়ে ধরল লিওনার্ড, মুখ রাখতে দিল বুকে। বলল, 'অসম্ভব রকমের ভাল একজন মানুষকে হারাল পৃথিবী। তুমি ঠিকই বলেছ, জুয়ানা। আমরা ওর বন্ধুত্ব পাবার যোগ্য নই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল প্রেমিক-প্রেমিকা, তারপরই সচকিত হয়ে উঠল দরজার তালা খোলার শব্দে। কয়েক মুহূর্ত পরেই প্রকোষ্ঠে ঢুকল নাআম আর সোওয়া। ওদেরকে দেখতে পেয়েই রোষ ফুটল লিওনার্ডের চেহারায়।

প্রধান পুরোহিতের চোখে নানা রকম অভিব্যক্তি খেলা করছে। বোঝা যাচ্ছে, দোটানায় ভুগছে সে। গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'উদ্ধারকর্তা, রাখালবালিকা, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। দয়া করে কোনও ধরনের আক্রোশ দেখাতে যেয়ো না; বাইরে প্রহরী আছে, ওরা তোমাদের খুন করে ফেলবে। আমি এমনিতেও তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে রাজি নই। নিতান্তই বাধ্য হয়েছি আমার মেয়ের কাছে তোমাদের ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলায়। দয়া করে আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কঠোর হতে দিয়ো না।'

'তোমার সব কথা শুনব আমরা,' বলল লিওনার্ড। 'তার আগে বলো, আমাদের বন্ধুদের খবর কী?'

'ওদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে আকা আর যালের কাছে,' গম্ভীর গলায় বলল নাআম। 'সাদা পাদ্রীটা জলাশয়ে পড়বার আগেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আর বামনটা... ওকে জোর করে ফেলতে হয়নি। উল্টো আমার এক পুরোহিতকে জাপটে ধরে নিজ থেকেই ঝাঁপ দিয়েছে পানিতে। বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার!'

'চমৎকার!' হাসল লিওনার্ড। 'আমি জানতাম, অটার সহজে পার পেতে দেবে না তোমাদের, অন্তত দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে!'

'আমি সে-কারণে অবাক হইনি,' বলল নাআম। 'অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছে ও ঝাঁপ দেয়ার পরে। আমাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ভোরের চেহারা পাল্টে গেছে... কুয়াশা কেটে গিয়ে হেসে উঠেছে সূর্য! আমার ধারণা, দেবতারা খুশি হয়েই এ-উপহার দিয়েছেন আমাদের। ভণ্ড-দেবতাদের শেষ করে দেবার উপহার!'

'তা হলে বলব, তোমাদের দেবতারা অন্ধ,' বিদ্রূপের সুরে বলল জুয়ানা। 'আমি এখনও বেঁচে আছি, সেটা দেখতে পাননি ওঁরা!'

এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল নাআম। তারপর নিজেকে সামলে বলল, 'হ্যাঁ, রাখালবালিকা, এখনও তুমি জীবিত। তবে কতটা সময় থাকবে, সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ তোমারই উপরে। আমার বয়স হয়েছে, বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটাতে চাই, আর কারও রক্ত ঝরাবার ইচ্ছে নেই। যা হোক, আমার গল্প এখনও শেষ হয়নি। শুধু রোদ ওঠাতেই অবাক হইনি আমি, কারণ সূর্য হেসে ওঠার পর যা ঘটেছে, তা আরও অবাক হবার মত। জলাশয়ের পানিতে আবার তোমাদের ভৃত্য বামনটাকে

www.BanglaBook.org

দেখতে পেয়েছি আমরা... হ্যাঁ, জ্যান্ত অবস্থায়। আমাদের পবিত্র কুমিরের সঙ্গে লড়াই করছিল! কুমিরের সঙ্গে একই তালে সাঁতার কাটছিল... কখনও ডুব দিচ্ছিল, কখনও বা উঠছিল ভেসে! কীভাবে একজন মানুষের পক্ষে তা সম্ভব, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'সাবাস অটার!' বলে উঠল লিওনার্ড। 'তারপর কী ঘটল?'

'শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুমিরের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেছি আমরা, ওই অবস্থায় দেখেছি গুহায় ফিরে যেতে। তোমাদের ভৃত্যও সঙ্গে ছিল কি না, তা বোঝা যায়নি। নিশ্চিত হতে চাইলে ওই গুহাতে কাউকে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, অমন একটা ঝুঁকি কোনও সুস্থ-মস্তিষ্কের মানুষ নেবে না।'

'হুম। বাঁচুক বা মরুক, অটার তা হলে ভাল একটা লড়াই করেছে!' লিওনার্ড বলল। 'তো... এখন তুমি কী চাও, নাআম? কেন এসেছ এখানে?'

গলা খাঁকারি দিল প্রধান পুরোহিত। এখানে তার আসার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, কৌশলে জুয়ানার কাছ থেকে লিওনার্ডকে আলাদা করা। তবে সেটা তো আর বলে দেয়া যায় না! তাই ইতস্তত করে বলল, 'আ... আমি ওদের পরিণতির কথা জানাতে এসেছি তোমাদের।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল লিওনার্ডের মুখ দিয়ে। 'আমাদের প্রিয় দুজন মানুষকে খুন করে এসেছ... এই খবরটা জানাবার তর সইছিল না বুঝি? ভাল কথা, আমাদের নিয়ে কী পরিকল্পনা তোমার? মানে যতদিন না আমাদেরকেও কুমিরের খাবার হতে হচ্ছে, ততদিন কী করবে, জানতে পারি?'

'বিশ্বাস করো, উদ্ধারকর্তা, আমি তোমাদের বাঁচাতে চাই,' বলল নাআম। 'অনেকে মারা গেছে ইতোমধ্যে, তবে আমার তাতে কিছু করার ছিল না। ওরা সবাই ছিল পরিস্থিতির শিকার। এখন গোটা শহরে নানা রকম কানাঘুষো শুরু হয়েছে, দ্বিধায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুগছে জনগণ। আগামী কয়েকদিনে কী ঘটবে, সেটা নিশ্চিত করে বলতে পারি না আমি। তাই লুকিয়ে থাকাটাই ভাল হবে তোমাদের জন্য। জানি, বাসস্থান হিসেবে এই জায়গাটা খুব একটা সুবিধের নয়; কিন্তু এখানে তোমরা নিরাপদে থাকবে। যদি চাও, তা হলে পাশে আরেকটা কামরা আছে, ওটাও ব্যবহার করতে পারো। এসো, দেখাচ্ছি।'

লিওনার্ডকে প্রকোষ্ঠের দ্বিতীয় দরজাটার সামনে নিয়ে গেল নাআম, একটা চাবি দিয়ে খুলে ফেলল তালা। তারপর পাল্লাটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ওপাশে আরেকটা কামরা নজরে পড়ল, এ-পাশেরটারই ডুপ্লিকেট।

'নিজেই দেখো,' বলে পথ ছেড়ে দাঁড়াল নাআম।

ক্ষণিকের জন্য সতর্ক থাকার কথা ভুলে গেল লিওনার্ড। কৌতূহলের বশে পা রাখল ওপাশের কামরায়, আর সঙ্গে সঙ্গে টান দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল প্রধান পুরোহিত। পাঁই করে ঘুরল লিওনার্ড, তবে দেরি করে ফেলেছে। বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকানোর শব্দ হলো।

জুয়ানার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লিওনার্ড।

চৌত্রিশ

নাআমের প্রস্তাব

জুয়ানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। ক্ষণিকের জন্য স্থবির হয়ে গেল ও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এবার, রাখালবালিকা,' বলল নাআম, 'আমরা একান্তে কথা বলতে পারি। এমন কিছু বলার আছে আমার, যা অন্য কারও শোনা ঠিক হবে না।'

'শয়তান কোথাকার!' হিসিয়ে উঠল জুয়ানা। 'কী বলতে চাও তুমি?'

'মাথা গরম না করলেই ভাল করবে, রাখালবালিকা,' শান্ত গলায় বলল নাআম। 'যে অপরাধ তুমি করেছ আমাদের ধোঁকা দিয়ে, তাতে মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল তোমার। শুধু আমার মেয়ের অনুরোধে বাঁচতে দিয়েছি। কিন্তু যদি কথা না শোনো, আমাকে প্রতিশ্রুতি ভাঙতে হবে। সেটা তোমার জন্য সুখকর হবে না।'

'হুমকি দিচ্ছ?'

'যা খুশি ভাবতে পারো একে। কিন্তু জেনে রাখো, জন্মের মত ফাঁদে পড়েছ তুমি। আমাদের দেশে পা রেখে বিরাট ভুল করেছ, এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই। এখন আমার কথামত চলতে হবে তোমাকে।'

'আমার উপর জোর খাটিয়ে লাভ নেই, নাআম,' দৃঢ় গলায় বলল জুয়ানা। 'কুমিরের মুখে ছুঁড়ে ফেলা ছাড়া আর কিছুই তুমি করতে পারবে না আমাকে নিয়ে।'

'আমার কথা শেষ হতে দাও,' বলল নাআম। 'তোমার বা উদ্ধারকর্তার কোনও ক্ষতি করবার ইচ্ছে নেই আমার। এমনিতেই যথেষ্ট ঝামেলায় আছি, ভণ্ড দেব-দেবীদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলা হয়েছে আমার আর সোওয়ার বিরুদ্ধে। এখন তুমি যদি সাহায্য করো, আমরা দু-পক্ষই সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারি।'

'আরেকটা ষড়যন্ত্র?' বাঁকা গলায় বলল জুয়ানা, বিদ্রূপের হাসি হাসল। 'বলো, বলো, চুপ করে থেকো না। শুনে দেখি, এবার তোমাদের দুষ্ট মাথা থেকে কী বুদ্ধি বেরিয়েছে।'

অপমানটা নীরবে হজম করল নাআম। বলল, 'তোমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার জনগণের সামনে হাজির করব আমরা। বলব, তুমি সত্যিই দেবী, তাই বলি দেবার পরও মারা যাওনি...'

'কী বললে? আবার দেবী বানাবে? রাজ্যের শাসনভার তুলে দেবে?'

'না,' নাআম মাথা নাড়ল। 'যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমাদের, আর তোমাকে ক্ষমতা দেয়া হবে না। তবে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটাবার একটা ব্যবস্থা করব। আমাদের রাজা ওলফানকে বিয়ে করবে তুমি, তার রানী হয়ে থাকবে।'

'দেবী বিয়ে করবে একজন সাধারণ রাজাকে? লোকে সেটা মেনে নেবে কেন?'

'কারণ সবার সামনে তুমি ঘোষণা দেবে, রাজার প্রেমে পড়েছ। তার সঙ্গিনী হয়ে থাকতে চাও। দেবত্ব ত্যাগ করে সাধারণ একজন মানবীতে পরিণত হচ্ছ তাই।'

'বাহ্, চমৎকার পরিকল্পনা!' টিটকিরি মারল জুয়ানা। 'বুদ্ধিটা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। নাকি ভুল বললাম আমি, সোওয়া?'

'হ্যাঁ, পরিকল্পনাটা আমারই,' স্বীকার করল সোওয়া। 'তবে ওটা আপনাকে বাঁচানোর জন্যই করেছি আমি, ছোট মালকিন। এর সঙ্গে প্রতিশোধেরও একটা ব্যাপার আছে। ওই সাদা মানুষটাকে একটা শিক্ষা দিতে চাই আমি—ওকে দেখাতে চাই, প্রিয়জন দূরে সরে গেলে কেমন লাগে!'

'ভেবেছ, প্রাণ বাঁচানোর জন্য তোমার এই নোংরা পরিকল্পনায় সায় দেব আমি?' রেগে গেল জুয়ানা। 'কী ভাবো তুমি আমাকে?'

'আপনি স্রেফ একজন আবেগপ্রবণ মেয়ে, মালকিন। যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, দেখবেন—ঠিক কাজই করছি আমি। এতে আপনার আর আমার বাবার জীবন রক্ষা পাবে। জনগণ খেপে আছে বাবার উপরে, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হলে ওলফান আর ওর সেনাবাহিনীর সাহায্য দরকার আমাদের। ইতোমধ্যে রাজার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে কথা বলেছি আমরা, আপনাকে তার হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে সমর্থন চেয়েছি... ওলফান তাতে রাজিও হয়েছে। তবে ওর শর্ত একটাই—বিয়েটা আজই হতে হবে। এখন নিজেই ভাবুন, অনর্থক খুন হয়ে যাবার চেয়ে রানী হয়ে বেঁচে থাকাটাই কি ভাল নয়?'

'আমার ধারণা অন্যরকম,' শান্ত গলায় বলল জুয়ানা। কোনও ধরনের অভিব্যক্তি আর ফুটছে না ওর চেহারায়। 'আমি বরং মরে যেতেই পছন্দ করব।' চুলের মধ্যে হাত দিল ও, পরমুহূর্তে বিস্মিত হলো। বিষটা নেই!

'মরাটা এত সহজ নয়, মালকিন,' হাসল সোওয়া। 'আপনার বিষের শিশিটা সরিয়ে ফেলেছি আমি। এত সহজে মুক্তি পাচ্ছেন না আর আপনি।'

'আমি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দেব!' হুমকি দিল জুয়ানা। 'উপবাসে মরব!'

'তাতে সময় লাগবে। কিন্তু বিয়েটা হবে আজই। তার আগে ওলফানকে সম্মতিও জানাতে হবে আপনার। বোকাটা গোঁ ধরেছে, প্রকাশ্যে যদি আপনি ওকে বিয়ে করতে রাজি না হন, তা হলে ও এর মাঝে নেই।'

'ওই সম্মতি তোমরা কোনোদিনই পাবে না, সোওয়া,' বলল জুয়ানা। 'কাজেই পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিলেই ভাল করবে।'

'আমাকে এখনও আপনি চিনতে পারেননি, মালকিন,' শীতল গলায় বলল সোওয়া। 'সহজে আমি হাল ছাড়ি না। আমি জানি, কীভাবে আপনাকে রাজি করাতে হবে।'

'মানে?'

'উদ্ধারকর্তার কথা বলছি, মালকিন,' ক্রূর হাসি হাসল সোওয়া। 'ধরুন, ও যদি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পতিত হয়? যদি আপনার সম্মতি দেয়া না দেয়ার উপরে ওর জীবন নির্ভর করে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা হলে কী করবেন আপনি?'

মোক্ষম এক চাল দিয়েছে প্রৌঢ়া দাসী। আচমকা নিজের অসহায়ত্ব টের পেল জুয়ানা। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। চোখে পানি জমল। ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি আমার এতবড় সর্বনাশ করবে, সোওয়া? তারচেয়ে আমাকে ওই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীর আস্তানায় মরতে দিলেই তো ভাল করতে!'

'তখনকার পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল, মালকিন,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল সোওয়া। 'আপনি আমাকে ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। কোনও সাদা কুকুর আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি তখন। আর আজ? আমার কথা ভাবুন, কে আছে আমার? না স্বামী, না সন্তান! আপনাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভেবে বেঁচে ছিলাম আমি, ঠিক যেভাবে একজন মা তার সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকে। অথচ আমার ব্যাপারেই ওই সাদা শয়তানটা মন বিষিয়ে দিয়েছে আপনার, আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে! এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়ব না। আর বিয়েটার কথা বলছেন? ওটা সর্বনাশ নয়, মালকিন। বরং আপনাকে আমার কাছে রাখার একমাত্র পথ। আপনাকে না দেখে আমি থাকতে পারব না। এই কয়েদখানায় বন্দি করে রেখেও উদ্দেশ্যটা সফল করতে পারি, কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর আমি হতে পারব না। তাই দেশের রাজার সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করেছি... যাতে রানীর মত থাকেন। আরাম-আয়েশ গড়াগড়ি খায় আপনার পায়ের তলায়। এরপরও যদি মনে করেন, আমি অন্যায় করছি, তা হলে আমার আর বলার কিছু নেই। ব্যাপারটাকে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিন। ওলফানকে বিয়ে করতে হবে আপনার, কুয়াশা-মানবদের দেশে বাকি জীবন কাটাতে হবে!'

থামল প্রৌঢ়া দাসী, আবেগের উচ্ছ্বাসে শরীর কাঁপছে। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জুয়ানা। তারপর বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখন যাও তোমরা। আমাকে ভাববার সময় দাও।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমরা,' বলল নাআম। 'সন্ধ্যার আগে ফিরব। তখন তোমার জবাব চাই। শুনে রাখো, রাখালবালিকা, এই বদ্ধ কামরাতেও তোমার উপর নজর রাখব আমরা: কাজেই আত্মহত্যা করবার চেষ্টা কোরো না। মরতে দেয়া হবে ন তোমাকে। প্রয়োজনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখব, জোর করে খাওয়াব। মনে রেখো কথাটা।'

চলে গেল পিতা-কন্যা, বন্দিনীকে বর্ণনাতীত দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে।

কয়েক ঘণ্টা বিছানার উপর নীরবে বসে রইল জুয়ানা, মুখটা পাথরের মত করে। আড়াল থেকে যারা নজর রাখছে, তাদেরকে ওর মনের অবস্থা বুঝতে দিতে চায় না। মাথার মধ্যে অবশ্য ঝড় বইছে ওর।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার—পাগল হয়ে গেছে সোওয়া। ভালবাসা আর ঘৃণার দোলাচলে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়েছে মহিলা, সন্তান হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত পশুর চাইতেও ভয়ানক হয়ে উঠেছে। শুরু থেকেই লিওনার্ডকে ঈর্ষা করছে সে, ফলে লিওনার্ডও ওকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে, অবিশ্বাস করেছে। এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব চরম রূপ নিয়েছে এখন, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ হারিয়ে ফেলেছে সোওয়া... যা-খুশি-তাই করে বসছে।

কাজেই প্রৌঢ়া দাসীর কাছ থেকে কোনও ধরনের দয়া আশা করা বৃথা। নাআমের বেলায়ও একই কথা খাটে। মেয়ের প্রতি আবেগের চাইতেও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ বেশি কাজ করছে প্রধান পুরোহিতের ভিতর; সোওয়ার পরিকল্পনায় হাত মিলিয়েছে শুধুমাত্র নিজের পিঠ, এবং ক্ষমতা বাঁচানোর জন্যে। তবে লোকটাকে যদি বিকল্প একটা পথ দেখানো যায়, তা হলে কাজ হতে পারে। ওলফানকে মোটেই পছন্দ করে না সে, কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ে রাজার সমর্থন ছাড়া টিকতে পারবে না বলেই

www.BanglaBook.org

জুয়ানাকে তার হাতে তুলে দিতে চাইছে। নইলে ভণ্ড-দেবীকে চুপিচুপি দেশ থেকে বের করে দিতে পারলেই বেশি খুশি হতো নিঃসন্দেহে। এমনিতেও পুরো আয়োজনটা খুব একটা নিরাপদ নয়—আপাতত ওলফানকে হাতে রাখতে চাইছে নাআম, তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, আসন পাকাপোক্ত হয়ে গেলে রাজা আর ভণ্ড-দেবী... দু'জনকেই পথ থেকে সরিয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা করবে লোকটা। তখন সোওয়াও তাকে ঠেকাতে পারবে না।

বাকি থাকে লিওনার্ড আর ওলফান। লিওনার্ড বন্দি, অতএব ও কিছু করতে পারবে না। এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারে শুধু ওলফান। খাঁটি মনের মানুষ সে, বেঈমানী করতে জানে না। কেন নাআমের প্রস্তাবে রাজি হয়েছে, সেটা একটা প্রশ্ন বটে; তবে জুয়ানাকে চিরসাথী হিসেবে পাবার লোভ হয়তো কাজ করছে রাজার ভিতরে। সত্যিই কি তা-ই? সেদিন তো সে পরিষ্কার জানিয়েছিল—লিওনার্ড... মানে জুয়ানার স্বামী থাকা অবস্থাতে ওর দিকে হাত বাড়াবে না; তা হলে আজ বাড়াচ্ছে কেন? একটু ভাবতেই জুয়ানা বুঝতে পারল, ওকে ভুল বুঝিয়েছে নাআম। নিশ্চয়ই বলেছে, লিওনার্ড মারা গেছে। এখন যদি কোনোভাবে ওকে বোঝানো যায়...

উঠে পায়চারি করতে শুরু করল জুয়ানা। লিওনার্ডের মত ও-ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পুরো প্রকোষ্ঠটা। বুঝতে পারল, পালানোর কোনও উপায় নেই। ওপাশের কামরায়ও যাওয়া সম্ভব নয়। দরজাটাতে তালা না থাকলেও কী যেন একটা কৌশল খাটানো হয়েছে... সম্ভবত লুকানো কোনও স্প্রিং আছে। সেটার পজিশন জানা না থাকলে দরজাটা খোলা অসম্ভব। কাজেই ভাগ্যে যা আছে, তা মোকাবেলা করতে হবে। অটারের কথা মনে পড়ল—সত্যিই কি মারা গেছে বামন? আর ফ্রান্সিসকো... তার কথা মনে পড়তেই মনটা ভারী হয়ে গেল। কে জানত, ছোটখাট মানুষটা এভাবে আত্মত্যাগ করবে? এর জন্য তো ও-ই দায়ী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিওনার্ডের উপর খামোকাই রেগে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছে, ফ্রান্সিসকো নিজের ইচ্ছেতেই গেছে প্রাণ দিতে। ওতে লিওনার্ডের কোনও হাত ছিল না। গত কয়েক মাসে বার বার ওকে ভুল বুঝেছে জুয়ানা। এখন তার শাস্তিই বুঝি ঈশ্বর দিচ্ছেন ওকে—লিওনার্ডের প্রাণ বাঁচানোর দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন ওর হাতে। ইশ্‌শ্, যদি ফ্রান্সিসকোর মত সহজে দায়িত্বটা পালন করা যেত! হাসতে হাসতে নিজের জীবন দিয়ে দিত জুয়ানা।

নিস্পন্দভাবে কেটে গেল দিনটা। সন্ধ্যা ঘনাতেই আলো কমে গেল ছোট্ট প্রকোষ্ঠটার ভিতরে। আর একটু পরেই হাতে মোমবাতি নিয়ে উদয় হলো নাআম আর সোওয়া।

'আমরা এসেছি, রাখালবালিকা,' বলল প্রধান পুরোহিত। 'কী সিদ্ধান্ত নিলে?'

'তোমাদের নোংরা প্রস্তাবে রাজি নই আমি,' বলল জুয়ানা।

'ভাল করে ভেবে দেখো।'

'ভেবেছি আমি... সারাটা দিন ধরে ভেবেছি। আমার জবাব শুনতে পেয়েছ তোমরা।'

খপ্ করে জুয়ানার বাহু চেপে ধরল নাআম। বলল, 'এদিকে এসো, রাখালবালিকা। শেষ কথা বলবার আগে একটা জিনিস দেখাতে চাই তোমাকে।'

টেনে প্রকোষ্ঠের দ্বিতীয় দরজার কাছে ওকে নিয়ে গেল প্রধান পুরোহিত। সোওয়া বেরিয়ে গেল। খানিক পরেই দরজার উপরদিকে একটা প্যানেল খুলে গেল, ফোকর দিয়ে ওপাশের কামরাটা দেখা যাচ্ছে।

'দেখো!' কঠিন গলায় বলল নাআম।

তাকাল জুয়ানা। দেখল, ওপাশের কামরায় তিনজন পুরোহিত দাঁড়িয়ে। লিওনার্ডের হাত-পা বেঁধে ফেলেছে তারা, মুখে গুঁজে দিয়েছে একটা কাপড়। দ্বিতীয় একটা দরজা দিয়ে ঢুকেছে সোওয়া, দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এবার বলো, বিয়েতে তুমি রাজি আছো কি না।' নাআম জানতে চাইল।

লিওনার্ডকে ওই অবস্থায় দেখে বুকটা কেমন কেমন করছে জুয়ানার, কিন্তু সাহস হারাল না। বলল, 'না, আমি রাজি নই।'

'বেশ, তা হলে বাকিটাও দেখাতে হয় তোমাকে।'

শিস দিয়ে ইশারা করল নাআম। সেটা শুনে সোওয়া কী যেন নির্দেশ দিল পুরোহিতদের। একজন এগিয়ে এসে কামরার মাঝখানে হাঁটু গেড়ে বসল, তারপর মেঝে থেকে তুলে আনল একটা পাথরের স্ল্যাব। একটা অন্ধকার ফোকর উন্মুক্ত হলো তাতে। লিওনার্ডকে মেঝেতে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো তার সামনে।

'ফোকরটা কীসের, জানো?' বলল নাআম। 'ওটার ঠিক তলায় রয়েছে আমাদের পবিত্র কুমিরের গুহাটা। সারা বছর তো আর জলাশয়ে মানুষ উৎসর্গ করা যায় না, তাই মাঝে মাঝে ওখান দিয়েও খাবার ফেলা হয় ওঁর জন্য। এখন উদ্ধারকর্তাকেও ফেলা হবে কি না, সেটা নির্ভর করছে তোমার উপর, রাখালবালিকা। ভেবে দেখো, প্রস্তাবে রাজি হবে, নাকি সাদা মানুষটাকে ফেলে দেব আমরা কুমিরের গুহায়।'

ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল জুয়ানার। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, ফোকরের ভিতর লিওনার্ডের মাথা আর কাঁধ অদৃশ্য হয়েছে, তিন পুরোহিত অপেক্ষা করছে পুরো দেহটাই ওখানে গুঁজে দেয়ার জন্য।

'তাড়াতাড়ি জবাব দাও!' ধমকের সুরে বলল নাআম। 'আমি আর দেরি করতে রাজি নই।'

'ছেড়ে দাও ওকে,' ফিসফিস করল জুয়ানা। 'আ...আমি ওলফানকে বিয়ে করব।'

'খুব ভাল।' হাসল নাআম। নতুন সুরে শিস দিল। সেটা শুনে পুরোহিতদের আরেকটা নির্দেশ দিল সোওয়া। লিওনার্ডকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোকরের কাছ থেকে সরিয়ে নিল তারা। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটার প্যানেলটা ওপাশ থেকে আবার বন্ধ করে দিল সোওয়া।

'কী করছ?' চেঁচিয়ে উঠল জুয়ানা। 'ওর বাঁধন খুলে দাওনি কেন? আমি তো রাজি হলাম তোমার প্রস্তাবে!'

'উঁহু, রাখালবালিকা, তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। আমার সামনে খালি রাজি হলে হবে না, ওলফানের সামনেও হতে হবে। একটু পরেই আসবে সে, তাকে পরিষ্কার ভাষায় জানাবে ব্যাপারটা। খবরদার, উদ্ধারকর্তার বিষয়ে টুঁ শব্দটিও কোরো না। ওলফানের ধারণা, ও মারা গেছে। যদি অন্য কিছু বলো, তা হলে মরণই কপালে আছে সাদা শয়তানটার।'

'অন্তত ওর মুখের গোঁজটা খুলে দাও! নইলে দম আটকে মারা যাবে ও!'

'সবই করা হবে, তবে ওলফানের সঙ্গে তুমি কথা বলার পর। কখন দেখা করতে চাও?'

'এখুনি! ঝামেলাটা মেটাও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'শুনে খুশি হলাম।'

সোওয়া ফিরে এল কয়েক মিনিট পর। তাকে দেখে নাআম বলল, 'সুখবর। সুমতি হয়েছে তোর মালকিনের! যা, ওলফানকে ডেকে নিয়ে আয়। ও নিজের কানেই শুনুক খবরটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সোওয়া। বিছানায় বসে পড়ল জুয়ানা। আবেগকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, মুখ ঢাকল দু'হাতে। একটু পরেই আবার খুলে গেল দরজা, ওলফানকে নিয়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকল প্রৌঢ়া দাসী।

'সাবধান!' জুয়ানার কানের কাছে ফিসফিস করল নাআম। 'উল্টোপাল্টা কিছু বলতে যেয়ো না। তা হলে উদ্ধারকর্তা মরবে!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ

মহৎ কিংবা নীচ

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকল জুয়ানা, তারপর মুখ তুলে তাকাল ওলফানের দিকে। হাতে একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজা, পাথরের মত মুখটাতে কোনও ধরনের অভিব্যক্তি ফুটছে না। কীভাবে জুয়ানা রক্ষা পেয়েছে নরবলির হাত থেকে, তা শুনেছে নিশ্চয়ই; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনও ধরনের বিস্ময়, বা ক্রোধ লক্ষ করা যাচ্ছে না। বোঝা মুশকিল, মনের ভিতর কী চলছে তার। মর্যাদাবান একজন রাজার মতই তার ভাবভঙ্গি।

'কথা বলো, ওলফান,' একটু অপেক্ষা করে বলল জুয়ানা।

'রানী, আমাকে বলা হয়েছে আপনি কিছু বলতে চান আমাকে,' বলল ওলফান। আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখছে পুরোপুরি। 'শুনেছি আপনার স্বামী মারা গেছেন, সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। নিশ্চিত থাকতে পারেন, এই জঘন্য কাজটাতে আমার কোনও হাত ছিল না। হাত ছিল না সাদা পাদ্রী, বা বামনটার মৃত্যুতেও। সবই ঘটেছে প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে। তার যুক্তি, জনগণের দাবির মুখে দেবতাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বাধ্য হয়েছিল সে; মন থেকে নাকি আপনাদের মৃত্যু চায়নি। সে-কারণে গোপনে লুকিয়ে ফেলেছে আপনাকে, বাঁচাতে চাইছে। স্বীকার করছি, রানী, আপনাকে জীবিত দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছে। কয়েক ঘণ্টা আগে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলাম আমি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনি মারা গেছেন ভেবে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর এই পুরোহিত আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে, জানায় আসল ঘটনা। সেই সঙ্গে একটা প্রস্তাব দেয়—আপনাকে চিরদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা, এবং এই দেশে আমার রাজত্ব ফিরে পাবার জন্য।'

'প্রস্তাবটা কী?'

'আপনাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আমাকে, বিনিময়ে নাকি আবার রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পাব। জনগণকে বলা হবে, আমার প্রেমে আপনি দেবত্ব ত্যাগ করেছেন, বেছে নিয়েছেন সাধারণ এক মেয়ের জীবন। বলতে দ্বিধা নেই, প্রস্তাবটা লোভনীয়। আপনার প্রতি অনুরাগের কথা আগেই প্রকাশ করেছি আমি, এখন যদি আপনার স্বামী মারা গিয়ে থাকেন, তা হলে বিয়ে করার ব্যাপারেও আপত্তির কিছু নেই। সেই সঙ্গে হারানো সম্মানও ফিরে পাব। তবে লোভী হয়ে উঠিনি আমি, নাআমকে জানিয়েছি—আপনি নিজ মুখে যদি আমাকে বিয়ে করতে সম্মতি জানান, তবেই শুধু রাজি হব আমি, অন্যথায় নয়। এখন বলুন, রানী, আপনার জবাব কী? কথা দিচ্ছি, যা-ই আপনার মত হোক, তা আমি মাথা পেতে নেব।'

ইতস্তত করল জুয়ানা। পরিস্থিতি গুরুতর, কোনও আশা নেই। ওলফানকে সত্যি কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে লিওনার্ড। সোওয়া প্রকোষ্ঠের দ্বিতীয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে হুমকি দেবার ভঙ্গিতে, জুয়ানার মুখ দিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু বের হলেই দরজার প্যানেল সরিয়ে লিওনার্ডকে খুন করবার আদেশ দেবে। নিজেকে নিয়ে ভাবছে না জুয়ানা, ওলফান হয়তো রক্ষা করবে ওকে, কিন্তু লিওনার্ড মারা গেলে ওর বেঁচে থেকে লাভ কী? একটাই পথ সামনে—ওলফানের স্ত্রী হবার প্রস্তাবে সম্মতি দেয়া। এতে ভালমানুষটার সঙ্গে মিথ্যাচার করা হবে, কিন্তু বিকল্পও তো নেই ওর হাতে!

'ওলফান,' বলল ও। 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি

www.BanglaBook.org

আছি। কিন্তু আমার অবস্থাটা তুমি জানো... মাত্র কঁয়েক ঘণ্টা আগে স্বামী মারা গেছে আমার। তাই মনকে শান্ত করবার জন্য কয়েকটা দিন সময় চাই। বিয়েটা নাহয় তারপর করা যাবে।'

'আমার তাতে আপত্তি নেই, রানী,' ওলফান বলল। 'কিন্তু নাআমের সঙ্গে চুক্তি মোতাবেক বিয়েটা যে আজ রাতেই হতে হবে! আমি আকার রক্ত স্পর্শ করে শপথ নিয়েছি—আপনি রাজি হলে এক মুহূর্ত দেরি করব না। সেই শপথ আমি ভাঙি কী করে?'

'কী বলছ তুমি! মাত্র বিধবা হয়েছি আমি, এখুনি আবার কীভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসি? দোহাই লাগে, একটু সময় দাও আমাকে!'

'সময় আপনি পাবেন, রানী। কথা দিচ্ছি, আজ শুধু আনুষ্ঠানিকতা সারব। এরপর যতদিন না আপনি চাইবেন, ততদিন আমি আপনাকে স্পর্শও করব না।'

এবার মুখ খুলল নাআম। বলল, 'খামোকা কথা বলে লাভ নেই, রাখালবালিকা। বৈধব্যের শোক এ-মুহূর্তে তোমার সাজে না। এই বিয়েটার উপর আমাদের সবার জীবন নির্ভর করছে। বিশেষ করে এমন একজনের, যার কথা উচ্চারণ না করাই ভাল।'

লিওনার্ডের কথা ইশারায় মনে করিয়ে দিল প্রধান পুরোহিত। চকিতে দৃষ্টি বোলাল পাশের কামরার দরজার উপর। তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না ওলফান। বলল, 'অযৌক্তিক কিছু বলেনি নাআম, রানী। ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছি আমরা। আজ রাতের মধ্যেই ঘোষণা দিতে হবে, আপনি আবার প্রজাদের মাঝে ফিরে এসেছেন, ত্যাগ করেছেন দেবত্ব। আর সেজন্যে বিয়েটা এখুনি হয়ে যাওয়া দরকার।'

'বেশ,' বলল জুয়ানা। 'কিন্তু গোপনে বিয়ে করব না আমি। অন্তত তোমার বিশ্বস্ত কয়েকজনকে সাক্ষী হিসেবে হাজির করো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ আমাদের বিয়ের কথা অস্বীকার করতে না পারে।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল ওলফান। 'আপনার ইচ্ছেই তা হলে পূরণ হবে। আমার তিনজন ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনছি, ওরা সাক্ষী হবে।'

রাজার কবজি চেপে ধরল জুয়ানা। 'আমাকে একা ফেলে যেয়ো না।' ইশারা করল নাআম আর সোওয়ার দিকে। 'এদেরকে আমি বিশ্বাস করি না।'

'সাক্ষী-টাক্ষীর আবার কী দরকার?' বিরক্ত গলায় বলল নাআম।

ঝট করে তার দিকে তাকাল ওলফান। 'রানী যখন চাইছেন, তখন সাক্ষী আনতেই হবে। চালাকি করার চেষ্টা কোরো না, বুড়ো! যথেষ্ট খেলিয়েছ আমাকে, আর না। এখন আমার কথামত কাজ করতে হবে তোমাকে। কয়েক ঘণ্টা আগে তোমাকে খতম করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বেঁচে গেছ মোক্ষম একটা টোপ দিতে পেরেছ বলে। তার মানে এই নয় যে, নাকে দড়ি বাঁধা জানোয়ারের মত নাচাবে আমাকে। খবরদার!' ধমকে উঠল ও। 'কোমরের ছুরিটা থেকে হাত সরিয়ে নাও। আমার হাতে বর্শা আছে, তুমি আমার নাগালই পাবে না। যদি ভেবে থাকো তোমার চ্যালাদের ডাকবে, তাতেও লাভ হবে না। আমার লোকেরা জানে আমি কোথায় এসেছি। যদি না ফিরি, ওরা তোমাদের সবাইকে শিকার করতে বেরুবে। অতএব বুঝতেই পারছ, তোমার জারিজুরি শেষ হয়ে গেছে। আমার কথায় চলতে হবে তোমাকে। দরজার কাছে যাও, বাইরের প্রহরীকে ডাকো। সাবধান, অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না।'

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল নাআম, বুঝতে পারছে—রাজা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। দরজার কাছে গিয়ে ডাকল প্রহরীকে।

'মন্দিরের সীমানায় আমার তিনজন ক্যাপ্টেন অপেক্ষা

www.BanglaBook.org

করছে,' বলল ওলফান। 'ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে বলো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা জানাল নাআম।

দশ মিনিট পরেই সামরিক সাজে সজ্জিত তিন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে ফিরে এল প্রহরী। ওদের একজন ওলফানের আপন ছোট ভাই, অন্য দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে দেয়া হলো ওদের।

'কী ব্যাপার... কী হচ্ছে এখানে?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল ওলফানের ভাই।

'বন্ধুগণ,' ওলফান বলল। 'একটা বিশেষ কারণে তোমাদের ডেকে এনেছি আমি। ভাল করে তাকালে দেখতে পাবে, আকা... আমাদের দেবী আবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে। তিনি এখন আমাকে বিয়ে করবেন!'

চমকে উঠল তিন যোদ্ধা। ওরা কিছু বলতে পারার আগেই ওলফান বলল, 'ধৈর্য ধরো, সময়ে সবই জানবে তোমরা। আপাতত আমাদের বিয়ের সাক্ষী হও। নাআম, শুরু করো অনুষ্ঠান।'

পরের আধঘণ্টা একটা ঘোরের মধ্যে কাটল জুয়ানার। দেখল এবং শুনল সবই, কিন্তু ঠিকমত অনুভব করল না কিছু। ওলফানের পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ও, সামনে নাআম বিড়বিড় করে আবৃত্তি করতে থাকল ধর্মীয় তন্ত্র-মন্ত্র, উচ্চস্বরে ডাকতে থাকল আকা আর যালকে। কল্পনার চোখে কয়েক মাস আগের দৃশ্যটা দেখতে পেল জুয়ানা, মনে পড়ে গেল—ঠিক এভাবেই পেরেইরার আস্তানায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল ও আর লিওনার্ড। সামনে ছিল ফ্রান্সিসকো। সেই স্মৃতি ভুলে যেতে চেয়েছিল ও, অথচ কী আশ্চর্য... নিয়তি সেই একই অবস্থায় আবার ফেলে দিয়েছে ওকে। চেতনা থেকে সবকিছু হারিয়ে গেল ওর, অবর্ণনীয় এক কষ্টে ভরে গেল ভিতরটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে উঠল জুয়ানা। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে। ওলফান হাঁটু গেড়ে চুমু খাচ্ছে ওর হাতের উল্টোপিঠে।

'শুভেচ্ছা, রাখালবালিকা,' হাসল রাজা। 'কুয়াশা-মানবদের নতুন রানী হয়েছ তুমি।' সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে, তুমি করে ডাকছে জুয়ানাকে।

জয়ধ্বনি করে উঠল তিন ক্যাপ্টেন।

'আমি তা হলে এখন এ দেশের রানী, ওলফান?' জিজ্ঞেস করল জুয়ানা।

'হ্যাঁ, প্রিয়া।'

'রানী হিসেবে আমার কিছু ক্ষমতা তো আছে, নাকি?'

'অবশ্যই! এখন এ-দেশের সবাই তোমার প্রজা। তোমার প্রতিটা আদেশ পালন করতে বাধ্য সবাই... শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার ছাড়া।'

'বেশ,' তিন ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল জুয়ানা। 'আমার প্রথম আদেশ হচ্ছে, এখুনি এই পুরোহিত আর ওর মেয়েকে গ্রেফতার করো তোমরা!'

চমকে গেল ওলফান। ক্যাপ্টেনদের চেহারাতেও ভর করল দ্বিধা। নাআম চেষ্টা করল দরজার দিকে ছুটে যেতে।

বর্শা তুলে তার পথরোধ করল ওলফান। 'থামো! রানীর এ-আদেশের পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। আমরা সেটা শুনব। তার আগে পালিত হোক ওঁর ইচ্ছে! বন্ধুরা, গ্রেফতার করো ওদের।'

সঙ্গে সঙ্গে সচল হয়ে উঠল তিন যোদ্ধা। নাআম কোমর থেকে ছুরি বের করতে চাইল, কিন্তু পারল না। অস্ত্রটা কেড়ে নিয়ে তাকে জাপটে ধরল একজন। অন্য দুজন ছুটে গেল সোওয়াকে ধরতে। প্রৌঢ়া দাসী তখন দরজার প্যানেলটা খোলার চেষ্টা করছে।

www.BanglaBook.org

'খবরদার! ওকে দরজার কাছে থাকতে দিয়ো না,' চেঁচাল জুয়ানা।

টেনে-হিঁচড়ে দাসীকে বিছানার কাছে নিয়ে এল দুই যোদ্ধা, মাটিতে শুইয়ে গলার উপর চেপে ধরল বর্শার ডগা। অবস্থা বেগতিক দেখে স্থির হয়ে গেল সোওয়া।

'তোমার নির্দেশ পালিত হয়েছে, রানী,' বলল ওলফান। 'এবার কারণটা ব্যাখ্যা করবে?'

'হ্যাঁ, করব,' বলল জুয়ানা। 'এই দুই শয়তান তোমার কাছে মিছে কথা বলেছে, ওলফান। উদ্ধারকর্তা মারা যায়নি, ওকে দরজার ওপাশের কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছে; আমিও নিজ থেকে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হইনি। উদ্ধারকর্তাকে মেঝের একটা গর্ত দিয়ে কুমিরের গুহায় ফেলে দেবার ভয় দেখিয়েছে এরা আমাকে; বলেছে, তোমাকে বিয়ে করতে রাজি না হলে ওকে মেরে ফেলবে। তাই আমি সম্মতি জানিয়েছি। ওরা আসলে আমাদের দুজনের সাহায্য নিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে চাইছিল। চাইছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। ভেবেছ তোমাকে বেশিদিন রাজা থাকতে দিত? কক্ষনো না! মতলব হাসিল হলেই আমাদের দুজনকেই খুন করত ওরা।'

'মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল নাআম।

'চুপ!' ধমক দিল জুয়ানা। তাকাল ওলফানের দিকে। 'দরজাটা খুললেই বুঝতে পারবে, আমি সত্যি কথা বলছি কি না।'

ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে গেছে ওলফান। বলল, 'একটু দাঁড়াও, রানী। যদি তোমার কথা সত্যি বলে মেনে নিই, তার মানে কি এতক্ষণ যা ঘটল, তার কোনও মূল্য নেই। এই বিয়ে... আমৃত্যু পরস্পরের সাথী থাকার শপথ... সব মিথ্যে? তুমি আমার স্ত্রী নও?'

'ঠিক ধরেছ, ওলফান।'

www.BanglaBook.org

মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল রাজার। বলল, 'তা হলে আমাকেও অন্যায়ের পথ বেছে নিতে হচ্ছে। মরুক তোমার উদ্ধারকর্তা! আমি তোমাকে হারাতে রাজি নই!'

চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল জুয়ানার। এ কী শুনছে ও? ওলফান কি পাগল হয়ে গেছে?

'ঠিকই শুনছ তুমি, রানী,' বলল ওলফান। 'আমি তোমাকে হারাতে রাজি নই। কী পরিস্থিতিতে তুমি সম্মতি জানিয়েছ, সেটা দেখার প্রয়োজন নেই আমার। আমি তো কোনও জোর খাটাইনি! তুমি যা বলেছ, তা নিজের ইচ্ছাতেই বলেছ। আমি সেটা বিশ্বাস করেছি, বিয়ের শপথ উচ্চারণ করেছি পবিত্র মনে। তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছি, রানী। এখন আর তোমাকে অন্য পুরুষের হাতে তুলে দিতে পারব না।'

'তাই বলে তুমি আমার স্বামীকে খুন করবে?'

'না। ওকে মরতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। তুমি চাইলে আমি ওকে এই দেশ ছেড়ে নিরাপদে চলে যেতে দিতে রাজি আছি।'

কাতর চোখে ওলফানের দিকে তাকাল জুয়ানা। 'আমি অন্তত তোমার কাছে এটা আশা করিনি, ওলফান। অসহায় একটা মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইছ তুমি; কেন? ভালবাসার জন্য? ভালবাসার নামে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেবে তুমি? তোমাকে আমি বন্ধু ভেবেছিলাম... এই-ই কি তার প্রতিদান? নাকি আমার শাস্তি? হ্যাঁ, মিথ্যে বলেছি আমি। স্বামীকে বাঁচাবার জন্য নাআম আর সোওয়ার অন্যায় প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছি। কিন্তু আমার জায়গায় তুমি থাকলেও কি একই কাজ করতে না?' দম নিল ও। 'তোমার শক্তি আছে, ওলফান। চাইলে জোর খাটাতে পারো আমার উপর। কিন্তু জেনে রাখো, তাতে লাভ হবে না। আমাকে তুমি বেঁধে রাখতে পারবে না। এই অবমাননা সইব না আমি, তার চেয়ে মৃত্যুকে

www.BanglaBook.org

বেছে নেব। শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে থাকবে শুধু অসম্মান আর ভালবাসা হারানোর বেদনা...'

'ওঁর কথায় কান দিয়ো না!' চেঁচিয়ে উঠল সোওয়া। 'মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে আমার মালকিন। কক্ষনো আত্মহত্যা করবেন না উনি। এখন মানতে পারছেন না বটে, কিন্তু একবার তোমার ঘরণী হয়ে গেলে তোমাকেই ভালবাসতে শুরু করবেন। আমি জানি! তা ছাড়া কীসের স্বামী? উদ্ধারকর্তার সঙ্গে ঠিকমত বিয়েই তো হয়নি ওঁর। একটা রাতও একসঙ্গে কাটাননি ওঁরা!'

'এই বিশ্বাসঘাতিনীর কথার কোনও জবাব দেব না আমি,' শান্ত গলায় বলল জুয়ানা। 'কী করবে, সেটা তোমার উপর ছেড়ে দিচ্ছি, ওলফান। তবে জেনে রাখো, জোর খাটিয়ে কোনোদিনই আমার মন পাবে না তুমি। পাবে শুধু ঘৃণা। উদ্ধারকর্তাই আমার সব। এখন তুমিই ঠিক করো, ত্যাগী একজন বন্ধু হবে আমার, নাকি হীন একজন স্বার্থান্বেষী! মহৎ হবে, নাকি নীচ!'

মাটিতে বসে পড়ল ও। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

বুকটা কেমন যেন করে উঠল ওলফানের। জুয়ানার দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না। মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেন সাহস পাচ্ছে না। ডুবে গেল ভাবনায়।

খানিক পর নিজেকে সামলে নিল রাজা। বলল, 'উঠে দাঁড়ান, রানী। কান্না থামান। আমার তরফ থেকে ভয়ের কিছু নেই আপনার।'

সম্বোধনের পরিবর্তনটা কান এড়াল না জুয়ানার। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল ও। ওলফান ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

বলল, 'আপনি আমার মনটা কাঁচের মত দেখতে পান, রানী। এমন সব কথা বলেন, যা আমার পক্ষে এড়ানো সম্ভব হয় না। আমাকে ঠিকমতই চিনতে পেরেছেন, আমি অসম্মান নিয়ে বাঁচতে পারব না। পারব না আপনার ঘৃণাও সহ্য করতে। তবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার হৃদয় ভেঙে গেছে। দয়া করে আপনার ওই সুন্দর মুখটা লুকিয়ে রাখবেন আমার সামনে। কী হারিয়েছি, তা দেখে যেন কষ্টটা আরও না বাড়ে।'

মুঠো করে ওলফানের হাত ধরল জুয়ানা। ধন্যবাদ জানাল।

'বাহ, বাহ,' টিটকিরির সুরে বলল সোওয়া। 'তোমার বিরাট উন্নতি হয়েছে দেখছি! ভালবাসার বদলে ধন্যবাদ পাচ্ছ! তোমার মত বোকা আমি জীবনে দেখিনি, ওলফান। নইলে প্রেমের লড়াইয়ে এত সহজে হাল ছাড়তে না।'

'খামোশ!' গর্জে উঠল ওলফান। 'বাজে কথা বললে জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব, হারামজাদী!' সঙ্গীদের দিকে তাকাল। পাশের প্রকোষ্ঠের দরজাটা দেখিয়ে বলল, 'খোলো ওটা।'

একজন যোদ্ধা এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনি নামাল। তারপর টান দিল পাল্লাটা। খুলল না ওটা। ওলফানের কানে ফিসফিস করে লুকানো স্প্রিঙের কথা বলল জুয়ানা।

সোওয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রাজা, 'অ্যাই বেটি, দরজার স্প্রিংটা কোথায়?'

'সেটা নিজেই খুঁজে নাও না!' মুখ বাঁকিয়ে বলল দাসী। 'মেয়েমানুষের মনের দরজা খুলতে জানো না, অন্তত ঘরের দরজা তো খুলতে শেখো!'

'এই বেটি বড্ড বকবক করছে,' বিরক্ত গলায় বলল ওলফান। তাকাল সোওয়ার গলায় বর্শা ঠেকিয়ে রাখা যোদ্ধার দিকে। 'অ্যাই, ওর পেটের মধ্যে বর্শাটা ঢোকাতে শুরু করো। আস্তে আস্তে ঢোকাবে, যতক্ষণ না কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত। যদি একেবারেই চুপ থাকে, তা হলে পুরোটাই ঢুকিয়ে দিয়ো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সোওয়ার পেটে বর্শার ডগা ঠেকাল যোদ্ধা। সঙ্গে সঙ্গে সাহস উবে গেল দাসীর। ঠাট্টা-মশকরা থামিয়ে গড়গড় করে বলে দিল দরজা খোলার কৌশল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছত্রিশ

অটারের প্রত্যাবর্তন

বরফে ঢাকা ঢালের ছায়ায় কিছুটা সময় বিশ্রাম নিল অটার, তারপর ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল উঁচু জায়গাটা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নেমে যাবে। রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এরপর অন্ধকারের আড়াল নিয়ে দেখা করতে যাবে গুলফানের সঙ্গে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই হতাশ হতে হলো ওকে। নামবার কোনও সহজ পথ নেই। যে-পথে এসেছে, সে-পথেই ফিরে যেতে হবে।

পাহাড়টার এপাশটা অত্যন্ত খাড়া, প্রায় তিনশো ফুট উঁচু। তিনটা ধাপ হয়ে উঠে এসেছে উপরদিকে। দড়ি ছাড়া নামা কোনোমতেই সম্ভব নয়। গুহামুখের বামদিকে গুনে গুনে চারশো কদম হাঁটল—ওখানে সরু একটা কার্নিশের মত অংশ বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে। পা রাখতেই মড় মড় করতে থাকল। এগোনোর আর সাহস পেল না। তাই ফিরে এল, চেষ্টা করল ডানদিকে যেতে। ওদিকে মুখ ব্যাদান করে আছে বিরাট একটা ফাটল, লাফ দিয়ে পেরুনো অসম্ভব। যাবার জায়গা না পেয়ে গুহামুখের কাছে ফিরে এল অটার।

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করতে শুরু করল ও। দিনের আলো থাকবে আরও অনেকক্ষণ, আঁধার নামার আগে জলাশয়ের দিকটা দিয়ে বেরুনোর চেষ্টা করা ঠিক হবে না। কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা যায় তা হলে? নীচে নামার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু উপরে? গগনচুম্বী পাহাড়ি ঢাল দেখতে পাচ্ছে অটার ওর সামনে, উঠে গেছে বহুদূর, চূড়াটা তুষারের মুকুটে ছাওয়া—ওখানেই ভোরের প্রথম সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়। তবে ঢালের পুরোটাই বরফে ঢাকা নয়। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত মাটি আর লতাপাতার জঙ্গল চোখে পড়ছে।

ঢালের অন্যপাশে কী আছে, দেখা দরকার। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে অটারের, লতাপাতার মাঝে খাওয়ার মত কিছু পাওয়া যেতে পারে। তাই ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। একটু পরে পৌঁছে গেল প্রথম ঝোপটার কাছে। মুখ বাঁকিয়ে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে—জিনিসটা চিনতে পারছে। প্রথম দিন এসব লতাপাতাই খেতে দেয়া হয়েছিল ওকে। হতাশ চোখে উপরে তাকাল, বুঝতে পারল—পাহাড়ের গায়ে এ-জিনিস ছাড়া অন্য কোনও খাবার নেই। কী আর করা, চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে বিচ্ছিরি স্বাদের ওই লতাপাতাই মুখে দিল ও, পেটকে শান্ত করল। তারপর আবার শুরু করল ঢাল বাইতে।

বেশ সময় লাগল চূড়া পর্যন্ত পৌঁছুতে, খাটুনিও হলো। চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাতে থাকল অটার, ধাতস্থ হবার পর উঠে বসল। তাকাল নীচে। কুয়াশা-মানবদের শহরটা চোখে পড়ল, এত উপর থেকে গুটি গুটি বিন্দুর মত লাগছে একেকটা বাড়ি-ঘরকে। যালের মূর্তিটাও খুব ছোট দেখাচ্ছে। আনমনে মাথা নাড়ল ও, তারপর পাহাড়ের উল্টোপাশে নজর দিল। পরমুহূর্তে অবাক হয়ে গেল। এ কী দেখছে!

পাহাড়ের এ-পাশ আর ও-পাশে আকাশ-পাতাল ফারাক। কুয়াশা-মানবদের এলাকা বরফে ঢাকা, শীতল, গাছগাছালিও নেই বললে চলে; কিন্তু উল্টোদিকটা সবুজে সবুজ। পাহাড়ের বরফ অবশ্য নেমে গেছে বহুদূর, প্রায় গোড়ার কাছাকাছি; কিন্তু এরপরই শুরু হয়েছে ঘাসে-ঢাকা একটা বিস্তীর্ণ সমতল

www.BanglaBook.org

প্রান্তরের, ওটার শেষ মাথা থেকে শুরু হয়েছে ঘন সবুজ জঙ্গল। জঙ্গলটা কতদূর বিস্তৃত, তা বোঝা গেল না। সবুজের এই সমারোহ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল বামনের।

ওখানে যাবার পথ খুঁজল অটার চঞ্চল দৃষ্টিতে। পেল, তবে না পাবার মতই। বিরাট একটা গিরিখাত পার হতে হবে সবুজ প্রান্তরে পৌঁছুতে হলে। পেরুনোর ব্যবস্থা যেটা আছে, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। খাদের মাঝখানে একটা পাথুরে প্রাচীর উঠে এসেছে, তৈরি হয়েছে ধনুকের মত বাঁকা একটা প্রাকৃতিক সেতু। সেতুর উপরটা কোথাও সমতল, কোথাও বা এবড়ো-থেবড়ো। প্রস্থও সব জায়গায় সমান নয়—দু'প্রান্তে মোটামুটি চওড়া হলেও মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় এতই সরু যে, ঠিকমত পা ফেলা যাবে কি না, সেটাই সন্দেহ। এক জায়গায় মনে হলো একটা ফাঁক-ও আছে... অন্তত কয়েক গজ। তার ওপর পুরোটাই ঢেকে আছে পিচ্ছিল বরফে। দু'পাশ একেবারে খাড়া, কোনোমতে পা হড়কালে একেবারে কয়েকশো ফুট নীচে আছড়ে পড়তে হবে।

সেতুটা ভাল করে দেখার সিদ্ধান্ত নিল অটার। কাছে এগিয়ে গেল। ঢাল থেকে কুড়িয়ে নিল একটা মাঝারি পাথর—কালের প্রবাহে একেবারে মসৃণ ওটার শরীর... ঠিক যেন একটা কবরফলক। সেতুর প্রান্তে পাথরটা শোয়াল ও, তারপর ধাক্কা দিল। ঢালু সেতু ধরে বরফের উপর দিয়ে পিছলে চলল ওটা—গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে একটা লাফ দিল পাথরটা, নিরাপদে পার হয়ে গেল বাতাস কেটে, তারপর আছড়ে পড়ল ওপাশে। সেতুর প্রান্তে গিয়ে থেমে গেল।

খুশি হয়ে উঠল অটার, সেতু পেরুবার একটা উপায় দেখতে পাচ্ছে। পাথরের উপর বসে পড়লেই হয়, পিছলে সহজেই নেমে যাওয়া যাবে। নিশ্চিত হবার জন্য আরেকটা পাথর নিল ও, আগেরটার চেয়ে ভারী, একই কায়দায় সেতুর উপর শুইয়ে ঠেলে দিল। তবে এটার ভাগ্য আগেরটার মত হলো না। ফাঁকা

www.BanglaBook.org

জায়গার কাছে গিয়ে লাফ দিল ঠিকই, কিন্তু দূরত্বটা পেরুনোর আগেই খসে পড়ল, হারিয়ে গেল গিরিখাতের তলায়।

গাল দিয়ে উঠল বামন, খুশি খুশি ভাবটা উধাও হয়েছে ভিতর থেকে। শেষবারের মত পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। আরও ভারী একটা পাথর ঠেলে দিল সেতু দিয়ে। অবাক ব্যাপার, এটা আবার পেরিয়ে গেল ফাঁকা জায়গাটা। কী আশ্চর্য!

বিভ্রান্তিকর ফলাফলটা দেখে ধাঁধায় পড়ে গেল অটার, শেষে ঠিক করল—এই পথে যাবার চেষ্টা করে প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। তারচেয়ে কুমিরের গুহা হয়ে জলাশয় ধরে শহরে ফেরাই ভাল।

গুহামুখের কাছাকাছি ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল। চূড়া থেকে নামার পথে আরও কিছু লতাপাতা নিয়ে এসেছে বামন, অস্তায়মান সূর্যের আলোয় বসে ওগুলো খেয়ে নিল, শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর ঢুকে পড়ল গুহায়। জলাশয় থেকে কীভাবে উঠবে, সেটা জানে না। তবে ও-নিয়ে মাথা ঘামাল না। যখনকারটা তখন দেখা যাবে।

পাহাড়ি ঢাল থেকে একটা শক্ত লাঠি নিয়ে এসেছে অটার, ওটা দিয়ে দেয়াল স্পর্শ করে এগিয়ে চলল ও অন্ধকারে। যাবার সময় ঢালু টানেলটা বেয়ে উপরদিকে উঠেছিল, কিন্তু এখন নামছে—তাই বেড়ে গেল গতি। খুব অল্প সময়ে জলাশয়ের দিককার গুহামুখে পৌঁছে গেল ও।

পানির শব্দ ভেসে আসছে জলাশয় থেকে, আর কোনও আওয়াজ নেই। সাবধানে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল বামন। পুরো অ্যাম্ফিথিয়েটার খালি, কেউ নেই গ্যালারিতে। পানিতে নামবে কি না ভাবল, সঙ্গে লাঠি আর দড়িটা আছে, ওগুলোর সাহায্য নিয়ে জলাশয়ের দেয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করা যেতে পারে। পরিকল্পনাটা খতিয়ে দেখতেই দুর্বলতা ধরা পড়ল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ধের মত দেয়াল বাইতে গেলে খামোকা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিপদে পড়বে। কোথায় হাত-পা, অথবা দড়ি-লাঠি আটকাবে, সেটাই তো দেখতে পাবে না। এরচেয়ে আলো ফুটলে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। ঠিক করল ও, ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চালাবে... কেউ জেগে ওঠার আগে।

গুহার ভিতরে চলে এল অটার। মরা কুমিরের লেজের একটু পিছনে গিয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। একটু পরই একাকীত্ব চেপে বসল স্নায়ুর উপর। ঘুমাতে চাইল, কিন্তু পারল না। চোখ মুদলেই ভেসে উঠল কুমিরের কবলে পড়ে মারা যাওয়া মানুষগুলোর হাড়গোড়। অতৃপ্ত আত্মারা যেন ফিসফাস করে বেড়াচ্ছে নির্জন গুহাটার ভিতর। চোখ খুলে কুমিরটার দিকে তাকাতেই আরও আতঙ্ক বাড়ল—ড্যাব ড্যাব করে প্রাণহীন চোখদুটো যেন চেয়ে আছে ওর দিকে। প্রতিশোধ নিতে চাইছে। অটারের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয় ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। আপনমনে কথা বলতে শুরু করল ও।

'নিশ্চয়ই কুমিরটা একটা পিশাচ!' বলল ও। 'মরে গিয়েও তাই ফিরে আসছে আমাকে খুন করতে। ইশ্‌শ্, এরচেয়ে জ্যান্ত থাকলেই তো ভাল হতো। লড়াই করতে পারতাম। ভূতের সঙ্গে এই রক্তমাংসের শরীর নিয়ে লড়াই করি কীভাবে? আচ্ছা, আমার সঙ্গে তো দড়ি আছে। গলায় ফাঁস লাগাব নাকি? নিজেই ভূত হয়ে তা হলে ঠেকাতে পারব পিশাচটাকে!'

আচমকা শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে গেল অটারের। বাতাসের মধ্যে একটা অশরীরী কণ্ঠ ভেসে বেড়াচ্ছে। চাপা গলায় কে যেন ডাকছে ওকে! ওই তো, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে! কোনও ভুল নেই! কান পাতল ও, গলাটা চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। এ তো ওর মনিবের গলা! বাস্ কি তবে মারা গেছেন? মৃত্যুর ওপার থেকে ডাকছেন ওকে?

'অটার! অটার!!'

ঢোক গিলল বামন, জবাব দিতে পারল না। গা কাঁপছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কে ওখানে?' আবার বলল কণ্ঠটা। 'অটার... তুমি?'

সাহস সঞ্চয় করল অটার। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'জী, বাস। আমিই। বুঝতে পারছি, আপনি মারা গেছেন। আমাকেও ডাকছেন আপনার সঙ্গে যোগ দিতে। একটু অপেক্ষা করুন, দড়িটা খুলে নিই। গলায় ফাঁস লাগিয়ে তারপর আসছি আপনার কাছে।'

হালকা একটা হাসি ভেসে এল। 'শুনে খুব খুশি হলাম, অটার। তবে ব্যাপার হয়েছে কী... আমার সঙ্গে যোগ দিতে হলে জ্যান্ত অবস্থাতেই যোগ দিতে হবে তোমাকে।'

'জ্যান্ত থেকে আপনার মত মরা মানুষের সঙ্গে কীভাবে যোগ দেব, বাস?'

এবার বিরক্ত হলো লিওনার্ড। 'গাধা কোথাকার, আমি এখনও মরিনি।'

'তা হলে বাতাসের মধ্যে ভাসছেন কেন, বাস? কোথায় আপনি? কাছে আসুন, আমি স্পর্শ করে দেখি।'

'কাছে আসার ক্ষমতা নেই আমার, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা কুঠুরিতে পড়ে আছি—তোমার মাথার উপরে। মেঝেতে একটা ফোকর আছে, ওটা দিয়ে কথা বলছি তোমার সঙ্গে। দড়ি আছে বললে না? তা হলে ওটা বেয়ে উঠে এসো আমার কাছে।'

এতক্ষণে রহস্যটা ধরতে পারল অটার। হাতের লাঠিটা উঁচু করে ধরল। গুহার ছাতে ঠেকে গেল ওটার মাথা। ঠুকতে ঠুকতে ফোকরটা খুঁজে বের করল ও।

'পেয়েছি, বাস!' উত্তেজিত গলায় বলল অটার। 'ফোকরটা পেয়েছি!'

'ভাল,' লিওনার্ড বলল। 'তাড়াতাড়ি এসো। আমি বিপদের মধ্যে আছি।'

কোমর থেকে দড়িটা খুলে নিল অটার, লাঠির মাঝখানে বাঁধল ওটার একটা প্রান্ত। তারপর বর্শার মত লাঠিটা ছুঁড়ে দিল

www.BanglaBook.org

ফোকরের মাঝ দিয়ে। কুঠুরির মেঝেতে ওটা আছড়ে পড়তেই আবার টানতে শুরু করল। লাঠিটা দৈর্ঘ্যে ফোকরের চেয়ে বড়, মুখের কাছে এসে আটকে গেল। টানাটানি করে দেখে নিল অটার, খুলে যাবার ভয় আছে কি না; সন্তুষ্ট হতেই তরতর করে বাইতে শুরু করল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ফোকর গলে ঢুকে গেল লিওনার্ডের প্রকোষ্ঠে।

ভিতরটা অন্ধকার। 'আপনি কোথায়, বাস?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল অটার।

'এখানে,' জবাব দিল লিওনার্ড। 'তোমার কাছে ছুরি-টুরি আছে? আমার হাত-পা বাঁধা।'

'ছুরি নেই, বাস। বড়শি বানিয়েছিলাম, ওটা আটকে আছে কুমিরটার মুখের ভিতরে। ওফ্ বাস, কী লড়াইটাই না হয়েছে...'

'ওসব পরে শুনব,' বাধা দিয়ে বলল লিওনার্ড। 'খালি হাতে গিঁঠগুলো খুলতে পারো কি না দেখো।'

হাতড়ে হাতড়ে মনিবের বাঁধন খুঁজে বের করল অটার। তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে ঢিলে করল দড়ির গিঁঠ। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্ত করে ফেলল লিওনার্ডকে।

'রাখালবালিকা কোথায়, বাস?' জানতে চাইল বামন।

'ওদিকে... পাশের কামরায়।' দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝাড়া দিল লিওনার্ড। হাত দিয়ে ডলে স্বাভাবিক করে নিল রক্ত-চলাচল। বলল, 'আমাদেরকে আলাদা করে ফেলেছে ওরা। তারপর আমাকে হাত-পা বেঁধে ফোকর দিয়ে কুমিরের মুখে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছে—সম্ভবত জুয়ানাকে কোনও একটা প্রস্তাবে রাজি করাবার জন্য। কী বলেছে ও, জানি না; হয়তো রাজি হয়ে গেছে। আমাকে এরপর ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা। মাঝে মাঝে শুধু ভিতরে এসে দেখে যাচ্ছে, কী অবস্থায় আছি। মুখের গোঁজটা বের করতে পেরেছিলাম, বাঁধন খুলতে পারিনি; হঠাৎ নীচ থেকে শুনলাম তোমার গলা। যা-ই হোক, যে-কোনও

www.BanglaBook.org

মুহূর্তে ব্যাটারা আবার ফিরে আসবে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

'তার আগেই ফোকর গলে পালিয়ে গেলে ভাল হয় না? শহরের পিছনদিককার পাহাড়ে যাবার একটা পথ খুঁজে পেয়েছি আমি, বাস।'

'জুয়ানাকে ফেলে আমি পালাব না, অটার। ওকে উদ্ধার করতে হবে। চিন্তার কিছু নেই। আমাকে পাহারা দেবার জন্য মাত্র দু'জন পুরোহিত রেখেছে ওরা। পরেরবার ভিতরে ঢুকলেই ওদেরকে কাবু করব আমরা। ওদের ছুরিগুলো কেড়ে নেব। হাতে দুটো অস্ত্র এসে গেলে জুয়ানাকে উদ্ধার করতে সুবিধে হবে।'

'বেশ, আপনার যা মর্জি। লাঠিটা আপনি রাখুন, বাস।'

'আর তুমি?'

'দড়িটা তো আছে!' হাসল অটার। 'ব্যাটাদের হাতে আলো থাকে নিশ্চয়ই?'

'তা থাকে।'

'তা হলে তো কোনও সমস্যাই নেই। আমরা দাঁড়াব কোথায়?'

'এদিকে এসো।' হাত ধরে অটারকে প্রকোষ্ঠের মূল-দরজার পাশে নিয়ে গেল লিওনার্ড। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ মিশিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল।

দড়ি খুলে লাঠিটা মনিবের হাতে তুলে দিল বামন, নিজে বানাল একটা ফাঁস।

'সাবধান, অটার,' সতর্ক করল লিওনার্ড। 'শব্দ যেন না হয়।'

'কিচ্ছু ভাববেন না, ব্যাটারা মুখ খোলারই সময় পাবে না।'

শুরু হলো অপেক্ষার পালা। একটু পর লিওনার্ড জিজ্ঞেস করল, 'অটার, সত্যিই কি তুমি কুমিরটাকে মেরেছ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জী, বাস,' গর্বের সুরে বলল অটার। 'বড়শিটা আটকে দিয়েছিলাম মুখে। তবে তারপরও কম ঝক্কি হয়নি। আমাকে ডুবিয়ে মারতে চাইছিল শয়তানটা। কোনোরকমে বেঁচে এসেছি।'

'নাআমের মুখে লড়াইটার কথা শুনেছি। পাল্লা দিয়ে নাকি সাঁতার কেটেছ ওটার সঙ্গে? হুম, দেখিয়েছ বটে!'

'ধ্যাত্, কী যে বলেন!' লজ্জা পেল যেন অটার। 'জয়ের পিছনে আপনার ভূমিকা কম ছিল না।'

'আমার ভূমিকা!' লিওনার্ড অবাক। 'আমি আবার কী করলাম?'

'শুরুতে তো কুমিরটার বদখত চেহারা দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আপনার চেহারা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আমাকে কাপুরুষতার জন্য গালাগাল দিচ্ছিলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়? খেপে গিয়ে ছুটে গেলাম হারামজাদার দিকে...'

হেসে ফেলল লিওনার্ড ওর কথা শুনে। তারপর হঠাৎ থেমে গেল। 'শশশ!' ঠোঁটের উপর আঙুল চাপা দিল ও। 'ওরা আসছে!'

কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল দরজা, বিশালদেহী দুই পুরোহিত পা রাখল প্রকোষ্ঠে—একজনের হাতে মোমবাতি। অপরজন পা দিয়ে ঠেলে বন্ধ করে দিল দরজা। সঙ্গে সঙ্গে... ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছায়া থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল লিওনার্ড, হাতের লাঠিটা মুগুরের মত চালাল এক পুরোহিতের মাথায়। হুড়মুড় করে কাটা কলাগাছের মত মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। অটারও হাতের ফাঁসটা নিপুণ দক্ষতায় আটকে ফেলেছে অপর পুরোহিতের গলায়, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টানছে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে থাকল লোকটা, দড়ির কাছটায় গলা খামচাল, তারপর নেতিয়ে পড়ল।

www.BanglaBook.org

বিশ সেকেণ্ডও লাগেনি কাজটা শেষ হতে। শব্দও করতে পারেনি দুই পুরোহিত। খুশি হয়ে উঠল লিওনার্ড। অটারকে ইশারা করে ওদের শরীর তল্লাশি করতে শুরু করল; কপাল ভাল, মোমবাতিটা হাত থেকে পড়েও নেভেনি। ওটার আলোয় দুই পুরোহিতের কাছ থেকে ছুরি আর কামরার চাবি কেড়ে নিল ওরা।

'চমৎকার, অটার!' বলল লিওনার্ড। 'অস্ত্র পাওয়া গেল। এবার...'

কথা শেষ করতে পারল না ও, তার আগেই লাফিয়ে উঠল বামন। চেঁচাল, 'বাস, দেখুন!'

ঝট করে মাথা ঘোরাল লিওনার্ড, দেখল—দুই কামরার মাঝখানের দরজাটা খুলে গেছে। ওখান দিয়ে উদয় হয়েছে ওলফান, জুয়ানা, নাআম, সোওয়া আর তিনজন যোদ্ধা।

এক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেল সময়, তারপরই ওলফানের এক ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, 'দেবতাদের দোহাই! মহান যাল ফিরে এসেছেন! ওই দেখো, দু'জনকে শিকারও করেছেন তিনি!'

মেঝেতে পড়ে থাকা দুই পুরোহিতকে দেখাল সে।

বিভ্রান্তি দেখা দিল সবার মধ্যে। ওলফান আর নাআম একেবারে থতমত খেয়ে গেছে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না অটারের জলজ্যান্ত উপস্থিতি। তিন যোদ্ধা বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। জুয়ানা আর লিওনার্ডের দৃষ্টি আটকে গেছে পরস্পরের উপরে। অটার বিব্রত।

কয়েক মিনিট কেটে গেল ওই অবস্থাতে, হঠাৎ খটাস করে একটা শব্দ হতেই পাঁই করে ঘুরল অটার। প্রকোষ্ঠের মূল দরজাটা সামান্য ফাঁকা হয়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এখন ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে হাতল ধরে টানাটানি করল বামন, খুলতে পারল না পাল্লাটা। ওপাশ থেকে আটকে দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরল সবার। ওলফান চকিতে তাকাল চারপাশে। তারপর চেঁচাল, 'না-আমের মেয়েটা কোথায়?'

নেই সোওয়া। সবার হতভম্ব অবস্থাটার সুযোগ নিয়েছে সে। সন্তর্পণে জুয়ানার প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে কেটে পড়েছে। বাইরে গিয়ে আটকে দিয়েছে দরজা!

'হারামজাদী ভেগেছে!' সরোষে বলল অটার। 'আমাদেরকে বন্দি করেছে!'

কথাটা শুনে এক যোদ্ধা ছুটে গেল জুয়ানার কামরায়। কয়েক মুহূর্ত পর ফিরে এসে জানাল, ওটার দরজাও আটকে দেয়া হয়েছে।

'অসুবিধে নেই,' লিওনার্ড বলল। 'আমাদের কাছে চাবি আছে।'

'চাবিতে কাজ হবে না, উদ্ধারকর্তা,' তিক্ত গলায় বলল ওলফান। 'বাইরে মোটা ছিটকিনি আছে, এ-পাশ থেকে ওগুলো খোলা অসম্ভব।'

'তা হলে ভেঙে ফেলব দরজা,' বলল লিওনার্ড।

'কী দিয়ে?' কাঁধ ঝাঁকাল ওলফান। 'ছিটকিনিগুলো খুবই শক্ত, পাল্লাটাও পুরু। এটা একটা কয়েদখানা, উদ্ধারকর্তা। বন্দিরা যাতে দরজা ভেঙে বেরুতে না পারে, সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। আমাদের ছুরি, তলোয়ার বা বর্শাতে কাজ হবে না, কাজ হবে না ঠেলাঠেলি করেও।'

'তারমানে আমরা আটকা পড়ে গেছি?' আঁতকে উঠল জুয়ানা।

'হ্যাঁ,' বলল ওলফান। 'তবে তারচেয়েও খারাপ খবর হলো, ডাইনিটা পুরোহিতদের খবর দিতে গেছে। ওরা এসেই ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মত খুন করবে আমাদের!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাঁইত্রিশ

প্রতিদান

পরিস্থিতি গুরুতর। পালিয়ে গেছে সোওয়া—ঘৃণার তীব্রতায় উন্মাদিনী দাসী... লিওনার্ড আর অটারের উপর যে প্রতিশোধ নিতে চায়। সন্দেহ নেই, খানিক আগের ঘটনার পর ওলফানের প্রতিও বিদ্বেষ জন্মেছে ওর মনে। পুরোহিতদের কাছে গিয়ে সবকিছু বলে দেবে ও। কোনোক্রমে এই কয়েদখানা থেকে বেরুতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, সাধারণ জনতা সত্যিকার দেব-দেবী হিসেবে মেনে নিত জুয়ানা আর অটারকে, কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। সোওয়ার মুখে সবকিছু শোনার পর কিছুতেই আর ওদেরকে বেরুতে দেবে না পুরোহিতরা। খুন করবে সবাইকে।

ইতিবাচক একমাত্র দিকটা হচ্ছে, নাআম এখন ওদের হাতে জিম্মি। ওর প্রাণের বিনিময়ে পুরোহিতদের সঙ্গে একটু দর-কষাকষি করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে কতটা লাভ হবে, বোঝা যাচ্ছে না। পুরোহিতরা নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রধান পুরোহিতকেও হয়তো বিসর্জন দেবে। সোওয়ার মধ্যেও এখন পর্যন্ত পিতৃ-অনুরাগের তেমন কোনও নমুনা দেখা যায়নি। প্রতিহিংসার পথে নাআমের জীবন ওর চোখেও মূল্যহীন মনে হতে পারে।

বাঁচার কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কী করা যায়?' বিড়বিড় করে বলল লিওনার্ড।

মেঝের ফোকরটা দেখাল অটার। 'ওখান দিয়ে নেমে গেলে কেমন হয়? কুমিরটাকে মেরে ফেলেছি আমি, আমাদের ভয়ের কিছু নেই। গুহাটার অন্য মাথা দিয়ে পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছুনো যায়। পাহাড় পেরুলেই একটা চমৎকার প্রান্তর আর জঙ্গল আছে। ওখানে চলে গেলে আমরা নিরাপদ থাকব।'

'জায়গাটার কথা আমি শুনেছি,' বলে উঠল ওলফান। 'একটা ভয়ঙ্কর সেতু আছে পথে... সেটা বলছ না কেন? ওটা পার হওয়া অসম্ভব। নির্ঘাত মারা পড়ব চেষ্টা করতে গেলে।'

'এতই খারাপ?' ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড।

'আজ পর্যন্ত ওটা কেউ পেরুতে পারেনি, উদ্ধারকর্তা।'

'কেউ চেষ্টা করেছে বলেও তো মনে হলো না,' বলল অটার। 'জায়গাটায় মানুষের আনাগোনার কোনও চিহ্ন দেখিনি।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওটা পেরুতে পারব আমরা?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

'আ... আমি নিশ্চিত নই, বাস,' বলল অটার। 'তবে চেষ্টা না করে হাল ছেড়ে দেয়ার কোনও মানে হয় না।'

'চেষ্টা যদি করতে হয়, তা হলে দরজাটা ভাঙার চেষ্টাই আগে করা দরকার আমাদের,' লিওনার্ড বলল। 'এদিক দিয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কোনোমতে কয়েদখানা থেকে বেরুলেই আর কেউ ক্ষতি করবার সাহস পাবে না আমাদের। এদিকে এসো। দেখি কিছু করা যায় কি না।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক লড়াই করল ওরা দরজাটার সঙ্গে—ছুরি, তলোয়ার, বর্শা... সবকিছু নিয়ে গুঁতোগুঁতি করল; ঠেলাঠেলি করল কাঁধ দিয়ে। কিন্তু লাভ হলো না। আগুন লাগাল—তাতে কামরাটাই শুধু ভরে গেল কালো ধোঁয়ায়, চোখ আর গলায় জ্বালাপোড়া শুরু হলো... দরজার ভারী পাল্লা অটুট রইল প্রবল প্রতাপে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত দরজা ভাঙার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল ওরা। বুঝতে পারছে, উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনও সুবিধে করতে পারবে না। বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পুরোহিতরা জড়ো হতে শুরু করেছে প্রকোষ্ঠের বাইরের করিডরে। যে-কোনও মুহূর্তে হামলা করা হবে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বন্দিরা।

'আর কোনও আশা নেই, বাস,' বলল অটার। 'কুমিরের গুহাটা দিয়েই পালাতে হবে আমাদের। নইলে এখানে খুন হয়ে যাব।'

'কিন্তু ওখান দিয়ে গেলেই যে বেঁচে যাব, তারও তো কোনও নিশ্চয়তা নেই,' বিমর্ষ গলায় বলল লিওনার্ড।

'চলো লিওনার্ড,' অটারের সঙ্গে সুর মেলাল জুয়ানা। 'মরতে হয় তো খোলা আকাশের নীচে মরব... বাঁচার চেষ্টা করতে করতে।'

'বেশ, চলো তা হলে।'

'নাআমকে নিয়ে কী করবে?'

'আমাদের সঙ্গেই যাবে। ওর সঙ্গে হিসেব-নিকেশ পুরো হয়নি এখনও। ওলফানকে অবশ্য জোর করতে চাই না, যা ভাল মনে করে, তা-ই করতে পারে ও।'

'আমরাও যাব, রানী,' বলল ওলফান। 'মরার আগ পর্যন্ত আপনাকে রক্ষার শপথ নিয়েছিলাম আমি। দেখা যাচ্ছে, সেটা পূরণ করার একটা সুযোগ দিয়েছেন আমাকে দেবতারা। পিছাতে চাই না। আমার সঙ্গীরাও পুরোহিতদের হাতে খুন হতে চায় না। আপনার মতই খোলা আকাশের নীচে মরার শখ ওদের।'

একযোগে মাথা ঝাঁকাল তিন যোদ্ধা।

দ্রুত কাজে নেমে পড়ল ওরা। প্রথমে দরজার নীচে বর্শার হাতল ভেঙে গোঁজ আটকে দিল। শত্রুরা সহজে আর ঢুকতে পারবে না প্রকোষ্ঠে। ভিতরে খাবারের অভাব নেই, ওখান থেকে

www.BanglaBook.org

যতটুকু সম্ভব নিয়ে নিল ওরা। আবার কখন খাবারের সন্ধান পাওয়া যাবে, তার ঠিক নেই। বেহুঁশ দুই পুরোহিতের আলখাল্লা খুলে নেয়া হলো, ও-দুটো গায়ে চড়াল লিওনার্ড আর জুয়ানা। দলটায় ওদেরই ঠাণ্ডা সইবার ক্ষমতা সবচেয়ে কম। নাআমের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো, তার ছুরিটা আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে।

প্রস্তুতি নেয়া হলে লাঠির সঙ্গে আগের বারের মত দড়িটা বাঁধল অটার, ফোকরের মাথায় আটকে দ্রুত নেমে গেল গুহায়। ও নামার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ হলো, পুরোহিত-বাহিনী ঢুকতে চাইছে প্রকোষ্ঠে।

'তাড়াতাড়ি, জুয়ানা!' বলল লিওনার্ড। একটা ফাঁস তৈরি করে আটকে দিল প্রেমিকার বগলের নীচে। ওলফানের সাহায্য নিয়ে দড়িতে ঢিল দিতে শুরু করল, ধীরে ধীরে ওকে নামাল নীচে। অটার ততক্ষণে একটা মোমবাতি জ্বেলেছে আলোর জন্য।

জুয়ানার পিছু পিছু নেমে এল লিওনার্ড। গুহার মেঝেতে পা রেখে বলল, 'অটার, এখানে তো রত্ন-ভরা একটা বস্তা থাকার কথা। দেখতে পেয়েছ?'

'জী, বাস,' বলল অটার। 'কুমিরটার বিছানার পাশে একটা গর্ত আছে... ওখানে একটা থলে পড়ে আছে। খুলে দেখিনি অবশ্য। কিন্তু পাথর দিয়ে কী করবেন?'

'এখন কিছু করব না। তবে [illegible] পালাতে [illegible] কাজে লাগবে ওগুলো।'

'ঠিক আছে, যাবার পথে তুলে নেব [illegible]'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দড়িতে [illegible] হলো গুহায়। নীচে পৌঁছে [illegible] পুরোহিত। এই জায়গা নিজ চোখে দেখবে, তা ভাবতে পারেনি কোনোদিন।

www.BanglaBook.org

পুরোহিতের পিছু পিছু নামল তিন যোদ্ধা, সবশেষে নামল ওলফান। উপরে একটা কায়দা করে রেখেছে, দড়িতে ঝাঁকি দিতেই লাঠিসহ ওটা পড়ে গেল ফোকর দিয়ে।

'যাক, আর ওরা নীচে নামতে পারবে না,' বলল রাজা। 'ব্যাটারা দেখলাম দরজা ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে...'

মড়াৎ করে একটা শব্দ ভেসে এল ফোকর দিয়ে, তারপর উত্তেজিত হৈচৈ। পুরোহিতরা ঢুকে পড়েছে প্রকোষ্ঠে। নাআম চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা এখানে, ভাইয়েরা! কুমিরের গুহায়! ভয়ের কিছু নেই, নেমে এসো। যালের বাহন মারা গেছেন। এখানে এসে খুন করো ভণ্ড দেব-দেবী আর বিশ্বাসঘাতক রাজাকে!'

• সজোরে একটা ঘুসি হাঁকল অটার, মুখে আঘাত নিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল প্রধান পুরোহিত। তবে ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'বুঝতে পেরেছি, পিতা! দড়ি জোগাড় করে আনছি এখুনি।'

'তাড়াতাড়ি!' চাপা গলায় বলল লিওনার্ড। 'ওরা আসার আগেই সরে যেতে হবে এখান থেকে। অটার, পথ দেখাও।'

নাআমকে মেঝে থেকে তুলে দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল ছোট্ট দলটা। সবার সামনে অটার। একটু পরেই দেখা পাওয়া গেল মরা কুমিরটার। তিন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে গেল বিস্ময়ে। বিশ্বাসই করতে পারছে না, কোনও মানুষের পক্ষে এমন একটা দানবকে হত্যা করা সম্ভব!

'থেমো না! হাঁটো!' ধমকে উঠল লিওনার্ড। 'অটার, থলেটা কোথায়?'

'সামনেই। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি।'

কুমিরের বেদি টপকে হাড়গোড়ের গর্তটাতে নেমে গেল অটার। খানিক পরে ফিরে এল থলে নিয়ে। তুলে দিল মনিবের হাতে। কাঁপা কাঁপা হাতে ওটার মুখ খুলল লিওনার্ড, মোমবাতির

www.BanglaBook.org

আলোয় উঁকি দিল ভিতরে, পরমুহূর্তে শিস দিয়ে উঠল। লাল-নীল পাথরের ঝলকানি দেখতে পেয়েছে।

'পেয়েছি!' ফিসফিস করল ও। 'কপাল তা হলে ফিরল!'

আবার হাঁটতে শুরু করল ওরা। জুয়ানা জানতে চাইল, 'কী পরিমাণ পাথর আছে থলেটাতে?'

'বেশি না, সাত-আট পাউণ্ডের মত হবে,' বলল লিওনার্ড। 'এই নাআমের বাচ্চা তো বেশিরভাগই ফেলে দিয়েছে জলাশয়ে। তবে এখানকার সবগুলোই উন্নত মানের। ভাল দাম পাওয়া যাবে।' গলায় সন্তোষ ফুটল ওর।

'সাত-আট পাউণ্ড হলে তো ওজন বেশি নয়। থলেটা আমার কাছে দাও। তোমার হাত খালি থাকা দরকার।'

দ্বিরুক্তি না করে থলেটা জুয়ানাকে দিয়ে দিল লিওনার্ড।

একটু পরেই ঢালু পথ ধরে উঠতে শুরু করল ওরা। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না, তবে ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে শরীর কাঁপছে। গোড়ালির উপর দিয়ে বইছে জলধারা।

'পানি বেড়ে গেছে, বাস,' অটার বলল। 'রোদ ওঠায় পাহাড়ের বরফ সম্ভবত গলতে শুরু করেছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পানির তোড় আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে, তখন আর এ-পথে চলাচল করা যাবে না।'

'কপাল ফিরেছে বললাম না?' হাসল লিওনার্ড। 'প্রার্থনা করো যাতে নাআমের কুত্তাগুলো একটু দেরি করে, তা হলে আমাদেরকে আর অনুসরণ করতে পারবে না।'

বিশ মিনিট চলার পর পাহাড়ের দিককার মুখটাতে পৌঁছে গেল ওরা, বরফের ফাটল গলে বেরিয়ে এল বাইরে। পাহাড়ের ঢালে তখন অন্ধকারের রাজত্ব, চাঁদ ঢেকে আছে মেঘে—শরতের শুরুতে এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বোঝা গেল, এই অবস্থাতে ঢাল বেয়ে চূড়ায় ওঠা সম্ভব নয়। হাত-পা হড়কালে নীচে পড়ে ঘাড় মটকে যাবে।

www.BanglaBook.org

সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনা সেরে নিল ওরা, তারপর বরফ আর পাথর কুড়িয়ে গুহামুখটা বন্ধ করে দিতে শুরু করল। এমনিতেই ওটা রুদ্ধ বলা চলে, ফাটল যে-টুকু আছে, তা খুব একটা বড় নয়। খুব একটা সময় লাগল না ওটা ঢেকে দিতে। একটু পরেই ওপাশ থেকে শোনা গেল সংঘবদ্ধ পুরোহিতদের চাপা গলা। বেরুনোর পথ দেখতে না পেয়ে দ্বিধায় পড়ে গেছে তারা। কিছুক্ষণ উত্তেজিত বাদানুবাদ চলল, তারপর নেমে এল নীরবতা।

'ব্যাপার কী, ব্যাটারা গেল কোথায়?' অবাক হয়ে বলল লিওনার্ড।

'নিশ্চয়ই বিকল্প পথ খুঁজছে বেরিয়ে আসার,' আন্দাজ করল ওলফান।

মাথা নাড়ল অটার। 'আর কোনও পথ নেই। এই মুখটা দিয়েই বেরিয়ে আসতে হবে ওদের। হয়তো শাবল-কোদাল আনতে গেছে বরফ খোঁড়ার জন্য।'

'গুহার কথা জানি না, তবে এখানে ওঠা-নামার পথ একটা আছে, মহানুভব,' বলে উঠল এক যোদ্ধা। 'বিপজ্জনক, পাহাড়ের খাড়া দেয়াল বেয়ে অনেকটা উঠতে হয়। বহু বছর আগে ওই পথে এই ঢালে উঠতাম আমি, প্রেয়সীর জন্য পাহাড়ি ফুল নিয়ে যেতাম।'

'ওটা খুঁজে বের করতে পারবে?' জানতে চাইল ওলফান।

'একবার কোনও পথে চলাচল করলে আমি আর সেটা ভুলি না, মহানুভব,' গর্ব করল যোদ্ধা।

'হুম!' জুয়ানার দিকে ফিরল ওলফান। 'কী বলেন, রানী? নামবেন নীচে? শহরে ফিরে গেলে জনগণের সমর্থন পাবেন। আমার যোদ্ধারা ঠেকিয়ে দিতে পারবে পুরোহিতদেরকে।'

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল জুয়ানা। 'ওই অভিশপ্ত শহরে আর কখনও ফিরছি না আমি। তারচেয়ে মরে যাওয়া ভাল। তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবশ্য চাইলে ফিরে যেতে পারো, ওলফান। আমি কিছু মনে করব না।'

'আপনি না গেলে আমারও যাওয়া হচ্ছে না,' গম্ভীর হয়ে গেল রাজা। 'একটা শপথ করেছি, সেটা পুরো করতে হবে।' যোদ্ধার দিকে তাকাল। 'শোনো, এক কাজ করো, তুমি চলে যাও শহরে। আমার বাহিনীকে খবর দাও, ওদেরকে নিয়ে এসো এখানে। যদি ফিরে এসে আমাদেরকে জ্যান্ত না পাও, তা হলে পুরোহিতদেরকে খতম করে দিয়ো। এটা আমার আদেশ!'

'জী, মহানুভব!'

বিদায় নিয়ে চলে গেল যোদ্ধা। গুহামুখের পাশে বসে পড়ল অভিযাত্রীরা, অপেক্ষা করতে থাকল ভোর হবার। রাত যতই গড়াল, ঠাণ্ডা যেন ততই বেড়ে গেল। বাড়তি দুটো আলখাল্লা থাকার পরও ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকল লিওনার্ড আর জুয়ানা। ঘুমানোর চেষ্টা বৃথা, তাই কথা বলতে শুরু করল দুজনে। নাআম আর সোওয়া মিলে কী করতে চাইছিল, সেটা লিওনার্ডকে খুলে বলল মেয়েটা।

কাহিনিটা শোনার পর উঠে দাঁড়াল লিওনার্ড। ওলফানকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে, বন্ধু। সৃষ্টিকর্তা যেন এই ভাল কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেন তোমাকে।'

'ওভাবে বলবেন না, উদ্ধারকর্তা,' বিনয় ফুটল ওলফানের কণ্ঠে। 'আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি। অবশ্য বেশ কষ্টই হয়েছে তাতে।' জুয়ানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

এরপর আর কথা হলো না। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রাত পার করে দিল লিওনার্ড আর জুয়ানা। চুপচাপ ভাবল ওলফানের মহত্ত্বের কথা। অশিক্ষিত, বর্বর একটা জাতিতে জন্ম নিয়েও নিজের আবেগকে চাপা দেবার অনন্য গুণ কীভাবে সে রপ্ত করেছে, সেটাই অবাক ব্যাপার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিঃশব্দে কেটে গেল রাতটা। হঠাৎ পাহাড়চূড়া লাল হয়ে উঠতে দেখল অভিযাত্রীরা, সূর্যোদয় হতে শুরু করেছে। আর তখুনি গুহার ভিতর থেকে ভেসে এল পুরোহিতদের ফিরে আসার শব্দ। চুলের মত একটা ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল লিওনার্ড, দেখতে পেল মশালের আগুন, সেই সঙ্গে লোকগুলোর হাতে ভারী গাছের গুঁড়ি। গুহামুখের বরফ ভাঙার জন্য ভাল আয়োজনই করেছে ওরা, তবে ভারী-মোটা গুঁড়িটা গুহায় নামিয়ে... ঢালু পথ ধরে নিয়ে আসতে রাত কাবার হয়ে গেছে ওদের।

কয়েক মুহূর্ত পরই শোনা গেল চাপা ধুপ ধুপ আওয়াজ গুহামুখের বরফ খসে পড়তে শুরু করল। ব্যাটারিং র‍্যামের মত গুঁড়িটা দিয়ে বরফ-প্রাচীরে আঘাত হানছে পুরোহিতরা।

'আলো ফুটছে, উদ্ধারকর্তা,' বলল ওলফান। 'আমার মনে হয় এখুনি আপনাদের পাহাড়ে চড়তে শুরু করা দরকার। আমরা ঠেকিয়ে রাখব শত্রুদের।' নিজের দুই সঙ্গীকে ইশারা করল সে।

'আর একে নিয়ে কী করব?' নাআমকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড।

'খুন করুন!' প্রস্তাব দিল অটার।

'না, এখুনি না।' মাথা নাড়ল ওলফান। একটা বর্শা তুলে দিল লিওনার্ডের হাতে। 'এটা পিঠে ঠেকিয়ে আপনাদের সঙ্গে যেতে বাধ্য করুন ওকে। আমরা যদি পুরোহিতদের ঠেকাতে ব্যর্থ হই, তা হলে ওর প্রাণের বিনিময়ে নিজেদের মুক্তি কিনে নিতে পারবেন আপনারা। আর যদি ব্যর্থ না হই... তা হলে ওপাশে গিয়ে যা-খুশি-তাই করতে পারেন ওকে নিয়ে।'

'তা আর বলতে হবে না,' মুঠি পাকাল অটার।

'পাথর-বরফ যা পাও, তা নিয়ে এসো,' নিজের দুই সঙ্গীকে নির্দেশ দিল ওলফান। 'যতক্ষণ সম্ভব, দেয়ালটা টিকিয়ে রাখতে হবে।' ফিরল অভিযাত্রীদের দিকে, হাত নাড়ল। 'বিদায় বন্ধুরা! আর কখনও দেখা হবে না আমাদের।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নীরবে ওর সঙ্গে হাত মেলাল লিওনার্ড আর অটার। কিন্তু জুয়ানা এত সাদামাঠা বিদায় দিতে পারল না। কাছে এসে অশ্রুসজল কণ্ঠে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, ওলফান। অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। সম্ভবত... মৃত্যুও ডেকে এনেছি তোমার।'

'কষ্টটা আমি নিজের দোষেই পেয়েছি, রানী,' নিষ্প্রাণ একটা হাসি ফুটল ওলফানের ঠোঁটে। 'আপনার তাতে দোষ নেই। আর মৃত্যুর কথা বলছেন? আপনার জন্য জীবন দিতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। এখন যান, দেরি করবেন না। আমার সমস্ত কষ্ট তা হলে বিফলে যাবে। প্রার্থনা করি, যাতে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারেন আপনারা; আপনি আর আপনার স্বামী চিরকাল সুখে থাকেন...'

আচমকা ওলফানকে জড়িয়ে ধরল জুয়ানা, চুমু খেল তার গালে। 'জানি না কীভাবে ধন্যবাদ জানাব তোমাকে...'

সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ওলফান। বলল, 'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। অনেক বড় প্রতিদান পেয়ে গেছি আমি।' আলতোভাবে স্পর্শ করল জুয়ানার চুমু দেয়া জায়গাটা। 'যান এখন, দয়া করে আপনার স্বামীকে আর ঈর্ষান্বিত করবেন না। আমার আর কিছু চাওয়া-পাওয়ার নেই। বিদায়!'

তারপরও যেতে পারল না জুয়ানা, পা দুটো যেন আটকে গেছে ওর। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা শব্দ করে গুহামুখের একটা অংশ ধসে পড়ল। ফোকর দিয়ে উঁকি দিল এক পুরোহিত। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওলফানের শরীরে, মাথাটা লক্ষ্য করে বর্শা চালাল। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার করে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। আর কেউ ফোকরের সামনে আসার সাহস পেল না; দূর থেকে খুঁটা দিয়ে দেয়ালের গায়ে আঘাত করতে থাকল।

ইতোমধ্যে বরফ আর পাথর নিয়ে এসেছে ওলফানের দুই

www.BanglaBook.org

যোদ্ধা। ওদেরকে ফোকরটা বন্ধ করবার কাজে লাগিয়ে দিয়ে পিছন ফিরল রাজা। বলল, 'যান, রানী! দোহাই আপনার, দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

'জুয়ানা! চলে এসো!' চেঁচাল লিওনার্ড।

সংবিৎ ফিরল জুয়ানার। ওলফানের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে উল্টো ঘুরল, ছুটে চলে গেল সঙ্গীদের কাছে। বর্শাটা ইতোমধ্যে অটারের হাতে তুলে দিয়েছে লিওনার্ড, ওটার খোঁচা দিয়ে নাআমকে সামনে চলতে বাধ্য করল বামন, খেদিয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের ঢাল ধরে উপরদিকে। ওদেরকে অনুসরণ করল লিওনার্ড আর জুয়ানা।

কিছুদূর যেতেই ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল প্রধান পুরোহিত। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। অটারের লাথি-গুঁতো খেয়েও উঠল না।

'ওঠো, শয়তান!' ধমক দিল লিওনার্ড। 'নইলে এখানেই খতম করে দেব!'

'আমার হাত খুলে দাও, উদ্ধারকর্তা!' বলল নাআম। 'পিছমোড়া অবস্থাতে উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এভাবে আর এগোনো সম্ভব নয়।'

'হ্যাঁ, হাত খুলে দিয়ে নিজেদের মরণ ডেকে আনি আর কী!' মুখ বাঁকাল অটার।

'ভয় পাচ্ছ?' বিস্মিত গলায় বলল নাআম। 'বুড়ো আমি... নিরস্ত্র। কী ক্ষতি করতে পারব তোমাদের?'

'বাঁধন খুলে দাও, অটার,' বলল লিওনার্ড। 'ও ভুল বলেনি। এভাবে ওকে নিতে গিয়ে আমরাই বরং পিছিয়ে পড়ছি। দেখা যাক, বেঁধে না রাখলে ঠিকমত এগোয় কি না। নইলে বর্শাটা ঢুকিয়ে দিয়ো ওর পিঠে।'

নির্দেশটা পছন্দ হলো না বামনের, এখানেই পুরোহিতকে খতম করে দেবার ইচ্ছে ওর। কিন্তু মনিবের নির্দেশ অগ্রাহ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে পারল না। তাই ছুরি বের করে কেটে দিল নাআমেক দড়ি।

এই সুযোগে নীচে তাকাল জুয়ানা; ওলফানাকে দেখতে পেল... দুই সঙ্গীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুহামুখের সামনে। কেউ বেরুলেই হামলা চালাতে প্রস্তুত। সর্য ইতোমধ্যে উঠে এসেছে অনেকটা। তিন যোদ্ধাকে পেরিয়ে নজর চলে যাচ্ছে কুয়াশা-মানবদের শহরের দিকে। বাড়িঘর ঠিকমত বোঝা যায় না; বোঝা যায় শুধু যালের বিশাল মূর্তিটা, আর শহরের সীমানায় মাথা তুলে থাকা উঁচু পাঁচিলটা। সুতোর মত তার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী, শহর থেকে একটু দূরে গিয়ে একত্র হয়েছে ওটার দুই ধারা, তারপর রূপালি একটা ফিতের মত চলে গেছে বিস্তীর্ণ সমতলের মাঝ দিয়ে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, এই বিদায়ের মুহূর্তে হঠাৎ মায়া অনুভব করল—বেশ ক'টা দিন ওখানে কাটিয়ে এসেছে ওরা, এমন সব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যা ভুলবার নয়। এই শহর ওর অস্তিত্বের একটা অংশ হয়ে থাকবে সবসময়।

দৃষ্টি ফিরিয়ে লিওনার্ডের দিকে তাকাল ও। শহরটাতে নরকতুল্য সময় কাটালেও ওখানেই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু... ভালবাসার খোঁজ পেয়েছে। হাতের থলেটা শক্ত করে ধরল জুয়ানা—এগুলোর জন্য অনেক যন্ত্রণা সইতে হয়েছে ওদেরকে। যদি বেঁচে থাকে, তা হলে এগুলোই লিওনার্ডের স্বপ্নকে সত্যি করে তুলবে... ও ফিরে পাবে পরিবারের হারানো সয়-সম্পত্তি। আর তাতে জুয়ানারও একটা ভূমিকা থাকবে। সত্যিই তো, ক'জন মেয়ে তার স্বামীর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এতকিছু করতে পারে?

নাআমকে দাঁড় করিয়েছে অটার, পাছায় লাথি কষে এগোতে নির্দেশ দিল। শাপ-শাপান্ত করতে করতে হাঁটতে শুরু করল প্রধান পুরোহিত। জুয়ানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লিওনার্ড।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'চলো।'

পরম নির্ভরতায় প্রেমিকের হাত ধরল জুয়ানা। আর তাকাল না ফেলে আসা শহর, বা মানুষগুলোর দিকে। এখন থেকে শুধু ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে ও।

এর কয়েক ঘণ্টা পর নিরাপদে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছুল ওরা। দেখতে পেল বরফের সেতুটাকে—রোদে চকচক করছে ওটা।

আটত্রিশ

নাআমের বিজয়

'এবার কোনদিকে যাব?' জানতে চাইল জুয়ানা। তাকাল গিরিখাতটার দিকে। 'ওখানে নামতে হবে নাকি?'

'জী না, রাখালবালিকা,' বলল অটার। আঙুল তুলে বরফ আর পাথরের তৈরি প্রাকৃতিক সেতুটা দেখাল। 'ওই যে... ওই সেতুটা ধরে ওপারে চলে যাব।'

'ওটা?' ঢোক গিলল জুয়ানা। 'ওখানে তো বরফ জমে আছে, অটার! ভীষণ পিচ্ছিল। পা-ই তো রাখা যাবে না।'

'তামাশা করছ, অটার? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' বিরক্ত গলায় বলল লিওনার্ড। 'দশ গজও তো যেতে পারব না ওটা ধরে! কীভাবে পার হব?'

'পাথরে চড়ে,' অটার জানাল। 'চারদিকে তাকান, বাস। এখানে পাটার মত পাথরের অভাব নেই। সেতুটাও ঢালু। আমরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রত্যেকে একটা করে পাথরের উপর বসে পিছলে চলে যেতে পারব সেতুর উপর দিয়ে।'

'তুমি গেছ একবারও?'

'আমি যাইনি, বাস। তবে তিনটা পাথর দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। দুটো নিরাপদে পার হতে পেরেছে, আরেকটা মাঝখানে গিয়ে তলায় হারিয়ে গেছে। ওখানে সম্ভবত একটা ফাঁকা আছে, বাস। পাথরগুলো যদি যথেষ্ট জোরে ছুটে যায়, তা হলে লাফ দিয়ে পার হয়ে যেতে পারবে। আর যদি গতি কমে যায়... আমরা নীচে পড়ে যাব।'

'হা ঈশ্বর!' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল লিওনার্ড। 'এ তো রীতিমত টবোগান* চালাতে হবে দেখছি... প্রাণ হাতে নিয়ে! অটার, আর কোনও পথ নেই?'

'না, বাস। যদি পাখিদের মত উড়তে জানেন, তা হলে অবশ্য ভিন্ন কথা!' একটু ঠাট্টা করল বামন। 'যাক গে, এখন আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না। শয়তান পুরোহিতগুলো চলে আসতে পারে, তার আগেই ওপারে চলে যেতে হবে আমাদেরকে। আপনি একটু পিছনদিকে নজর রাখুন, বাস। আমি সেতু পাড়ি দেবার জন্য পাথর খুঁজে নিয়ে আসছি।'

নাআমের দিকে তাকাল লিওনার্ড। চূড়ায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বরফের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে সে, নড়াচড়া করছে না। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে বুড়ো পুরোহিতের।

'ওর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে,' বিড়বিড় করল লিওনার্ড।

'থাকুক ওভাবে কিছুক্ষণ,' বলল অটার। 'অজ্ঞান হয়ে গেছে

---

*টবোগান—বরফের উপর দিয়ে পিছলে চলার উপযোগী এক ধরনের স্লেজগাড়ি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোধহয়, পালাতে পারবে না। বরং ওর চ্যালারা এসে পড়লে কাজে লাগবে। নয়তো যাবার আগে একটা কিছু করে যাব।'

'ঠিক আছে।'

একটু দূরে গিয়ে বসে পড়ল লিওনার্ড, পাহারা দিতে শুরু করল। অটারও ব্যস্ত হয়ে পড়ল টবোগান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য পাথর বাছাইয়ে।

গিরিখাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একটা পাথরের উপর বসল জুয়ানা, ভয়ঙ্কর সেতুটার দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছে না আর; ওটা দেখলেই কেন যেন বুক কাঁপছে। বসতে গিয়ে পাথরে পাথরে বাড়ি খাবার শব্দ হলো চামড়ার থলেটার মধ্য থেকে। হঠাৎ করেই যেন ওটার ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল ও; হাতে কোনও কাজ নেই, পাথরগুলো বের করে দেখার লোভ জাগল। খুব একটা দোষও দেয়া যায় না ওকে—ওগুলোর জন্যই এত কষ্ট করল ওরা, চোখে দেখার সাধ জাগবে না?

থলেটা কোলের উপর রেখে মুখের বাঁধন খুলল জুয়ানা, তারপর একটা একটা করে বের করতে শুরু করল লাল-নীল পাথরগুলো। সাজিয়ে রাখতে থাকল সামনের বরফে। অদ্ভুত ওগুলোর আকার-আকৃতি, অবিশ্বাস্য ওগুলোর সৌন্দর্য! স্বপ্নের মত একটা ব্যাপার... এমন সুন্দর পাথরের অস্তিত্ব থাকতে পারে পৃথিবীতে, সেটা সচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। জুয়ানার নারী-হৃদয় স্বাভাবিক নিয়মেই বিমোহিত হয়ে গেল।

স্যাফায়ারগুলোর বেশিরভাগই বর্গাকার, তারকা-আকৃতির দুটো রক্তলাল রুবিও আছে—ওগুলো বসানো ছিল ঈগলের মূর্তির চোখের গর্তে। আকারে প্রায় হাতের মুঠির সমান। হৃৎপিণ্ডের আকৃতির নিখুঁত একটা রুবি আছে—রাজহাঁসের ডিমের মত বড়। ওটা প্রধান পুরোহিতরা গলায় ঝুলিয়ে মানব-উৎসর্গের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। এরপর আছে সংগ্রহের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটো পাথর—একটা রুবি, অন্যটা স্যাফায়ার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকা আর থালের আকৃতিতে খোদাই করা। এক দেখাতেই বোঝা যায়, শিল্পীকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে ওগুলোর পিছনে—হয়তো বা মাস, বা বছর! নাজুক পাথর খোদাই করে নিখুঁত আকৃতি ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়।

সবমিলিয়ে কয়েক ডজন পাথর—প্রতিটাই বড়, প্রতিটাই নিখুঁত; বরফের উপর সাজিয়ে রেখে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জুয়ানা, একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। আশু-বিপদ, পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশ, সঙ্গী-সাথী... সবকিছু ভুলে গেল ও, পাথরগুলো যেন জাদু করেছে ওকে। ওগুলোর অপার্থিব সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছুর যেন অস্তিত্ব নেই পৃথিবীতে।

ব্যাপারটাতে এতই মগ্ন হয়ে পড়ল জুয়ানা, টের পেল না ঘনিয়ে আসা বিপদটা। ওর কাছ থেকে মাত্র বারো গজ দূরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে নাআম—তীব্র ঘৃণা আর ক্রোধে পাগল হয়ে উঠেছে। আচমকা মাথা তুলল সে, শীতল দৃষ্টিতে তাকাল জুয়ানার দিকে, কালো চোখের তারায় জিঘাংসা আর প্রতিশোধের নেশা ফুটে উঠেছে। আড়চোখে লিওনার্ড আর অটারের অবস্থান দেখে নিল, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল জুয়ানার দিকে। চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে, উত্তেজনায় শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন।

জুয়ানা অবশ্য বুঝতে পারল না কিছু। পাথরগুলো দেখে মন শান্ত হলো ওর, আস্তে আস্তে সব আবার ভরতে শুরু করল চামড়ার থলেটাতে। শেষ রুবিটা ঢোকানো হলে স্বস্তির শ্বাস ফেলল, থলের মুখ বেঁধে ঝোলাতে গেল পিঠে, আর তখুনি ঝট করে উঠে দাঁড়াল নাআম, হামলা চালাল।

জুয়ানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুটো হাত ঝলসে উঠল চোখের সামনে—ঈগল যেভাবে ছোঁ মারে, ঠিক সেভাবে খপ করে ধরে ফেলল থলেটা; তারপর এক ঝটকায় ছিনিয়ে নিল ওর হাত থেকে। গলা চিরে নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

এল জুয়ানার, পরমুহূর্তে দেখতে পেল পুরোহিতকে—থলেটা বুকের কাছে ধরে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করেছে লোকটা।

'থামাও!' চেঁচাল জুয়ানা। 'থামাও ওকে!'

লাফিয়ে উঠল অটার আর লিওনার্ড, চোখ ফেরাতেই দেখল ছুটন্ত বন্দিকে। পরমুহূর্তে ওরাও দৌড়াতে শুরু করল। ধরে নিয়েছে, নাআম পালাবার চেষ্টা করছে; কিন্তু ধারণাটা যে ভুল, তা টের পাওয়া গেল কয়েক মিনিটের ভিতরে।

ঢালের দিকে গেল না পুরোহিত, গেল গিরিখাতের দিকে... অনুসরণকারীদের বিস্মিত করে দিয়ে। জুয়ানা যেখানটায় বসেছে, সেখান থেকে চল্লিশ গজ দূরে খাদের উপরে কার্নিশের মত বেরিয়ে আছে একটা বড়সড় পাথর—ছুটে গিয়ে ওটায় উঠে পড়ল নাআম, একেবারে শেষ মাথায় গিয়ে থামল। তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলো প্রতিপক্ষের। লিওনার্ড আর অটার তখন খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে।

থলেটা শূন্যের মাঝে বাড়িয়ে ধরল নাআম। হুমকির সুরে বলল, 'খবরদার! আর এক পা-ও আগে বাড়িয়ো না। তা হলে এটা খোয়াবে!'

থমকে গেল লিওনার্ড। থলেটা দেখে যা বোঝার বুঝে গেছে: মহামূল্য গুপ্তধন আর ওর ভবিষ্যৎ এখন নাআমের হাতে ধরা। অটার অবশ্য অতকিছু ভাবল না, গোঁয়ারের মত উঠতে গেল পাথরে।

'থামো বলছি!' আবার চেঁচাল নাআম। 'কাছে এলেই কিন্তু থলেটা ফেলে দেব নীচে! ওখানে নামার কোনও রাস্তা নেই, একটা নদীও আছে! জিন্দেগিতে আর পাথরগুলো খুঁজে পাবে না তোমরা।'

ক্রুদ্ধ একটা হুঙ্কার ছাড়ল অটার। পিছন থেকে ওর বাহু চেপে ধরল লিওনার্ড, টান দিয়ে নিয়ে এল নিজের পাশে। তারপর তাকাল বৃদ্ধ পুরোহিতের দিকে।

www.BanglaBook.org

'কী চাও তুমি, নাআম?'

'শোনো উদ্ধারকর্তা,' হিংস্র ভঙ্গিতে বলল নাআম, 'এই পাথরগুলোর খোঁজেই আমাদের দেশে এসেছ তুমি, তাই না? ওগুলো পেয়েও গেছ, সঙ্গে নিয়ে কেটে পড়তে চাইছ। যাবার আগে খুন করতে চাইছ আমাকে... প্রতিশোধের জন্য। আমার অপরাধ—তোমাদের ভণ্ডামি ফাঁস করে দিয়েছি... উৎসর্গ করতে চেয়েছি সেই দেবতাদের উদ্দেশে, যাদের নামে তোমরা অনাচার করেছ। এই তো? শুনে রাখো, এত সহজে পার পেতে দিচ্ছি না তোমাদের: পাথরগুলো এখন আমার হাতের মুঠোয়। চাইলেই নীচে ফেলে দিতে পারি, তোমরা কিচ্ছু করতে পারবে না। এখন বলো, এগুলো ফিরিয়ে দিলে আমাকে বাঁচতে দেবে কি না। চুপ করে থেকো না, জবাব দাও।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে লিওনার্ডের, বুঝতে পারছে—হার হয়েছে ওদের। পাথরগুলো গেলে সব-ই গেল ওদের। এতদিনের এত কষ্ট, ঝুঁকি... সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত ভাবল ও। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, নাআম। আমি কথা দিচ্ছি, থলেটা ফিরিয়ে দিলে তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ছেড়ে দেব তোমাকে। কিন্তু জেনে রাখো, যদি ওটা ফেলো, তা হলে থলের পিছু পিছু তোমাকেও যেতে হবে নীচে! এখন ফিরে এসো।'

'হাহ্! তোমার মুখের কথায় বিশ্বাস নেই আমার,' খেপাটে গলায় বলল নাআম। 'নিজের দেবতার নাম নিয়ে শপথ করো!'

'ঈশ্বরের দিব্যি, তোমার কোনও ক্ষতি করব না আমরা। ফিরে এসো বলছি!'

অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল প্রধান পুরোহিত। 'ভালই দেখালে বটে, সাদা মানুষ। তোমাদেরকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। লোভের চাইতে বড় কিছু নেই তোমাদের জীবনে। লোভের জন্য প্রতিহিংসাকে পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছ! কসম কাটছ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেবতার নাম ধরে!' মাথা নাড়ল সে। 'না, আমি ফিরব না, উদ্ধারকর্তা। তোমার একটা পরীক্ষা নিলাম, যা বোঝার বুঝে গেছি তাতে। তোমাদের সবাইকে একটা শিক্ষা দেয়া দরকার আমার। আত্মত্যাগের শিক্ষা... নিজের আদর্শকে রক্ষা করার শিক্ষা! কুয়াশা-মানবদের পবিত্র গুপ্তধন নিয়ে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারি না, উদ্ধারকর্তা। আমার নীতিতে মানায় না সেটা। তারচেয়ে জীবন দিয়ে ভেঙে দেব তোমার স্বপ্ন। দুটো সাদা শয়তান আর একটা কালো কুকুরকে আমাদের ধনসম্পদ উপভোগ করতে দেব না কিছুতেই। সময়-সুযোগ থাকলে তোমাদেরকে আমি নিজ হাতে খুন করতাম... হায়, দেবতারা তা দেননি আমাকে! গত কয়েক ঘণ্টা সেজন্য হা-হুতাশ করছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আকা আর যালের ইচ্ছে। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক একটা শাস্তি ঠিক করে রেখেছেন তাঁরা তোমাদের জন্য, আর আমার মাধ্যমেই সেটা পাবে তোমরা। এখান থেকে খালি হাতে ফিরে যাবে... ভিখিরির মত! আকা আর যালের নামে অভিশাপ দিচ্ছি আমি তোমাদের, কুকুরের দল! উদ্বাস্তুর মত বাঁচো তোমরা, নিঃস্ব হয়ে পথের ধুলোয় মুখ থুবড়ে মরো! আমার মত সারা দুনিয়ার মানুষ যেন থুতু দেয় তোমাদের গায়ে!'

সরোষে থুতু ছিটাল পুরোহিত। জুয়ানাও ছুটে এসেছে লিওনার্ড আর অটারের পিছু পিছু; ও চেঁচিয়ে উঠল, 'না-আ! এ-কাজ কোরো না!'

উন্মত্তের মত হাসল নাআম। বলল, 'বিদায়, উদ্ধারকর্তা! বিদায়, রাখালবালিকা!' তারপর উল্টো ঘুরে ঝাঁপ দিল গিরিখাতে, রত্ন-ভরা থলেটা সহ। চোখের পলকে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

স্থবির হয়ে গেল তিন অভিযাত্রী, ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকতর্ব্যবিমূঢ়। বিশ্বাসই করতে পারছে না, এমন ভয়ানক

www.BanglaBook.org

একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। ওদের সমস্ত সাধ, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ হারিয়ে গেছে গিরিখাতের তলায়!

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল জুয়ানা। মুখ ঢেকে বসে পড়ল বরফে। 'সব আমার দোষ। পাথরগুলো দেখে গর্বিত হয়ে উঠেছিলাম... ঈশ্বর তার শাস্তি দিয়েছেন! আমাকে... আমাকে ক্ষমা করো, লিওনার্ড। তোমার সাধনা ব্যর্থ করে দিয়েছি আমি, পথের ফকির বানিয়ে দিয়েছি: এতদিনের এত কষ্ট... সব খামোকা করলাম আমরা...'

'ফকির আমি আগে থেকেই ছিলাম, জুয়ানা,' খসখসে গলায় বলল লিওনার্ড। 'তুমি আর নতুন করে কীভাবে বানাবে?' ভৃত্যের দিকে তাকাল। 'অটার, দেখো তো... নীচে নেমে পাথরগুলো উদ্ধার করবার কোনও উপায় আছে কি না?'

খাদের কিনারায় গিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল অটার, মাথা বাড়িয়ে দিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল দু'পাশের দেয়াল, তারপর উঠে দাঁড়াল। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'অসম্ভব, বাস। দেয়াল একেবারে মসৃণ... যেন শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষা হয়েছে। কিছুতেই ওটা বেয়ে নামা যাবে না। তা ছাড়া বুড়োটা মিথ্যে বলেনি, সত্যিই নদী আছে নীচে—পানির আওয়াজ শুনতে পেয়েছি আমি। পাথরগুলোর আশা ছেড়ে দিন।'

মুখ কালো হয়ে গেল লিওনার্ডের।

'ওহ্ বাস!' বিলাপের সুরে বলল অটার। 'সময় থাকতেই বুড়ো শকুনটাকে খুন করতে দিলেন না কেন আমাকে? আমি তো বলেছিলাম, ও আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে!' মাথা নাড়ল ও। 'থাক, এখন আর মাথা কুটে লাভ কী? আসুন, অন্তত প্রাণ বাঁচানোর ব্যবস্থা করি। পাথরের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। দুটো পাথর পেয়েছি আমি—একটা বড়, অন্যটা ছোট। রাখালবালিকা একা যাবার সাহস পাবেন বলে মনে হয় না। বড়টায় তাই আপনারা দুজন উঠবেন, আমি উঠব ছোটটাতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসুন, ওগুলো নিয়ে আসি।'

নিঃশব্দে বামনকে অনুসরণ করল লিওনার্ড। শোকে পাথর হয়ে গেছে ও, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। জুয়ানাও নির্বাক, চুপচাপ বসে কাঁদছে—থেকে থেকে কেঁপে উঠছে পিঠ। একটু পর ঘোলা চোখে তাকাল দুই সঙ্গীর দিকে, ওরা তখন ভারী পাথরদুটো ঠেলে নিয়ে আসছে সেতুর কাছে। হাবভাব পরাজিত সৈনিকের মত। আবারও ফুঁপিয়ে উঠল জুয়ানা।

কাছে এসে প্রেমিকার মাথায় হাত বোলাল লিওনার্ড। নরম গলায় বলল, 'কেঁদো না, জুয়ানা। তোমার কোনও দোষ নেই, থলেটা নিজের কাছে না রেখে আমিই বরং ভুল করেছি। থাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন অন্যদিকে মনোযোগ দিতে হবে আমাদেরকে... প্রাণ বাঁচানোর দিকে!'

'পাথরগুলো ঠিকমত দেখোনি তুমি,' ধরা গলায় বলল জুয়ানা। 'দেখলে আর কোনোদিকে মনোযোগ দিতে পারতে না। ওগুলো হারানোর কষ্টে আমার মতই কাঁদতে।'

'তা হলে তো মনে হয়, না-দেখে ভালই করেছি!' রসিকতার চেষ্টা করল লিওনার্ড। টেনে তুলল জুয়ানাকে। 'এখন থামো তো! আমাদেরকে এই নরক থেকে পালাতে হবে।'

পাথরদুটো সেতুর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ওখানে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। গিরিখাতটা ভয়ঙ্কর, তারচেয়েও ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক সেতুটা। পার হবার কথা ভাবলে বুক খামচে ধরে অজানা আতঙ্ক; জোরে জোরে ঢোক গিলল লিওনার্ড, যেন গিলে ফেলতে চাইল ভয়টাকে। দলনেতা ও, নিজেই যদি সাহস রাখতে না পারে, তা হলে বাকিদের কী হবে?

'শোনো,' জুয়ানাকে বলল লিওনার্ড। 'আমরা দুজন এই পাথরটার উপর শুয়ে পড়ব।' পায়ের কাছে পড়ে থাকা বড় চ্যাপ্টা পাথরটা দেখাল। 'তারপর পিছলে চলে যাব সেতুর উপর দিয়ে। স্লেজ, বা টবোগ্যানে চড়েছ কখনও? ঠিক তেমনই একটা

www.BanglaBook.org

ব্যাপার... ভয়ের কিছু নেই। চোখের পলকে দেখবে ওপাশে পৌঁছে গেছি।'

'অসম্ভব, পারব না আমি!' প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জুয়ানা। 'অজ্ঞান হয়ে যাব, গড়িয়ে নীচে পড়ে যাব নির্ঘাত!'

'কিচ্ছু হবে না তোমার,' অভয় দিল লিওনার্ড। 'আমি পাশে আছি না? কিছুতেই পড়তে দেব না তোমাকে।'

'আমাকে ক্ষমা করো, লিওনার্ড!' অনুনয়ের সুরে বলল জুয়ানা। 'এই ভয়ঙ্কর কাজটা করতে বোলো না। অন্য যে-কিছু করতে রাজি আছি আমি।'

'তা হলে কি কুয়াশা-মানবদের শহরে ফিরে যেতে চাও? সেতুটা পার না হলে আর কোনও গতি নেই তোমার।'

পিছনে তাকাল জুয়ানা, যেন দেখতে পাবে শহরটাকে। একটু ভাবল ও। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, লিওনার্ড। যাব আমি। বাঁচব বলে মনে হচ্ছে না, তাও যাব। কুয়াশা-মানবদের ওই নরকে ফেরার চাইতে মরে যাওয়া ভাল; পাথরগুলোও হারিয়েছি। এখন আর বাঁচামরায় কিছু যায়-আসে না।'

'ধনরত্ন-ই জীবনের সবকিছু নয়, জুয়ানা।'

'শুনুন, রাখালবালিকা,' বলল অটার, 'দেখতে কঠিন মনে হলেও কাজটা আসলে পানির মত সহজ। শুয়ে থেকে চোখদুটো শুধু বন্ধ করে রাখবেন, বাকি কাজ পাথরটাই সেরে দেবে। আমাকে দেখুন... ভয় পাচ্ছি? মোটেই না। আসলে কতটা সহজ, সেটা বোঝানোর জন্য আমি নিজেই যাব প্রথমে। তারপর আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আমার পিছু নিতে পারবেন; তা ছাড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নেব বলে ঠিক করেছি। আমার সঙ্গে দড়ি আছে—ওটা দিয়ে আপনাদের দুজনকে বেঁধে দেব, যাতে কিছুতেই কেউ আলাদা হয়ে পড়ে যেতে না পারে; কী বলেন?'

বামনের লেকচার শুনেও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারল না জুয়ানা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যা ভাল বোঝো করো।'

www.BanglaBook.org

পাথরদুটো ঠেলে সেতুর প্রান্তে নিয়ে গেল অটার। তারপর দড়িটা বেঁধে দিল লিওনার্ড আর জুয়ানার কোমরে। সবশেষে প্রস্তুতি নিল রওনা হবার জন্য।

'বাস,' বলল ও। 'আমি ওপাশে নিরাপদে পৌঁছুতে পারলে সঙ্কেত দেব। তখন আপনারা রওনা হবেন, ঠিক আছে? কী করতে হবে, জানেন তো? দু'জনেই শুয়ে পড়বেন পাথরের উপর, মাথা তুলবেন না। বর্শার একটা খোঁচা দিয়ে নেমে পড়বেন সেতুতে। তারপর আর চিন্তার কিছু নেই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখবেন আমার পাশে পৌঁছে গেছেন।'

'ঠিক আছে, অটার,' বলল লিওনার্ড। 'তুমি এখন রওনা দাও। এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

'যাচ্ছি, বাস,' খুশি খুশি গলায় বলল অটার। 'আহ্, কখনও কি ভেবেছি, এমন একটা ভ্রমণের সুযোগ পাবো? যদি বেঁচে থাকি, তা হলে ভবিষ্যতে এ-নিয়ে একটা গান তৈরি করতে হবে।'

'ওপারে গিয়ে গানের কথা ভেবো। যাও তো!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট পাথরটাতে চড়ে বসল বামন। লিওনার্ড খেয়াল করল, বাইরে হাসিখুশি ভাব ধরে রাখলেও বেচারার শরীর কাঁপছে। ভয় পাচ্ছে নিঃসন্দেহে।

শুয়ে পড়ে দু'হাতে পাথরের কিনারা আঁকড়ে ধরল অটার। বলল, 'আমি বললেই আস্তে করে ধাক্কা দেবেন, বাস। তারপর দেখবেন এই কালো ভূতের খেলা! একেবারে উড়ে চলে যাব, বুঝেছেন? একটু কাছে আসুন, বাস। একটা কথা বলতে চাই।'

লিওনার্ড ঝুঁকতেই কানের কাছে ফিসফিসাল বামন, 'আমি আসলে আপনার কাছে ক্ষমা চাই, বাস...'

'ক্ষমা!'

'হ্যাঁ, বাস। নিরাপদ রাস্তাতেও তো কত রকম অঘটন ঘটে। আর এটা তো...' ঢোক গিলল অটার। 'আর আমাদের দেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না-ও হতে পারে। তাই ক্ষমাটা এখুনি চেয়ে নেয়া ভাল। প্রাসাদে অনেক অন্যায় করেছি আমি, বাস। আপনাদের বিপদ ডেকে এনেছি। কী করব বলুন, হতচ্ছাড়া কুয়াশাটাই বোধহয় মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। তার উপর হাতের কাছে ছিল অফুরন্ত মদ আর মেয়েমানুষ! ওসব পেলে সাধু-সন্ন্যাসীরাও বিপথে চলে যায়, আমি কোন্ ছার! আমাকে মাফ করে দিন, বাস।'

'আমি ওসব ভুলে গেছি অনেক আগেই, অটার, কুমিরটাকে তুমি মেরে ফেলেছ দেখে,' মৃদু হেসে বলল লিওনার্ড। 'এখন আবার মনে করিয়ে দিয়ো না! এমনিতেই ক্ষমা পেয়ে গেছ তুমি।'

'আহ্, বড়ই শান্তি পেলাম, বাস। মরলেও আর অনুতাপ থাকবে না। এখন তা হলে ঠেলা দিন পাথরটাতে। আমার ভয়টা প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, শরীর অবশ হয়ে যাবার আগেই রওনা হওয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সাবধানে সেতুর ঢালে অটারকে ঠেলে দিল লিওনার্ড। ঢালু পথ ধরে পিছলে নামতে শুরু করল পাথরের টবোগান, প্রথমে ধীরে... কিন্তু গতি বাড়তে থাকল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একটু পরেই বাতাস কেটে তীরের মত ছুটল ওটা, সেতুর সারফেসের এবড়ো-খেবড়ো বরফ ইস্ত্রি করার ভঙ্গিতে সমান করে দিয়ে।

প্রথম স্লোপটার তলায় গিয়ে আবার উঠতে শুরু করল ওটা—গতি কমে আসছে। লিওনার্ডের ভয় হলো, থেমেই যায় কি না; তবে আশঙ্কাটা অমূলক বলে প্রমাণিত হলো। ঢাল ধরে ছোট একটা বরফচূড়ার উপরে উঠল ওটা, তারপরেই ওপাশের স্লোপে অদৃশ্য হয়ে গেল, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

লিওনার্ড আর জুয়ানার কৌতূহলী চোখের সামনে কয়েক সেকেণ্ড পর আবার উদয় হলো ওটা—নিচু ঢাল ধরে আগের চেয়েও দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। সেতুর ওই অংশটা সবচেয়ে দীর্ঘ এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢালু, গতি বাড়ার পিছনে ওটাই কারণ। দেখতে দেখতে সেতুর সরু অংশটায় পৌঁছে গেল পাথরের টবোগান, সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল দুই দর্শকের। সুঁইয়ের মত চিকন মনে হচ্ছে জায়গাটাকে দূর থেকে, মাঝখানের একটুখানি অংশে কিছুরই অস্তিত্ব নেই—ওখানে শূন্যতা!

অটারের পরিণতি নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল লিওনার্ড, কিন্তু আচমকা ওকে অবাক করে দিয়ে লাফ দিল পাথরটা, বাতাস ভেদ করে চলে গেল অনেকদূর, তারপর ধড়াম করে আছড়ে পড়ল ওপাশের বরফে। গতি কমল, কিন্তু থামল না অদ্ভুত বাহনটা, পিছলাতে পিছলাতে চলে গেল সেতুর একেবারে শেষ প্রান্তে। স্থির হলো গিরিখাতের অন্যপাশে গিয়ে।

আটকে রাখা দমটা ছাড়ল এবার লিওনার্ড, ঘড়ি দেখল। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ সেকেণ্ড লেগেছে, তারমানে সেতুটা আধ-মাইলের মত দীর্ঘ। জুয়ানার দিকে হাসিমুখে তাকাল ও। বলল, 'দেখেছ, কত সহজে ওপারে চলে গেল অটার?'

চোখ ফেরাতেই বরফের উপর ধেই ধেই করে নাচতে দেখা গেল বামনকে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, ধবধবে সাদা পটভূমিতে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে যেন একটা কালো রঙের খাটো-ভূত। হেসে ফেলল জুয়ানা।

কানে আবছাভাবে ভেসে এল অটারের ডাক। 'চলে আসুন, বাস। খুব সহজ... খুবই সহজ!'

'চলো যাই,' বলল লিওনার্ড। 'আর কোনও ভয় নেই। অটার প্রমাণ করে দিয়েছে, রাস্তাটা নিরাপদ।'

মুখের হাসি মুছে গেল জুয়ানার। 'ও যেতে পেরেছে দেখে ভাল লাগছে,' বলল ও। 'কিন্তু তারপরও তো গা কাঁপছে আমার। রুমাল আছে তোমার কাছে, লিওনার্ড? থাকলে আমার চোখ বেঁধে দাও। নইলে নীচের দিকে তাকিয়ে বেহুঁশ হয়ে যাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রুমাল নেই লিওনার্ডের কাছে, আলখাল্লার হাতা দিয়ে মোছাল জুয়ানার চোখ। বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না। আমি আছি তোমার সঙ্গে, শান্ত হও।'

'কীভাবে শান্ত হবো, লিওনার্ড?' কাতর গলায় বলল জুয়ানা। 'জীবনে এত ভয় পাইনি আমি, মনে হচ্ছে মারা যাব। চোখের সামনে ছবির মত ভেসে উঠছে সমস্ত স্মৃতি... শুনেছি মরার আগে এমন হয়! রত্নগুলোর কথাও ভুলতে পারছি না... আমার দোষেই খোয়া গেছে ওগুলো। ওহ্ লিওনার্ড, অনেক অন্যায় করেছি আমি তোমার সঙ্গে। খারাপ ব্যবহার করেছি, অপরাধ করেছি—তার সঙ্গে নতুন আরেকটা অপরাধ যুক্ত হলো থলেটা হারিয়ে। তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে?' চোখের বাঁধনের তলা দিয়ে অশ্রু নেমে এল ওর।

'ধ্যাত্! বাজে কথা বন্ধ করবে? ক্ষমা চাইবার মত কিছু করোনি তুমি। যদি করেও থাকো, ওসব নাহয় সেতু পেরুবার পরে শুনব।'

'কিন্তু যদি মারা যাই...'

'মরলে আমরা দুজনেই মরব, জুয়ানা,' বাধা দিয়ে বলল লিওনার্ড। 'কোমরে দড়ি বাঁধা আছে, ভুলে গেছ?' চুমু খেল প্রেমিকার ঠোঁটে। 'দয়া করে শান্ত হও। এতদিন যথেষ্ট মনের জোর দেখেছি তোমার মাঝে, আজ সব হারিয়ে ফেলো না।'

একটু যেন শান্ত হলো জুয়ানা। বলল, 'কী করব? আসলে ওই রত্নগুলো হারিয়েই...'

'উফ্! রত্ন-রত্ন করে তো তুমি আমার মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি!' কপট রাগ দেখাল লিওনার্ড। 'খবরদার, তোমার মুখে ওই শব্দটা আর শুনতে চাই না আমি।'

দুজনে এগিয়ে গেল বড় পাথরটার দিকে, আর তখুনি পিছন থেকে ভেসে এল নতুন একটা আওয়াজ—তুষারে থপ্ থপ্ করে পা ফেলে ছুটে আসছে কেউ।

www.BanglaBook.org

ঝট্ করে ঘুরল লিওনার্ড, পরমুহূর্তে চমকে গেল সোওয়াকে দেখে—মরিয়া একটা ভঙ্গিতে দৌড়ে আসছে ওদেরকে লক্ষ্য করে। জামা-কাপড় শতচ্ছিন্ন, কাঁধের পাশে বর্শার খোঁচায় বড় একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে... রক্ত ঝরছে ওখান থেকে। বোঝা যাচ্ছে, ভালই ধকল গেছে প্রৌঢ়া দাসীর উপর দিয়ে।

'থামো! থামো উদ্ধারকর্তা!' চেঁচিয়ে উঠল সোওয়া।

হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে বর্শাটা তাক করল লিওনার্ড। কড়া গলায় বলল, 'খবরদার! আর এক পা-ও আগে বাড়ার চেষ্টা কোরো না! আর কে আছে তোমার সঙ্গে?'

'কেউ না, বিশ্বাস করো! গুহামুখের কাছে লড়াই চলছে, ওলফান আর ওর দুই যোদ্ধা মিলে ঠেকিয়ে রেখেছে পুরোহিতদের, আমি কোনোরকমে ওদের মাঝখান দিয়ে পালিয়ে এসেছি।' হাতের ক্ষতটা দেখাল সোওয়া। 'আমার অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?'

দাসীর পিছনের ঢালে নজর বোলাল লিওনার্ড। কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না, সম্ভবত সত্যি কথাই বলছে ডাইনিটা।

'সাবাস ওলফান!' লিওনার্ডের মুখে হাসি ফুটল। চকিতে ঘড়ি দেখল ও। 'আর কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখো হারামজাদাদের, তা হলেই তোমার বাহিনী পৌঁছে যাবে। কচুকাটা করতে পারবে শয়তানগুলোকে।'

জুয়ানা জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ তুমি, লিওনার্ড? কে ওখানে?' চোখ বাঁধা থাকায় সোওয়াকে দেখতে পাচ্ছে না।

লিওনার্ড জবাব দেয়ার আগেই হাউমাউ করে উঠল প্রৌঢ়া দাসী। 'আমি, মালকিন! দয়া করে সঙ্গে নিন আমাকে। আপনাকে না দেখলে আমি বাঁচতে পারব না।'

'চলে যেতে বলো ওকে, লিওনার্ড!' গলাটা চিনতে পেরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল জুয়ানার বুকে। 'ওই বিশ্বাসঘাতিনীর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেহারাও আর দেখতে চাই না আমি।'

'শুনলে তো?' ভুরু নাচাল লিওনার্ড। 'ভালয় ভালয় কেটে পড়ো এখান থেকে।'

'দোহাই লাগে...' বলতে বলতে দু'পা এগোল সোওয়া।

'সাবধান!' গর্জে উঠল লিওনার্ড। 'ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, নইলে বর্শা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব।'

জুয়ানাকে নিয়ে চওড়া পাথরটার উপর শুয়ে পড়ল ও। বলল, 'আমরা এখন রওনা দেব, জুয়ানা। ডান হাতে শক্ত করে ধরো পাথরের কিনারাটা। যা-ই ঘটুক, কিছুতেই মুঠো ছেড়ো না। নইলে দুজনেই পিছলে পড়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল জুয়ানা।

'মালকিন! মালকিন!!' পিছন থেকে হাহাকার করে উঠল সোওয়া। 'আমাকে নিয়ে চলুন আপনার সঙ্গে। অনেক অন্যায় করেছি, তার জন্য যে-শাস্তি দিন, তা-ই মাথা পেতে নেব। দয়া করে ফেলে যাবেন না আমাকে! কথা দিচ্ছি, আর কখনও বেঈমানী করব না আপনার সঙ্গে। মরার আগ পর্যন্ত জান-প্রাণ দিয়ে সেবা করব!'

ওর সেই চিৎকার প্রতিধ্বনি তুলল গিরিখাতের দেয়ালে।

জুয়ানা নির্বিকার রইল। লিওনার্ডকে বলল, 'দেরি করছ কেন? চলো!'

বর্শাটা মাটিতে ঠেকাল লিওনার্ড, তারপর ধাক্কা দিল নৌকার লগির মত করে। পাথরটা একটু সামনে এগিয়ে গেল, তারপর নিচু হয়ে নেমে গেল সেতুর ঢালে। শুরু করল পিছলাতে।

প্রথম কয়েক সেকেণ্ড ঠিকমতই এগোল ওরা, কিন্তু এরপরই পিছন থেকে ভেসে এল একটা পতনের শব্দ। একটা হাত বজ্রমুষ্ঠিতে আঁকড়ে ধরল লিওনার্ডের গোড়ালি। বাড়তি একটা মানবদেহের ওজন অনুভব করল ও, টেনে ধরেছে পিছন থেকে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল শরীর, আরেকটু হলেই ছিটকে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাচ্ছিল লিওনার্ড। কোনোরকমে পাথুরে টবোগানের সামনের কিনারা আঁকড়ে ঝাঁকিটা সামলাল ও।

কিন্তু যতই নীচে নামছে বাহনটা, ততই বাড়ছে গতি। বাড়ছে হাতের উপর চাপ—পিছনে ছ্যাঁচড়াতে থাকা দেহটার কারণে। ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল, নিজের অজান্তেই হাতের মুঠো আলগা হয়ে যেতে শুরু করল লিওনার্ডের। সন্দেহ নেই, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মরতে চলেছে ও আর জুয়ানা।

ঊনচল্লিশ

সেতু অতিক্রম

প্রচণ্ড বেগে ঢাল ধরে ছুটে যাচ্ছে টবোগান। কানের পাশে শোঁ শোঁ করছে পাগলা হাওয়া।

সাবধানে মাথা তুলে পিছনে উঁকি দিল লিওনার্ড। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। মালকিনকে হারানোর আশঙ্কায় পাগল হয়ে গেছে সোওয়া, ওদের পিছু পিছু ছুটে এসে ঝাঁপ দিয়েছে ঢালে—টবোগানে চড়ে বসার আশায়। কিন্তু চড়তে পারেনি, বরফের উপর আছাড় খেয়ে ধরে ফেলেছে লিওনার্ডের গোড়ালি। এখন উপুড় হয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে ছুটে চলেছে ওদের সঙ্গে, বরফের ঘষায় ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে পরনের পোশাক আর উন্মুক্ত চামড়া। শুভ্র পটভূমিতে ফুটে উঠছে রক্তের রেখা।

এক মুহূর্তের জন্য মায়া অনুভব করল লিওনার্ড, তারপরই সচেতন হয়ে উঠল। সোওয়ার মত বিশ্বাসঘাতিনীর জন্য মায়া

www.BanglaBook.org

দেখানো সাজে না ওর। বার বার ওদের মৃত্যু ডেকে এনেছে দাসী... এখনও আনছে! নতুন শক্তি ভর করল লিওনার্ডের দেহে, আলগা হতে থাকা মুঠোটা শক্ত করে ফেলল, ভালমত আঁকড়ে ধরল পাথরের কিনারা।

ভয়ঙ্কর গতিতে প্রথম স্লোপটার তলা পর্যন্ত ছুটে গেল টবোগান, তারপর ধীরে ধীরে উপরে চড়তে শুরু করল। অটার একা ছিল, তাতেই ওর বেলায় গতি কমে গিয়েছিল; আর এখন ওদের ভারী পাথরটা বইছে তিনজনের ওজন। লিওনার্ডের মনে হলো, ওরা বুঝি থেমেই যাচ্ছে। আতঙ্ক ভর করল ওর ভিতরে, সজোরে পা ছুঁড়তে শুরু করল—লাথি মেরে সোওয়াকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে ওদের বাহন থেকে। কিন্তু লাভ হলো না, মরণকামড় দেয়ার ভঙ্গিতে ওর গোড়ালি ধরে রাখল দাসী; লাথি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল, কিন্তু মুঠো ছাড়ল না। বরং নড়াচড়া করতে গিয়ে পাথরটার মুখ ঘুরে যেতে শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে স্থির হয়ে গেল লিওনার্ড। বুঝতে পারল, ওভাবে সোওয়াকে তাড়াতে পারবে না, বরং নিজেরাই মরবে।

প্রায় থেমে যাবার ভঙ্গিতে ঢালের উপরে পৌঁছুল টবোগান, তারপর যেন দৈববলেই ঝুঁকে পড়ল সামনে, দ্বিতীয় স্লোপটায় নেমে পড়ল পিছল কেটে। এই স্লোপের প্রথম অংশটা তুলনামূলকভাবে বেশি ঢালু, ফলে গতিও বাড়তে শুরু করল অনেক দ্রুত। স্বস্তি অনুভব করল লিওনার্ড, অবাঞ্ছিত সওয়ারীর বাড়তি ওজনটা টেনেও বেশ ভালভাবে এগোনো যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত সেতুটা যথেষ্ট চওড়া পাওয়া গেছে, নতুন স্লোপটায় বরফও অনেক মসৃণ। কিন্তু সত্যিকার বিপদটা আসতে দেরি নেই।

সামনের দিকে তাকিয়ে স্লোপটা জরিপ করল লিওনার্ড। চারশো থেকে পাঁচশো গজের মত দূরত্ব, বেশ খাড়া... পিচ্ছিল বরফে কোনও মানুষের পক্ষে পা রেখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়; যদি দাঁড়ায়ও, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না ঢালের কারণে। পঁচিশ

www.BanglaBook.org

কদমের মত প্রস্থ দেখা যাচ্ছে দু'পাশে; তবে যতই সামনে গেছে, ততই যেন কমে গেছে প্রস্থটা। খিরিখাদের বিপরীত পাশের দেয়ালের কাছে এক-গজ চওড়াও হবে না, দূর থেকে দেখতে স্রেফ একটা সুঁইয়ের ডগার মত মনে হচ্ছে ওই অংশটাকে।

পুরো মাত্রায় ছুটছে এখন ওরা, সবুজাভ বরফের উপর দিয়ে নেমে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে। উঁচু আকাশ থেকে শিকারের জন্য ছোঁ দিতে থাকা ঈগলের সঙ্গে এখন তুলনা করা চলে টবোগানটাকে। বাস্তবেও সেই ঈগলের মতই অনুভূতি হচ্ছে লিওনার্ডের, পার্থক্য এটুকু যে—ডাইভ দেবার সময় ঈগল ভয় পায় না, কিন্তু ও আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে। বরফের সারফেস বড্ড মসৃণ, একবিন্দু বাধা সৃষ্টি করছে না টবোগানের যাত্রাপথে; ফলে গতিটা এতই প্রবল যে, ওর মনে হলো যেন শূন্যের মধ্য দিয়ে পড়ে যাচ্ছে নীচে... কোন ধরনের অবলম্বন ছাড়া! বাতাসের ঝাপটায় চোখ খুলে রাখা দায়, কানের কাছে শোনা যাচ্ছে কেবল শোঁ শোঁ আওয়াজ, জুয়ানার ঢোলা পোশাক আর এলোচুল পত পত করে উড়ছে।

নামছে ওরা... নেমেই চলেছে। সেতুর অর্ধেক, তারপর দুই-তৃতীয়াংশ পেরিয়ে এল। এরপর সামনে তাকাতেই বিপদের সত্যিকার চেহারা চাক্ষুষ করল লিওনার্ড। সেতুটা ইতোমধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, দু'পাশে খুব বেশি হলে আট-দশ ফুট বরফ রয়েছে এখন। কিন্তু সামনে গিয়ে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে আরও। খাট গজ পর থেকে একদমই সরু হয়ে গেছে স্লোপটা, ওদের টবোগান কোনোরকমে হয়তো যেতে পারবে, দু'পাশে ইঞ্চি-পরিমাণ জায়গা খালি থাকবে না; তার পরিবর্তে থাকবে শুধু বুক-কাঁপানো খাড়া দেয়াল... আর তলার গহীন গিরিখাত, যেখানে রত্নভর্তি থলে-সহ অদৃশ্য হয়ে গেছে নাআম। তবে বিপদের শেষ ওখানেই নয়, সেতুর এই সংকীর্ণতম অংশটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অব্যাহতভাবে এগোয়নি, মাঝে প্রায় দশ-বারো ফুট জায়গা ভেঙে গেছে, ওখানে কিছুই নেই! কোনোরকমে ফাটলটা পার হতে পারলে অবশ্য বিপদ কেটে যাবে, ওপাশে ঢালটা আবার চওড়া এবং উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে, দশ-পনেরো গজের মত গিয়ে ঠেকেছে গিরিখাতের অন্যপাশের কিনারে, যেখানে অটার নিরাপদে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু পার হওয়াটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বরফের উপর দিয়ে অমোঘ নিয়তির দিকে ছুটছে টবোগান, আতঙ্কে জমে বরফ হয়ে গেছে লিওনার্ডের হৃৎপিণ্ড। দম আটকে ফেলল ও, বিপদের তীব্রতা বুঝতে পারছে। ভারী পাথরটা তিনজনকে নিয়ে ওই ফাঁকাটা পেরুতে পারবে না! দাঁতে দাঁত পিষল ও, ইচ্ছে হলো পাগলের মত লাথি ছোঁড়ে, গোড়ালি আঁকড়ে থাকা জঞ্জালটাকে ফেলে দেয়... কিন্তু সেটা সম্ভব নয়; নড়াচড়া করলে এখুনি টবোগানের মুখ ঘুরে যাবে, ছিটকে পড়ে যাবে সেতু থেকে; ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন।

'ঈশ্বর! রক্ষা করো!' বিড়বিড় করল লিওনার্ড।

এরপরই দ্রুতবেগে ঘটতে শুরু করল ঘটনা।

কীভাবে কী হলো, ঠিকমত বলতে পারবে না লিওনার্ড, তবে আচমকা নিজেদের উড়ন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করল ও। ফাঁকের মুখে এসে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে পাথরের টবোগানটা, বিপদ টের পেয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সমস্ত শক্তি একত্র করে... ঠিক একটা পেণ্টাথলনের ঘোড়ার মত! পিছনে একটা আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পেল লিওনার্ড, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি অনুভব করল শরীরে। পাথরের কিনারা ধরে থাকা মুঠোটা আলগা হয়ে গেল তার ফলে, ওর গায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়ির টানে জুয়ানিও আর টিকতে পারল না। অবিশ্বাসের চোখে পাথরটাকে শরীরের তলা থেকে সরে যেতে দেখল লিওনার্ড—পাগলা ঘোড়া যেভাবে সওয়ারীকে

www.BanglaBook.org

ফেলে দেয়, ঠিক সেভাবে দুই আরোহীকে ফেলে চলে গেল ওটা। গোড়ালির উপর থেকে চাপ আলগা হয়ে গেল ওর, জ্যা-মুক্ত তীরের মত ও আর জুয়ানা এখন ছুটে চলেছে বায়ু ভেদ করে।

চোখের পলকে ফাটলটা পেরিয়ে গেল দুজনে, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল অন্যপাশে শক্ত বরফের উপর। পাথরটা পড়েছে আরও সামনে... নিরাপদে পুরো সেতুটা পেরিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু আরোহীদের বেলায় তা ঘটল না। মাথা ঠুকে গেল লিওনার্ডের, চোখের সামনে দপ করে জ্বলে উঠল লাল-নীল তারা। কিন্তু ব্যথাটা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় পেল না, তার আগেই তীব্র আতঙ্ক নিয়ে লক্ষ করল, পিছলাতে শুরু করেছে ওরা, হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে ফাটলের দিকে। উন্মত্তের মত খামচি দিল লিওনার্ড, কিছু আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাতে চায়, কিন্তু পারল না। যেন একটা আয়নার উপর আছড়ে পড়েছে, ধরবার মত কিছুই নেই চারপাশে, আঙুলগুলোর নখ ভাঙল কেবল। নড়াচড়ায় পিছলানোর গতি আরও বেড়ে গেল, ঠাণ্ডা বরফের ঘষায় যেন আগুন ধরে গেল উন্মুক্ত চামড়ায়।

তারপর... হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল পতন। কী ঘটেছে, তা বুঝতে পারল না লিওনার্ড। শরীর অসাড় হয়ে গেছে ওর, বোধবুদ্ধি কাজ করছে না আর। কয়েক মিনিট নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল, যখন চেতনা ফিরল, তখন কানে ভেসে এল অটারের চিৎকার।

'শুয়ে থাকুন, বাস, শুয়ে থাকুন! নড়বেন না একদম। আমি আসছি!'

পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠল লিওনার্ড। মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে তাকাল নিজেদের অবস্থান দেখতে, আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া দুলতে শুরু করল চোখের সামনে। এরচেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেই বুঝি ভাল ছিল!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাটল পেরিয়ে অনেকদূর এসে পড়েছে ওরা, সেতুর প্রায় শেষ প্রান্তে... যেখানে বরফের বিস্তার শেষ হয়ে রুক্ষ পাথরের সূচনা ঘটেছে; জায়গাটা খুব বেশি হলে পনেরো ফুট দূরে। কিন্তু ওই পনেরো ফুটই অনতিক্রম্য। এমন পিচ্ছিল বরফ জীবনে কখনও দেখেনি লিওনার্ড—সূর্যের আলোয় চকচক করছে, যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে ওকে লক্ষ্য করে। কিছুতেই ওখানে কারও পক্ষে স্থির হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, হাত-পা আটকে উপরদিকে ওঠা তো আরও কঠিন! উপযুক্ত ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট ছাড়া কিছুতেই এই বরফ-প্রাচীর বাওয়া যাবে না। নীচে তাকাল, ওদিকে দশ গজের মত চলে গেছে ঢাল, শেষ মাথায় মুখ ব্যাদান করে রেখেছে সেতুর মাঝখানের ফাটলটা।

বরফের উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে লিওনার্ড আর জুয়ানা, সোওয়াকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। বিস্ময় ভর করল লিওনার্ডের ভিতর—ওরা দুজন পিছলে ফাটলের মধ্যে পড়ে গেল না কেন? সাবধানে মাথা ঘুরিয়ে জবাব খুঁজল ও; যখন পেল, তখন বুঝতে পারল, দৈব-হস্তক্ষেপ ঘটেছে ওদের ভাগ্যে! নইলে এই কায়দায় কিছুতেই বাঁচত না ওরা।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কিন্তু সত্যি। লিওনার্ডের বর্শাটা বরফের একটা ছোট্ট খাঁজে খাড়াভাবে আটকে আছে খুঁটির মত। টবোগান থেকে ছিটকে পড়ার সময় ওটা ওদের পিছনে পড়েছিল, গেঁথে গেছে ঠিক ওভাবে। পিছলে ওটার দু'পাশ দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছিল লিওনার্ড আর জুয়ানা, দুজনের মাঝখানে বাঁধা দড়িটা জড়িয়ে গেছে খুঁটিতে।

ঈশ্বরকে বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল লিওনার্ড, চোখ ফেরাল জুয়ানার দিকে। আলুথালু অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা, জ্ঞান হারিয়েছে। ডাকল, কিন্তু জবাব পেল না।

উপরদিকে তাকাল লিওনার্ড, অটার নেমে আসছে। পনেরো ফুট দূরে, বরফের চাদরের কিনারায় পৌঁছে থামল।

www.BanglaBook.org

'কী করতে চাইছ, অটার? কীভাবে নামবে এখানে?'

'বরফ খুঁড়ে পা রাখার ধাপ বানাব, বাস,' বলল বামন। 'একটু অপেক্ষা করুন।'

'কাজটা সহজ হবে না, সময়ও লাগবে,' শঙ্কিত গলায় বলল লিওনার্ড। চকিতে তাকাল নীচের ঢালের দিকে, ঢোক গিলল। 'তার আগেই যদি দড়িটা ছিঁড়ে যায়...'

'অলক্ষুণে কথা বলবেন না, বাস!' কপট রাগ দেখাল অটার। কোমর থেকে পুরোহিতদের ছুরি বের করে উবু হয়ে বসল, খোঁচাতে শুরু করল বরফ। 'দড়িটা যথেষ্ট শক্ত। ওটা দিয়ে রীতিমত রশি টানাটানি করেছি আমি পানির পিশাচটার সঙ্গে, আপনাদের দুজনের ওজনে কিচ্ছু হবে না। ইশশ, অমন আরেকটা দড়ি যদি থাকত, তা হলে আপনাদের তুলে আনতে কোনও কষ্টই হতো না।'

উপুড় হয়ে শুয়ে প্রথম দুটো ধাপ খুঁড়তে কোনও সমস্যা হলো না বামনের, সমস্যা দেখা দিল তৃতীয়টার সময়। সদ্য খোঁড়া ধাপগুলো তেমন সুবিধের নয়, ওগুলোয় দাঁড়িয়ে বা বসে আরেকটা ধাপ খোঁড়া যাচ্ছে না। বরফও ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠেছে।

'এবার?' হতাশ গলায় জানতে চাইল লিওনার্ড।

'শান্ত থাকুন, বাস। আমাকে একটু ভাবতে দিন।'

মাটিতে কিছুক্ষণ বসে থাকল অটার, ঠোঁট কামড়ে কৌশল ঠিক করতে শুরু করল। হঠাৎ দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। উত্তেজিত গলায় বলল, 'পেয়েছি বুদ্ধি!'

গা থেকে ছাগলের চামড়ায় তৈরি আলখাল্লাটা খুলে ফেলল বামন, ছুরি দিয়ে ফালি ফালি করে কাটল। গিঁঠের মাধ্যমে ওগুলো জোড়া দিতেই দু'ইঞ্চি চওড়া আরেকটা দড়ি তৈরি হয়ে গেল। পাহাড় থেকে কুড়ানো লাঠিটা এখনও আছে ওর কাছে, ছুরি দিয়ে চেঁছে ওটার গোড়া চোখা করে নিল, তারপর বরফের

www.BanglaBook.org

কিনারায় ভালমত গেড়ে দিল। শক্ত একটা খুঁটিতে পরিণত হলো ওটা। দড়িটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধল অটার, নামিয়ে দিল ঢালে। কাজ শেষ হলে কয়েক পা পিছিয়ে ব্যবস্থাটা দেখে নিল, তারপর হাসল নিঃশব্দে।

'আহ, বাস! সমাধান হয়ে গেছে সমস্যার। আমি এবার আসছি আপনার কাছে।'

দড়ি ধরে তরতর করে লিওনার্ডের পাশে চলে এল অটার। উঁকি-ঝুঁকি মারল জুয়ানার দিকে।

'রাখালবালিকা কি মারা গেছেন, বাস?' মেয়েটার ফ্যাকাসে মুখ আর নিস্তেজ দেহ দেখে শঙ্কা প্রকাশ করল অটার।

'না, জ্ঞান হারিয়েছে বোধহয়,' বলল লিওনার্ড। 'তাতে ভালই হয়েছে। ভয় পেয়ে যদি পাগলামি শুরু করত, তা হলে আরও বিপদে পড়তাম আমরা। যাক গে, এখন কী করবে বলে ঠিক করেছ? যা করবার তাড়াতাড়ি করো, ঠাণ্ডায় আমার শরীর জমে যাচ্ছে।'

হাতের দড়িটা নড়াল অটার। 'এটা আপনার কোমরে বেঁধে দেব, তারপর আগের দড়িটা খুলে নেব। দড়ি আর বর্শাটা আঁকড়ে রাখালবালিকাকে স্থির রাখবেন আপনি, আমি ওঁর কোমরের দড়িটার মাথা নিয়ে যাব উপরে। ওখান থেকে টেনে তুলব। খুব একটা কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। বরফ তো পিচ্ছিল, রাখালবালিকার শরীরও খুব হালকা।'

'এখন আর ওকে রাখালবালিকা বলে ডাকাটা ঠিক হচ্ছে না,' হালকা গলায় বলল লিওনার্ড। 'তোমার মনিবের বউ ও, মালকিন বলে ডাকলেই ভাল হয়।'

'বেশ, আপনার যা ইচ্ছে।'

আরেকটু নামল অটার, সদ্য বেসানো দড়িটা বেঁধে দিল লিওনার্ডের কোমরে। বেশ ঝামেলা হলো... বিশেষ করে শরীরের তলা দিয়ে দড়িটা ঘুরিয়ে আনার সময়। তবে

www.BanglaBook.org

মিনিটদুয়েক খাটাখাটনির পর সফল হলো ও। দড়ি বাঁধা শেষ হলে আবার একটু উপরে উঠে গেল ও, ইশারা করল লিওনার্ডকে।

পরের কাজটা সবচেয়ে কঠিন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে বর্শাটা একহাতে আঁকড়ে ধরল লিওনার্ড, তারপর দোল খাবার ভঙ্গিতে চলে গেল অজ্ঞান জুয়ানার পাশে। মুক্ত হাতে প্রথমে পুরনো দড়িটা খুলল কোমর থেকে, ওটার অবলম্বন হারাতেই পিছলে নেমে যেতে শুরু করল জুয়ানা, বিদ্যুৎবেগে হাত বাড়িয়ে ওকে আটকাল লিওনার্ড। ভাল করে জাপটে ধরল দেহটা, টেনে আনল নিজের কাছে।

'আমি তৈরি, অটার!' উপরদিকে তাকিয়ে বলল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটু নামল বামন, বর্শার উপর থেকে টেনে নিল পুরনো দড়িটা। ওটার প্রান্ত দাঁতে কামড়ে ধরল, তারপর নতুন দড়িটা বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল উপরে। দড়িটায় দুজনের ভার চাপানোর সাহস পেল না লিওনার্ড, বর্শাটাকেই প্রধান অবলম্বন বানাল। সঙ্গে সঙ্গে মড় মড় শব্দে প্রবল প্রতিবাদ জানাল কাঠের হাতলটা, বেঁকে গেল বিপজ্জনকভাবে।

'তাড়াতাড়ি অটার!' চেঁচাল লিওনার্ড। 'বর্শাটা টিকবে না বেশিক্ষণ।'

মুখে দড়ি, তাই জবাব দিতে পারল না বামন। শুধু মাথা ঝাঁকাল। দ্রুত হাত-পা চালিয়ে পাথুরে অংশে চলে গেল ও। হাত-পা ছড়িয়ে কায়দামত বসল। টান টান করে ধরল জুয়ানার কোমরে বাঁধা দড়িটা।

'এবার ছাড়ুন ওঁকে, বাস,' বলল ও।

তাড়াতাড়ি জুয়ানাকে ছেড়ে নতুন দড়িটা আঁকড়ে ধরল লিওনার্ড। উপর থেকে অজ্ঞান দেহটা টানতে শুরু করল অটার। কাজটা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য বলে প্রতীয়মান হলো। পিচ্ছিল বরফের বদলে অন্যকিছু থাকলে অটার হয়তো সফলই হতো না। হাতের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেশি ফুলে উঠল ওর। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস পড়তে থাকল। তবে কয়েক মিনিট পর লিওনার্ড দেখল, নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে জুয়ানা—রুক্ষ পাথরের উপর শুয়ে আছে ওর একহারা দেহটা। চোখের বাঁধন খুলে দিয়েছে অটার।

'এবার আপনি, বাস!'

মাথা ঝাঁকিয়ে দড়িটা টেনে ধরল লিওনার্ড, পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল। ঢিল হয়ে যাচ্ছে ওটা, পিছলে নীচে নেমে যাচ্ছে ও নিজেই!

'থামুন! থামুন, বাস!!' চেঁচাল অটার।

টান থামাল লিওনার্ড, কয়েক ফুট নীচে গিয়ে একটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল।

'হলোটা কী, অটার?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল ও।

'খুঁটিটা আপনার ভার নিতে পারছে না। উঠে আসছে।'

'তা হলে?'

'দাঁড়ান, মালকিনের দড়িটা দিচ্ছি। ওটা আটকে ফেলুন নিজের গায়ে।'

পুরনো রশিটা দিয়ে একটা ফাঁস বানাল অটার, ওটা ছুঁড়ে দিল নীচে। ফাঁসটা মাথা দিয়ে গলিয়ে বগলের নীচে আটকে ফেলল লিওনার্ড। বলল, 'হ্যাঁ, আটকেছি। উঠব এবার?'

দড়ি টেনে মনিবের শরীরের ওজন কিছুটা নিজের হাতে নিয়ে এল অটার। 'হ্যাঁ, শুরু করুন।'

নড়ল লিওনার্ড, এবার আর পিছলাল না জুয়ানার চামড়ার দড়ি। অটারও দ্বিতীয়টার সাহায্যে টানছে ওকে, ফলে ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠতে শুরু করল ও। পেরুবার পথে খাঁজ থেকে খুলে নিল বর্শাটা—বরফে গেঁথে অবলম্বন নিল ওটারও। তবে এতকিছু সত্ত্বেও ব্যাপারটা সহজ হলো না। সারা শরীর টনটন করতে থাকল লিওনার্ডের, ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হতে থাকল। ব্যথা-বেদনা দাঁত পিষে চেপে উঠতে থাকল ও। চোখের দৃষ্টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোলা হয়ে এল, চারপাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সব। সমস্ত চেতনা শুধু দড়ি বাইবার দিকেই নিবদ্ধ।

কতক্ষণ ধরে উঠল লিওনার্ড, বলতে পারবে না। যেন অনন্তকাল লাগল ওর, শারীরিক কষ্টটা অসহ্য হয়ে উঠল প্রতি মুহূর্তে। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। শেষে যখন মনে হলো আর পারবে না, ঠিক তখুনি পায়ের নীচে অনুভব করল রুক্ষ পাথরের স্পর্শ। চোখ খুলতেই নেচে উঠল প্রাণটা। এসেছে... মৃত্যুফাঁদটা পেরিয়ে এসেছে ও!

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত সারা শরীর কাঁপছে লিওনার্ডের। হাত-মুখ রক্তাক্ত, আঙুলের নখ ভেঙে গেছে... আর স্নায়ুর কথা না-ই বা বলা হলো। ধাতস্থ হবার জন্য কয়েক মিনিট ব্যয় করল ও, তারপর মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সঙ্গীদের অবস্থা দেখার জন্য।

ওর মত অটারের শরীরও কেটে-ছড়ে গেছে, তবে কম। খারাপ অবস্থা হাতের। দু'জন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে টেনে তুলতে গিয়ে দড়ির ঘষায় হাতের তালু ছড়ে গেছে। রক্ত ঝরছে অবিরাম। জুয়ানার অবস্থা ওদের চেয়ে ভাল। কপালের কোণে একটু জায়গা ফুলে আছে, কালসিটে পড়েছে... সম্ভবত বরফে মাথা ঠুকে যাবার কারণে। এ ছাড়া দৃশ্যমান আর কোনও আঘাত নেই ওর শরীরে।

'অটার, কয়েদখানা থেকে একটা মদের বোতল এনেছিলে না?' বলল লিওনার্ড। 'আছে ওটা এখনও?'

'হ্যাঁ, বাস। এই নিন।' ছোট্ট বোতলটা বাড়িয়ে বলল বামন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বোতলের মুখ খুলে একটা চুমুক দিল লিওনার্ড, তারপর ওটা ফিরিয়ে দিল ভৃত্যের হাতে। 'তুমিও খাও, গা গরম হবে।'

'না, বাস,' মাথা নাড়ল অটার। 'জীবনে আর মদ স্পর্শ করব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। মদ খেলেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। এটা বরং আপনাদের দুজনের সঙ্গে থাক।' আমার সঙ্গে

www.BanglaBook.org

সামান্য খাবারও আছে। ওখান থেকে একটু মুখে দেব।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'শুনে খুশি হলাম। ভাল কথা, সোওয়ার কী হলো, দেখেছ?'

'হ্যাঁ, তবে ঠিকমত বুঝতে পারিনি। সম্ভবত ফাটলের কিনারায় পা আটকে গিয়েছিল... দেখলাম গর্তটা দিয়ে নীচে পড়ে গেল। ডাইনিটার জন্য উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে ওটা!'

'শাস্তিটা আমরাও পেতে যাচ্ছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল লিওনার্ড। 'আরেকটু হলে আমাদেরকে নিয়েই পড়তে যাচ্ছিল ও... যেভাবে পা টেনে ধরেছিল! যাক গে, প্রাণ নিয়ে কোনোমতে যে সেতুটা পেরিয়ে আসতে পেরেছি, সেটাই যথেষ্ট। দুনিয়ার সমস্ত রুবি এনে দিলেও ওটা আরেকবার পেরুতে রাজি হব না আমি।'

'আমিও না,' অটার বলল। 'বাপরে! পেট মাথার জায়গায়... আর মাথা পেটের জায়গায় চলে গিয়েছিল। চোখের সামনে লাল-নীল আলো দেখছিলাম আমি, সারাক্ষণ কানের কাছে অশুভ আত্মারা চেঁচামেচি করছিল। ফাটলটার কাছে যখন পৌঁছুলাম, মনে হলো শয়তান কুমিরটা ওটার ভিতরে হাঁ করে বসে আছে, আমাকে গিলে খাবার জন্য! গত কিছুদিন মদ খাওয়াতেই এমন দশা হয়েছে আমার, বাস। সেজন্যেই আর ও-জিনিস স্পর্শ করব না বলে ঠিক করেছি।'

'তাই নাকি?' হাসল লিওনার্ড।

'হ্যাঁ। থাক ওসব, আসুন একটু বিশ্রাম নিই। তারপর মালকিনের ঘুম ভাঙিয়ে রওনা দেব নাহয়।'

'রওনা তো দেব, কিন্তু কোথায় যাব, সেটা বুঝতে পারছি না। শরীরের যে-অবস্থা, তাতে লম্বা কোনও জার্নি করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ওরা। একটু ভাল বোধ করতেই উঠে পড়ল। জুয়ানার জ্ঞান তখনও ফেরেনি। মদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোতলটা নিয়ে ওর মুখে একটু ঢালল লিওনার্ড, তারপর মালিশ করতে থাকল হাত-পা। কাজ হলো চিকিৎসায়। কয়েক মিনিট পর চোখ খুলল জুয়ানা। উঠে বসল। দ্বিধান্বিত গলায় জানতে চাইল, 'কী হয়েছে? কোথায় আমরা?'

'খাদের অন্যপাশে,' বলল লিওনার্ড। 'নিরাপদ।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বিড়বিড় করল জুয়ানা। 'আর সোওয়া? ও কোথায়?'

'সোওয়া মারা গেছে, জুয়ানা,' নরম গলায় জানাল লিওনার্ড। 'খাদের ভিতর পড়ে গেছে ও, আরেকটু হলে আমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল। পরে সব খুলে বলব। এখন চলো, এই অভিশপ্ত এলাকায় আর এক মুহূর্তও নয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল জুয়ানা, পরমুহূর্তে মুখ কুঁচকে ফেলল ব্যথায়।

'কী হয়েছে?' উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড।

'উফফ! সারা শরীর জমে গেছে... দাঁড়াতেই পারছি না ঠিকমত।'

'আমার কাঁধে ভর দাও।'

'আমাকে নেবে কীভাবে? তোমার অবস্থা তো আমার চেয়েও খারাপ। এত রক্ত কেন তোমার শরীরে, লিওনার্ড? কী ঘটেছিল?'

'পরে শোনাব,' সংক্ষেপে বলল লিওনার্ড। 'চলো, রওনা হই আগে।'

হাঁটতে শুরু করল দুজনে, দড়ির গোছা আর বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে ওদের পিছু নিল অটার। কিছুদূর যেতেই দেখা পাওয়া গেল চারটে পাথর-টবোগানের—দুটোয় চড়ে সেতু পাড়ি দিয়েছে ওরা, অন্যদুটো দিয়ে সেতুর উপর পরীক্ষা চালিয়েছিল অটার। ওগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা নিজের অজান্তে, চোখ বোলাল কৃতজ্ঞচিত্তে। বিশ্বাস করা কঠিন, এই জড় বস্তুগুলোই প্রাণ বাঁচিয়েছে ওদের। কিছুক্ষণের জন্য যেন জীবন পেয়েছিল

www.BanglaBook.org

পাথরগুলো, বিপজ্জনক পথ ধরে ছুটেছে এক্সপ্রেস ট্রেনের চেয়েও দ্রুতবেগে! আর কখনও ওভাবে ছুটতে পারবে বলে মনে হয় না হয়তো আগামী কয়েক হাজার বছর এখানেই পড়ে থাকবে নিশ্চল হয়ে, যেমন পড়ে ছিল অনাদিকাল থেকে।

বিদায় নেবার আগে শেষবারের মত পিছন ফিরেছিল ওরা, দেখে নিচ্ছিল গিরিখাতটাকে, হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখুন বাস! ওপারে মানুষ জমায়েত হয়েছে।'

মাথা ঘুরিয়ে তাকাল লিওনার্ড আর জুয়ানা। বামনের কথাই ঠিক। একদল মানুষ উদয় হয়েছে গভীর গিরিখাতের অন্যপাশে, যেখান থেকে ওরা সেতুর উপর দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল; কীভাবে তিন অভিযাত্রী সেতুটা পার হয়েছে, তা জানা নেই মানুষগুলোর, শুধু হাত-পা নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেঁচামেচি করছে। এতদূর থেকে তাদের পরিচয় বোঝা গেল না: পুরোহিতরা হতে পারে, হয়তো ওলফানের প্রতিরক্ষা-ব্যূহ গুঁড়িয়ে দিয়ে পলাতকদের খুন করতে এসেছে; কিংবা হতে পারে রাজার সৈন্যবাহিনী... পুরোহিতদের হারিয়ে দিয়ে ছুটে এসেছে ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু আসল ঘটনা জানার উপায় নেই। গিরিখাত পাড়ি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা-মানবদের দেশ একটা বন্ধ-কেতাবে পরিণত হয়েছে অভিযাত্রীদের জন্য। ওলফানের ভাগ্যে কী ঘটল, বা ওরা চলে আসার পর দেশটার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী পরিবর্তন হলো—তা আর কোনোদিন জানা হবে না ওদের।

কুয়াশা-মানবদের দিকে ফিরে হাত নাড়ল অভিযাত্রীরা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল। শুরু হলো পথচলা। বরফ আর পাথরের সংমিশ্রণে গড়া ঢাল ধরে নামতে থাকল, পিছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকল পাহাড়ের বিশাল চূড়াটা—অদ্ভুত এবং রহস্যময় সভ্যতাটার শেষ চিহ্ন হয়ে।

ক্লান্ত পদক্ষেপে নামতে থাকল তিন অভিযাত্রী, পালাক্রমে

www.BanglaBook.org

জুয়ানাকে ধরে রাখছে লিওনার্ড আর অটার। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিল, একবার থেমে খাওয়াদাওয়াও করল। প্রত্যেকে অবসন্ন, তারপরও শুধু মনের জোর খাটিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। গতি খুব শ্লথ, কিন্তু তাতে হতাশ হলো না। গত দুটো দিনের তীব্র মানসিক ও শারীরিক লড়াইয়ের পর চলতে যে পারছে, সেটাই ঢের।

সন্ধ্যা নাগাদ বরফের বিস্তার পেরিয়ে এল ওরা, পা রাখল পাহাড়ের গোড়ার সবুজ প্রান্তরে। ওখানে আবহাওয়া অনেকটাই উষ্ণ, আরামদায়ক একটা ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে।

'আর চলতে পারছি না, লিওনার্ড,' অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলল জুয়ানা। 'এখন আর না থামলেই নয়।'

অটারের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল লিওনার্ড।

'চিন্তার কিছু নেই, বাস,' উৎফুল্ল গলায় বলল বামন। 'ওই যে, একটা বড় গাছ দেখতে পাচ্ছি। পাশে জলাশয়ও আছে। ওখানে ক্যাম্প করা যাবে। এখানে ঠাণ্ডা নেই, রাতের বেলা জমে মরব না অন্তত। এমন একটা জায়গা যে পাচ্ছি, সেটাই শোকর। গতকাল রাতে কী অবস্থায় ছিলাম, সেটা তো ভাবুন!'

গাছের তলায় গিয়ে থামল অভিযাত্রীরা। টলে ওঠার ভঙ্গিতে ধপ্ করে বসে পড়ল জুয়ানা, গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে হাঁপাতে শুরু করল। অনেকটা জোর করেই ওকে একটু শুকনো মাংস আর পানি খাওয়াল লিওনার্ড। খাওয়াশেষে এলিয়ে পড়ল জুয়ানা, চোখ মুদল—ঘুম নয়, চেতনা হারাল যেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

চল্লিশ

বিদায়, বাস!

প্রকৃতি সদয় থাকলেও রাতটা খুবই কষ্টে কাটল লিওনার্ডের। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়লেও ঘুমাতে পারল না কিছুতেই. স্নায়ু এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে, নিদ্রাদেবী ধারেকাছে ঘেঁষলেন না। চোখ মুদলেই কল্পনার পর্দায় ভেসে উঠল নানা রকম ভয়াল দৃশ্য—কখনও উল্টো হয়ে ঝুলছে কুমিরের গুহার মুখে, কখনও বাতাস ভেদ করে পড়ে যাচ্ছে বরফ-সেতুর ফাটল দিয়ে, কখনও বা বিশাল কুমিরটা হিংস্র ভঙ্গিতে টুঁটি কামড়ে ধরছে ওর! চোখ খুলেও শান্তি পেল না। ফ্রান্সিসকোর বিদায়-ভাষণ বাজতে থাকল কানের কাছে... শুনতে পেল সোওয়ার মৃত্যু-চিৎকার, কিংবা নাআমের অভিশাপ-বাণী। সারা গায়ের কাটাছেঁড়াগুলোও কষ্ট দিল ভীষণ। দেশলাইয়ের অভাবে আগুন জ্বালতে পারল না, গরম পানি দিয়ে ক্ষতগুলো পরিষ্কার করতে পারলে ভাল হতো।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল নিরাপত্তার অভাব। না, পুরোহিতদের নিয়ে আর ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে হিংস্র বুনো পশুদের নিয়ে। সারাটা রাত ভয়ানক গর্জন শুনল লিওনার্ড, কেঁপে উঠল বারে বারে। পশুগুলো হামলা চালালে বিরাট বিপদ দেখা দেবে। ওগুলোকে ঠেকানোর মত কোনও অস্ত্র নেই ওদের সঙ্গে।

কঠিন পরিস্থিতি। এমন অবস্থায় পড়বার কথা কেউ বা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভাবতে পারে? ক্লান্ত, অবসন্ন এবং নিরস্ত্র ওরা; খাবার ফুরিয়ে গেছে, বুনো পরিবেশের উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদও নেই সঙ্গে! সবচেয়ে বড় কথা, বিশাল মধ্য-আফ্রিকার ঠিক কোনখানে অবস্থান করছে, সেটাই জানে না। সভ্য জগতে ফেরার পথ আদৌ খুঁজে পাবে কি না, তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। লিওনার্ড বুঝতে পারল, খুব শীঘ্রি সাহায্য পাওয়া না গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওরা—অনাহারে, বা সিংহের খাবায়, কিংবা অসভ্য আদিবাসীদের আক্রমণে! দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হবার দশা হলো ওর, একটা সপ্তাহও টিকে থাকা যাবে না এমন অসহায় অবস্থায়।

এরচেয়ে মরে গেলেই হয়তো ভাল হতো; সেই অভিশপ্ত রাতে বড় ভাই টমের কবরের পাশে শেষ শয্যা নিতে পারলে মুক্তি পেত এই অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট থেকে। সোওয়ার মুখে শুনতে হতো না কুয়াশা-মানবদের গুপ্তধনের কথা, লোভ জাগত না, বেরিয়ে পড়ত না জীবনবিধ্বংসী এই অভিযানে। হ্যাঁ, তাতে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের ক্যাম্পে অসহায় মৃত্যুবরণ করত জুয়ানা, ওকে উদ্ধার করবার কেউ থাকত না। কিন্তু তাতে কী? কয়েকটা মাস আয়ু বাড়িয়ে কী এমন লাভটাই বা হয়েছে মেয়েটার?

এ-সবই হলো মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষের প্রলাপে আস্থা রাখার ফল। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, প্রলাপটা আরেকটু হলে সত্যি হতে বসেছিল। "একটি মেয়ের সাহায্য নিয়ে" সত্যিই বিশাল ধনী প্রায় হয়েই যাচ্ছিল ও! থলেটা বাঁচানো গেলে রুবি-স্যাফায়ারগুলো দিয়ে দশবার কেনা যেত অট্রামদের হারানো সয়-সম্পত্তি। দুর্ভাগ্য, সেটা হয়নি। জীবন নিয়ে কোনোমতে পালিয়ে এসেছে ও, যদি কপালজোরে সভ্যজগতে ফিরে যেতেও পারে, আগের চেয়েও গরীব এক ভিখিরিতে পরিণত হবে... কারণ এবার ও বিবাহিত। নতুন আরেকজন মানুষের আহার জোগাতে হবে।

নানা রকম এলোমেলো ভাবনায় কেটে গেল রাতটা, ভোর

www.BanglaBook.org

হলো। ততক্ষণে শরীর প্রায়-অসাড় হয়ে গেছে লিওনার্ডের, হাঁটাচলার শক্তি নেই। মড়ার মত পড়ে রইল ও। রোদ একটু চড়তেই জেগে উঠল জুয়ানা, উঠে বসল। হামাগুড়ি দিয়ে লিওনার্ড কাছে যেতেই বিড়বিড় করে কী যেন বলতে শুরু করল। জেন বিচের নামটা কানে বাজল লিওনার্ডের, বুঝতে পারল—প্রলাপ বকছে জুয়ানা। কেন? তাড়াতাড়ি কপালে হাত রেখেই চমকে উঠল—জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে মেয়েটার। জলাশয় থেকে কাপড় ভিজিয়ে জলপট্টি দেয়া ছাড়া আর কিছুই করার রইল না। এই বিরূপ পরিবেশে অসুস্থ একজন মানুষের চিকিৎসার মত কিছু নেই ওদের কাছে। অসহায় চোখে চেয়ে চেয়ে কেবল মৃত্যুর কোলে জুয়ানার ঢলে পড়া দেখতে হবে।

কয়েক ঘণ্টা বিষণ্ণমুখে অসুস্থ মেয়েটির পাশে বসে রইল মনিব-ভৃত্য। শেষে উঠে দাঁড়াল অটার, তিনজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ও-ই বেশি সুস্থ, বেরিয়ে পড়ল বর্শা নিয়ে... শিকারের খোঁজে। খুব একটা আশা পেল না লিওনার্ড, সামান্য একটা বর্শা দিয়ে ভাল কোনও শিকারের আশা করা বোকামি, তারপরও বাধা দিল না। মরিয়া অবস্থা ওদের, চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সন্ধ্যা নামার কিছুক্ষণ আগে ফিরল বামন। জানাল, প্রচুর হরিণ দেখতে পেয়েছে কাছাকাছি, কিন্তু একটারও কাছ ঘেঁষতে পারেনি। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে ওকে। কথাটা শুনে খুব একটা অবাক হলো না লিওনার্ড, অটার সফল হবে বলে আশা করেনি। রাতটা তাই কাটাতে হলো ক্ষুধায় কাতর হয়ে। পালা করে জুয়ানার সেবাযত্ন করল ওরা, নিজেদের ব্যস্ত রাখল। ধীরে ধীরে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটছে মেয়েটার। শেষ পর্যন্ত নাআমের অভিশাপই বুঝি সত্যি হতে চলেছে!

ভোর হতেই আবার শিকারের খোঁজে চলে গেল অটার, লিওনার্ড গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল জুয়ানার পাশে। পর পর

www.BanglaBook.org

দু'রাত ঘুম হয়নি, শরীর প্রবল বিদ্রোহ জানাতে শুরু করেছে বিশ্রাম আর খাবারের অভাবে। সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে থাকল ও, দুপুরের দিকে মাথা তুলতেই ফিরতে দেখল অটারকে। অফুরান প্রাণশক্তির অধিকারী বামনও হার মানতে শুরু করেছে, টলতে টলতে আসছে মনিবের কাছে। উলঙ্গপ্রায় দেহ; আর অদ্ভুত চলাফেরার ভঙ্গিটা দেখে কেন যেন হাসি পেয়ে গেল লিওনার্ডের—মাথাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে সম্ভবত।

ধপাস করে মনিবের পাশে এসে বসল অটার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হাসবেন না, বাস। আমি হয় পাগল হয়ে গেছি, নয়তো বেঁচে গেছি আমরা!'

'পাগলই হয়ে গেছ বোধহয়,' হালকা গলায় বলল লিওনার্ড। 'সহজে আমরা রক্ষা পাব বলে মনে হয় না। যাক গে, কী হয়েছে বলো।'

'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, একজন সাদা মানুষকে এদিকে আসতে দেখেছি আমি... সঙ্গে শ'খানেক চাকর! পাহাড়ের ঢাল ধরে আসছে ওরা।'

'বললাম না, পাগল হয়ে গেছ! এখানে সাদা মানুষ আসবে কোত্থেকে? ওই প্রজাতির শুধু দু'জন উন্মাদ এই অভিশপ্ত জায়গায় পা রাখার মত বোকামি করেছে—আমি আর ফ্রান্সিসকো!'

আর কিছু বলার শক্তি পেল না লিওনার্ড। চোখ মুদল, অজ্ঞান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওকে কয়েকবার ডাকল অটার, জবাব না পেয়ে মাথা চুলকাল। তারপর উঠে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পর জ্ঞান ফিরল লিওনার্ডের, অটার ওর হাত ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থের মত লাগল, কানে ভুল শুনছে—যেন অসংখ্য মানুষের কণ্ঠস্বর ভাসছে বাতাসে।

'জেগে উঠুন, বাস, জেগে উঠুন!' বলল অটার। 'সাদা মানুষটাকে নিয়ে এসেছি আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভৃত্যের গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিওনার্ড। চোখ কচলে তাকাল সামনে। মিথ্যে বলেনি অটার, মালপত্র-বহনকারী কুলি আর নানা রকম কৃষ্ণাঙ্গ সহচর পরিবেষ্টিত হয়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন ওর মুখোমুখি। রোদে পুড়ে চামড়া বাদামি হয়ে গেছে মানুষটার, তারপরও চেহারাটা মায়াময়। মধ্যবয়সী, এক চোখে লাগিয়ে রেখেছেন একটা আইগ্লাস, সেটা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন লিওনার্ডকে।

'হাউ ডু ইউ ডু, সার?' আন্তরিক গলায় বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার অবস্থা দেখছি খুবই খারাপ।' চোখ বোলালেন পাশে, পরমুহূর্তে আঁতকে উঠলেন। 'হায় যিশু! একজন ভদ্রমহিলাও আছেন দেখছি!'

মাথা এখনও ঠিকমত কাজ করছে না লিওনার্ডের। অসংলগ্ন ভঙ্গিতে বলল, 'শুভ অপরাহ্ন, সার। চমৎকার একটা হেলমেট দেখছি আপনার মাথায়! রোদ থেকে বাঁচার খুব ভাল ব্যবস্থা।' নিজের জট-পাকানো চুলে হাত বোলাল। 'আমাকে অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকে রোদের অত্যাচার সইতে হচ্ছে। বাহ! সুন্দর একটা আট-বোরের রাইফেলও দেখছি আছে আপনার সঙ্গে! কোন কোম্পানির?'

যা বোঝার বুঝে নিলেন ইংরেজ ভদ্রলোক, পাশ ফিরে নিজের আরব দাসকে বললেন, 'আহমেদ, দৌড়ে গিয়ে প্রথম খচ্চরটার পিঠ থেকে শ্যাম্পেন আর ওটমিলের কেক নিয়ে এসো। এঁদের খাওয়াদাওয়া করানো দরকার। আর হ্যাঁ, কুলিদের বলো পানির ধারে আমার তাঁবুটা খাটাতে। জলদি যাও!'

•

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর।

তাঁবুর ভিতর দুটো বিছানায় কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে লিওনার্ড আর জুয়ানা। ওদের ইংরেজ উদ্ধারকর্তা একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাম্প-টুলে বসে আছেন দরজার কাছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘুমন্ত দুই যুবক-যুবতীর দিকে। খাবার আর ওষুধ পাবার পর থেকে একটানা ঘুমাচ্ছে ওরা, একবারও জাগেনি। সময় সময় পরিচারকদের সাহায্যে খাবার আর ওষুধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

পাইপ টানতে টানতে আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে গেলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। এমন চমৎকার জুটি আগে কখনও দেখেননি তিনি—ছেলেটা যেমন সুপুরুষ, মেয়েটিও তেমনই সুন্দরী। কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন তিনি। কারা এরা? আফ্রিকার এই নির্জন অংশে একাকী কী করছে? এ-অবস্থাই বা হলো কীভাবে ওদের? বামন চাকরটার কাছ থেকে কিছুই জানা যায়নি। প্রশ্ন করলেই আজগুবি গপ্পো ফেঁদে বসে, শুনে প্রতিবারই বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি, আগ্রহ পান না। চাকরটা পারার মধ্যে একটা জিনিসই শুধু পারে—রাক্ষসের মত খেতে! এমন পেটুক তিনি জীবনে দেখেননি! অথচ গুছিয়ে কথাই বলতে পারে না! হাল ছেড়ে দিয়ে শেষে তিনি ঠিক করেছেন, ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। সুন্দর ওই যুবক-যুবতী জেগে উঠুক, তাদের কাছেই শুনবেন সব।

পাইপ নিভে গেছে। নতুন করে তামাক ভরে আগুন জ্বাললেন ইংরেজ ভদ্রলোক, আর তখুনি জেগে উঠল জুয়ানিটা। ঝট করে উঠে বসল, খেয়াল করল না তাঁবুতে তৃতীয় একজনের উপস্থিতি। পাশ ফিরে লিওনার্ডকে দেখল ও, তারপরই প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'লিওনার্ড! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি বেঁচে আছ! আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে, আমরা মারা গেছি।'

হামাগুড়ি দিয়ে প্রেমিকের কাছে গেল ও, পাগলের মত চুমো খেতে শুরু করল কপাল আর ঠোঁটে। লিওনার্ডও জেগে উঠল, কথা বলল না, জড়িয়ে ধরল জুয়ানিটাকে।

মুচকি হেসে সন্তর্পণে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন ইংরেজ

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক, ওদেরকে আর বিরক্ত করলেন না। হাবভাবে মনে হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী ওরা। না হলেও খুব শীঘ্রি বিয়ে হওয়া উচিত দুজনের!

ঘণ্টাখানেক পর ফিরলেন তিনি। ততক্ষণে গোসল করে কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকা। নিজের লাগেজ থেকে বাড়তি কিছু কাপড়চোপড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক চাকরদের মাধ্যমে, সেগুলো পরেছে। তাঁবুর সামনে রোদ পোহাচ্ছিল দুজনে, মানুষটাকে এগোতে দেখে উঠে দাঁড়াল। হেলমেট খুলে ওদেরকে অভিবাদন জানালেন ভদ্রলোক।

'এখনও পরিচয় হয়নি আমাদের,' বললেন তিনি। 'প্রথমে নিজেরটা দিয়ে নিই। আমার নাম সিডনি ওয়ালেস। জাতিতে ইংরেজ, ভ্রমণ আমার নেশা।'

'আমি লিওনার্ড অট্রাম,' হাত মেলাল লিওনার্ড। 'আর ইনি হচ্ছেন মিস জুয়ানা রড।'

মিস! ভুরু কোঁচকালেন ওয়ালেস। এরা তা হলে বিবাহিত নয়?

'কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, বুঝতে পারছি না, সার,' বলে চলল লিওনার্ড। 'আপনি আমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছেন।'

'লজ্জা দেবেন না,' হাসলেন মি. ওয়ালেস। 'ধন্যবাদটা পাওনা হয়েছে আপনাদের ওই বামন চাকরটার। আমি তো প্রায় মাইলখানেক দূর দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, ও-ই ডেকে এনেছে। আসলে... পর্বতারোহণের শখ আছে আমার। ওই যে... পিছনে যে-পাহাড়টা দেখছেন, ওটা নাকি *মিঙ্গা-মুশিঙ্গা* পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ—আজ পর্যন্ত কেউ নাকি চড়েনি ওতে। কথাটা শুনে খুব লোভ লাগল। আফ্রিকায় বেশ কিছুদিন ধরে ভ্রমণ করছি আমি: লেক নিসা, লিভিংস্টোনিয়া, ব্ল্যানটায়ার আর কুইলিমেন হয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, পথেই পড়ল পাহাড়টা। আর

www.BanglaBook.org

ঠেকাতে পারলাম না নিজেকে। চলে এলাম দিক বদল করে। যাক গে, আমার কথা তো শুনলেন; এবার আপনাদের কথা বলুন। এই জায়গায় কোনও রকম রসদ ছাড়া আপনারা পৌঁছুলেন কী করে? আপনাদের চাকরটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু ও এমন সব আজগুবি গপ্পো ফাঁদতে শুরু করল যে...'

'মাফ করবেন,' বাধা দিয়ে বলল লিওনার্ড। 'অটার আজগুবি কিছু শুনিয়েছে বলে মনে হয় না। সত্যিই একটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের!'

'তাই নাকি? একটু খুলে বলবেন?'

সংক্ষেপে নিজেদের অভিযানের বর্ণনা দিতে শুরু করল লিওনার্ড। কুয়াশা-মানবদের দেশে আগমন; এবং দেব-দেবী হিসেবে জুয়ানা-অটারকে বরণ করে নেয়ার অংশে যখন পৌঁছুল, তখন হাঁ হয়ে গেছেন মি. ওয়ালেস। চোখ থেকে খসে পড়েছে আইগ্লাসটা!

'দুঃখিত,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল লিওনার্ড। 'আপনি বোধহয় আমাদের কথা বিশ্বাস করছেন না।'

'ব্যাপারটা তা নয়, মি. অট্রাম,' নিজেকে সামলালেন ওয়ালেস। আইগ্লাসটা তুলে আবার আটকালেন চোখে। 'আসলে রোমাঞ্চ-কাহিনির বিরাট ভক্ত আমি। আপনাদের অভিজ্ঞতা তো আমার পড়া যে-কোনও রোমাঞ্চকেই হার মানাচ্ছে!'

'আজগুবি মনে হচ্ছে, তাই না? অটারের মুখে শুনে তো তা-ই ভেবেছেন আপনি।'

'ভুল বুঝবেন না। আমার কী দোষ, বলুন? এমন ব্যাপারে একটু-আধটু খটকা না লেগে পারে না।'

'লিওনার্ড,' বলে উঠল জুয়ানা। 'সোওয়ার দেয়া রুবিটা তো এখনও আছে তোমার কাছে। ওটা দেখাও মি. ওয়ালেসকে।'

দেখাল লিওনার্ড, মুগ্ধ করে দিল ইংরেজ ভদ্রলোককে। ওয়ালেস বললেন, 'বেশ, মানলাম আপনারা সত্যি বলছেন।

www.BanglaBook.org

এখন কাহিনির বাকিটুকু শোনান।'

গল্পের খেই ধরল এবার জুয়ানা। কুয়াশা-মানবদের দেশে ঘটা সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ও, থামল পালানোর পর্যায়ে এসে। এরপর শেষাংশটা বলে উপসংহার টানল লিওনার্ড। ফাঁকে ফাঁকে গল্পের প্রমাণ হিসেবে ওদের বর্শা, পুরোহিতদের ছুরি, আর জুয়ানার পোশাকটা দেখানো হলো মি. ওয়ালেসকে।

নীরবে পুরো কাহিনি শুনলেন ভদ্রলোক, প্রমাণ দেখলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। ওদের সঙ্গে আলাপচারিতা শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন, জানালেন—রাতের খাবার সংগ্রহের জন্য শিকারে যাবেন। দুই অভিযাত্রীকে বিশ্রাম নিতে বলে চলে গেলেন তিনি।

উত্তেজিত অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় শিকার থেকে ফিরলেন মি. ওয়ালেস। ক্যাম্পে ঢুকেই সরাসরি চলে গেলেন তাঁবুতে। লিওনার্ড আর জুয়ানার কাছে ক্ষমা চাইলেন নিজের আচরণের জন্য।

'সন্দিহান ছিলাম আমি,' বললেন তিনি, 'তাই ঢাল বেয়ে উপরে উঠেছিলাম... যাচাই করতে গিয়েছিলাম আপনাদের গল্পের কোনও সত্যতা আছে কি না। গিরিখাতটা দেখতে পেয়েছি, বরফের সেতুটা দেখেছি, দেখেছি চ্যাপ্টা পাথরগুলোও! এখন আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই, আমার জীবনে শোনা সবচেয়ে অদ্ভুত বিপদগুলো পাড়ি দিয়ে এসেছেন আপনারা। সত্যি, প্রশংসা না করে পারছি না।'

একে একে লিওনার্ড আর জুয়ানার সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন মি. ওয়ালেস।

'ভাল কথা,' মনে পড়ে যাবার ভঙ্গিতে বললেন ভদ্রলোক। 'খাদের কিনারাটা ভালমত পরীক্ষা করার জন্য লোক পাঠিয়েছিলাম আমি, বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে এসেছে ওরা, কিন্তু

www.BanglaBook.org

নামার মত কোনও পথ আবিষ্কার করতে পারেনি। আমার সঙ্গে ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট আছে, ওগুলো দিয়েও নাকি সম্ভব হবে না তলায় পৌঁছুনো; খাদের দেয়ালটা খুবই বিপজ্জনক। কাজেই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, রত্নগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। বলতে দ্বিধা নেই, আপনাদের গল্প শোনার পর ওই রহস্যময় শহরটাতে যাবার খুব লোভ জাগছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে—বরফ-সেতুটা পার হবার মত মনের জোর নেই আমার। তা ছাড়া ওখানে গেলেও বিপদে পড়বার ষোল আনা সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বাদ দিয়েছি পরিকল্পনাটা। আপনারাও নিশ্চয়ই সভ্যজগতে ফেরার জন্য উতলা হয়ে আছেন? অসুবিধে নেই; আর দুটো দিন বিশ্রাম নিন, শক্তি সঞ্চয় করুন, তারপর আমরা রওনা দেব। কুইলিমেনে যাব আমরা, বিপদ-আপদ বাদ দিলেও ওটা এখান থেকে তিন মাসের পথ।'

ফিরতি পথে অভিযাত্রীদের যাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকদের না-জানলেও চলবে। একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল তাতে, সংক্ষেপে সেটাই বলছি; ব্র্যানটায়ারের মিশন-স্টেশনে ঘটেছিল ওটা—লিওনার্ড আর জুয়ানার বিয়ে!

যদিও ফ্রান্সিসকো একবার বিয়ে পড়িয়েছে দুজনের, সেটাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে ওরা। ফলে শাস্ত্রমতে এবং বৈধভাবে আরেকবার বিয়ে হওয়াটা প্রয়োজন ছিল ওদের। ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিল দুজনেই। দীর্ঘ কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার ফলে পরস্পরের কাছে এসেছে ওরা, দূর হয়ে গেছে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর ভুল-বোঝাবুঝি। প্রাণ দিয়ে একে অন্যকে ভালবাসে এখন লিওনার্ড আর জুয়ানা, অন্তরের অন্তস্তল থেকে পরস্পরকে জীবনসাথী হিসেবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এতকিছুর পরও যাত্রার প্রথম অনেকগুলো দিন পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত কোনও কথাই হলো না ওদের মাঝে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত কথা হলো ব্র্যানটায়ারে পৌঁছুনোর পর। মনকে আর মানাতে পারল না লিওনার্ড। জুয়ানাকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলল, 'জুয়ানা, মি. রাডের সঙ্গে তাঁর মৃত্যু-শয্যায় আমার কী কথা হয়েছিল, তা তোমার মনে আছে? তিনি চেয়েছিলেন, আমাদের মধ্যকার সম্পর্কটা একটা চিরস্থায়ী রূপ পাক : আমি যেন আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রী-র মর্যাদা দিই তোমাকে। আজ সে সুযোগ এসেছে। এখন আর কোনও দ্বিধা নেই আমার মধ্যে। তোমাকে আমি স্ত্রী হিসেবে চিরদিনের মত কাছে পেতে চাই... মানে, যদি তোমার আপত্তি না থাকে আর কী!'

লজ্জায় গালে রক্ত জমল জুয়ানার। চোখ নামিয়ে ফেলল ও। বলল, 'আমাকে তুমি নিজের যোগ্য মনে করছ, এ তো আমার সৌভাগ্য, লিওনার্ড! আমিও তো তোমাকে স্বামী হিসেবে পেতে চাই। কিন্তু... কিন্তু জেন বিচের কী হবে?'

'আবার ওর কথা টানছ?' কপট রাগ দেখাল লিওনার্ড। 'তোমাকে তো বলেইছি, জেন আর আমার মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক শেষ!'

'তা হলে আর মতামত চাইছ কেন?' হাসল জুয়ানা। 'আমার মনের খবর কি তুমি জানো না?'

প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরল লিওনার্ড, চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

এখানে বলে রাখা ভাল, জেন বিচের প্রসঙ্গটা হেসে উড়িয়ে দিলেও লিওনার্ড ভাবতে পারেনি, কয়েকদিন পর সেই পুরনো সম্পর্কটা কীভাবে ওদের জীবন পাল্টে দেবে।

দু'দিন পর বিয়ে হয়ে গেল ওদের—প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক, উভয় ধর্মমতে। সিডনি ওয়ালেস ইতোমধ্যে ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন, তিনি করলেন কন্যা-সম্প্রদান।

ব্র্যানটায়ারের গির্জায় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ল জুয়ানা। এই প্রথম স্বেচ্ছায় বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে ও, তারপরও পুরনো দুটো বিয়ের স্মৃতি ভুলতে পারল না। ভুলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারল না সেগুলোর সঙ্গে জড়িত দুজন মহৎ মানুষের কথাও। নরম স্বভাবের আত্মত্যাগী পাদ্রী ফ্রান্সিসকো, লিওনার্ড আর জুয়ানার এই মিলনটাকে বাস্তব রূপ দিতে যে কিনা মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। আর ওলফান... বর্বর একটি জাতির মাঝে দেখা সত্যিকার ভদ্রলোক, ক্ষণিকের জন্য হলেও যে ওর স্বামী হয়েছিল, জীবন বিপন্ন করে লড়াই করেছে ওকে আর লিওনার্ডকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দিতে। কে জানে, হয়তো বা ফ্রান্সিসকোর মত ওকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে! দু'চোখে পানি জমল জুয়ানার ওদের কথা ভেবে। কী লাভ হয়েছে ওদের সেই আত্মত্যাগে? হ্যাঁ, লিওনার্ডকে স্বামী হিসেবে পাচ্ছে বটে, কিন্তু জীবনটা তো কাটবে দারিদ্র্যের কশাঘাতে! অভাব যখন দরজায় কড়া নাড়ে, তখন কি ভালবাসা জানালা দিয়ে পালায় না? যে-ভালবাসার অস্তিত্ব বিপন্ন, সেই ভালবাসার জন্যই কি তবে প্রাণ দিল ওরা?

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে লিওনার্ডের কাছে নিজের শঙ্কার কথা বলল জুয়ানা। 'ওফ, ওই রুবিগুলোর বদলে আমিই বরং গিরিখাতে পড়ে গেলে বোধহয় ভাল হতো তোমার জন্য, লিওনার্ড।'

'না, জুয়ানা,' স্ত্রীর মাথায় হাত বোলাল লিওনার্ড। 'যে-কোনও রত্নের চেয়ে তোমার মূল্য আমার কাছে অনেক, অনেক বেশি! ধনসম্পদ হারালে ফিরে পাবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু তোমাকে হারালে কি আর কখনও ফিরে পেতাম? আর অভাবের কথা যদি বলো, তা হলে জানাই—আমার ভালবাসা অভাবের সামনে পরাজিত হবার জিনিস নয়। তা ছাড়া অভাবকে আমাদের জীবনে স্থায়ী হতে দেবারও কোনও ইচ্ছে নেই আমার। জান-প্রাণ দিয়ে খাটব, ভাগ্য পরিবর্তন করব। হয়তো অট্রাম হলের বিলাসী জীবন উপহার দিতে পারব না তোমাকে, কিন্তু জেনে রেখো, অভাবের কারণে অসুখী হতে দেব না।'

www.BanglaBook.org

সেই সন্ধ্যায় অটারকে উদাস অবস্থায় আবিষ্কার করলেন মি. ওয়ালেস। জিজ্ঞেস করলেন, 'মালিকের বিয়ে হয়ে গেছে বলে তোমার কি মন খারাপ, অটার?'

'জী না,' বামন মাথা দোলাল। 'আমি খুশি। এতদিন মেয়েটার পিছনে ছুটেছেন আমার বাস, আমার দিকে মনোযোগ দেননি। এবার মেয়েটা ওর পিছনে ছুটবে, উনি আমার দিকে তাকাবার সময় পাবেন।'

আরও এক মাস কেটে গেল এরপর। মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায়, দুনিয়ার আর কোনও নব-বিবাহিত দম্পতি বিয়ের প্রথম এক মাস এমন পথচলার মাঝে কাটায়নি। অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হলো ওদের আফ্রিকার দুর্গম পথে চলতে চলতে। অবশেষে যাত্রা শেষ হলো একদিন, নিরাপদে কুইলিমেনে পৌঁছুল ওরা।

শহরটাতে পৌঁছুনোর পরদিন আলোচনায় বসল লিওনার্ড আর জুয়ানা। মি. ওয়ালেসের ঘাড়ে অনেকদিন থেকে সওয়ার হয়ে আছে ওরা, আর থাকার মানে হয় না। সেটা উচিতও হবে না। সমস্যা হলো, ফুটো পয়সাটিও নেই ওদের কাছে। ওয়ালেসের আশ্রয় ছেড়ে যাবার পর এক বেলার খাবার জোটানোও সম্ভব হবে না। আয়-রোজগারের জন্য চেষ্টা করতে পারে লিওনার্ড, কিন্তু তাতে তো সময় দরকার।

'কী করা যায়, জুয়ানা?' হতাশ গলায় জানতে চাইল লিওনার্ড। 'আমি তো কোনও উপায় দেখছি না।'

'রুবিটা বিক্রি করে দাও,' পরামর্শ দিল জুয়ানা। 'তাতে বেশ কিছুদিন চলার মত টাকা পাওয়া যাবে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ না,' স্বীকার করল লিওনার্ড। 'কিন্তু কার কাছে বিক্রি করব? এই ছোট্ট শহরে এমন পাথর কেনার মত কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'মি. ওয়ালেসকেই সেধে দেখো না কেন? নিজে না কিনলেও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওটা বন্ধক রেখে কিছু টাকা হয়তো দিতে রাজি হবেন।'

'ভদ্রলোক এতকিছু করেছেন আমাদের জন্য, এখন আবার নতুন কোনও কিছু চাইবার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু উপায়ও তো নেই। ঠিক আছে, লাঞ্চের সময় নাহয় জিজ্ঞেস করে দেখব।'

চিঠির খোঁজে পোস্ট-অফিসে গিয়েছিলেন ওয়ালেস, লাঞ্চের আগে ফিরে এলেন। খুশি খুশি গলায় বললেন, 'ভাল খবর আছে। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া মেইল দু'দিনের মধ্যে আসবে এখানে। কুলিদের পাওনা মিটিয়ে দেব আজই। ট্রেনটাতে চড়ে এডেনে যাব বলে ঠিক করেছি, ওখান থেকে জাহাজে চেপে ইংল্যাণ্ডে ফিরব। আপনারাও চলুন না! আফ্রিকা তো যথেষ্ট দেখলেন। এখন নাহয় ইংল্যাণ্ডে থিতু হোন।'

জবাব দিল না লিওনার্ড। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। দেশে ফিরতে ইচ্ছে করছে ওর-ও, কিন্তু যাবে কীভাবে? ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া মেইলের তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটারও তো পয়সা নেই ওর কাছে!

'পত্রিকা পড়বেন? এই নিন। আমি আমার চিঠিগুলো নিয়ে বসি।' টেবিলের উপর কয়েকটা পত্রিকা রাখলেন ওয়ালেস—লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *টাইমস*, জাহাজের মাধ্যমে কিছুদিন পর পর পাঠানো হয় আফ্রিকায় প্রবাসী ইংরেজ পাঠকদের জন্য। কয়েকটা কপি কিনে এনেছেন তিনি।

ওগুলো ছুঁয়ে দেখার আগ্রহ পেল না লিওনার্ড, হাত গুটিয়ে বসে রইল। কিন্তু জুয়ানা তুলে নিল একটা। কয়েক মিনিট এ-পাতা সে-পাতা করতে করতে মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছুল, পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল। ওর চিৎকার শুনে চমকে গেল লিওনার্ড আর মি. ওয়ালেস।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন ইংরেজ ভদ্রলোক। 'জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করেছে নাকি?'

'উঁহুঁ,' উত্তেজিত গলায় বলল জুয়ানা। 'তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ

www.BanglaBook.org

বিনয়। এই বিজ্ঞাপনটা দেখুন!'

সামনের দিকে ঝুঁকল লিওনার্ড আর মি. ওয়ালেস। পড়ল ওটা। বিজ্ঞাপনটা এরকম:

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই বিজ্ঞপ্তি ব্যারনেট সার টমাস অট্রামের দ্বিতীয় সন্তান মি. লিওনার্ড অট্রামের জন্য, যাঁকে পূর্ব আফ্রিকার ডেলাগোয়া বে-র উত্তরে শেষবার দেখা গিয়েছিল। সনির্বন্ধভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, যদি তিনি স্বয়ং, কিংবা তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে টমসন অ্যাণ্ড টার্নার, ২ আলবার্ট কোর্ট, লণ্ডন—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করেন, তবে আইনগতভাবে লাভবান হবেন...

'কেউ ঠাট্টা করছে নাকি?' বিজ্ঞাপনটা পড়ে ভুরু কোঁচকাল লিওনার্ড।

'তোমার তা-ই মনে হচ্ছে?' জুয়ানা যেন একটু বিরক্ত হলো। 'কার এমন ঠেকা পড়েছে তোমার নামে বিজ্ঞাপন ছেপে তামাশা করবার?'

'তা অবশ্য ঠিক,' লিওনার্ড বলল। 'আর এটাও ঠিক, আইনগত, বা অন্য যে-ভাবেই হোক, এ-মুহূর্তে আমার লাভবান হওয়াটা খুবই দরকার। কিন্তু লণ্ডন পর্যন্ত যাব কী করে? নাহ্, একটা চিঠি লিখেই বোধহয় ক্ষান্ত দিতে হবে।'

'খামোকা চিন্তা করছেন, বন্ধু,' বলে উঠলেন মি. ওয়ালেস। 'টাকার অভাব নেই আমার। লণ্ডন পর্যন্ত যাবার খরচটা দিতে পারলে খুশিই হব আমি।'

'এমনিতেই আপনার দয়ায় আকণ্ঠ ডুবে আছি,' বলল লিওনার্ড। 'নতুন করে আর কিছু নিতে পারব না। টাকাটা ধার দিলেও লাভ নেই। ওটা শোধ করব কীভাবে? লণ্ডনে গিয়ে যদি

www.BanglaBook.org

দেখি, নোটিশটা কিছুই নয়? বাবার পুরনো মালপত্র গছানোর আমাকে খুঁজছে ওরা?'

'কিছু মনে করবেন না, মি. অট্রাম,' কটাক্ষ করলেন ওয়ালেস, 'বন্ধু হিসেবেই বলছি, ভিখিরিদের ঠাট দেখানো সাজে না। আমার টাকা নিতেই হবে আপনাকে!'

'মহা-ঝামেলায় ফেললেন দেখছি! বেশ, নেব আমি টাকা... ধার হিসেবে। বিনিময়ে আমাদের রুবিটা আপনি বন্ধক রাখবেন।'

'আচ্ছা, রাজি আছি আমি।'

প্রস্তাবটা মেনে নিলেন ওয়ালেস, রুবি নিয়ে দুইশ' পাউণ্ড ধার দিলেন লিওনার্ডকে। কিন্তু পাঠকদের জানিয়ে রাখি, সেদিন সন্ধ্যাতেই পাথরটা গোপনে জুয়ানার হাতে ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করলেন, লিওনার্ডের কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য। ভদ্রলোকের পিতৃসুলভ এই জেদের কাছে হার মানল জুয়ানা, প্রতিজ্ঞা করল গোপনীয়তার, তারপর পাথরটা লুকিয়ে ফেলল চুলের মাঝে—যেখানে কয়েক মাস আগে ওর বিষের শিশিটা থাকত।

পরের দুটো দিন ব্যস্ততায় কাটল। তৃতীয় দিন সকালে শহর থেকে এক বার্তাবাহক ছুটে এসে জানাল—উত্তরমুখী মেইল ট্রেনটা দেখা যাচ্ছে দূর থেকে, শীঘ্রি স্টেশনে পৌঁছুবে ওটা। গত কয়েকদিন থেকে বিষণ্ণ হয়ে আছে অটার, খবরটা শুনে চেহারায় হতাশা ফুটল। লিওনার্ড আর জুয়ানার দিকে এগিয়ে গেল সে। ওরা তখন মি. ওয়ালেসকে লাগেজ বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করছে।

'কী ব্যাপার, অটার?' ভৃত্যকে এগোতে দেখে জিজ্ঞেস করল লিওনার্ড। 'কিছু বলবে?'

'আমি বিদায় নিতে এসেছি, বাস,' ভাঙা গলায় বলল বামন। 'অনুমতি পেলে আপনারা রেলগাড়িতে চড়ার আগেই চলে যেতে

www.BanglaBook.org

চাই।'

'চলে যাবে মানে?' অবাক হলো লিওনার্ড। 'কোথায় যাবে?'

জবাব দিল না অটার, মাথা নিচু করে ফেলল। আচমকা বুকটা হু হু করে উঠল লিওনার্ডের। বুঝতে পারল, এই ভৃত্যটি কখন যেন ওর মনের অনেকটা দখল করে নিয়েছে, হয়ে উঠেছে ওর আত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গত দু'দিনের প্রস্তুতির ফাঁকে তাই একবারও মাথায় আসেনি অটারকে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা।

'কেন তুমি চলে যেতে চাও, অটার?' নরম গলায় জানতে চাইল ও।

'কারণ আমি একটা কুচ্ছিত কালো কুকুর, বাস। সাদাদের দেশে আমি কোনও কাজে আসব না আপনার।'

'কে বলেছে অমন কথা?' চোখ রাঙাল লিওনার্ড। 'যদি তা-ই ভাবতাম, তা হলে কি টিকেট কাটতাম তোমার জন্য?'

বিস্মিত চোখে মনিবের দিকে তাকাল অটার। 'কী বলছেন, বাস! আপনি... আপনি আমাকে সঙ্গে নেবার জন্য টিকেট কেটেছেন?'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'কী, যেতে চাও আমাদের সঙ্গে?'

'যেতে চাই মানে!' লাফিয়ে উঠল অটার। 'এই দুনিয়াতে আমার আর কেউ নেই, আপনারা দুজনই তো আমার সব! আপনাদের সঙ্গে যাব না তো কার সঙ্গে যাব? আপনি আমাকে নেবেন না ভেবেই তো চলে যেতে চাইছিলাম, ভেবেছিলাম এখান থেকে বেরিয়ে একটা গাছ বেছে নিজের গলায় দড়ি দেব।'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেলল লিওনার্ড আর জুয়ানা।

'যাবার আগে তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার,' বলল জুয়ানা, 'সাদাদের দেশ কিন্তু ঠাণ্ডা আর কুয়াশায় ঢাকা। ওখানে এখানকার মত চলতে পারবে না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে গেলে

www.BanglaBook.org

বেশ কষ্ট করতে হবে দু'বেলার খাবার জোটাতে।'

'ঠাণ্ডা আর কুয়াশার ভয় আর আমি করি না, মালকিন,' গর্বের সুরে বলল অটার। 'ওসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর কষ্টের কথা বলছেন? আপনারা থাকলে দুনিয়ার সব কষ্ট মাথা পেতে নিতে রাজি আছি আমি।'

'তা হলে জলদি কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো,' বলল লিওনার্ড। 'ট্রেনে ওঠার পর কিন্তু আর খাওয়াদাওয়ার সুযোগ পাব না।'

'নিশ্চয়ই, বাস! খিদেয় আমারও পেট চোঁ চোঁ করছে। গত দু'দিন মনের দুঃখে কিছু মুখে দিতে পারিনি কি না! আপনাদের চাইতে খাবারটা এখন আমারই বেশি দরকার।'

ছুটে চলে গেল বামন। পিছনে গলা ছেড়ে হেসে উঠল লিওনার্ড, জুয়ানা আর মি. ওয়ালেস।

একচল্লিশ

উপসংহার

ছ'সপ্তাহ পর এক বিকেলে চার চাকার একটা কোচ এসে থামল লণ্ডনের আলবার্ট কোর্টে টমসন অ্যাণ্ড টার্নার নামের আইনি-প্রতিষ্ঠানটার সামনে। ওটা থেকে প্রথম যে-যাত্রীটি নামল, তাকে দেখে হাসি ঠেকাতে পারল না আশপাশের কৌতূহলী দর্শকরা। চার ফুট উচ্চতার গাঁট্টাগোট্টা এক বামন, ভীষণ কুৎসিত চেহারা, গায়ে একটা কমদামি সুট, সেটা ঠিকমত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিট হয়নি।

'দেখো, দেখো,' বলে উঠল একজন। 'মাদাম তুসোর জাদুঘর থেকে উঠে এসেছে!'

'আরে নাহ্! এসেছে চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে!' বলে উঠল আরেকজন।

হাসাহাসির রোল পড়ল।

এসব কথাবার্তা কানে এলেও মোটেই পাত্তা দিল না অটার, গাম্ভীর্য বজায় রেখে ক্যাব থেকে নামল, তারপর দরজাটা খুলে ধরে রাখল। ওর পিছু পিছু নামল লিওনার্ড আর জুয়ানা। ইতোমধ্যে শরীর-স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে ওরা, এডেন থেকে কেনা মোটামুটি ভাল দু'প্রস্থ পোশাক পরেছে—দেখতে সম্ভ্রান্ত দম্পতির মতই লাগছে ওদের এখন।

টমসন অ্যাণ্ড টার্নারের আউটার অফিসে ঢুকল ওরা, মুখোমুখি হলো একজন কেরানির। জানতে চাইল, মি. টমসন বা টার্নারের সঙ্গে দেখা করা যাবে কি না।

'মি. টমসন তো বহুদিন আগে মারা গেছেন, সার,' বলল কেরানি। 'এই ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তবে মি. টার্নার আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আপনাদের কি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?'

'জী না, তবে আমার খোঁজ করছেন আপনারা,' লিওনার্ড বলল। 'কয়েক মাস আগে টাইমস্ পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল এই অফিস থেকে। আমার নাম লিওনার্ড অট্রাম।'

ভুরু কোঁচকাল কেরানি, ব্যাপারটা জানা আছে তার। কিন্তু বহুদিন আগে নিরুদ্দেশ হওয়া লিওনার্ড অট্রাম বলে এই যুবককে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। পালা করে তাকাল তিন আগন্তুকের দিকে, অটারের উপর দৃষ্টি খানিকক্ষণ সেঁটে থাকল তার।

'এক্সকিউজ মি,' খানিক পর নিজেকে সামলে বলল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনারা একটু বসুন। আমি মি. টার্নারকে জিজ্ঞেস করে আসছি।'

পাঁচ মিনিট উসখুস করে কাটাল অভিযাত্রীরা, তারপর আবার দেখা পাওয়া গেল লোকটার। বলল, 'মি. টার্নার দেখা করবেন আপনাদের সঙ্গে। তবে, ইয়ে...' অটারের দিকে ইশারা করল, 'এই ভদ্রলোকও কি যাবেন আপনাদের সঙ্গে?'

'না গেলেও চলে,' কাঁধ ঝাঁকাল লিওনার্ড। 'অটার, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো।'

'জী, বাস।' একটা টুল টেনে নিয়ে বসল অটার।

সুইং ডোর খুলে মি. টার্নারের প্রাইভেট অফিসে লিওনার্ড আর জুয়ানাকে নিয়ে গেল কেরানি। ওখানেই দেখা পাওয়া গেল কাঙ্ক্ষিত মানুষটির: মোটাসোটা, বয়স্ক এক ভদ্রলোক... কাগজপত্রে ঢাকা একটা টেবিলের ওপাশে বসে ছিলেন, ওদেরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'গুড আফটারনুন, আমিই টার্নার,' বললেন তিনি। 'প্লিজ, বসুন। কীভাবে সাহায্য করতে পারি, বলবেন?'

চেয়ার টেনে ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসল অট্রাম দম্পতি। পকেট থেকে *টাইমস্*-এর কপিটা বের করল লিওনার্ড, টেবিলের উপর দিয়ে ঠেলে দিল বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটা খুলে।

বলল, 'এই বিজ্ঞপ্তিটা সম্ভবত আপনিই দিয়েছেন?'

চোখে চশমা লাগিয়ে পত্রিকাটায় চোখ বোলালেন মি. টার্নার। তারপর জানালেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। কোনও খবর এনেছেন মি. অট্রামের?'

'আমিই লিওনার্ড অট্রাম। ইনি আমার স্ত্রী।'

'কী সৌভাগ্য!' খুশি খুশি গলায় বললেন মি. টার্নার। 'আমরা তো আপনার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম! তবে ইয়ে... পরিচয়টা নিশ্চিত হবার জন্য কোনও প্রমাণ যদি দেখাতেন...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চিন্তা করবেন না, সময়মত দেখতে পাবেন সব,' বাধা দিয়ে বলল লিওনার্ড। 'তার আগে বলুন, কাঁদের জন্য দিয়েছেন এ-বিজ্ঞাপন? লাভবান হবার ব্যাপারটা কী?'

গলা খাঁকারি দিলেন মি. টার্নার। 'ঠিক আছে, বলছি। ওটা জানালে ক্ষতি নেই। আপনার বাবা... প্রয়াত ব্যারনেট সার টমাস অট্রামের দুই ছেলে ছিল—টমাস জুনিয়র এবং লিওনার্ড। ছোট ছেলের সঙ্গে একজন মহিলার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল... কী যেন মহিলার নাম...' মাথা চুলকালেন তিনি।

উকিলের ভণিতা দেখে বিরক্ত হলো লিওনার্ড, পরীক্ষা নিতে যে চাইছেন, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ গলায় ও বলল, 'আপনি কি মিস জেন বিচের নামটা শুনতে চাইছেন?'

হেঃ হেঃ করে একটা হাসি দিলেন টার্নার। 'জী, জী, জেন বিচ-ই নাম ছিল বটে। তো যা বলছিলাম... বিয়েটা হয়নি। তার আগেই সার অট্রাম আত্মহত্যা করলেন, দুই ছেলে পাড়ি জমাল আফ্রিকাতে, ওঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নিলামে উঠল। সেসব কিনে নিলেন আমাদেরই এক মক্কেল—মি. কোহেন। ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে একই বছরে বিয়ে হয়ে গেল মিস জেন বিচের...'

'এসব আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল লিওনার্ড। 'কাজের কথায় আসুন।'

'একটু ধৈর্য ধরুন, সার। কাজের কথাই বলছি আমি,' আবার আগের কথার খেই ধরলেন টার্নার। 'মি. কোহেনের মৃত্যুর পর জেন বিচের স্বামী, সার জেমস কোহেন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন। দু'বছর আগে একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগে তিনিও মারা গেছেন, সম্পত্তি চলে গেছে তাঁর একমাত্র শিশু-কন্যার কাছে। পরিবারটা অভিশপ্ত, সার। কারণ বাবার মৃত্যুর এক মাস পরে বাচ্চাটাও মারা যায়... আর বাচ্চার মৃত্যুর ন'মাস পর মারা যান পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারী—

www.BanglaBook.org

লেডি কোহেন, মানে জেন বিচ!'

এবার নড়ে-চড়ে বসল লিওনার্ড। 'কী বলছেন? জেন মারা গেছে?'

'জী, সার। আর এখানেই আবার মি. লিওনার্ড অট্রাম উঠে আসছেন পাদপ্রদীপে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

চেয়ারে হেলান দিলেন টার্নার। 'মৃত্যুশয্যায় অদ্ভুত একটা উইল করে গেছেন লেডি কোহেন। সেটাতে কোহেন পরিবারের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে গেছেন "ঘনিষ্ঠ বন্ধু" লিওনার্ড অট্রামকে। তাঁর ভাষায়... সম্পত্তিটা নাকি অট্রামদেরই প্রাপ্য। এখন পর্যন্ত ওই উইলের বিরোধিতা করেনি কেউ। কাজেই আপনি যদি সত্যিই লিওনার্ড অট্রাম হয়ে থাকেন, তা হলে অভিনন্দন! পিতৃপুরুষের হারানো সম্পত্তি, সেই সঙ্গে নগদ প্রায় এক লাখ পাউণ্ড অর্জন করেছেন আপনি!'

বিস্ময়ে মুখের ভাষা হারাল লিওনার্ড। জুয়ানাও কথা বলল না। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। চমকটা সামলাতে ওদেরকে একটু সময় দিলেন মি. টার্নার, তারপর বললেন, 'মাফ করবেন, এখন আর সময় নষ্ট করার মানে হয় না, সার! আপনি যদি দয়া করে আপনার পরিচয়ের স্বপক্ষে প্রমাণগুলো দেখান, আমরা এই মামলাটা এখানেই মিটমাট করে দিতে পারি।'

মাথা ঝাঁকাল লিওনার্ড। পকেট থেকে বের করল নানা রকম কাগজপত্র, টমসন আর টার্নারের অফিসে আসার আগে ওগুলো জোগাড় করে এনেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। সেইসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল নিজের প্রবাস জীবনের।

সবকিছু দেখা ও শোনার পর সন্তুষ্ট হলেন আইনজীবী। হাত মেলালেন লিওনার্ডের সঙ্গে। 'কনগ্র্যাচুলেশন্স, মি. অট্রাম। ওহ্ দুঃখিত, সার অট্রাম! আপনার বড় ভাই মারা যাওয়ায় উপাধিটা আপনারই প্রাপ্য। আপনার ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই

www.BanglaBook.org

আমার মনে। তাই একটা চিঠি দিতে চাই, ওটা লেডি কোহেন রেখে গেছেন আপনার জন্য।'

টেবিলের ড্রয়ার হাতড়াতে শুরু করলেন টার্নার। 'বড্ড শান্তি পাচ্ছি এখন, বড় একটা বোঝা নেমে গেল ঘাড়ের উপর থেকে। গত এক বছর ধরে আপনাকে খুঁজে মরছি আমি। আফ্রিকায় একজন লোকও পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সে ফিরে এসে জানাল—পাহাড়ে সোনা খুঁজতে গিয়ে আপনি নাকি হারিয়ে গেছেন। খুঁজতে খুঁজতে আপনার ক্যাম্প পর্যন্ত গিয়েছিল ও, ওখানে একটা কবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি। ওটা আপনার, নাকি আপনার ভাইয়ের... তা বুঝতে পারেনি। নিশ্চিত হবার উপায় না থাকায় হাল ছাড়িনি আমি, ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছি পত্রিকায়। আজ তার ফল পেলাম!'

'কবে আমার ক্যাম্পে গিয়েছিল আপনার লোক?' জানতে চাইল লিওনার্ড।

'তারিখটা আমার স্পষ্ট মনে আছে, পরদিনই কাছের একটা শহর থেকে ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল কি না! মে মাসের নয় তারিখে।'

চমকে উঠল লিওনার্ড। তাকাল জুয়ানার দিকে। 'সেদিনই তো আমি তোমাকে উদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম! যদি না যেতাম, তা হলে দেখা হতো লোকটার সঙ্গে!'

জুয়ানা কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু বাধা পেল মি. টার্নারের কথায়।

'এই তো চিঠিটা!'

ড্রয়ার থেকে মুখবন্ধ একটা খাম বের করে বাড়িয়ে ধরলেন তিনি।

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটা খুলল লিওনার্ড। জেনের পরিচিত হাতের লেখা দেখতে পেয়ে চোখে পানি জমল। কতকাল ও অপেক্ষা করেছে জেনের চিঠির জন্য! আজ পেয়েছে... প্রথম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং শেষবারের মত! অশ্রুসজল চোখে পড়তে শুরু করল ওটা।

প্রিয়তম লিওনার্ড,

হ্যাঁ, তোমাকে এই বলেই ডাকছি, কারণ আর আমি বিয়ে নামক শৃঙ্খলে আবদ্ধ নই। অপরাধবোধ ছাড়াই তোমাকে ডাকতে পারি প্রিয়তম বলে। সারাজীবন তা-ই ছিলে তুমি আমার কাছে, আর আজ... মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও দৃঢ় গলায় বলতে চাই—তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। জানি না, তুমিও তেমনটাই ভাবো কি না আমাকে। হয়তো ভাবো, হয়তো ভাবো না।

না ভাবলে তোমাকে দোষ দিতে পারি না, কারণ অন্যায় করেছি আমি তোমার সঙ্গে, মনে কষ্ট দিয়েছি, আঘাত করেছি। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, লিওনার্ড, সেসবের কিছুই আমি নিজের ইচ্ছেতে করিনি। তারপরও আমি অপরাধী তোমার কাছে, তাই হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি।

একটা ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে তোমার, জানার অধিকার আছে—কেন আমি আমাদের সম্পর্কটা বিচ্ছিন্ন করলাম, কেনই বা বিয়ে করলাম তোমাকে ফেলে আরেকজনকে। সত্যিই ওতে আমার কিছু করার ছিল না, প্রিয়তম, বাবা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছেন। মি. কোহেনের কাছে আমি বিয়ের আগেই সবকিছু খুলে বলেছিলাম, কিন্তু ও-ও আমার কথায় কান দেয়নি। একগুঁয়ে স্বভাবের লোক ছিল, যা পছন্দ হবে, তা ওর চাই-ই চাই। তাই তোমার সঙ্গে সম্পর্কের কথা জানার পরও পিছিয়ে যায়নি সে, বিয়ে করেছে আমাকে। চিঠি লিখে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বহুবার তোমাকে জানাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাবা সেসব চিঠির একটাও পৌঁছুতে দেননি ডাকঘরে। বিয়ের আগ পর্যন্ত শকুনের মত আমাকে চোখে চোখে রাখতেন তিনি।

www.BanglaBook.org

যা হোক, সেসব পুরনো কথা টেনে কী লাভ এখন? আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম আমাদের ভালবাসাকে টিকিয়ে রাখতে... সেটাই বড় কথা। আর সেজন্যে সর্বশক্তিমান শাস্তিও দিয়েছেন আমাকে। প্রতিপলে বর্ণনাতীত যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছি আমি। কোহেন আমাকে মন্দ রাখেনি—ভালবাসা, প্রাচুর্য, ফুটফুটে একটি সন্তান... সব দিয়েছে। কিন্তু আমি সুখী হতে পারিনি। আর তাই বুঝি একে একে স্বামী-সন্তানকে কেড়ে নিয়েছেন বিধাতা। এখন আমার হৃদয় শূন্য, লিওনার্ড। শূন্য আমার পৃথিবীটাও। সবকিছুর মায়া ত্যাগ করেছি, প্রহর গুনছি আমার ছোট্ট মেয়েটার কাছে যেতে। ঈশ্বর অবশেষে প্রার্থনা কবুল করেছেন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি—আমি সে-ডাক শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু যাবার আগে একটা কাজ করে যেতে চাই আমি—দুঃখ দিয়েছিলাম তোমাকে, এবার সুখ দিতে চাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই পাপের। তাই তোমার বিষয়-সম্পত্তি আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, লিওনার্ড। আমার স্বামী-সন্তান মারা যাবার পর সব এখন আমার, তোমাকে তার উত্তরাধিকারী করে যাচ্ছি। হারানো ভালবাসার বদলে হারানো সম্পত্তি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে, জানি না। শুধু একটাই অনুরোধ—আমাকে ক্ষমা কোরো, কোনোদিন ভুলে যেয়ো না। চিরদিন আমি তোমাকে ভালবেসেছি, আজও ভালবাসছি, ভালবাসব অনন্তকাল।

সুখে থেকো। বিদায়।

—ইতি,
তোমার জেন।

পুনশ্চ: লোভীর মত আরেকটা কাজ করতে যাচ্ছি আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই জীবনে তো তোমাকে কাছে পেলাম না, তাই মৃত্যুর পর কাছে থাকার একটা ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। অট্রাম হলের কোর্টইয়ার্ডে আমাকে কবর দেয়ার জন্য নির্দেশ রেখে যাচ্ছি উকিলের কাছে। ওভাবেই তোমার পাশে থাকব আমি। রাগ কোরো না, এই অভাগিনীর শেষ ইচ্ছেটাকে একটু সম্মান দেখিয়ো। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়িয়ো আমার কবরের পাশে, এই-ই আমার মিনতি।

পড়া শেষ হলে নিজের আবেগকে আর দমাতে পারল না লিওনার্ড। নিঃশব্দ অশ্রু নেমে এল ওর গাল বেয়ে।

জুয়ানা বলল, 'চিঠিটা আমাকে একটু পড়তে দেবে?'

দিল লিওনার্ড। ওটা পড়ে জুয়ানার চেহারা থেকেও রক্ত সরে গেল, দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেল মন।

গলা খাঁকারি দিলেন মি. টার্নার। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য প্রসঙ্গ পাল্টালেন। বললেন, 'লিগাল ফর্মালিটি সারতে দু'চারদিন সময় দরকার। তার আগে অট্রাম হলে উঠতে পারছেন না আপনারা। এই সময়টাতে থাকার কোনও ব্যবস্থা আছে আপনাদের?'

চোখ মুছল লিওনার্ড। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপাতত একটা হোটেলে উঠেছি আমরা। তবে বেশিদিন ওখানে থাকতে হলে একটু সমস্যায় পড়ে যাব। হাতে তেমন টাকা-পয়সা নেই কি না!'

'আরে, টাকার চিন্তা করছেন কেন, স্যর? আপনি তো এখন বিরাট বড়লোক! দাঁড়ান, এখুনি নগদ উত্তরাধিকার থেকে অ্যাডভান্স হিসেবে কিছু দিয়ে দিচ্ছি। পরে নাহয় অ্যাডজাস্ট করে নেয়া যাবে, কী বলেন?'

'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

ড্রয়ার থেকে চেকবই বের করে একশো পাউণ্ডের একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেক কেটে দিলেন মি. টার্নার। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানাল লিওনার্ড, হোটেলের ঠিকানা দিল, এরপর হাত মিলিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

ক্যাবে চড়ে হোটেলে ফিরে এল ওরা। পথে অটারকে শোনানো হলো সব। উত্তেজিত হয়ে উঠল বামন, 'দেখেছেন বাস, আমার কথা কেমন ফলে গেল? বলিনি আমি, সবকিছু ফিরে পাবেন? বুঝলেন তো, এই বামন চাকরের কথাও মাঝে মাঝে সত্যি হয়!'

অটারের উচ্ছ্বাস লিওনার্ড আর জুয়ানাকে স্পর্শ করল না, বিমর্ষ হয়ে আছে ওরা। হোটেলে ফেরার পরও থমথমে ভাবটা কাটল না। শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা আর সহ্য করতে পারল না লিওনার্ড, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, জুয়ানা? আমি নাহয় জেনের কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছি... তুমি কষ্ট পাচ্ছ কেন?'

'বুঝতে পারছ না, কত বড় ভুল করেছ তুমি?' অশ্রুসজল চোখে বলল জুয়ানা। 'তোমার ভাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ভুল ছিল না, কিন্তু ওটার ভুল অর্থ করেছ তুমি। ধনসম্পদের জন্য আমাকে উদ্ধার করতে ছুটে গেছ, ভেবেছ আমিই টমের স্বপ্নে দেখা সেই মেয়ে! অথচ আসলে জেনের কথা বলেছে ও... জেনের সাহায্য নিয়েই সবকিছু ফিরে পাবার কথা তোমার। সেদিন আমাকে উদ্ধারের জন্য না বেরুলেই স্বপ্নটা বহুদিন আগে সত্যি হতো। জেন-ই তোমার সত্যিকার ভালবাসা, লিওনার্ড! মাঝখানে থেকে আমি...' কথা আটকে গেল ওর।

'ওভাবে বোলো না, জুয়ানা! আমাকে কষ্ট দিয়ো না!'

'আর কীভাবে বলব, লিওনার্ড? বলতে পারো, কীভাবে একজন মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাব আমি? ওর প্রতি ঋণী হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে আমাকে... তাও আমারই দোষে! শুধু যদি রত্নের থলেটা না হারাতাম, শুধু যদি একটু সতর্ক থাকতাম...' হু হু করে কেঁদে ফেলল জুয়ানা।

www.BanglaBook.org

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল লিওনার্ড। বলল, 'প্লিজ, কেঁদো না। খামোকাই কষ্ট পাচ্ছ তুমি। ভাগ্যে যা লেখা ছিল, তা-ই ঘটেছে আমাদের জীবনে। তুমি আমার জীবনের ভুল সিদ্ধান্ত নও, তুমি আর জীবনসঙ্গিনী... ভালবাসার মানুষ! বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি—বিষয়-সম্পত্তি আর ধনরত্নের চেয়ে অনেক উপরে তোমার স্থান। আর জেন... হ্যাঁ, ও আমার প্রথম ভালবাসা; কিন্তু সে-ভালবাসা তো বহুদিন আগে হারিয়ে গেছে! মহত্ত্ব দেখিয়ে আমার চোখে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে এখন ও, চিরদিনের মত হৃদয়ে জায়গাও করে নিয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওই উচ্চতার কাউকে ভালবাসা যায় না, জুয়ানা; দূর থেকে তাদের শুধু পুজো করা যায়। জেনকে তা-ই করব আমি। কিন্তু ভালবাসা... সে শুধু তোমারই জন্যে।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ, সত্যি।' জুয়ানার চোখের পানি মুছে দিল লিওনার্ড। 'তোমার জন্য আমার যে-ভালবাসা, তাতে ভাগ বসাতে পারবে না কেউ। অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে আমাকে এই ভালবাসা পেতে... তোমার কি ধারণা, ওটা এত সহজে মরে যাবে? কক্ষনো না।'

এক সপ্তাহ পর জুয়ানাকে নিয়ে অট্রাম হলে প্রবেশ করল লিওনার্ড। ঢুকেই সরাসরি চলে গেল বিশাল হলঘরটাতে—বহু বছর আগে ওখানেই এক রাতে ভাইয়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের শপথ করেছিল ও। এতদিন পর সেই শপথ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

বিস্ময়ের সঙ্গে ও লক্ষ করল, সবকিছু আগের মতই আছে; জেন কোনও কিছুই বদলাতে দেয়নি। স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে শেকল দিয়ে আজও আটকানো আছে বাইবেলটা, ওদের পূর্বপুরুষদের ছবি ঝুলছে দেয়ালে। বিশাল সেই জানালাটাও আছে আগের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মত, সেটার প্রতিটা কাঁচে এখনও জ্বলজ্বল করছে অট্রাম পরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের উত্তরাধিকারীদের প্রতীক। বিড়বিড় করে পারিবারিক মূলমন্ত্রটা আওড়াল লিওনার্ড—'*ঘর, সম্মান এবং হৃদয়ের জন্য!*'

হ্যাঁ, ঘর আর হৃদয় জয় করেছে ও, পরিবারের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখে শপথ পালন করেছে। কিন্তু কীসের বিনিময়ে? কোর্টইয়ার্ডের মাঝখানে মার্বেলে গড়া একটা কবরের নীচে শুয়ে আছে জেন—যতই চেষ্টা করুক, ওর দয়ার কথা কি কখনও ভুলতে পারবে লিওনার্ড? ভুলতে পারবে না, এই সম্পত্তি ফিরে পাবার পিছনে ওর নিজের কোনও ভূমিকা নেই, সব হলো ব্যর্থ এক ভালবাসার উপহার!

একই চিন্তা খেলা করছে জুয়ানার মনেও। জেনের সঙ্গে কোনও রকম পরিচয় ছিল না ওর, চোখেও দেখেনি কোনোদিন; তারপরও অদ্ভুত ওই মেয়েটা চিরদিনের জন্য ওর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রইল। লিওনার্ড যা-ই বলুক, জুয়ানা জানে ও হেরে গেছে। লিওনার্ডকে পেয়েও পায়নি। অন্যভুবনে পাড়ি দেয়া জেন বিচ চিরকালই ওদের মাঝে একটা ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সদ্য-অর্জিত সম্পত্তি দেখতে দেখতে অট্রাম দম্পতি অনুভব করল, বিধাতা আসলে কখনোই পরিপূর্ণ সুখ দেন না কাউকে। এক হাতে সুখের পেয়ালা বাড়িয়ে দিলেও অন্য হাতে থাকে দুঃখের আগুন—কারও ক্ষেত্রে বেশি, কারও ক্ষেত্রে কম। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় দলটায় পড়েছে ওরা। জেন বিচের ছায়াতেও সুখের সন্ধান পেয়েছে দুজনে।

তার প্রমাণ দেয়ার জন্য লিওনার্ড ও জুয়ানা অট্রামের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে একটু নজর দেব আমরা। তাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে ওদের সুখী জীবনটার স্বরূপ।

দশ বছর পরের একটি দিন। সার লিওনার্ড এখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পার্লামেন্টের একজন সদস্য, সেই সঙ্গে নিজের কাউন্টির লর্ড-লেফটেন্যান্ট। মে মাসের প্রথম রোববার সেদিন, প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল অট্রাম দম্পতি, সঙ্গে ছোট ছোট তিনটি দেবশিশু—ওদের সন্তান। বাড়ি ফিরে কোর্টইয়ার্ডে গেল ওরা, বিশেষ একটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে প্রার্থনা করল, তারপর শুরু করল হাঁটতে।

একশো গজ যেতেই অদ্ভুত একটা আবাস দেখা গেল—খড় আর বাঁশ দিয়ে তৈরি, হঠাৎ দেখায় আফ্রিকার গ্রাম্য বাড়ি বলে ভ্রম হয়। অটারের বাসা ওটা, নিজ হাতে বানিয়েছে, অনেক সাধ্য-সাধনা করেও অট্রামদের প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকতে রাজি করানো যায়নি তাকে। কুঁড়েঘরে না শুলে নাকি ওর ঘুম আসে না! ইঁট-পাথরের বদ্ধ ঘরে দম আটকে আসে!

কুঁড়েঘরের সামনেই পাওয়া গেল বামনকে, রোদের মধ্যে বসে ঝাড়ু তৈরি করছে। সারাক্ষণই এই জাতীয় কাজে ব্যস্ত থাকে ও। পরনে ইয়োরোপিয়ান এবং আফ্রিকান ঐতিহ্যের মিশ্রণে একটা অদ্ভুত পোশাক ওর, নইলে দশ বছরে চেহারাসুরতে কোনোই পরিবর্তন হয়নি অটারের।

'সুপ্রভাত, বাস,' লিওনার্ডকে এগোতে দেখে বলল ও। 'বাস ওয়ালেস কি এসে পড়েছেন?'

'না, দাওয়াতটা ডিনারের, তার আগে আসবে বলে মনে হয় না,' বলল লিওনার্ড। 'খাবার পরিবেশনের সময় তোমাকে কিন্তু থাকতে হবে, অটার। মনে আছে তো?'

'কিচ্ছু ভাববেন না, সময়মত পাবেন আমাকে।'

'অটার!' চেঁচিয়ে উঠল লিওনার্ডের ছোট্ট মেয়ে। 'তোমাকে না বলেছি, রোববারে ঝাড়ু ধরতে হয় না? তাও কেন ধরেছ?'

'ভুল হয়ে গেছে, ছোট মালকিন,' মৃদু হেসে বলল বামন। হাত থেকে সমস্ত সরঞ্জাম নামিয়ে রাখল। মনিবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা ঠিক আপনার মতই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাসন করতে শিখেছে আমাকে, বাস।'

'ছোট হলে কী হবে,' হাসল লিওনার্ড, 'ওরা-ও বুঝতে পেরেছে, তোমাকে শাসনে না রাখলে বিপদ!'

'একেবারে খাঁটি কথা!' সায় জানাল জুয়ানা।

কয়েক ঘণ্টা পর এসে গেলেন মি. ওয়ালেস, সম্প্রতি আফ্রিকা থেকে আরেকটা অভিযান শেষ করে ফিরেছেন তিনি। কয়েকদিন পর পরই অট্রামদের বাড়িতে দাওয়াত পান ভদ্রলোক, লিওনার্ডের ভাষায় এটা ওঁর *শাস্তি*—গোপনে জুয়ানাকে রুবিটা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বলে। ওটা এখন একটা নেকলেসের লকেট হয়ে জ্বলজ্বল করছে জুয়ানার বুকে। বলা বাহুল্য, খুশিমনেই এই *শাস্তি* মেনে নিয়েছেন ওয়ালেস।

ডিনার সারা হলো, তারপর অতিথিসহ পুরো পরিবার বসল লিভিংরুমে। পানীয় পরিবেশন করে সবার সামনে এসে দাঁড়াল অটার। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আমার মালিক, এবং মালকিন, আজ থেকে ঠিক এগারো বছর আগে এই দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বাস টম। বছরে মাত্র একবার মদ স্পর্শ করি আমি, আজ সেই দিন। আজকের এই পানীয় আমি তাই উৎসর্গ করছি বাস টমের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।'

'আমেন,' বলল লিওনার্ড। তাকাল স্ত্রীর দিকে। 'জুয়ানা, তুমি কাউকে উৎসর্গ করতে চাও?'

জুয়ানা মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, ফাদার ফ্রান্সিসকোকে, যিনি আমাকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিয়েছিলেন।'

'আমেন,' লিওনার্ড ওর গ্লাস উঁচু করে ধরল। 'আর আমি উৎসর্গ করছি কুয়াশা-মানবদের রাজা ওলফান, আর কুমির-শিকারি অটারকে। কারণ ওরা না থাকলে আজ আমরা কেউই বেঁচে থাকতাম না।'

'মা,' বলে উঠল লিওনার্ডের বড় ছেলে, 'অটার ওর বর্শা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর দড়িটা নিয়ে আসুক? তোমাকে আর বাবাকে কীভাবে ও বরফ-সেতু থেকে উদ্ধার করেছিল, সেই গল্প আবার শুনতে চাই আমরা।'

মৃদু হেসে অনুমতি দিল জুয়ানা। তারপর সবাই চুমুক দিল যার যার গ্লাসে।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG